উৎসর্গ পত্র

দুরদৃষ্ট বশত এ জীবনে শৈশবেই যাহাঁদিগকে হারাইয়াছি,
এবং যাহাঁদের চরণ সেবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছি
সেই পরমারাধ্য পিতৃদেব
বনওয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়
ও
পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
ক্ষুদুমণি দেবী
এবং
যিনি আশৈশব পিতা ও মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ পূর্ব্বক
আপন স্নেহক্রোড়ে আমাদের দুই সহোদরকে পালন
করিয়াছিলেন,
সেই মাতার ন্যায় গরীয়সী মাসীমাতাঠাকুরাণী
স্বর্গগতা সারদাসুন্দরী দেবী
ইহাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করিলাম।

সারদা কুটীর
কুড়মিঠা
বীরভূম
রথযাত্রা, শ্রাবণ সন ১৩৫১ সাল
বিক্রম সংবৎ ২০০১

দীন সন্তান
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

জয়দেবের কেন্দুবিল্ব এখন 'জয়দেব-কেন্দুলী' নামে পরিচিত। অনেকে কেন্দুলীও বলেনা,—বলে 'জয়দেব'। দেশের লোকের নিকট কেন্দুলী তীর্থক্ষেত্র; জয়দেব-পদ্মাবতী ভগবানের আপনার জন, অনুগৃহীত ভক্ত। আমাদের গ্রাম হইতে কেন্দুলীর দূরত্ব বেশী নহে। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই জয়দেবের মেলায় যাইতাম, জয়দেব-পদ্মাবতীর গল্প, ছড়া শুনিতাম, মুখস্থ করিতাম। এমনি শ্রদ্ধার মাঝখানে প্রথম-যৌবনে একদিন স্বর্গগত সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হস্তগত হয়, এবং তাঁহার অমর-লেখনী-প্রসূত জয়দেবের সমালোচনা পাঠের সুযোগ প্রাপ্ত হই। জয়দেবের যে একটা উল্টা দিক্ আছে, এ কথা সেই প্রথম শুনি; মনে বেশ একটু আঘাত লাগে, আর তাহার পর হইতেই জয়দেব-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করি। কেন্দুলীর মেলায় কোনো ভাল লোক পাইলে, ভক্ত-বৈরাগী দেখিলে তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিতাম, পুঁথি-পাতার খোঁজ লইতাম, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করিতাম; তাহারই ফলে ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিকপত্রে জয়দেব সম্বন্ধে আমার কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর গত-বর্ষে জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানপ্রচার সমিতির আহ্বানে কলিকাতার থিওজফিক্যাল হলে জয়দেবের সম্বন্ধে চারিটী বক্তৃতা দেই। আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা সেই বক্তৃতা চারিটীর পরিবর্ত্তিত রূপ।

আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নাই। কারণ তিনি যাহা বলিয়াছিলেন,—সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই বলিয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু

আজিকার দিনে—অনুসন্ধানেব বিশেষ সুযোগ সত্ত্বেও সবদিক না দেখিয়া যাঁহারা তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে পারি না। ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছি।

দেশ-বিদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট গীতগোবিন্দ এক-খানি কাব্য মাত্র। তাঁহারা কাব্য হিসাবেই ইহাঁর বিচার করিয়া থাকেন, এবং কেহ ভাল বলেন, কেহ নিন্দা করেন ; ইহাই স্বাভাবিক। তবে মাত্র অশ্লীলতার দোহাই দিয়া গীতগোবিন্দের উপর যাঁহারা খড়্গ-হস্ত—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, এবং শিশুপালবধ প্রভৃতি কাব্যের কয়েকটী সর্গের প্রতি আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের মনে হয়, জয়দেব কামের আবরণে প্রেমের কথাই বলিয়াছেন।

গীতগোবিন্দের সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের—বিশেষ শ্রীরাধার প্রেমতন্ময়তার যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে (৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সর্গ)—তাহার মাধুর্য্য, মহিমা ও পবিত্রতা বিতর্কের অতীত। সুতরাং গ্রন্থখানি সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সহৃদয় পাঠকের আলোচনারও অনুপযুক্ত নহে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনায় লোকমান্য তিলকের গীতার ভূমিকা হইতে সাহায্য পাইয়াছি। ইহা স্বীকার করিয়া সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। মানসোল্লাসের দশাবতার স্তোত্রের বুদ্ধসম্বন্ধীয় শ্লোক ও গ্রন্থ-সাহেবধৃত জয়দেবের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট্ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। বৃহদারণ্যক এবং হাল-সপ্তশতীর শ্লোক অধ্যাপক শ্রীমান্ অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ এম, এ (কলিকাতা) এবং সদুক্তিকর্ণামৃতের জয়দেব ও শরণ রচিত কবিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ (চট্টগ্রাম) সংগ্রহ

করিয়া দিয়াছেন। অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত বংশীধর ঠাকুর বি, এল (বীরভূম) আমাকে দুই একটি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। সুহৃদ্-গণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন না থাকিলেও এখানে ইহাঁদের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

সুহৃদ্বর শ্রীমান্ সুকুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পুস্তকখানির প্রুফ আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন। তিনি এই ভার গ্রহণ না করিলে অসুস্থাবস্থায় আমাকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইত। পূজার পূর্ব্বেই বইখানি প্রকাশিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে মুদ্রিত হওয়ায় স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, পাঠকগণ দয়া করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সাবধান হইবার সুযোগ প্রার্থনা করি। পরিশিষ্টে 'রামগীত-গোবিন্দের' রচয়িতা রূপে 'গয়াদীনের' নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্য-তীর্থ এম, এ মহাশয় বলেন, এই গ্রন্থও জয়দেবের রচিত। তবে এ জয়দেবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

গীতগোবিন্দের অনুবাদকগণের মধ্যে গিরিধর দাস, রসময় দাস এবং পীতাম্বর দাসের নাম বিশেষ পরিচিত। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" গ্রন্থে অপর দুইজন অনুবাদক প্রাণকৃষ্ণ দাস ও জগৎ সিংহের নাম পাওয়া যায়। ইহাঁরা সকলেই বাঙ্গালা কবিতায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ বিদেশের ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে।

গ্রন্থের মূল ও টীকার পাঠ প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথির সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছি। অনুবাদে যথাসম্ভব মূলের অনুসরণ করিয়াছি। শ্রীমান্ রামপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ অনুবাদের কাজে মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়াছেন।

আমার সোদর-প্রতিম সাহিত্যানুরাগী সুহৃদ্ শ্রীমান্ কামাখ্যা-কিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বি, এ (ডাক-বিভাগের পরিদর্শক, বিহার-ও-উড়িষ্যা) এবং অধ্যাপক শ্রীমান্ শিবশরণ চৌধুরী এম. এ, বি, এল (কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর), এই দুইজনের বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা ভিন্ন 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' প্রকাশে সাহস করিতাম কি না সন্দেহ। উভয়কেই আমার প্রীতি-আশিস্ জ্ঞাপন করিয়া এই বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে সমাদৃত হইলেও কৃতার্থ হইব।

'সারদা-কুটীর'
কুড়মিঠা (বীরভূম)
সন ১৩৩৬ সাল
জন্মাষ্টমী

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দীর্ঘ একুশ বৎসর পরে মৎসম্পাদিত "কবি জয়দেব ও শ্রীগীত-গোবিন্দ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সন ১৩৩৬ সালে প্রথম সংস্করণ বাহির হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, অপর সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী-শিক্ষিত বিদ্বানগণ অনেকেই গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। কয়েকখানি মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রেও অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। তথাপি মাত্র কয়েক শত গ্রন্থ বিক্রয়ে এই দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের বহু পুস্তক সংস্করণের পর সংস্করণে উচ্চ মূল্যে বিকাইয়াছে। অবশ্য ইহার দ্বারা এমন প্রমাণিত হয় না, যে এতদিন ধরিয়া শ্রীগীতগোবিন্দের অপর কোন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই, অথবা সেগুলি বিক্রীত হয় নাই, কিম্বা জয়দেবের উপর বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে। আমি আমার সম্পাদিত গ্রন্থের কথাই বলিতেছিলাম। সাধারণের নিকট এরূপ সংস্করণের অনাদরের কারণ বোধহয় এই যে, রস পিপাসু হইলেও অনেকেই তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে কতকটা ভীতির ভাব পোষণ করেন। ভূমিকায় আমি জয়দেবের তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার দিক দর্শনের চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হউক, আমার দারিদ্র্য বশতঃ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় যাহা কল্পনাতীত ছিল, তাহাই সম্ভব হইল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদয় সহায়তায় এতদিনে এই গ্রন্থের দ্বিতীয়বার প্রকাশের সুযোগ ঘটিল।

দেশ স্বাধীন হইবার পর কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে গ্রন্থ প্রকাশের

ব্যয় বহনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্ত্তা ডক্‌টর শ্রীযুক্ত স্নেহময় দত্ত মহাশয় এই আবেদন গ্রহণ করেন। তাহাঁদের নির্দ্দেশে আমি প্রথম সংস্করণের একখানি গ্রন্থ পাঠাইয়া দিই। তাহাঁরা গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাঁর মত অনুকূল হওয়ায় ডক্‌টর শ্রীযুক্ত স্নেহময় দত্ত মহাশয় গ্রন্থ প্রকাশের নির্দ্দেশ দেন, এবং এই কার্য্যে শিক্ষাবিভাগ হইতে দুই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই সাহায্য না পাইলে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গালার সংস্কৃতি তথা বিশ্ববরেণ্য কবি জয়দেবের প্রতি তাহাঁদের এই শ্রদ্ধা আমাকে কৃতার্থ ও আনন্দিত করিয়াছে। শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান অধিকর্ত্তা ডক্‌টর শ্রীযুক্ত পরিমল রায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি। শিক্ষা বিভাগের অন্যতর কবণিক শ্রীমনোমোহন শর্ম্মা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

মহাকরণ (রাইটার্স বিল্ডিং)-এর গহনে যে দুই জন আমার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন,— তাহাঁদের প্রথম, রাজস্বপরিষদের সদস্য (রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার) শ্রদ্ধেয় শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস,। দ্বিতীয় ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের উপকর্ম্ম সচিব শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মণ। মহাগাণনিক (একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল) শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যেও আমি উপকৃত হইয়াছি। ইহাঁদের অকপট সৌজন্য আমার স্মরণীয় হইয়া রহিল।

প্রথম সংস্করণের সমালোচকগণের মধ্যে স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায়

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, রাখালনন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। নিম্নলিখিত সংবাদ পত্রগুলির নামও উল্লেখযোগ্য।

মানসী ও মর্ম্মবাণী	মাসিক	পত্র	১৩৩৬		অগ্রহায়ণ
আনন্দবাজার	দৈনিক	,,	,,	১৬	,,
বঙ্গবাসী	সাপ্তাহিক	,,	,,	২১	,,
বসুমতী	দৈনিক	,,	,,	২৪	,,
প্রবাসী	মাসিক	,,	,,	·	পৌষ
শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী	,,	,,	,,		মাঘ
নবশক্তি	সাপ্তাহিক	,,	,,	২৩	ফাল্গুন
হিতবাদী	,,	,,	১৩৩৭	১৯	আষাঢ়
ভারতবর্ষ	মাসিক	,,	১৩৩৯		আশ্বিন

ভূমিকাংশের সৌষ্ঠব সাধনের জন্য বন্ধুগণের মধ্যে যাহাঁরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহাঁদের বহুশ্রুত—

প্রভুপাদ শ্রীগৌরগোপাল ভাগবতভূষণ (শ্রীবৃন্দাবন)

স্বামী শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী (কালনা আনন্দ আশ্রম)

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)

,, শ্রীসুশীলকুমার দে ,,

,, শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য ,,

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়নাথ চট্টরাজ কাব্যপুরাণতীর্থ (বীরভূম)

শ্রীমন্মথনাথ সান্ন্যাল (সম্পাদক রবিবাসরীয় আনন্দ বাজার, কলিকাতা)

এই নাম-মালা আমার নিবেদনে প্রীতির সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিলাম।

কাশীধামের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় প্রথম সংস্করণের গ্রন্থপাঠে আমাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিলেন, এবং ভূমিকায় "নিত্যলীলা" সম্বন্ধে আলোচনার উপদেশ দিয়াছিলেন। যোগ্যতা না থাকিলেও অতি সংক্ষেপে সে উপদেশ পালনের চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

ভূমিকায় 'শ্রীগীতগোবিন্দে গীত" 'শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ" 'শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দ' "নিত্যলীলা" 'শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ' প্রভৃতি কয়েকটী নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। পুরাতন ভূমিকার কিছু বাদ দিয়াছি ও কিছু নূতন করিয়া লিখিয়াছি। তথাপি মনে হইয়াছে কিছুই বলা হইল না। শ্রীগীতগোবিন্দ যতবার পাঠ করিয়াছি জয়দেবের নিত্য নূতন রস চাতুর্য্যে, ভাব-মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার স্বারাজ্যে আমি দিশাহারা হইয়াছি। প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। বামন হইয়াও প্রাংশু-লভ্য ফলে লোভের বশে ভূমিকায় আমি প্রদীপ ধরিয়া মধ্যাহ্ন ভাস্করকে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। অপিচ নিত্য-সিদ্ধ ব্রজপরিকর কবির ও তাহাঁর অপ্রাকৃত কাব্যের ক্রম পরিণতির কথা বলিয়া ও বিচার করিয়া অপরাধী হইয়াছি। ভরসা আছে, বৈষ্ণব সাধকগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণবগণ মহাবিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের অবতার গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বন্ধুবর সুনীতি কুমার একদিন কবি জয়দেবকে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থে বহু ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে। শ্রীগীতগোবিন্দের মূল ও টীকার প্রুফ শ্রীভুজঙ্গভূষণ কাব্যতীর্থ দেখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকার প্রুফ দেখিবার অসুবিধায় মুদ্রণের অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল।

এজন্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। জাতীয় মুদ্রণের শ্রীমান্ অজয় হোমের চেষ্টায় গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য আজ বৎসরাধিক কাল আমাকে কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তথায় অবস্থিতির প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কলিকাতার গৃহসঙ্কট, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ. দুর্ম্মূল্যতা ও জন সংঘট্টের দিনে যে দুইজন বন্ধুর সহৃদয় আতিথেয়তা আমাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাঁহাদের একজন অধ্যাপক শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, অপর জন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী, সাহিত্যরসিক শ্রীমুনীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। বন্ধুপত্নী চট্টোপাধ্যায় গৃহিণী শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর প্রীতি ও স্নেহ আমাকে ধন্য করিয়াছে। মুনীন্দ্রনাথের পুত্রবধূদের—বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী সুধারাণী মাতার শ্রদ্ধায় ও যত্নে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা বার বার স্মরণ হইতেছে। তিনি মুনীন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী-সমা স্বর্গগতা শিবসতী দেবী। আজ সেই স্নেহময়ীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এবং আমি যে উদ্দেশ্যে ভূমিকাটী লিখিয়াছি. সেই উদ্দেশ্য সফল হইলে, প্রচেষ্টা সার্থক মনে করিব।

'সারদা কুটীর'
কুড়মিঠা, বীরভূম
সন ১৩৫৭ সাল তারিখ ১লা শ্রাবণ
৮ রথযাত্রা

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম সর্গ **শ্রীগীতগোবিন্দম**

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ

ভূমিকা

১

বৈষ্ণব ধর্ম্ম

বেদ অপৌরুষেয় এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্ম। বেদ অপৌরুষেয়, কিন্তু ঋষি-হৃদয়ে ইহার আবির্ভাবের এবং ঋষি-দৃষ্টিতে ইহার প্রকাশের একটা কালানুক্রম আছে। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমরা আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুসরণে এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্বেদের বহু ঋকে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। বেদে বিষ্ণুর অপর নাম উরুক্রম, পৃশ্নিগর্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই নাম গৃহীত হইয়াছে। আচার্য্যগণের মতে পৃশ্নিগর্ভরূপে বিষ্ণু ধ্রুবকে কৃপা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ঋষি মেধাতিথির দৃষ্ট—বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপের—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং" (১।২২।১৭) মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রায় সাতাইশ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকার 'যাস্ক' অপর দুইজন পূর্ব্বাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদের একজন শাকপূণি বলেন, এই ত্রিপাদক্ষেপের স্থান পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। অপর নিরুক্তকার ঔর্ণবাভ

বলেন—"সমারোহণে, বিষ্ণুপদে এবং গয়-শিরসি" বিষ্ণু ত্রিপাদ স্থাপন করেন। মনীষী কাশীপ্রসাদ জায়সোয়াল এই সূত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। টীকাকারের মতে উদয়াচলে মধ্য গগনে ও অস্তাচলে স্থিতিই আদিত্যরূপী বিষ্ণুর ত্রিপাদক্ষেপ। শতপথ ব্রাহ্মণাদিতে ইহার প্রসঙ্গ আছে। বামন দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম বামন উপাস্যরূপে পূজিত হইতেন, বিষ্ণুপদে ইঁহার পূজা হইত। ঔর্ণবাভের বয়স প্রায় তিন হাজার বৎসর হইবে।

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো দেব যবো মদন্তি॥ উরুক্রমস্য স হি বন্ধু রিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥ তাবাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ॥ অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥ (ঋক্‌বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৪ সূক্ত, ৫।৬ ঋক)। বিষ্ণুর পরম পদ মধুর উৎস। তিনিই আমাদের যথার্থ বন্ধু। সেই উরুক্রম উরুগায় বিষ্ণুর আনন্দময় লোক ভূরি শৃঙ্গ গোধনে পূর্ণ। মন্ত্রের এইরূপ মর্ম্মার্থ হইতে অনুমিত হয়, ঋষিগণ সেই রসস্বরূপের, মধু-ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, তাঁহাকে বন্ধুরূপে ধ্যান করিতেন। গো-গোপ-সংঘাবৃত গোলোকের প্রতিচ্ছবি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল।

এই বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক বিভু, ইনিই কৃষ্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে নারায়ণীয় উপাখ্যানে বিষ্ণুর কয়েকটি নামের নিরুক্ত পাওয়া যায় (৩৪২ অধ্যায়)। অনুশাসন পর্ব্বে (১০৯ অধ্যায়) বিষ্ণুর সহস্র নামের উল্লেখ আছে। নারায়ণীয় উপাখ্যানে বিষ্ণুর উপাসনামূলক পাঞ্চরাত্র মত বর্ণিত হইয়াছে (৩৩৫—৩৪৬ অধ্যায়)।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৬।১) পাঞ্চরাত্র সত্রের উল্লেখ আছে। স্বয়ং নারায়ণ পঞ্চদিবসব্যাপী এই সত্রে আত্মাহুতি দিয়া—পর, ব্যূহ,

বিভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা এই পঞ্চরূপে প্রকাশিত হন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহবাদ পাঞ্চরাত্র ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। কেহ কেহ অনুমান করেন পুরুষ-সূক্তের মধ্যে চতুর্ব্যূহবাদের ইঙ্গিত আছে। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে চতুর্ব্যূহকে বিষ্ণুর চতুর্ম্মুখ বলা হইয়াছে।

বৈখানস ও পাঞ্চরাত্র—বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই দুইটি ধারার মধ্যে বৈখানস মতবাদ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্চরাত্র ধর্ম্মের পারম্পর্য্য-প্রবাহ আজিও অব্যাহত আছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার অপর নাম বিখনস। বিখনস-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়া এই ধর্ম্মের নাম বৈখানস। যাঁহারা বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহাদের অপর নাম বৈখানস। বাণপ্রস্থাশ্রমে গিয়া অধিকাংশ নর-নারী এই ধর্ম্মের আচরণ করিতেন বলিয়া ধর্ম্মের নাম "বৈখানস" —এমনও হইতে পারে।

ব্রহ্মার নিকট হইতে দেবর্ষি নারদ এই ধর্ম্ম লাভ করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে দেবর্ষি নারদের শ্বেতদ্বীপে গিয়া ভগবান নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম্মোপদেশ-প্রাপ্তির কথাও বর্ণিত আছে। যে-গ্রন্থে নারদ এই ধর্ম্মোপদেশ গ্রথিত করিয়াছেন, তাহার নাম "নারদ-সংগ্রহ" বা "নারদ-পঞ্চরাত্র"। শ্রীমদ্ভাগবতে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবান মৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন—

> মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনং।
> যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যাবিধির্হরেঃ॥
>
> (ধ্রুবোপাখ্যান)

দেবর্ষি নারদ উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুবকে এই ধর্ম্মোপদেশই দান করিয়াছিলেন।

পাঞ্চরাত্র শব্দের ব্যাখ্যায় মহাভারতকার বলিয়াছেন, এই শাস্ত্রে চারি বেদ ও সাংখ্যযোগ একত্র সন্নিবিষ্ট আছে, তাই ইহার নাম পাঞ্চরাত্র। কেহ কেহ বলেন—শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও পাশুপত এই পঞ্চ মতবাদ যাহার প্রভায় রাত্রির মত নিষ্প্রভ হইয়াছে, তাহাই পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম। ঈশ্বর-সংহিতায় বর্ণিত আছে—শাণ্ডিল্য, ঔপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক ও ভারদ্বাজ—পঞ্চঋষি পঞ্চরাত্রিতে এই ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাই এই ধর্ম্মের নাম পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম। দেবর্ষি নারদ বলেন—

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

পরমতত্ত্ব, মুক্তি, ভক্তি, যোগ ও তামস,—এই পঞ্চজ্ঞানমূলক শাস্ত্রের নাম পঞ্চরাত্র।

এই ধর্ম্মের নামান্তর সাত্বতধর্ম্ম। কূর্ম্ম পুরাণে (২৪ অধ্যায়) বর্ণিত আছে, যদুবংশীয় অংশুর পুত্রের নাম সত্বত। তাঁহার পুত্রের নাম সাত্বত। সত্বত নারদের উপদেশে নারায়ণ-উপাসনামূলক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সাত্বতগণের আচরণীয় ধর্ম্ম অথবা সত্বত-প্রণীত শাস্ত্রশাসিত ধর্ম্ম—এই অর্থে সাত্বত ধর্ম্ম নাম হইয়াছে। এই ধর্ম্মের অপর নাম ভাগবত-ধর্ম্ম। ভগবৎ শরণাগতিই এই ধর্ম্মের চরম ও পরম প্রতিপাদ্য। ঈশ্বরসংহিতায় ইহাকে “একায়ন” বলা হইয়াছে।

ভগবান সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু নারদ স্বীয় অধিগত বিদ্যার পরিচয়দান-প্রসঙ্গে “একায়ন” বিদ্যার নাম করিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যে “একায়ন” বিদ্যার নাম নীতিশাস্ত্র (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭ অধ্যায়)। অমরকোষে একায়নের প্রতিশব্দ

রেকতানোঽনন্যবৃত্তি রেকাগ্রৈকায়ণো ঽপি ।
অপ্যেক সর্গ একাগ্রোঽপ্যেকায়ন গতোঽপি সঃ ॥

একায়ন, অনন্যবৃত্তি, একাগ্র, একস্বর্গ, একায়নমত। আমাদের মনে হয় ঈশ্বরসংহিতায় একান্তিমার্গ অর্থে একায়ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ ভগবান সনৎকুমারের নিকট যে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ-সারভূত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহভূমা পুরুষের দর্শনলাভের পরই তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথিত শ্রীহরির অর্চনা-মূলক ক্রিয়াযোগ বা নারদ-পঞ্চরাত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌-ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাতাইশ শ্লোকে "একায়ন" শব্দ আছে। অর্থ— প্রকৃতি-আশ্রিত।

শ্রীরামানুজের পথ-নির্দ্দেশক আচার্য্য যামুন তাঁহার আগম-প্রামাণ্য গ্রন্থে ঈশ্বর-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। যামুন মুনি প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। ইঁহারই কিছু পূর্ব্বে উত্তর ভারতে কাশ্মীরে পাঞ্চরাত্র মতবাদের অপর একজন প্রামাণ্য পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন—উৎপলদেব। ইনি জয়াখ্য, নারদ-সংগ্রহ, সাত্বত-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নারদ-সংগ্রহ বোধ হয় নারদ-পঞ্চরাত্রেরই নামান্তর। ন্যায়মঞ্জরী-প্রণেতা জয়ন্ত ভট্ট একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের প্রামাণ্য-প্রকরণে পাঞ্চরাত্রাদি আগমের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম যে বেদ-সম্মত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

পূর্ব্বে বৈখানস আগমের উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ-প্রসঙ্গ (যাহা গর্গ-সংহিতাতেও বর্ণিত আছে) বৈখানস

আগমের কোন তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। পাঞ্চরাত্র-আগমের বহু প্রাচীন গ্রন্থেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের উল্লেখ ছিল। নারদ পঞ্চরাত্রে রাধাতত্ত্বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। হয়ত নারদ পঞ্চরাত্রের প্রাচীন রূপ বহুলাংশে লোপ পাইয়াছে, তথাপি এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বর্ণনায় নারদ-পঞ্চরাত্রে প্রাচীন ধারাই অব্যাহত রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালেই ভারতে যুগ্মদেবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। বেদে অশ্বিনীদ্বয়, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাগ্নি, ইন্দ্রবরুণ, ইন্দ্রবিষ্ণু প্রভৃতি যুগ্ম-দেবতার উল্লেখ আছে। হয়তো পরবর্ত্তী কালে বাসুদেব-বলদেব, নরনারায়ণ, বাসুদেবার্জ্জুন, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী প্রভৃতি যুগলদেবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছে। মহাভারত নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে বিষ্ণু পরমাত্মা এবং সঙ্কর্ষণ জীব-স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মহাভারত ২য় পর্ব্বে ৭৯ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে সঙ্কর্ষণানুজরূপে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। পাণিনির ১২২৩ সূত্রের টীকায় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বহুব্রীহি-সমাসের দৃষ্টান্তে লিখিয়াছেন—

"সঙ্কর্ষণস্য দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্দ্ধতাম্"

খ্যাতনামা অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলেন— জৈনদের একাদশ অঙ্গের অন্তর্গত ভগবতীসূত্রে আজীবক-দের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ইহাদের পূজিত বৈদিক ও অবৈদিক দেবতাগণের মধ্যে পূর্ণভদ্র ও মণিভদ্র অন্যতম। প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন বৌদ্ধ সুত্ত-পিটকের ক্ষুদ্দ-নিকায়ের 'অন্তর্ভুক্ত' নিদ্দেস গ্রন্থে পাওয়া যায়—আজীবকদের এক সম্প্রদায় পূর্ণভদ্র ও মণিভদ্রের এবং অন্য সম্প্রদায় বলদেব ও বাসুদেবের পূজা করিত। এই গ্রন্থে রুদ্রোপাসক জটিল সম্প্রদায়েরও উল্লেখ আছে।

জৈনদের দ্বাদশ উপাঙ্গের অন্যতম ঔপপাদিক সূত্রে বাসুদেব ও বলদেব শলাকা-পুরুষরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। ভাসের দূত-কাব্যে বাসুদেবকে বাসুভদ্র বলা হইয়াছে।

গ্রহণমুপগতেতু বাসুভদ্রে
হৃতনয়না ইব পাণ্ডবা ভবেয়ুঃ।
গতিমতিরহিতেষু পাণ্ডবেষু
ক্ষিতিরখিলাপি ভবেন্মমাসপত্না॥

পাণিনির "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুঙ্", এই সূত্র হইতে জানা যায়, সে কালে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের উপাসক সম্প্রদায় ছিল। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহাদের এক সম্প্রদায় মস্তক মুণ্ডন করিত, অপর সম্প্রদায় করিত না। সেকালে গোহরণকারী এক শ্রেণীর তস্কর সঙ্কর্ষণ সম্প্রদায়ের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইত।

প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে উৎকীর্ণ ঘুষুণ্ডী লিপি হইতে জানা যায়, পারাশরীর পুত্র গাজায়ন নারায়ণবাটস্থানে ভগবান সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের শিলাপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ সময়ের বেসনগর লিপিতে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু, তালধ্বজ সঙ্কর্ষণ, মকরধ্বজ প্রদ্যুম্ন ও মৃগধ্বজ অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য-মহাশয় অনুমান করেন, খেচরের বিষ্ণু, উদ্ভিদের বলদেব, জলচরের প্রদ্যুম্ন ও বনচরের দেবতারূপে অনিরুদ্ধকে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাসুদেব জ্ঞান, সঙ্কর্ষণ বল, প্রদ্যুম্ন ঐশ্বর্য্য ও অনিরুদ্ধ শক্তির প্রতীকরূপেও অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে উৎকীর্ণ নানাঘাট গুহার শিলালেখে ধর্ম্ম ইন্দ্র আদি দেবতার সঙ্গে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের

উল্লেখ আছে। এই সমস্ত আলোচনায় চতুর্ব্যূহবাদ তথা পাঞ্চরাত্র ধর্ম্মেরই প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।

পঞ্চরাত্রের অন্যতম জ্ঞানের নাম ভক্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তির কথা আছে—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

গীতা ভক্তিবাদের বেদ। পাঞ্চরাত্র আগমোক্ত পঞ্চঋষির অন্যতম শাণ্ডিল্য ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন "শাণ্ডিল্য সূত্র"। পাণিনি এক সূত্র করিয়াছেন 'ভক্তিঃ'। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রামাণ্য দার্শনিক বিচার-সমর্থিতা ভক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মূর্ত্তরূপে প্রকাশিতা হইয়াছেন। গীতার—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয় স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

পুরুষোত্তমকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কালিন্দী-তীরবর্ত্তী কেলিকুঞ্জে "গোপবধূটিবিট" রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

স্মরণাতীত কালেই পাঞ্চরাত্র মতবাদের সঙ্গে পৌরাণিক মতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং তাহারই ফলে বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম আচরণপ্রধান, পৌরাণিক ধর্ম্ম অনুরাগপ্রধান। উভয়তঃই একাগ্রনিষ্ঠায় ভগবৎ শরণাগতি অনুস্যূত রহিয়াছে।

পুরাণের মধ্যে দুইটি ধারা দেখিতে পাই— একদিকে শ্রীমদ্‌ভাগবত, অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। পদ্মপুরাণে এই দুই ধারার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এই তিনখানি পুরাণই পাঞ্চরাত্র আগমের অনুমোদিত গ্রন্থ। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঞ্চরাত্র ধর্ম্মের অন্যতম রহস্য-গ্রন্থ রূপে

স্বীকৃত। শ্রীমদ্‌ভাগবত-কথিত রাগমার্গের ভজন দাক্ষিণাত্যের আলবারগণের মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা প্রায় লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক। রাগমার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা ইহাঁরা সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আলবারগণের অন্যতম কুলশেখর শকাব্দার একাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার মুকুন্দমালা স্তোত্রে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক নিবদ্ধ রহিয়াছে—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতং স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যদ্ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তত্‌ঃ ॥

১১।২।৩৬

সুতরাং একথা নিঃসংশয় যে, কুলশেখর শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন।

অপর আলবার শঠারি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে—

রাঘবে ভরতলক্ষ্মণজানকীনাং
যে ঘোষমুগ্ধসুদৃশামপি নন্দসূণৌ।
ভাবা রসৈকবপুষঃ প্রতিথাঃ শঠারি
স্তানেব বা তদধিকান্নুত তত্র লেভে ॥

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরত, লক্ষ্মণ ও জানকীর যে ভাব, ব্রজের মুগ্ধা সুনয়নাগণের নন্দ-নন্দনে যে ভাব—সেই সমস্ত রসপূর্ণ ভাব বা তদধিক ভাব শঠারি লাভ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত "সঙ্গম" নামক প্রাচীন তামিল কবিতা-সংগ্রহে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়িণী কবিতা আছে। কুলশেখর প্রভৃতি আলবার-

গণের কিছু পরেই দক্ষিণভারতে বিল্বমঙ্গল ও পূর্ব্বভারতে কবি জয়দেব আবির্ভূত হন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু পাঞ্চরাত্র আগম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের সমন্বয়-মূর্ত্তি।

২

বীরভূমি

"বীরাভূঃ কামকোটী স্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্বিতা।
আরণ্যকং প্রতীচ্যন্তু দেশো দার্যদ উত্তরে।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহ্ব্যঃ সংস্থিতাঃ"॥

(মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকা)

বীরভূমির পূর্ব্ব নাম ছিল "কামকোটী"। সেকালে—পূর্ব্বে অজয়-সম্মিলিতা গঙ্গা, পশ্চিমে আরণ্যভূমি (ঝাড়খণ্ডের ঘন অরণ্য), উত্তরে পাথরের দেশ (রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী) এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা বহু নদ-নদী (দামোদর প্রভৃতি) এই ভূমিখণ্ডের চতুঃসীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকায় পাই—"কামকোটী বীরভূম জানিবে নির্য্যাস"। কিন্তু বর্ত্তমানে এই কামকোটী নামে স্থান বীরভূমে অথবা তাহার আশেপাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্ সময় বীরভূমি কামকোটী নামে পরিচিত এবং পূর্ব্বোক্ত চতুঃসীমায় চিহ্নিত ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। সম্রাট শের শাহ বা আকবরের সময়ও ইহার এত বিস্তৃতি ছিল কি না সন্দেহ। ইংরেজ-রাজত্বে বীরভূমি বর্দ্ধমান বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জেলা, লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ।

অতি পূর্ব্বকালে এই স্থান সুহ্ম দেশের অন্তর্গত ছিল। দণ্ডীর 'দশকুমার-চরিতে', কালিদাসের 'রঘুবংশে', বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিতে' এবং ধোয়ী কবির 'পবনদূত' প্রভৃতি গ্রন্থে সুহ্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। শকাব্দার পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা কর্ণ-সুবর্ণের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর ইহা পালরাজগণের 'সামন্ত-শাসন'-রূপে পরিচিত হইত। সে সময় 'শূর'-বংশীয়গণ ইহার অধীশ্বর ছিলেন। পরে সেনবংশীয়গণ এই দেশ অধিকার করেন।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন "সুহ্মা রাঢ়াঃ"। 'রাঢ়' নাম কত দিনের পুরাতন জানা যায় না। মধ্যভারতের খাজরাহো লিপি বলিয়া পরিচিত 'ধঙ্গ'র লিপিতে রাঢ়ের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক মতে ধঙ্গ ১০০২ খৃষ্টাব্দে রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের সীতাহাটী তাম্রশাসনে রাঢ়ের নাম পাওয়া যায়। এই লিপিতে সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের নাম আছে এবং বিজয় সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু রাজকুমার যে সদাচারচর্য্যার খ্যাতিগৌরবে প্রৌঢ় রাঢ়দেশকে গর্ব্বান্বিত করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ আছে। অনুমান হয়, সেনরাজকুমারগণই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের নামানুসারে এই স্থানের 'বীরভূমি' নামকরণ করেন। 'আইন-ই আকবরী'র মতে বীরভূমের 'লক্ষুর' (অধুনা 'নগর' নামে পরিচিত) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত। লক্ষুরের হিন্দু শাসনকর্ত্তাদিগের সেকালে 'বীর' উপাধি ছিল। ইতিহাসে উড়িষ্যার রাজগণের রাঢ়-আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার লক্ষুরও তাঁহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। নবদ্বীপ-বিজয়ের কিছুদিন পরে বীরভূমি মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয়।

বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতির ইতিহাসে রাঢ়-দেশ অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাঢ়ের সাহিত্যও

ধর্ম্ম প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণবধর্ম্মই এদেশের নিজস্ব ধর্ম্ম, এবং সে ধর্ম্ম এদেশে বাহির হইতে আসে নাই। হয়তো বা এমন কোনো অজ্ঞাত উৎস হইতে উত্থিত হইয়াছিল, যাহার সন্ধান আজিও পাওয়া যায় নাই। এমনও হইতে পারে যে, একই উৎস হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন ধারা ভারতের নানা দেশে প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি।

গুপ্তসম্রাট্‌গণের সময় হইতেই এদেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু গুপ্তগণ যে এদেশে সে ধর্ম্ম বহন করিয়া আনেন নাই, "শুশুনিয়া" লিপিই তাহার প্রবলতম প্রমাণ। এই ধর্ম্ম নানা সমন্বয়ের মধ্য দিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের আশ্রয়ে এক অভিনব ধারায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যের সহায়তা না পাইলে এই ধর্ম্ম উত্তরকালে এদেশে একটী শক্তিশালী সম্প্রদায়-গঠনে সমর্থ হইত কি না সন্দেহ। জয়দেবের প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষায় গীত-গোবিন্দের চল্লিশখানিরও অধিক টীকা প্রণীত হইয়াছিল এবং এই কাব্যের অনুকরণে প্রায় আট-দশখানি কাব্য রচিত হইয়া-ছিল। এদেশে সেকালে জৈন, বৌদ্ধ, সহজিয়া, নাথপন্থী, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, আজিও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের যেন মনে হয়, নানা ধর্ম্মের পীঠ-ভূমি পরিক্রমণ করিয়া বর্ম্ম ও সেনরাজগণের সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালায় এক উদারতর পথে অগ্রসর হইতেছিল। জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ বাহিয়া চণ্ডীদাসের মধ্য দিয়া সেই ধর্ম্মপ্রবাহ মহাপ্রভুর জীবনবন্যায় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে এবং এই বন্যা পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের পীঠক্ষেত্রগুলিকেও পরিপ্লাবিত করিয়াছে।

রাঢ়ের ধর্ম্ম ও সাহিত্য যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ন, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু সে সমস্ত বিষয় আমাদের এই আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

ভূমিকায় আমরা কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিতেছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। তবে এই আলোচনা দিক্‌-দর্শন হিসাবেও যদি সাধারণের গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব, শ্রম সার্থক মনে করিব।

৩

কবি-সাময়িকী

বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বৈষ্ণবকবি জয়দেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, এ দেশের সে এক সঙ্কটময় সময়। অনুমান বঙ্গাব্দ সন ছয়শত সাল—শকাব্দ একাদশ শতকের মধ্যভাগ—সমাজ ব্যভিচারে পূর্ণ, প্রকৃতিপুঞ্জ মোহগ্রস্ত, রাজশক্তি অবসন্ন, রাজ্যেশ্বর প্রতীকারে অসমর্থ। যে বাঙ্গালী প্রজা একদিন নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে সিংহাসনে বসাইয়া দেশে "মাৎস্য ন্যায়" প্রশমিত করিয়াছিল, আজ তাহারা পাশব ব্যসনে উন্মত্ত, বৈদেশিক আক্রমণের আসন্ন সম্ভাবনায়ও অনুদ্বিগ্ন। যে-রাজ্যের পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ক্ষেপণী-উৎক্ষিপ্ত জলধারায় একদিন চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক প্রক্ষালনের স্পর্দ্ধা রাখিত, আজ প্রমোদ-তরণীতে প্রমদাগণের নয়ন-কজ্জলে তাহাদেরই গণ্ড কালিমামণ্ডিত—তাহারা সেই সোহাগেই অচৈতন্য। ভারতের বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে, ভারতের ভিতর কোথায় কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, সে সব সংবাদ লওয়া তো দূরের কথা,—নিজেদের ভবিষ্যৎ-ভাবনাও কাহারো মনে স্থান পায় না।

দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, সর্ব্বনাশ সমীপবর্ত্তী, কিন্তু রাজ্যে নিত্য উৎসব লাগিয়াই আছে। কবিরা কাব্য রচনা করিতেছেন, সুরচিত বিস্তৃত প্রশস্তি-গাথায় নৃপতির যশের কাহিনী কীর্ত্তিত হইতেছে, সমগ্র দেশ এক কল্পিত শান্তির মৃত-কল্প জড়তায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যসূর্য্য তখন ধীরে অস্তাচল-মূলে ঢলিয়া পড়িতেছিল, আর তাহার শেষ রশ্মিটুকু গ্রাস করিবার জন্য এক রণদুর্ম্মদ জাতির বিজয়-বৈজয়ন্তী আপন গৌরবোজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্রপ্রভায় অলক্ষ্যে বাঙ্গালার সান্ধ্য গগনে অভ্যুত্থিত হইতেছিল। এমনি দিনেই জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব, এমনি এক দিনেই সংস্কৃত গীতিকাব্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি বীরভূমের অজয়তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব,—বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাসদ—সম্রাটের পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। অনেকে বলেন, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপের নৃপ-সভাদ্বারে নিম্নোক্ত শ্লোকটি ক্ষোদিত দেখিয়াছিলেন—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥"

এই শ্লোকে কবি ধোয়ী কবিরাজ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। সম্রাট্-সভার পাঁচটী রত্ন—উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব।

প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির-প্রশস্তিতে উমাপতিধরের নাম পাওয়া যায়,—ইনি লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় উল্লিখিত আছে,—'শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজ-লক্ষ্মণসেনমন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ' ইত্যাদি। শ্রীগীতগোবিতের টীকাকার ধৃতিদাসও লিখিয়াছেন—

"উমাপতিধরো নামা সান্ধিবিগ্রহিকো।"

গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার আর্য্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"সকলকলাঃকল্পয়িতুং প্রভোঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ। সেনকুলতিলক-ভূপতিরেকো রাকাপ্রদোষশ্চ"। প্রবন্ধের (নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্ঠি কলা) এবং কুমুদবন্ধুর (ষোল কলা) সকল কলার সম্পূর্ণতাসাধনে একমাত্র সেনকুলতিলক ভূপতি বা পূর্ণিমার সন্ধ্যাই সমর্থ। অর্থাৎ পূর্ণিমা-প্রদোষে যেমন কুমুদবন্ধু পূর্ণতা সংপ্রাপ্ত হন, সেনরাজের সময় তেমনি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধসকল সংরচিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে এই সেনকুলতিলক ভূপতি লক্ষ্মণসেন। দশটীকাবিদ আর্ত্তিহর-পুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের 'টীকা-সর্ব্বস্বে' গোবর্দ্ধনের এবং গোবর্দ্ধন-প্রণীত উনাদি-বৃত্তির উল্লেখ আছে। ১০৮১ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। বল্লালসেন তখন সম্রাট এবং লক্ষ্মণসেন যুবরাজ। এই গোবর্দ্ধনকেই জয়দেব-কথিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য বলিয়া মনে হয়।

ধোয়ী কবি স্বরচিত পবনদূত কাব্যে যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকেই নায়ক কল্পনা করিয়াছেন। যথা :—

তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ী বভুব ॥ ২ ॥

(পবনদূত)

জহ্লন-দেবের সুভাষিতাবলীর মধ্যে ধোয়ীর নাম আছে। জহ্লন খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে 'শরণের' এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—

দেবঃ কুপ্যতু বা বিচিন্ত্য বিনয়ং প্রীতোঽস্তু বা মাদৃশৈ-
র্বাঙ্ভিঃ প্রভুকীর্ত্তিমপ্রতিহতাং বক্তব্যমেবোচিতম্।
সেবাভির্যদি সেনবংশতিলকাদাশাসনীয়াঃ শ্রিয়ঃ
সংকল্পানুবিধায়িনাং সুরতরস্তৎ কেন হার্য্যো মদঃ॥

'শরণ'—(৩—৫৪—৫)।

সদুক্তিকর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের সময়েই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমিত হয়, কবি শরণ সম্রাটের সমসাময়িক এবং শ্লোকে সেনবংশ-তিলক বলিতে লক্ষ্মণসেনকেই বুঝাইতেছে। ১১২৭ শকাব্দায় সদুক্তি-কর্ণামৃত সঙ্কলিত হয়।

উপরে উদ্ধৃত সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে গীতগোবিন্দের—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

এই শ্লোকটী মিলাইয়া লইলে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষ্যবাক্যে অবিশ্বাসের কোনো হেতু পাওয়া যায় না।

কেন্দুবিল্বের অনতিদূরে অজয়ের দক্ষিণ তীরে শ্যামারূপার গড় বা সেনপাহাড়ী নামে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি শুনিয়াছি—তান্ত্রিকসাধনার জন্য বল্লালসেন নাকি এক নীচজাতীয়া পদ্মিনী রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লইয়া পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য ঘটে এবং লক্ষ্মণসেন কিছু দিনের জন্য সেনপাহাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। কুল-পঞ্জিকায় দেখিতে পাই, এই মনোবিবাদ-উপলক্ষে পিতা-পুত্রে কয়েকখানি পত্র-বিনিময় হইয়াছিল। সংস্কতের

আড়াল থাকিলেও পিতা-পুত্রের মধ্যে যে এ হেন পত্রের আদান-প্রদান চলিতে পারে, আজিকার দিনে এরূপ বিশ্বাস করিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে কি না সন্দেহ। কুলগ্রন্থের এই সমস্ত কাহিনীর সত্যতাও বিতর্কের বিষয়। তবে যে কোনো কারণেই হউক, যুবরাজের পক্ষে আপন সামন্ত রাজ্যে শুভাগমন এবং সেই সূত্রে নিকটবর্ত্তী কেন্দুবিল্ব-বাসী কবির সঙ্গে পরিচয় এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। রাঢ়ে সেনরাজত্বের বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। ধোয়ী কবির পবনদূতে যুবরাজের প্রবাস-বাসের আবাসভূমির নাম বিজয়পুর-জয়স্কন্ধাবার। বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, ত্রিবেণীর অনতিদূরস্থিত কোনো স্থানের নামই পূর্ব্বে বিজয়পুর ছিল। বিজয়পুর নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোনো স্থান বা নবদ্বীপেরই নামান্তর ও হইতে পারে। এইরূপ কোনো প্রবাস-বাসে অথবা নবদ্বীপে যুবরাজের সঙ্গে কোথায় কবির প্রথম পরিচয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রবাদকথিত যুবরাজের সেনপাহাড়ীতে আগমনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। সাধারণের কৌতূহল-নিবারণের জন্য নিম্নে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের পরস্পরকে লিখিত শ্লোক কয়েকটা উদ্ধৃত করিতেছি। লক্ষ্মণসেন লিখিতেছেন—

> "শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
> কিং ব্রুমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
> কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
> ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ ?॥"

বল্লালের প্রত্যুত্তর—

> "তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনো-
> র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলং কা নাম কেলী কথা।

দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ ॥”

লক্ষ্মণসেন পুনরায় লিখিলেন—

“পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যেষ প্রায়ো হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥”

বল্লাল পুনরুত্তর দিলেন—

“সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
চন্দ্রো নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি-
র্ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি ॥”

ঐতিহাসিকগণের মতে সম্রাট লক্ষ্মণসেন ১০৯১ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, সুতরাং বলিতে পারা যায়, কবি জয়দেব বঙ্গাব্দ সন ছয় শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কাহারো কাহারো মতে “পৃথ্বীরাজ-রাসো”র মধ্যে জয়দেবের নাম পাওয়া যায়। যথা—

“জয়দেব অঠ্ঠং কবী কব্বিরায়ং
জিনৈ কেবলং কিত্তি গোবিন্দ গায়ং”

পৃথ্বীরাজ ১১১৫ শকাব্দায় সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সুতরাং জয়দেবকে পৃথ্বীরাজ-সভাসদ রাসো-প্রণেতা চাঁদকবির সম-সাময়িক বলিতে হয়। কিন্তু অনেকে বলেন ঐ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।

সদুক্তি কর্ণামৃতে শ্রীগীতগোবিন্দের—

(১) ১।৫৯।৪। কৃষ্ণভুজঃ ॥

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ [=গীতগোবিন্দ ১১।৩৪]

(২) ২।৩৭।৪। বাসকসজ্জা ॥

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ [=গীতগোবিন্দ ৬।১১] ॥

(৩) ২।১৩২।৪। রতারম্ভঃ ॥

উন্মীলৎপুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ [=গীতগোবিন্দ ১২।১০] ॥

(৪) ২।১৩৪।৪। বিপরীতরতম্ ॥

মারাঙ্কে রতিকেলি [=গীতগোবিন্দ ১২।১২] ॥

(৫) ২।১৩৭।৫। উষসি প্রিয়াদর্শনম্ ॥

অস্যাঃ (তস্যাঃ) পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো [=গীতগোবিন্দ ১২।১৪]॥

—এই পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সদুক্তিকর্ণামৃতে কবি জয়দেব-রচিত নানাবিষয়িণী আরো ছাব্বিশটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১) ৩।১১।৫। প্রিয় ব্যাখ্যানম্ ॥

"লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকল্পদ্রুম
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙ্গপ্রিয়।
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালংকার কারার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোঽসি তুষ্টা বয়ম্ ॥"

(২) ৩।১৫।৫ দেশাশ্রয়ঃ ॥

ত্বং চোলোল্লোললীলাং কলয়সি কুরুষে কর্ষণং কুন্তলানাং
ত্বং কাঞ্চীত্যঞ্চনায় প্রভবসি রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি।
ইত্থং রাজেন্দ্র বন্দিস্তুতিভিরুপহিতোৎ-কম্পমেবাস্থ দীর্ঘং
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায় ॥

দুইটি শ্লোকই মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের প্রশস্তি।

গীতগোবিন্দে লক্ষ্মণসেনের নাম পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে অনুযোগ করেন। কিন্তু বূলার (Buehler) সাহেব নাকি কাশ্মীরের এক গীতগোবিন্দের পুঁথিতে লক্ষ্মণসেনের নাম দেখিয়াছিলেন। বূলার সাহেবের পুঁথিকেও যদি প্রক্ষিপ্ততাবাদে কেহ অবিশ্বাস করেন, উপরের শ্লোক দুইটির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেই তাহাঁর সন্দেহভঞ্জন হইবে। জয়দেবের সময়ে কে গৌড়েন্দ্র ছিলেন, জয়দেব কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন, সব দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, উক্ত গৌড়েন্দ্র লক্ষ্মণসেন ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। সেক-শুভোদয়ার মধ্যেও লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িকরূপে জয়দেব ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বৌদ্ধ সহজযানের সাধনতত্ত্ব রাঢ়দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটী দল শ্রীপাদ নিত্যানন্দের প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা আপনাদের সাধন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নাই। ইঁহারাই বৈষ্ণব সহজিয়া নামে পরিচিত।

কেন জানিনা এই সম্প্রদায় কবি জয়দেবকে আপনাদের আদি-গুরু এবং নবরসিকের একজন রসিক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। সহজযানের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলিয়াছিলেন—“বুদ্ধদেবের তিরোধানের অত্যল্প দিন মধ্যেই তাহাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন; তাহারই একভাগ নানা শাখা-প্রশাখায় রূপান্তরিত হইয়া কালে সহজযানে পরিণতি লাভ করে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধদের মধ্যে যে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার একটীর নাম

মহাস্থবির এবং অপরটীর নাম মহাসাঙ্ঘিক। থের-বাদিগণ বলেন বুদ্ধ আগে, তাহার পরে ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ। সাঙ্ঘিক দল বলেন,—না, ধর্ম্ম আগে, বুদ্ধ এবং সঙ্ঘের স্থান তাহার পরে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৌদ্ধগণ ধর্ম্মকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। শকাব্দার প্রথম শতাব্দীতে নাগার্জ্জুনের নেতৃত্বে মহাসাঙ্ঘিক দলের একাংশ লইয়া মহাযান সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইঁহারা প্রজ্ঞা (ধর্ম্ম), উপায় (বুদ্ধ) এবং বোধিসত্ত্বের (সঙ্ঘ) উপাসক। শকাব্দার পাঁচ কি ছয় শতাব্দীতে এই ত্রিদেব তারা, নিত্যবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-রূপে কল্পিত হন। ইহার পর বজ্রযান নামে অন্য এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। শকাব্দার সপ্তম শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি—স্বীয় পুত্র পদ্মসম্ভব, কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা এবং জামাতা শান্তরক্ষিতের সহযোগিতায়—এই সম্প্রদায়েব প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের উপাস্য পদ্ম, বজ্র এবং বোধিসত্ত্ব। ইহারই অন্যতম শাখার নাম সহজযান। রাঢ় দেশের আচার্য্য নাড়পণ্ডিত, পণ্ডিতপত্নী নিগু বা জ্ঞান-ডাকিনী, এবং সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ও দারিক প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শূন্য, বজ্র ও বোধিসত্ত্ব ইঁহাদেব উপাস্য। শকাব্দার সপ্তম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। নরনারীর মিলন-সুখই ইঁহাদের মতে চরম ও পরম সুখ। এই সুখ-সম্ভোগের জন্য দেহতত্ত্ব লইয়া সাধনা করিয়া ইঁহারা বহুবিধ উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন।” শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জয়দেব এই সহজিয়াগণের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সহজিয়াগণ নরনারীর যে মিলন-সুখকে একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকে সেই সুখের আশ্রয়রূপে বর্ণনাপূর্ব্বক নিজেকে তাহার দর্শকস্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন, এবং দেখিয়াই যেন পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এক হিসাবে এই মতবাদ উপেক্ষা করা চলে না। কারণ, বৈষ্ণবধর্ম্মের মধুর ভজনে সখীভাবের

উপাসনা অনেকটা এই ভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রভেদ এইটুকু যে, সখীগণ শুধু দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন না, অন্তরঙ্গা সেবিকারূপে যুগলের মিলনানন্দের অংশভাগিনীও হইয়া থাকেন। সখীগণ কর্ম্মহীনা উদাসিনী দর্শিকামাত্র নহেন, তাঁহারাই এ-মিলনের সাধিকা এবং সাহায্যকারিণী। গীতগোবিন্দে এই শেষোক্ত ভাবই পরিস্ফুট।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এই যে সংস্কার বা সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন, সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সময় যে বাস্তবিকই সেইরূপ একটা চেষ্টা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত আছে। রাজনীতি-জ্ঞানে অদূরদর্শী হইলেও লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিগণ সমাজনীতিতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের দুর্দ্দশা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ভবদেব ভট্টের অনুকরণে স্মৃতির অনুশাসনে তাঁহারা তাহার প্রয়োজনানুরূপ প্রতীকার বা সংস্কার-সাধনেও বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

মৎস্যসূক্ত নামক গ্রন্থখানিতে আমরা এই ভাবের আভাস পাই। কেহ কেহ এই গ্রন্থখানিকে লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের প্রণীত বলিয়া মনে করেন, অপর কাহারো কাহারো মতে ইহা একখানি প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ। মৎস্যসূক্ত প্রাচীন গ্রন্থই হউক আর মন্ত্রী হলায়ুধেরই প্রণীত হউক, এই গ্রন্থখানি যে সেনরাজত্বে একখানি প্রামণিক গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। এই গ্রন্থে একদিকে যেমন বেদের প্রশংসা আছে, তেমনি অন্যদিকে আবার বীরাচারের অভিমত একজটা, উগ্রতারা, ত্রিপুরা প্রভৃতির পূজাক্রম এবং মন্ত্রোদ্ধার আদিও গৃহীত হইয়াছে! গ্রন্থে বেদের প্রশংসা আছে, কিন্তু অতি সন্তর্পণে। বৌদ্ধ তন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রমের তারাসাধন এবং নীলসারস্বতক্রমের মধ্যে-সে প্রশংসা যেন একটা সমন্বয়ের ইঙ্গিত

করে। মৎস্যসূক্তের তারাস্তব পাঠ করিলে এই বিশ্বাসই দৃঢ়ীভূত হয়।

"জয় জয় তারে দেবি নমস্তে। প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে॥
প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে। প্রণতজনানাং দুরিতক্ষয়িতে॥

এই প্রজ্ঞাই যে বৌদ্ধদের সম্প্রদায়ভেদে তারা, পদ্ম ও শূন্য নামে অভিহিতা হইয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রজ্ঞা লোকেশ্বর বুদ্ধের সুতারূপেও কথিতা হইয়াছেন।

সম্রাটের অনুমোদিত এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়া সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়ত জয়দেবও অনুসরণ করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ গীতগোবিন্দের দশাবতারস্তোত্রের বুদ্ধস্তব উল্লিখিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে বুদ্ধদেব অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে তিনি যেন সুর এবং অসুরগণের মোহনার্থেই চীবর-ধারণ ও বেদনিন্দা করিয়াছিলেন। এক সময় প্রায় সারা ভারতের হিন্দুগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্য বংশের রাজা সোমেশ্বরের আদেশে ১১৫১ শকাব্দে 'মানসোল্লাস' নামে একখানি অভিধান সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থে বুদ্ধের স্তব এইরূপ—'বুদ্ধরূপে জো দানব সুরা বঞ্চউনি বেদ-দূসণ বোল্লউনি মায়া মোহিয়া, সো দেউ মাঝি পসাউ করউ।' বুদ্ধরূপে যিনি দানব ও সুরগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য বেদ-দূষণ বাক্য বলিয়া (বেদ নিন্দা করিয়া) মায়ায় মোহিত করিয়াছিলেন, সেই দেবতা আমায় অনুগ্রহ করুন।

একটী প্রাচীন স্তোত্রেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

"সুরাসুরাংশ্চৈবসুরান্ বিজেতুং
সন্ধা'রয়ংশ্চীবরচিহ্নবেশম্।

নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং য—

স্তং বুদ্ধরূপং প্রণতোঽস্মি বিষ্ণোঃ ॥

কিন্তু জয়দেব লিখিয়াছেন :

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং

সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং

কেশবধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥"

ইহাতে সুর, অসুর বা দানব-মোহনের কোনো কথা নাই। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সার্দ্ধসহস্রাধিক বৎসর পরে এমন ভক্তিপূর্ণ ভাষায় বুদ্ধাবতারের তত্ত্ব হিন্দু কেহ ব্যক্ত করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের দিক হইতে এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা যাইতে পারে। প্রতিবেশপ্রভাব হইতে পরিত্রাণলাভ আমরা প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। সমাজ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঢ় দেশ যদিও চিরস্বাধীন, চিরস্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী, তথাপি দেশবাসীর ধাতুপ্রকৃতির অনুকূলে অবশেষে হিন্দুধর্ম্ম তথা বৈষ্ণব ধর্ম্মই এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্ম্মও এদেশে প্রসার লাভ করিতেছিল। শকাব্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতকে গুপ্তরাজগণ যখন মহোদধির উপকণ্ঠস্থিত এই তালীবনশ্যামল দেশ জয় করেন, তাহার পূর্ব্বেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তখন লোকে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসনা করিত। গুপ্তরাজগণের সম-সময়ে এদেশে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রবর্ম্মা। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপিতে তিনি আপনাকে চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসকরূপে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়ার পোকর্ণা বা পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন, এই স্থান এখনো 'পোখরণা' নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত

ইঁহাকে নিহত করিয়া মগধের প্রান্তবর্ত্তী এই প্রদেশ অধিকার করেন। পরবর্ত্তীকালে ষষ্ঠ শকাব্দে রাঢ়ে আর একজন বৈষ্ণব নরপতির নাম পাওয়া যায়, তিনি পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ বিজয়নাগদেব। কর্ণ-সুবর্ণ তাহাঁর রাজধানী ছিল।

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ যদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি হিন্দুগণের উপরে তাহাঁদের কোনো বিদ্বেষ ভাব ছিল না। অপিচ বৃহস্পতিতুল্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের যজ্ঞশালায় যজ্ঞশেষ শান্তিবারিসেচনে বার বার তাঁহাদের মুকুটমুক্ত মস্তক অভিষিক্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে এইরূপই দেখিতে পাই। পালরাজগণের রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম্মও অপ্রচলিত ছিল না। সম্রাট্ ১ম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত নামক একজন বণিক্ সমতটে একটী নারায়ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। পালরাজগণের পূর্ব্বেই আচার্য্য নাড় পণ্ডিত এবং লুইপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধপণ্ডিতগণ সহজ মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পালরাজমন্ত্রিগণের এবং পরবর্ত্তী দুইজন হিন্দুপ্রধানের প্রভাবে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের একজন ছিলেন বৌদ্ধবিদ্বেষী, আর একজন ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধে মিলনপ্রয়াসী। ইঁহাদের একজন রাঢের দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধবালবলভী-ভুজঙ্গ সিদ্ধল গ্রামীণ ভবদেব ভট্ট। আর একজন স্বনামধন্য দিগ্বিজয়ী ভূমিপাল চেদীপতি কর্ণদেব। বৈষ্ণব বর্ম্মরাজ-গণের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভবদেব ভট্ট ছিলেন সেই বর্ম্মবংশীয় বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম্মদেবের সান্ধি-বিগ্রহিক। শস্ত্র ও শাস্ত্রে তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মূর্ত্তি ও মন্দির আজিও তাঁহার গৌরব-কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাঢ়ের অধিকাংশ উচ্চ বর্ণের হিন্দুর জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্ত্তব্যবিধান আজিও ইঁহারই সঙ্কলিত দশকর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়।

ইনি অনন্ত-বাসুদেব মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং ধর্ম্মমতে ইঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়াই মনে করি। কর্ণদেবের কথাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বীরভূমের পাইকোড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং রাঢ়দেশ কিছু দিন তাঁহার অধীনতাস্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। যুবরাজ বিগ্রহপালের করে স্বীয় কন্যা যৌবনশ্রীকে সমর্পণ করিয়া ইনি পালসম্রাট্ নয়পালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পাইকোড়ে ইঁহার অবস্থিতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এই হিন্দু-বৌদ্ধ-মিলনের ফলে ধর্ম্মের মধ্যেও একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। পাইকোড় গ্রামে মৎস্য-মাংস দিয়া গোপালকে ভোগ নিবেদিত হয় এবং শিবপূজায় তুলসী-পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হয় তো ইহা ঐরূপ সমন্বয়েরই শেষ নিদর্শন। খুঁজিলে রাঢ় দেশে হিন্দুবৌদ্ধমিলনের এমন বহু নিদর্শন মিলিতে পারে। কিন্তু কবি জয়দেবের প্রসঙ্গে এইরূপ সমন্বয়ের উপর খুব বেশী জোর দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাঙ্গালায় তথা ভারতের অপর কোনো কোনো প্রদেশে জয়দেবের বহু পূর্ব্বেই রাধাকৃষ্ণের মধুররসাত্মক প্রেমলীলার কথা প্রচারিত হইয়াছিল। তবে ইহ' অসম্ভব নহে যে চেদীরাজ কর্ণদেবের সংস্রবে কর্ণাটকগণের সঙ্গে রামানুজ প্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া (জয়দেবের পূর্ব্বেই) দেশে আর একটী নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। মালবরাজ উদয়াদিত্য এবং তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি—"কর্ণাটকগণ চেদীবংশীয় গাঙ্গেয়দেব এবং তৎপুত্র কর্ণদেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।" সুতরাং কর্ণাটকগণের রাঢ়ে অভিযান অনৈতিহাসিক ব্যাপার নহে। সেনরাজগণও যে কর্ণাটকদিগের অনুরক্ত ছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ—"কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারীর দণ্ডবিধান করিয়া

হেমন্তসেন একাঙ্গবীররূপে খ্যাত হইয়াছিলেন।” খুব সম্ভব সেনরাজগণও কর্ণাটবংশীয়। কর্ণাটভূমি যে ভক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র নিম্নোক্ত শ্লোকেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায় :

"উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তির্বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে বিলয়ং গতা॥"

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয়, রাঢ়ে হিন্দু তথা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবও সেকালে বিশেষ নিষ্প্রভ ছিল না এবং জয়দেবের জীবন সে প্রভায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামানুজ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক এবং জয়দেব রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে দাক্ষিণাত্যে রাধানামও অপরিচিত ছিল না। দাক্ষিণাত্য বিল্বমঙ্গলের লীলাভূমি—"শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের" জন্মভূমি। রাধাকৃষ্ণের উপাসক নিম্বার্কও দাক্ষিণাত্যবাসী। ইনি প্রায় জয়দেবেরই সমসাময়িক।

প্রবাদ অনুসারে কবি জয়দেব দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রবাদ বলে—শ্রীজগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীকৃতা কবিপত্নী পদ্মাবতীর পিত্রালয় ছিল দক্ষিণ দেশে। নৃত্যগীতে নিপুণা এই নারী কি ভগবদ্ভক্তিতে আর কি পাতিব্রত্যে উভয়তঃই আদর্শ-স্থানীয়া ছিলেন। কবি তাঁহাকে জীবনাধিক ভালবাসিতেন। সংস্কৃত ভক্তমালে বর্ণিত আছে :

"উভৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনতৎপরৌ॥"

শকাব্দ পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কোচবিহারের কবি রাম সরস্বতীর জয়দেব কাব্যেও ভক্তমালের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় :

জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে।
পদ্মাবতী আগন্ত নাচত ভঙ্গিভাবে॥
কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিগদতি।
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

প্রবাদবর্ণিত 'স্মরগরলখণ্ডনং' কবিতার পাদপূরণ-প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর সৌভাগ্যকাহিনী আজিও ভক্তের চক্ষে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার করে।

উড়িষ্যার সঙ্গেও কবির সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। সভ্যতার আদান-প্রদানে উড়িষ্যা ও রাঢ় এই দুইটী প্রতিবেশী প্রদেশ চিরকালই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিশেষ, কবির সমসময়েই উড়িষ্যায় একটী অভিনব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের নব আন্দোলনে উড়িষ্যা তখন টলমল করিতেছে, দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী উড়িষ্যার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। উড়িষ্যার সে এক নূতন অভ্যুদয়! শৌর্য্যে বীর্য্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে উড়িষ্যা তখন সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পুরীর ভারত-বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির এই সময়েই নির্ম্মিত হয়, মহারাজ অনঙ্গভীমদেব ১০৯৬ শকাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ করেন। সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের সঙ্গে উড়িষ্যাপতি চোডগঙ্গদেবের বিশেষ সখ্য ছিল। সম্রাট্ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সহিত উড়িষ্যার সম্বন্ধের কথাও ইতিহাস-স্বীকৃত সত্য।

পুণ্যতীর্থপুরীধামের সঙ্গে কবিজীবনের অনেক কাহিনী ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী আজিও ত্রিসন্ধ্যা গীত হইয়া থাকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলিতেছি না, সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করিতেছি না,—কিন্তু জয়দেবের জীবনী লইয়া নীলাচলের দারুব্রহ্ম বিগ্রহের অনুগ্রহ উপলক্ষে ভক্ত ও ভগবানের রহস্যলীলার যে প্রবাদ রচিত

হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দেশবাসীর দৃষ্টিতে জয়দেব কবি বলিয়াই নহেন, পরন্তু ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, ভাবুক ও প্রেমিক বলিয়া তিনি চিরপূজ্যরূপে বরণীয় হইয়া আছেন। যতকাল বাঙ্গালী বাঁচিবে, কবি জয়দেব এই পূজার আসনে বাঙ্গালার হৃদয় মন্দিরে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

৪

কবি-জীবন

বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রাম (১) আজিও বর্ত্তমান আছে। আজিও অজয়ের জল-কলস্বনে শ্রীরাধাগোবিন্দ গাথার বিজয়গীতি প্রতিধ্বনিত হয়। আজিও প্রতি পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষাধিক নরনারী কেন্দুবিল্বে সমবেত হইয়া কবির পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে অন্তরের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। বনমালী দাস লিখিয়াছেন—(জয়দেব)

"ভিক্ষা মেগে খায় সদা হরিনাম জপে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় শিবের মণ্ডপে॥"

কেন্দুবিল্বে সেই কুশেশ্বর শিব আজিও কোনোরূপে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এই মন্দিরে অষ্টদলপদ্মাঙ্কিত এক পাষাণখণ্ড আছে; অনেকে বলেন এই যন্ত্রে ভুবনেশ্বরী-মন্ত্র জপ

(১) কেন্দুবিল্বের বর্ত্তমান নাম জয়দেব-কেন্দুলী। বর্ত্তমানে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে, ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তাম্বুলী 'কামার, 'নাপিত, ছত্রি, বৈরাগী, শুঁড়ি, কলু, ধোপা, যুগী, বাগ্‌দী, হাড়ি, বাউড়ি প্রভৃতি জাতি বাস করে। লোক-সংখ্যা খুবই কম। গদীর মোহান্ত আছেন। জমি-দারী ও অন্যান্য দেবত্র সম্পত্তির আয় মন্দ হইবে না। প্রায় আড়াইশত কি তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাধারমণ ব্রজবাসী নামক জনৈক সাধু শ্রীধাম বৃন্দাবন

করিয়া জয়দেব সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অজয়ের একটী 'ঘাট'কে লোকে আজিও কদম্বখণ্ডীর ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই ঘাটের বর্ণনায় বনমালী দাস লিখিয়াছেন—

"অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন।
কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে হরে মন॥"

জয়দেব এই ঘাটেই রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবি অনেক সময় এই ঘাটে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রবাদ আছে—জয়দেব কেন্দুবিল্বে শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বৃন্দাবন যাত্রাকালে সেই বিগ্রহযুগল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এখন কেন্দুবিল্বে যে বিগ্রহের পূজা হয় তিনি শ্রীরাধাবিনোদ নামে পরিচিত। এই বিগ্রহ পূর্ব্বে শ্যামারূপার গড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিনোদ নামে কোনো রাজা এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। কেন্দুবিল্বের নিকটবর্ত্তী সুগড় গ্রামে এই রাজার পরিখা প্রাকার পরিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্রদুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। শ্যামারূপার গড় জন-বসতিহীন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে এবং অজয় পার হইয়া

হইতে তীর্থ-দর্শনে আসিয়া এখানেই অবস্থিতি করেন। কেন্দুবিল্বের "গদী" তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বের শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউর বর্ত্তমান মন্দির বর্দ্ধমান রাজবাটীর ব্যয়েই ১৬১৪ শকাব্দায় নির্ম্মিত হয়। রাধারমণের পরবর্ত্তী মোহান্ত গণের নাম (২) ভরত দাস, (৩) প্যারীলাল, (৪) হীরালাল, (৫) ফুলচাঁদ, (৬) রামগোপাল, (৭) সর্ব্বেশ্বর (৮) দামোদর। দামোদর ব্রজবাসী আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাঁহার চেলা শ্রীরাসবিহারী ব্রজবাসী বর্ত্তমান গদীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেন্দুবিল্বের মোহান্তগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। কেন্দুবিল্বের দেবত্র সম্পত্তির আয় হইতে সেখানে স্বচ্ছন্দে একটী চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতে পারে। জয়দেবের কেন্দুবিল্বে শ্রীগীতগোবিন্দের পঠন পাঠনের কোনো ব্যবস্থাই নাই, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বীরভূমের শাসক পুরুষ অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে এ বিষয়ে কোনো চেষ্টা করেন না, ইহাই আরো দুঃখের বিষয়।

সেবাইৎগণ নিত্য পূজার জন্য প্রত্যহ শ্যামারূপার গড়ে যাতায়াতে অস্বীকৃত হইলে বর্দ্ধমানের রাজা এই যুগলবিগ্রহ কেন্দুবিল্বের শূন্য মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগ্রহের বর্ত্তমান মন্দির বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৬১৪ শকাব্দায় এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হয়। কেন্দুবিল্বে প্রতিষ্ঠার পর নূতন লোক বিগ্রহের সেবাইৎ নিযুক্ত হন, ও সেই সেবাইতের বংশধরেরাই আজিও এই বিগ্রহের সেবা করিতেছেন। ইঁহাদের উপাধি অধিকারী—ইহাঁরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভরসা করি জয়দেবের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না।

দুঃখের বিষয় কেন্দুবিল্ব গ্রামে আধুনিক শিক্ষিত জনসাধারণের কৌতূহলপরিতৃপ্তির কোনো উল্লেখযোগ্য উপাদান পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যেও কবি-জীবনের যে যৎসামান্য

কবিজীবন

অজয়ের ভাঙ্গনে কুশেশ্বর শিবলিঙ্গ, এবং ভুবনেশ্বরী যন্ত্রসহ সমস্ত মন্দির নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎপরতার সহিত বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় বাঁধ দিয়া সে ভাঙ্গন রোধ করিয়াছেন। এ জন্য আমরা সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। কুশেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে মন্দিরটী নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা দরকার। এ বিষয়ে সহৃদয় হিন্দু জনসাধারণ ও কেন্দুবিল্বের মোহান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অজয়ের বাঁধের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বীরভূমের তদানীন্তন জেলাপতি শ্রীযুক্ত শঙ্কর নাথ মৈত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

বগুড়া জেলায় কেন্দুল নামে গ্রাম। গ্রামেই ডাকঘর। ডাকঘরের নাম কেন্দুলী। বর্ত্তমানে ঘর কয়েক হিন্দুর বাস। গ্রাম যে একসময় সমৃদ্ধ ছিল তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রামের দুই পার্শ্বে দুইটি নদী—পূর্ব্ব প্রান্তের নদীর নাম হারাবতী, পশ্চিমের নদী তুলসী গঙ্গা। গ্রামে পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। গ্রামের ভগ্ন মন্দির হইতে কয়েকটি সুন্দর বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় মুসলমানেরা দুই একটি মূর্ত্তির অভ্যন্তর হইতে অর্থ প্রাপ্তির আশায় মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ও পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। গ্রামের পশ্চিম দিকে দৈর্ঘ্যে

উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিনে তাহারও কোনো মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। চক্রদত্ত প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমাল, নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল এবং বীরভূমের কবি বনমালী দাসের জয়দেব-চরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থে জয়দেবের জীবন-কাহিনী বর্ণিত আছে। জয়দেব-চরিত্র গ্রন্থখানি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থসম্বন্ধে ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভক্তবৃন্দ, ভক্তচূড়ামণি জয়দেবকে যে ভাবে দেখিতেন উহাতে তাহার পূর্ণ চিত্র আছে। সে-চিত্র ইতিহাস না হইলেও মনোহর, জীবনচরিত না হইলেও উপদেশ-পূর্ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে ভোর।" কিন্তু এ কালের লোক এই সমস্ত আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইবেন কি না সন্দেহের বিষয়।

প্রায় ক্রোশ পরিমিত একটি পরিখার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরেরও ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

গ্রামে প্রবাদ যে কবি জয়দেব এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। গ্রামের উত্তর প্রান্তস্থিত প্রায় পঞ্চাশ যাট বিঘা পরিমিত একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর নাম জয়দেব ঠাকুরের পুকুর। এখনো হিন্দু মুসলমানে আধি ব্যাধি নিবারণের জন্য জয়দেব ঠাকুরের পুষ্করিণীতে স্নান করে এবং পূজা মানত করে। এই গ্রামে জয়দেবের নামে বৎসরের কোন সময়ে একটা মেলা হইত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল মেলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জয়দেব ঠাকুরের পুষ্করিণীর পাড়ের উপর পূর্ব্বে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসিত। আজিও পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বে কতকটা পতিত জায়গা ও খানিকটা আবাদী জমি দেখাইয়া লোকে বলে এইটাই "জয়দেবের ভিটা"। গ্রামের অপর দুইটি পুষ্করিণীর নাম—শূলপাণি ও সিদ্ধপীঠ। প্রবাদ জয়দেবের অপর দুইজন বন্ধুর শূলপাণি ও মাধবাচার্য্যের নামানুসারেই পুষ্করিণী দুইটির এইরূপ নাম হইয়াছে। মাধবাচার্য্য সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই নামে হারাবতীর পূর্ব্বতীরে একটি গ্রাম আজিও মাধাই নগর নামে পরিচিত। গ্রামখানি আজিও হিন্দুপ্রধান, এবং গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের বাস। গ্রামে দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ এখনো আছেন। শূলপাণি পুষ্করিণীর পাড়ে একটি ভাঙ্গা মন্দির ও দেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়।

কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে। যে রসে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যে ভাবে কবির হৃদয় উদ্বেলিত হয়, ভাষায় ও ছন্দে তাহার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি অসম্ভব হইলেও কাব্য সেই রস-ভাবেরই দ্যোতনা মাত্র। মানুষের অন্তরে যে রস-স্বরূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কাব্য সেই অন্তর দেবতার স্বতস্ফূর্ত্ত লীলাবিলাস। সুতরাং কবিকে সত্য করিয়া জানিবার পক্ষে তাঁহার কাব্য-পরিচয়ই যথেষ্ট। রসের বিষয় এবং আশ্রয়, ভাবোদ্দীপনের জন্য পরিকল্পিত দেশ কাল ও ঘটনাবলীর সংস্থান এবং সন্নিবেশ, তদনুসারী ছন্দে-গ্রথিত বাগর্থ-পরম্পরার বিন্যাসভঙ্গী ইত্যাদি বহুবিধ বিচারে নানা দিক্ দিয়া কবির রুচি এবং প্রকৃতির গতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা নাই, তাঁহারা কেবল কাব্য আলোচনা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন না অথবা পারেন না। তাঁহারা যেন চাহেন অন্তরে বাহিরে সমগ্র মানুষটীকে জানিতে। অন্তর-দেবতা যাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছেন, সাংসারিক জীবনে, ব্যক্তিগত চরিত্রে মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, না জানিতে পারিলে সাধারণে যেন স্বস্তি পান না। আবার উপযুক্ত উপকরণ না পাওয়া গেলেও তাহাঁরা ক্ষতি বোধ করেন না। নিজেদের বিশ্বাসের অনুরূপ একটা মনগড়া ছবি খাড়া করিয়াই

কেন্দুলীর দক্ষিণে প্রায় সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী বারইল (বগুড়া) গ্রামনিবাসী শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বল কর্ত্তৃক এই প্রবাদ ও বিবরণ সংগৃহীত। বেঙ্গল আসাম রেলপথে জয়পুর হাট ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে চারিক্রোশ দূরে কেন্দুল গ্রাম।

ফরিদপুর জেলায় পিঙ্গলা নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে বাৎস্য-গোত্রীয় কাঞ্জিলাল উপাধিধারী অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের বাস। ইহাঁদের পারিবারিক কিংবদন্তী—কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক। পূর্ব্বে রাঢ়দেশে বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে ইহাঁদের বাস ছিল। নবদ্বীপ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া আসেন। (বীরভূমি জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।)

তৃপ্তিলাভ করেন। এ কৌতূহল ভাল কি মন্দ সে কথা বলিতেছি না, ইহা কবির কাব্যখানিকে বুঝিবার পক্ষে কোনোরূপ সহায়তা করে কিনা, সে-কথারও আলোচনা করিতেছি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য, এ-দেশের ইহাই ছিল সেকালের স্বভাবজাত অভ্যাস।

অবশ্য ইহাও সত্য যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন, সংসারে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদর্শ যাঁহার বাস্তব-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত করি। কবিদের এ সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কাব্য ও জীবন মিলাইতে গেলে প্রায়শই হতাশ হইতে হয়। কিন্তু জীবনের সমগ্রতা কাব্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে, আবার সারা কাব্যখানি জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এ হেন কবি-জীবন সংসারে সর্ব্বত্র সুলভ না হইলেও আমাদের মনে হয় বাঙ্গালায় তাহা দুর্লভ নহে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের অনেকের জীবন এই ভাবের সুন্দরতর উদাহরণ। কবি জয়দেবের জীবনও ইহার একটী সুন্দরতম দৃষ্টান্তস্থল। যদিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কবিজীবনের কোনো ইতিহাস নাই, তথাপি মনে হয় আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রবাদ-পরম্পরায় কবিজীবনের যে একটী সুস্পষ্ট আলেখ্য চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দেশবাসী তাঁহার জীবন এবং কাব্যকে একরূপ অভিন্ন-ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ভারতের এক অনতিবৃহৎ সম্প্রদায় কবির শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যখানিকে যেমন প্রেমধর্ম্মের সূত্র-গ্রন্থরূপে পূজা করিয়া থাকেন, কবিজীবনকেও তেমনি সেই সূত্রেরই এক মধুরোজ্জ্বল ভাষ্যস্বরূপে পূজা দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমরা এই সূত্রানুসরণে দেশপ্রচলিত তথা জয়দেব-চরিত্রে বর্ণিত দুই একটী প্রবাদের উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি।

কবিবিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, লিপিকর প্রমাদে রাধা, বা রামাদেবী, পত্নীর নাম পদ্মাবতী এবং জন্মভূমির নামকেন্দুবিল্ব। কবি পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু-কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দের কবিত্ব উপহার অর্পণ করিয়াছেন।

প্রথম সর্গের 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' এবং দশম সর্গের 'পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব কবি' এই দুইটী পদাংশ হইতে এবং ভক্ত-মালাদি গ্রন্থ হইতে ও প্রবাদ কাহিনী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পদ্মাবতী কবির পত্নীর নাম। শঙ্কর মিশ্র তাঁহার রসমঞ্জরী টীকায় উভয়ত্র এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূজারী গোস্বামী দশম সর্গোক্ত শ্লোকাংশের টীকায় 'তথা-নাম্নী জয়দেব পত্নী, এইরূপই লিখিয়াছেন। মুম্বই নির্ণয়-সাগর যন্ত্রের সংস্করণে এই দ্বিতীয় পদাংশের ভিন্ন পাঠ ধরা হইয়াছে। 'জয়তি জয়দেব কবি ভারতী ভূষিতম্'। কিন্তু তাহাতে ছন্দ পতন হয়। মেবারের রাণা কুম্ভ 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী' পদাংশের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া পদ্মাবতী অর্থে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী লিখিয়াছেন। কবি নারায়ণ দাস তাহাঁর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী টীকায় উদ্ধৃত দুইটী পদাংশ এবং একাদশ সর্গোক্ত "বিহিত পদ্মাবতী সুখসমাজে" পদাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "তদেব মূখ্যবৃত্ত্যা পদ্মাবতী শব্দো লক্ষ্মীমাচষ্টে ছলা চচমৎকার প্রিয়া স্মরণ মিত্যেতদেবাবস্থিতম্ যথা ভারবেঃ সর্গ-সমাপ্তৌ"। সুপ্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস বলিয়াছেন 'পদ্মাবতী নাম জয়দেবস্য ভার্য্যা'। সুতরাং পদ্মাবতী যে জয়দেবের পত্নীর নাম এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

কবিতায় "কেন্দুবিল্ব সমুদ্র সম্ভব রোহিণী রমণ" এই বিশেষণ দেখিয়া কেহ কেহ বলেন কবির অপর এক পত্নী ছিলেন, তাঁহার

নাম রোহিণী, কিন্তু প্রবাদ তাহা সমর্থন করে না। অন্যত্র আছে "জয়তি পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি", সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রোহিণী রমণ নাম কেন্দুবিল্ব সমুদ্রের সঙ্গে উপমার সাদৃশ্য মাত্র বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন রোহিণী পদ্মাবতীরই অপর নাম। সহজিয়াগণ বলেন রোহিণী কবির পরকীয়া।

"জয়দেব মহা কবি জগতে পূজিত।
কৃষ্ণ লীলা রস স্বাদু রসেতেভূষিত॥
পদ্মাবতী সহোদরা রোহিণী নামেতে।
তারে গুরু কৈল (গোসাঞী) রস আস্বাদিতে॥
তার বাক্য অনুসারে সেই সব জানি।
নহিলে জানিব কোথা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী॥

তথাহি—'কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী রমণেন—'

"কেন্দুবিল্ব গ্রাম আমার সমুদ্র সমানা।
সমুদ্র সম্ভব চন্দ্র তৈছে সম জানা॥
রোহিণী নামেতে হয় চন্দ্রের বনিতা।
রোহিণী রমণ আমি হই গুপ্ত কথা॥

(বীরভূম দেয়াশ গ্রামের 'ক্ষ্যাপামায়ের' আখড়ায় প্রাপ্ত খণ্ডিত পুঁথি)

বন্ধুবর ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "শ্রীজয়দেব কবি" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :— "গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি শ্রীজয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মধুর গীতিকবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাঁহার নাম আসিয়া পড়ে, —অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস ভর্ত্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ,

ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহ্লন, শ্রীহর্ষ, জয়দেব। বাস্তবিক নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি কালিদাসের ভারতব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত হইতে পারে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যখানি কবির পরবর্ত্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে।

মানুষের ধর্ম্ম-জীবনে অনুপ্রেরণা আনিবার সৌভাগ্য ভারতের অল্প সংখ্যক কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। ব্যাস ও বাল্মীকি এবং কতকটা কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কবি এইভাবে সাহিত্যে-তিহাসের দৃঢ় পার্থিব ভূমি হইতে পুরাণ-সুলভ কাহিনীর ও মধ্যযুগের ধর্ম্ম সাধনার গগন-পথে উন্নীত হইতে পারেন নাই।

* * * * *

একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে গীতগোবিন্দ-কাব্যে-দেব কাহিনী ও প্রেমগাথা ভক্তি-মার্গের সাধনরূপে হিন্দু সাংস্কৃতিক জাগরণের সেবায় মিলিত হয়। গীতগোবিন্দ রচনার শত বৎসর মধ্যে সুদূর গুজরাটে পাটন বা অণহিলবাডা নগরে প্রাপ্ত সংবৎ ১৩৪৮ তারিখের এক সংস্কৃত লেখের মঙ্গলাচরণ শ্লোকরূপে ইহা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় যেমন, তেমনই গুজরাট ও রাজপুতানায় এবং উত্তর পাঞ্জাবের গিরি দেশে ও উত্তর ভারতের বিশাল সমতল ভূভাগে) সর্ব্বত্র গীতগোবিন্দ জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে।" ("ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫০)

সংস্কৃত সাহিত্যে অপর দুইজন জয়দেবের উল্লেখ পাই। এক জন জয়দেব ছন্দ সূত্রের রচয়িতা। হর্ষট আটশত শকাব্দায় ইহার গ্রন্থের একটি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং আলঙ্কারিক অভিনব

গুপ্ত (নবম শকাব্দা) ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

দ্বিতীয় জয়দেব 'প্রসন্ন রাঘব' নাটক ও চন্দ্রালোক অলঙ্কার প্রণেতা। ইহাঁর পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। গুরুর নাম হরি মিশ্র, ইহার উপাধি ছিল পীযূষবর্ষ। ১১৭৯ শকাব্দায় রচিত কাশ্মীরের কবি জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলী গ্রন্থে প্রসন্ন রাঘবের শ্লোক উদ্ধৃত আছে। ইনি কৌণ্ডিন্য গোত্র সম্ভূত। চন্দ্রালোক অলঙ্কারে ইহার পরিচয় এইরূপ।

"পীযূষবর্ষ-প্রভবং চন্দ্রালোক-মনোহরম্।
সদানিধানমাসাদ্য শ্রদ্ধয়া বিবুধা মুদাম্॥
জয়ন্তি যাজক—শ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ।
সূক্তপীযূষবর্ষস্য জয়দেবকবের্গিরঃ॥"

ইহাঁকে গীত গোবিন্দ প্রণেতার সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে শিখগুরু অর্জ্জুন সংকলিত গ্রন্থসাহেবে জয়দেব ভণিতাযুক্ত দুইটী কবিতা পাওয়া যায়। এ জয়দেবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিতা দুইটী উদ্ধৃত হইল।

১। শ্রীজৈদেব-জীউ-কা পদা (রাগ গুজরী)॥
পরমাদি পুরুখ মনোপিমং সতি আদি ভাব-রতং।
পরমদ্ভূতং পরক্রিতিপরং জদি চিন্তিসরব-গতং॥১॥

বীরভূম বিপ্রটীকরি নিবাসী স্নেহাস্পদ শ্রীমান অমূল্যরতন মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদের পাঠাগারে—মহামহোপাধ্যায় শ্রীজয়দেব মিশ্র বিরচিত 'শব্দপরিচ্ছেদ আলোক' নামে একটি পুঁথি আছে। পুঁথি খানির পত্রাঙ্ক ১৪৮। ল, সং ৪২৮ পৌষস্যাদি নবমীরবৌ মধয়ধরা গ্রামে মহা মহা সুপ্রতিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুশর্ম্ম নামাজ্ঞয়া লিখিতং শম্মিতি।

রহাউ—

কেবল রাম-নাম মনোরমং বদি অম্রিত-তত-মঈতং।
ন দনোতি জসমরণেন জনম-জরাধি-মরণ-ভইঅং।
ইছসি জমাদি-পরাভয়ং জস্‌ু স্বসতি সুক্রিতি-ক্রিতং।
ভব-ভূত-ভাব সমব্যিঅং পরমং পরসন্ন মিদং ॥২॥
লোভাদি-দ্রিসটি পরগ্রিহং জদি বিধি আচরণং।
তজি সকল দুহক্রিত দুরমতী ভজু চক্রধর-সরণং ॥৩॥
হরি-ভগত নিজ নিহকেবলা রিদ করমণা বচসা।
জোগেন কিং জগেন কিং দানেন কিং তপসা ॥৪॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপি নর সকল-সিধি-পদং।
জৈদেব আইউ তস সফুটং ভব-ভূত-সরব-গতং ॥৫॥

এই পদটি E. Trumpp কর্তৃক ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে Munich মুনিক্ নগরের বাভারীয় রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দর্শন-সাহিত্যেতিহাস শাখার কার্য্যবিবরণীতে জরমানভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহার ভাষা বিকৃত সংস্কৃত, কেবল মাঝে মাঝে (বিশেষতঃ শেষ শ্লোকে) ভাষা বা অপভ্রংশের শব্দ দুই চারিটি আছে। পদটি মূলে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া থাকিতে পারে, পরে ইহার সংস্কৃতীকরণের চেষ্টা হয়; এই সংস্কৃত রূপান্তরে যে বাঙ্গালাদেশের (অথবা পূর্ব্ব ভারতের) উচ্চারণ অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়। অসম্পূর্ণ গুরুমুখী বর্ণ-মালায় নীত হওয়ার কালে আরও বিকৃতি ঘটে। এই পদের সংস্কৃত ছায়া এইরূপ হইবে—

পরমাদি পুরুষম্ অনুপমং সদ্-আদি-ভাবরতম্।
পরমাদ্ভুতম্ প্রকৃতি পরং যদ্ (=যম্) অচিন্ত্যং সর্ব্বগতম্ ॥১

রহা উ (=ধূয়া)—

কেবলং রামনাম মনোরমং বদ অমৃত-তত্ত্বময়ম্।

ন দুনোতি যৎ স্মরণেন জন্ম জরাধি মরণ ভয়ম্॥

ইচ্ছসি যমাদিপরাভবং, যশঃ, স্বস্তি, সুকৃত কৃতং

(=সুকৃতং কুরু)

ভবভূত ভাবসমব্যয়ম্ পরমং প্রসন্নম ইদম্ (অথবা মিদ, মিদু—মুদু = মৃদু ? Trumpp-এর ব্যাখ্যা)।

লোভাদি-দৃষ্টি-পরগৃহং যদ্ অবিধি-আচরণম্।

ত্যজ সকল—দুষ্কৃতং দুর্মতিম্, ভজ চক্রধর-শরণম্॥

হরি ভক্তিঃ নিজা নিষ্কেবলা—হৃদা কর্মণা বচসা।

যোগেন কিং, যজ্ঞেন কিং, দানেন কিং [কিং] তপসা॥

গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপ, নর, সকল-সিদ্ধি-পদম্।

জয়দেবঃ আয়াতঃ তস্য স্ফুটম্—ভব-ভূত-সর্ব-গতম্॥

পদটীর সাধারণ অর্থ গ্রহণে কোনও কঠিনতা নাই, যদিও ভাব ও ভাষা উভয়ের একটা অসামঞ্জস্য স্থলে স্থলে বিদ্যমান। এই ভাব-সমূহের অসামঞ্জস্য এবং ভাষার আড়ষ্টতা দেখিয়া এই পদের মূল রূপকে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। ভাষা এখানে ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী নয়।

২। বাণী জৈদেব জীউকী (রাগ মারূ)॥

চন্দ সত ভেদিয়া নাদ সত পূরিয়া সূর সত খোড়সা দত্তু কীয়া।

অবল বল তোড়িয়া, অচল চল থপ্পিয়া, অঘড় ঘড়িয়া, তহাঁ আপিউ

মন আদি গুণ আদি বখাণিয়া।

তেরী দুবিধা দ্রিস্‌টি সম্মানিয়া॥ রহাউ॥

অর্ধ-কৌ অরধিয়া, সর্ধি-কৌ সরধিয়া, সলল-কৌ সললি সম্মানি আয়া।
বদতি জৈদেব জৈদেব-কৌ রম্মিয়া, ব্রহ্ম-নির্বাণ লিবলীণ পায়া ॥

এই পদটীর ভাষা, ঠিক অপভ্রংশ নহে, ইহাকে মিশ্র অপভ্রংশ মিশ্র-ভাষা বলা যাইতে পারে; হয় তো ইহা মূলে প্রাচীন বাঙ্গালা ছিল। এখানেও সংস্কৃত (অর্ধ তৎসম) শব্দগুলির বানান প্রাচ্য-ভারতের সংস্কৃত উচ্চারণের অনুসারী। E. Trumpp এই পদটির অনুবাদ করেন নাই, তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সাহেবের অনুবাদেও ইহা নাই। Macauliffe-এর অনুবাদ ও ভাই বিসন সিংহ গ্যানী রচিত পাঞ্জাবী ভাষা টীকা "ভগত বাণী" অনুসরণ করিয়া এই পদের বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

চন্দ্রকে (অর্থাৎ ঈড়া বা বাম নাসারন্ধ্রকে) সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু) দ্বারা ভেদ করিয়াছি [অর্থাৎ আমি প্রাণায়ামের পূরক করিয়াছি]; সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা নাদ (অর্থাৎ সুষুম্না অর্থাৎ নাসিকার ভিতর দুই নাসারন্ধ্রের উপরি ভাগের মধ্যস্থ স্থান) পূরিয়াছি [অর্থাৎ কুম্ভক-যোগ করিয়াছি]; সত্ত্ব বা প্রাণ-বায়ুকে সূর (অর্থাৎ সূর্য্য বা পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র) দ্বারা আমি বাহির করিয়া দিয়াছি ("দত্তু কীয়া" = দত্ত করিয়াছি) [অর্থাৎ আমি রেচক দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ণ করিয়াছি] ষোলবার ("খোড়সা" অর্থাৎ প্রত্যেক পূরক, কুম্ভক ও রেচক কালে ষোড়শবার প্রণব বা ওঁ-কার উচ্চারণ করিয়া এইভাবে প্রাণায়াম করিয়াছি।)

অবল বা বলহীন (যে এই ভঙ্গুর দেহপিণ্ড), ইহার বল ভগ্ন করা হইয়াছে, ("তোড়িয়া" = তোড়া হইয়াছে); চল অর্থাৎ

চঞ্চল (যে মন, তাহাকে) অচলে (অব্যয় ব্রহ্মে) স্থাপিত করা হইয়াছে ; অঘটিত (মন) কে ঘটিত বা সুগঠিত করা হইয়াছে ; তদন্তর অমৃত ("আপিউ" = অপ্পিউ = অব্বিউ = অম্বি অউ = অম্বিঅ = অম্বিত = অম্রিত = অমৃত) পীত হইয়াছে ॥

(যে ব্রহ্ম) মনেরও আদিতে এবং (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন) গুণের ও আদিতে, তাহার ব্যাখ্যান করিয়াছি। তোমার দ্বিবিধা দৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদদর্শন) অবলুপ্ত হইয়াছে (সম্মানিয়া-সামাইয়া গিয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।) ॥ ধূয়া ॥

আরাধ্যকে আরাধিত করা হইয়াছে ; শ্রদ্ধী (বা শ্রদ্ধার পাত্র) কে শ্রদ্ধা করা হইয়াছে ; সলিলকে সলিলে প্রবেশ করানো হইয়াছে (সামানো হইয়াছে)। জয়দেব বলে জয়যুক্ত দেবে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) রমণ করা হইয়াছে ; ব্রহ্মনির্ব্বাণ লইয়া ("লিব"), আমি লীন পাইয়াছি (= লীন হইয়া গিয়াছি) ॥২॥

জয়দেবের এই বাণী বা ভাষা পদটি হইতেছে যোগমার্গের পদ। খ্রীষ্টীয় ১০০০ এর ওদিকে এবং এদিকে সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া এই যোগ সাধনার কথায় ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক কথার সাহিত্য ভরপুর। ধর্ম্ম সাধনার পথে ভক্তিমার্গ ও যোগমার্গ এই দুই পথ অপক্ষপাতের সহিত প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল, খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পূর্ব্ব হইতেই। যোগ সাধনার কথা ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মে লীন হওয়ার কথা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মমতের কথা। যোগমার্গের কথা ওদিকে যেমন মহাযান বৌদ্ধ মতের সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে পরি-ব্যাপ্ত, (প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাপদ হইতে ইহা দেখা যায়) তেমনই এদিকে নাথপন্থ প্রভৃতি শৈব সম্প্রদায়ে, কবীর প্রমুখ সন্ত বা নবীন

মতের সাধুদের সম্প্রদায়ে, শিখ সম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবাদি ভক্তিবাদী অন্য সম্প্রদায়েও অল্প বিস্তর প্রবলভাবে বিদ্যমান। জয়দেব-পরবর্ত্তী-কালের রামাওত্তী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধরণের বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি সম্ভবত পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাহাঁর রচিত পদে পূরক কুম্ভক রেচক সাধন ও ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ করার কথা থাকা কিছু বিচিত্র নহে। ‡

এইবার প্রবাদের উল্লেখ করিতেছি। ১ম প্রবাদ—দক্ষিণদেশীয় এক ব্রাহ্মণ-দম্পতী বহুদিন অনপত্য থাকিয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে শ্রীধাম পুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা করেন যে আমাদের পুত্র জন্মিলে তাহাকে আপনার সেবকরূপে এবং কন্যা জন্মিলে আপনার সেবিকারূপে চিরতরে দান করিব। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে কন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের করে সমর্পণ মানসে ব্রাহ্মণদম্পতী পুরীধামে উপস্থিত হন। নীলাচলনাথ তাহাদিগকে স্বপ্নাদেশ দেন, তোমরা কেন্দুবিল্বে গিয়া আমার অংশস্বরূপ ব্রাহ্মণ জয়দেবের করে কন্যাসম্প্রদান কর। বনমালী দাস লিখিয়াছেন—

জগন্নাথ বলিলেন—

"তাহারে দেখিয়া মনে ঘৃণা না করিবে।
যেমত আমাকে জান তেমতি জানিবে॥"

"সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমরাও অঋণী হইবে।" ব্রাহ্মণদম্পতী এই আদেশ পাইয়া কেন্দুবিল্বে আসেন এবং জয়দেবের সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ হয়।

২য় প্রবাদ—কবির নিত্যকার্য্য ছিল—শ্রীরাধামাধবের পূজার জন্য—

"রাত্রি শেষে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়া।
প্রাতঃকালে সুকুসুম আনেন তুলিয়া॥

‡ (ডাঃ সুনীতিকুমারের প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫০)

পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাঁথে ফুলহার।
গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্ণলীলাসার

* * * *

প্রহরেক পর্য্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে।
তারপর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গাস্নানে॥

স্নানের পর দেবসেবা ও ভোগসমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং আবার গীতগোবিন্দ লিখিতে বসেন। এইরূপে 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনী থামিয়া গেল। কবির সংশয়—

"কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমনে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে॥"

গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গাস্নানে গেলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং জয়দেবরূপে আসিয়া গ্রন্থে নিজের হাতে কবির অভিপ্রেত "দেহি পদপল্লবমুদারম্" লিখিয়া কবিতার পাদপূরণ করিয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, পদ্মাবতীর বিশ্বাসের জন্য নিত্য অনুষ্ঠিত দেবসেবাদি নিয়মিত কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক ভোজনান্তে শয়ন-গৃহে গিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। পদ্মাবতী প্রভুর পাদসংবাহনান্তে রন্ধনশালায় আসিয়া প্রসাদান্ন লইয়া আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় কবি স্নানের পর গৃহে ফিরিলেন। উভয়েরই বিস্ময়ের অবধি নাই; কথায় কথায় সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন—

"এক চিত্তে গ্রন্থপাত খুলিলা ঠাকুর।
অর্দ্ধ কলি ছিল পদ হইয়াছে পূর॥
অর্দ্ধ কলি কৈলা পদ জয়দেব সার।
কৃষ্ণ হস্তে দেহি পদপল্লবমুদার॥
পাদপূর্ণ দেখি মনে হইলা প্রত্যয়।
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈলা মোর মনের আশয়॥

শয়নে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায়।
মন্দির ভিতর শীঘ্র দেখিবারে যায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পূরিল।
মনোহর সুগন্ধেতে নাসিকা মাতিল॥
শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে।
শয্যামাত্র আছে কৃষ্ণ না পায় দেখিতে॥"

কবি তখন আনন্দে পদ্মাবতীর ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া কৃতার্থ হইলেন।

আর প্রবাদের উল্লেখ করিয়া পুঁথি বাড়াইব না। সংস্কৃত এবং হিন্দী ভক্তমালে এইরূপ প্রবাদই সংগৃহীত আছে। সুদূর রাজপুতানায় বসিয়া নাভাজী এই ভাবেরই কথা লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী নাভাজীর অনুবাদে লিখিতেছেন—

"এবে কহি শ্রীল জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবণসুখদ আর পরমপবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম সাগর হইতে।
শ্রীমান্ জয়দেব দ্বিজ হইলা বিদিতে॥
শ্রীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা॥
উভয় প্রণয় রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তমচন্দ্র দিলা স্ত্রীরত্ন সাদরে॥
জয়দেবচন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণন করিলা করিয়া মোহিত॥"

এইবার দেখিব এই সমস্ত প্রবাদের কোনোরূপ অর্থ-সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না। প্রবাদে জয়দেবকে জগন্নাথদেবের অংশ বলা হইয়াছে, এখন দেখিতে হইবে জগন্নাথকে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের

কোন্ ভাবের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের শ্রীমুখ-বাক্য—

যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র।
হেরি পদ্মলোচন সফল হইল জীবন
জুড়াইল তনু মন নেত্র॥

শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব হৃদয়ে ভগবদৈশ্বর্য্যের স্মৃতিই জাগরিত হয়। জগন্নাথকে দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীমন্মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন—(শ্লোকটি প্রাচীন কবি রচিত, কেহ কেহ বলেন শিলাভট্টারিকা ইহার প্রণেত্রী)

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"

মনে পড়ে অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় একটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত—
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কুরুক্ষেত্র-মিলনের বর্ণনা আছে—"সূর্য্যগ্রহণ; তাই তীর্থস্নানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন; সঙ্গে উগ্রসেন-বসুদেব-বলদেব-সনাথ পরাক্রান্ত যদুবীরগণ আছেন, জননী দেবকী এবং মহিষী রুক্মিণ্যাদি সহ পুরনারীগণ আছেন। এতদ্ভিন্ন

অগণিত করি-তুরগ-পদাতি-পরিবেষ্টিত সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সুসজ্জিত স্যন্দন প্রভৃতি লইয়া তিনি রাজোচিত আড়ম্বরেই আসিয়াছেন! আবার সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সমাগত ভোজ, মৎস্য, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি নরনাথ-বৃন্দ,—তাঁহাদের সঙ্গেও মর্য্যাদার অনুরূপ সৈন্যবাহিনী। সুবিস্তীর্ণ স্যমন্ত-পঞ্চকে যেন তিলধারণের স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌছিয়াছে, হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্য গোপী-যূথপরিবৃতা শ্রীমতী ভানুনন্দিনী, প্রাণ কানাইকে দেখিবার জন্য শ্রীদামাদি রাখালগণ এবং নয়নপুত্তলী ননী-চোরকে দেখিবার জন্য গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়,—ব্রজের সেই নয়নানন্দ! "ইহ হাতী ঘোড়া রথ মনুষ্য গহন" এখানে তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আনন্দের শতস্মৃতিবিজড়িত যমুনার কাল জল, আর তারই তীরে পুষ্পিত নিকুঞ্জবন নীপতরুতল! রাখালগণের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিল,—উন্মুক্ত আকাশ-তলে প্রকৃতির সেই আনন্দকানন, দিগন্তবিস্তৃত শ্যাম-শষ্পক্ষেত্র,—গোষ্ঠভূমি! আর জননী যশোমতির অশ্রুসিক্ত আঁখি খুঁজিতে লাগিল,—ব্রজভূমির নিরালা নিকেতনের কক্ষকুট্টিম! সেই কৃষ্ণ, সেই সাক্ষাৎ, সেই মিলন। কিন্তু দর্শনে সে তৃপ্তি কই, মিলনে সে আনন্দ কই? দেখা হইল, কিন্তু সে দেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত! মাধুর্য্যের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত অমৃতপ্রবাহ,—প্রকৃতির আনন্দনির্ঝর,—গিরিবক্ষ বহিয়া বনপথ ধরিয়া সাবলীল স্বচ্ছন্দ ধারায় যে অবাধ মুক্ত গতিতে ছুটিয়া যায়, কৃত্রিম উদ্যানের মণিমণ্ডিত অববাহিকায় তাহার সে আবেগ, সে উচ্ছ্বাস, সে লীলায়িত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়"? তাই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"যবে দেখি জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র"

অর্থাৎ ভগবদুপসনার দুইটী দিক্ আছে—একটী ঐশ্বর্য্যের অপরটী মাধুর্য্যের। উল্লিখিত প্রথম প্রবাদ আলোচনা করিলে মনে হয়—কবি জয়দেব প্রথম জীবনে ঐশ্বর্য্যের—বিধিমার্গের উপাসক ছিলেন, এবং সেই ভাব হইতে সাধনার ক্রমবিকাশে রাগের পথে তিনি মাধুর্য্যের ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ কবির কাব্য পাঠে তো এইরূপই উপলব্ধি হয়। শ্রীগীতগোবিন্দে ঐশ্বর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া রসের ক্রমপরিপুষ্টিতে কিরূপে মাধুর্য্যের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে এবং সে রসপরিপুষ্টি যে কবি-হৃদয়ের অনুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্ব-ময় বিকাশ, রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। শ্রীগীত-গোবিন্দের আরম্ভ ভাগে দশাবতার স্তোত্রে এবং 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল' সঙ্গীতটীতে শ্রীকৃষ্ণের এই ঐশ্বর্য্যস্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে। দশাবতার স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারের কেন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কবি বন্দনা করিতেছেন "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।" টীকাকার পূজারী গোস্বামী বলিতেছেন—এই দশটী অবতার দশটী রসের অধিষ্ঠাতা, আর সর্ব্ব অবতারের অবতরী শ্রীকৃষ্ণ,—তিনিই সকল রসের আদি অথবা আদিরসের আকর। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের মতে মধুর রস বা আদিরস সকল রসের শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই আদি-রসের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। টীকাকারের মতে মৎস্য অবতার বীভৎসরসের কূর্ম্ম অদ্ভুতরসের, বরাহ ভয়ানকরসের নৃসিংহ বৎসলরসের, বামন সখ্যরসের, পরশুরাম রৌদ্ররসের, শ্রীরাম করুণরসের, বলরাম হাস্যরসের. বুদ্ধ শান্তরসের এবং কল্কি বীররসের অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে "মল্লানামশনি" শ্লোকে এই দশটী রসের অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল সঙ্গীতটীও ঐশ্বর্য্যদ্যোতক, কারণ তাহার মধ্যে একবারও শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আদাবন্তে শ্রীর নামই

কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের আদর্শ-বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্রের এবং তৎপরেই লক্ষ্মীপতির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

"জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর"

হে জানকীকৃত-ভূষণ, দূষণ-বিজয়ি, তুমি সমরে দশাননকে শাসন করিয়াছিলে! হে সুন্দর, সমুদ্রমন্থনকালে মন্দর ধারণ করিয়া তুমিই অমৃতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্তু দেবগণকে অমৃত দান করিয়া নিজে সমুদ্র-সম্ভবা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছ, এবং রমার মুখচন্দ্রেই সেই অমৃতের সন্ধান পাইয়া ঐ মুখামৃতই পান করিতেছ, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন অভিনব জলধররূপে শোভা পাইতেছ।

কবি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য শ্রী ও সীতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটী দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। সীতারামের প্রণয় দাম্পত্য-প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল, লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রণয়কাহিনীও পুরাণপ্রসিদ্ধ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রণয় আরো গুরু, আরো গাঢ়, আরো মধুর—তাহার তুলনা হয় না। টীকাকার বলিতেছেন —এই সঙ্গীতে ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ধীরললিত নায়ক শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অন্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীগীত-গোবিন্দের বর্ণিত বিষয় বাসন্তরাসের সঙ্গে ইহার পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হয়। লক্ষ্মীর রাসে অধিকার ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন— সৌন্দর্য্যসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রী দেবীও গোপীপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে কবি এই দুইটি সঙ্গীতে

ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণ বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন—এইবার ধীরে মাধুর্য্যের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধীরললিতই নহেন, তাঁহাতে নায়কের সকল গুণই বর্ত্তমান আছে, তিনিই সকল নায়কের শিরোভূষণ, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী নায়িকাকুল-শিরোমণি। শ্রী শব্দে রাধা অর্থ ধরিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই পদের অন্যরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। পূজারী গোস্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য।

২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানই সমর্থিত হয়। কবি 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতীর পাদপদ্মে তিনি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ করাইবেন এই সঙ্কোচে তাঁহার হৃদয় দ্বিধাদ্বন্দ্বে আন্দোলিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভাব তিনি তখনো ভুলিতে পারেন নাই, পারিলে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহের অবকাশই আসিত না। সংশয় জাগিয়াছিল—কারণ জীবন ও কাব্য তাঁহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, সাধনালব্ধ সত্যগুলিও তেমনি তাহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার গভীরতর আর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন একদিন স্বয়ং আসিয়া জীবনের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন।

কবি জয়দেব আপন দাম্পত্যপ্রেমের মধ্য দিয়া মানব-ভালবাসার শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর প্রেমই তাঁহাকে অপ্রাকৃত কান্তাপ্রেমের প্রকৃত আস্বাদ দান করিয়াছিল। প্রবাদের মতে সাক্ষাদ্দর্শনের পরিবর্ত্তে তাই পদ্মাবতীর মধ্য দিয়াই তিনি সেই চির-রসময় পরমপ্রেমস্বরূপের দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার পদ্মাবতীর পতিপ্রেম এমনি প্রগাঢ়, এতই পবিত্র, এমনি নিষ্ঠাপূর্ণ যে ভগবান্ তাঁহাকে জয়দেবরূপেই দর্শন দিয়া তাঁহার নারীত্বের সাধনাকে

সার্থক করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা পতিরূপেই জগৎ-পতিকে লাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। কবিজীবনের এই সাধনার ইতিহাস তাঁহার দেশবাসী জানিতেন, বুঝিতেন বলিয়াই কবি তাঁহাদের নিকট জগন্নাথদেবের অংশরূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও বাঙ্গালার বহু নরনারী কবিকে সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া পরকীয়াভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে একটি আপন ভোলা প্রণয়িদম্পতির মধুময় চিত্র। সে চিত্র মর্ত্ত্যের নহে, সে চিত্র জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণবিন্যাসে কবি-কল্পলোকের কান্ত-আলোকে সদা-সমুজ্জ্বল। কবিবিরচিত এই গোবিন্দ-সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয়তীরবর্ত্তী একটি নিরালা নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ারা কবিদম্পতি—জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ, অভিমান, বিরহ, মিলনের অপরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে দম্পতিজীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে. আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে শ্লোকে লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি কোথায় অজয়—এ যে কালিন্দী! পদ্মাবতীব নয়নকজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে। কেন্দুবিল্ব কোথায়—এতো বৃন্দাবন! জয়দেব-সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী এতো নয়,—এ যে সেই ভুবনমোহন শ্রবণ মনোরসায়ন সুধাসুমধুর মুরলীনিঃস্বন! কবি-দম্পতিকে কোথায় হারাইয়া ফেলি—দেখি কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তমাল তরুনিকরে

শ্যামায়মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এক স্নিগ্ধ কৃষ্ণতায় আত্মগোপন করিতেছে,—আর সেই সৌগন্ধে-ভরা অন্ধকার বনপথে কে যেন গাহিয়া ফিরিতেছে—

* * * *

"* * নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃপ্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ"

৫

কাব্য কথা

অপ্রাকৃত প্রেম, অপরিসীম করুণা, অমানুষী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্ত্রার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিত্রমাধুর্য্য, অলৌকিক রূপ,—অপরূপ লাবণ্যবল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া একদিন বাঙ্গালায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বসন্তের এক পূর্ণিমাপ্রদোষে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে ধন্য করিয়া তাহার ভাগ্যাকাশে মূর্ত্ত প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন। সে প্রেম, সে করুণা, সে বিনয়, সে তেজ, সে কোমলতা, সে দার্ঢ্য, যে কোনো জাতির সহস্রাব্দের ইতিহাসে বারেকের জন্যও একাধারে সম্মিলিত হইলে জাতি কৃতার্থ হইয়া যায়। চৈতন্যচন্দ্রের পবিত্র জীবন-কথা—বাঙ্গালীর এই দিব্যাবদান—জগতের ইতিহাসের এক গৌরবান্বিত অধ্যায়।

স্নেহময়ী স্থবিরা জননী, প্রেমময়ী যুবতী ভার্য্যা, অনুরক্ত নবদ্বীপবাসী স্বজন,—সকলের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্য-

দেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী ছয় বৎসরকাল তীর্থ পর্য্যটনাদিতে অতিবাহিত হয়, অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি পুরীধামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাস বাটীর যে ক্ষুদ্র কক্ষ তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সাধারণতঃ তাহা গম্ভীরা নামে পরিচিত। এই আদর্শ সন্ন্যাসীর নীলাচলবাসের প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম নিত্যকর্ম্ম ছিল—

"চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে এই গ্রন্থগুলি আলোচনা করিতেন—আস্বাদন করিতেন। শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের রসজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি দেখিয়া না দিলে, অনুমোদন না করিলে মহাপ্রভু কোনো গ্রন্থ পাঠ করিতেন না! রামানন্দ রায়ও বৈষ্ণব জগতে তত্ত্বজ্ঞানী, নিষ্ঠাবান্ সুরসিক ভক্ত বলিয়া পরিচিত। শ্রীগীত-গোবিন্দ আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের এই কথা কয়টী মনে রাখা আবশ্যক।

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ রায়ের দোহাই পাড়িয়া কাহারো মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেছি না। মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি—যে এ জগতে অধিকার ভেদ বলিয়া একটা কথা আছে, অধিকারী না হইলে কাহারো কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। আবার অধিকার জন্মিলেই যে হঠাৎ একটা কিছু করিয়া

বসিতে হইবে এমনও কোনো কথা নাই। অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ কোনো পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি না অনুসন্ধান লওয়া উচিত। আমাদের বিশ্বাস কাব্যালোচনারও অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। বিশেষতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের ন্যায় কাব্যের—ভারতের এক সুবৃহৎ সম্প্রদায় যে কাব্যকে প্রেমধর্ম্মের সূত্রগ্রন্থরূপে পূজা করেন—এ হেন কাব্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ মতপ্রকাশের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধীয় দায়িত্বের কথাটাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম কখনো মিথ্যাকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাহার দুই চারিটি বাহ্য আচার-ব্যবহারের কথা অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কিন্তু মূলে প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্যোপেত, সে সত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে—আদি-দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং তাহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের অনুভূতির ধারাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সত্য যাহা তাহা চিরন্তন, তাহা বিশ্বজনীন, কিন্তু দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার প্রকাশের ভঙ্গী ও বিকাশের ধারা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময়। সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে হইলে তত্ত্বান্বেষীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ভাবেও কি প্রাচীন কি আধুনিক যে কোনো কাব্য-আলোচনার জন্য সাধনা ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। নূতন কিছু বলার একটা মোহ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নূতনত্ব কয়দিন থাকে তাহাই ভাবিবার কথা। হৃদয় এবং মনের যে বিশেষ অবস্থা, যে প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ততা কাব্য-আলোচনার পক্ষে অনুকূল, সমালোচক হইলেই তাহার অধিকারী হওয়া যায় না। রস এবং ভাব আস্বাদনের বস্তু, অনুভবগম্য। সকলের সে সৌভাগ্য ঘটে না। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে সাধ্যসাধন-নির্ণয়ে রসজ্ঞতা ও দার্শনিকতার, কবিত্ব ও ভাবুকতার অপূর্ব্ব নিকষে

শ্রীগীতগোবিন্দের যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ইহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে আমরা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

জয়দেব গোস্বামী নিজেও এই অধিকারবাদের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।"

অর্থাৎ যদি হরিস্মরণে মন সরস করিতে চাও, যদি তাঁহার বিলাস-কলা জানিবার কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেব বাণী মধুর কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ কর।

শ্লোকে যেমন অধিকার ভেদের কথা আছে, তেমনই অধিকারীর কর্ত্তব্যের—আচরণেরও ইঙ্গিত আছে। নবাঙ্গ-ভক্তির প্রথম তিনটির প্রতিই কবির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই শ্লোকে শ্রবণ ও স্মরণের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, এবং শ্রীগীতগোবিন্দে কীর্ত্তনের কথাও আছে। কবি বলিয়াছেন এই সঙ্গীত কৃষ্ণার্পিত চিত্ত ভক্তগণের কণ্ঠতটে অবিরাম অধিষ্ঠিত থাকুক। সমগ্র গীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া মনে হয় ধ্যানে ধ্রুবাস্মৃতিই তাঁহার চরম এবং পরম কাম্য ছিল।

অনেকে বলেন কাব্য কোনো উদ্দেশ্যমূলক হইতেই পারে না। আমরা এই মতবাদ ঠিকমত বুঝিতে পারি না। আনন্দ দান কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা নিশ্চিত, কিন্তু সেই আনন্দদানের জন্য কবি যে পথ গ্রহণ করিবেন, তাহা যে কোনো উদ্দেশ্যমূলক হইতে পারিবে না এমন কিছু নিশ্চয়তা আছে কি? কবি যে দেশে এবং সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই দেশের এবং সমাজের লোকের আনন্দদানই

তাঁহার কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবীর আনুগত্যও যে তিনি স্মরণে রাখেন না, এমন কথা আমরা বলি না। আমাদের বলিবার কথা এই, যে বর্ত্তমানও কবির উপেক্ষার বস্তু নহে। যাঁহারা ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়াই কাব্য লিখিয়া থাকেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদেরও উৎসাহদাতা অন্ততঃ দুই চারি জনেরও অভাব হয় না। কালের অগ্রবর্ত্তী এইরূপ অতি অল্পসংখ্যক লোকও না থাকিলে আলোকলতার মত কোনো কাব্যেরই সৃষ্টি হইতে পারে না। এইজন্যই কোনো কাব্যের বিচার করিতে হইলে কবির কাল অর্থাৎ তাঁহার পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করা চলে না। অতীতের ঐতিহ্য এবং বর্ত্তমান প্রতিবেশের আবেষ্টন দুই-ই কবির উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তিনি কোন্ শ্রেণীর লোককে আনন্দ দিবার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারও বিচার করিতে হয়। জাতির জীবন-সঙ্গীতের ঐক্যতানে কণ্ঠ মিলাইয়া কোনো উচ্চতর গ্রামে সুর বাঁধিয়া দেওয়াও কবির কার্য্য। সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যে কবি সমাজকে উচ্চ-তম আদর্শ দান করেন তিনিও পূজা পাইবার যোগ্য।

শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কেবল কাব্যের নায়িকা ও নায়করূপেই নহে, নিজের উপাস্য ও পরদেবতারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক কবি জয়দেব এই যে এক নূতন পথের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহার প্রেরণা তিনি যেখান হইতে বা যাঁহার নিকট হইতেই পাইয়া থাকুন, মূলে নিশ্চিত ইহার একটা উদ্দেশ্য ছিল। কবির সময়ে দেশের অধিকাংশ নরনারীর মানসিক অবস্থাসম্বন্ধে সেকশুভোদয়া প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি--প্রকাশ্য দিবালোকে নদীয়ার রাজপথ তখন বারাঙ্গনাগণের নূপুরনিক্বণে ধ্বনিত হইত। সুরধুনীর পুলিন-পরিসর নাগরনাগরীগণের কামকথা-সংলাপে মুখরিত থাকিত। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় ইন্দ্রিয়বিলাসের

এই সর্ব্বনাশিনী আসক্তি হইতে, অতি ইহসর্ব্বস্ববাদের এই ক্লেদসিক্ত ভোগভুজগীর বিষ-নিঃশ্বাস হইতে মুক্তিদানের আশাতেই দেশে তিনি ঐ নূতন সঙ্গীতের ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন নাগিনী তাঁহার গানে ভুলিয়া ফণা গুটাইয়া আপন পাতাল পুরীতে প্রস্থান করিবে, আর তাহার কলুষিত বিষ দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এই কান্ত কোমল মধুর পদাবলীর অমৃতধারা পানে বাঙ্গালী নর-নারী চির অমরতা লাভে ধন্য হইবে। শ্রীগীতগোবিন্দে প্রত্যেক গানের শেষে কবি এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম সর্গেই কবি বলিতেছেন—শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ-স্মৃতিসারম্। সরস-বসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্। কবি সরস বসন্তে বনানী-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগত মদন বিকারের কথাও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু সে সমস্তই "উদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারং"—তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যিনি বিশ্বশরণ! অখিলের নিখিল সৌন্দর্য্য যাহার অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তাঁহারই স্মৃতি জাগরিত করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি বিকশিত করিয়া না তুলিবে, তবে সে সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যে হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে বিকার বলিতে পার; ভাবমাত্রেই তো বিকার,—নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া—কিন্তু এ বিকার তাঁহারই জন্য যিনি "সাক্ষাৎমন্মথমন্মথঃ।" কামনা বটে, তবে রূপে রসে গানে গন্ধে বিশ্বে বিলসিত বিশ্বেশ্বরেরই সেবা করিবার কামনা। ইহাই রস-স্বরূপের উপাসনা, আনন্দময়ের আরাধনা, ভাবগ্রাহীর ভাবনা। গীতগোবিন্দকে যাঁহারা অশ্লীল বলেন তাঁহাদিগকে কবির সময়ের দেশের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা স্মরণ করিতে বলি। আরো বলি যে তাঁহাদের কাছে যাহা অশ্লীল, অপর বহু জনের কাছে তাহাই পরম পবিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্লীল-অশ্লীলতার বিচার করিতে হইলে

একথাটাও মনে রাখা আবশ্যক যে অশ্লীলতাই এ কাব্যের প্রেরণা আনে নাই। যে বিশিষ্ট প্রেরণা কবিকে কাব্যপ্রণয়নে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার প্রকাশ ভঙ্গীকে যদিই বা কোনো স্থানে অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কেহ কেহ সম্ভোগের কথা তুলিয়া বলেন ভগবানের আবার সম্ভোগ বর্ণনা কেন? আমরা বলি এটা একটা প্রাচীন প্রথা। কালিদাস হরপার্ব্বতীকে জগতের জনকজননীরূপে বন্দনা করিয়া তাঁহাদেরও তো সম্ভোগের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রাকৃত হউক আর অপ্রাকৃত হউক নায়ক নায়িকার কথা বলিতে হইলেই সে কালের অনেক কবি সম্ভোগবর্ণনা না করাকে কাব্যের একটা অঙ্গহানি বলিয়াই মনে করিতেন। আমাদের মনে হয় কবির উদ্দেশ্য যদি মন্দ না হয়, তাহা হইলে এই সম্ভোগবর্ণনাকেও দূষণীয় বলা শুধু অসঙ্গত নহে, অন্যায়। কবি জয়দেবের উদ্দেশ্য যে সৎ ও মহৎ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। সঙ্গীতের শেষ চরণে ভণিতায় তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা এবং সর্গশেষে আশীর্ব্বচনে মানব-সমাজের কল্যাণ কামনায় তাঁহার আকুল আগ্রহ, দেখিয়াও কি অনুমান করা যায় না, যে এই সৌন্দর্য্যোপাসক কবি কত বড উচ্চ মন এবং কত পবিত্র উদার হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনেকে বলেন শ্রীগীতগোবিন্দের গান কয়েকটী মাত্র জয়দেব রচনা করিয়াছিলেন, অপরাপর শ্লোকগুলি পরে কেহ যোগ করিয়া দিয়াছে। এ অনুমানের কারণ শ্লোকগুলি কটমট এবং কয়েকটী পুনরুক্তিদোষ-দুষ্ট। কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া এতবড় কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইলেও আমরা তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের অবিশ্বাসের প্রথম কারণ, প্রত্যেক টীকাকারই সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ, শ্লোকগুলি কটমট নহে। কবি জয়দেব প্রস্তাবনায় যে সন্দর্ভ-শুদ্ধির কথা বলিয়াছেন,

শ্লোকগুলির রচনায় তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তিনি অতি কৌশলে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজ্রা, শিখরিণী, পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি ছন্দে নানাবিধ শ্লোক রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোনো রীতির রচনাতেই তিনি অসমর্থ নহেন।

তৃতীয় কারণ, গানগুলির যোগসূত্র হিসাবে বর্ণিত বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার জন্য এই সমস্ত শ্লোকের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা ছিল। সে কালের গানের পদ্ধতির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন এই ধরণের শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি এবং পারম্পর্য্যরক্ষা তখনকার দিনের গানের একটা প্রধান অঙ্গ। আজিও কবি, মনসামঙ্গল, রামায়ণ ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কীর্ত্তন, শিবায়ন প্রভৃতি গানে এই প্রথাই প্রচলিত আছে। পুনরুক্তিদোষ দুই একটী শ্লোকে আছে বটে কিন্তু তাহা অতি সামান্য। চতুর্থ কারণ, এই সমস্ত শ্লোকে বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণসম্বন্ধে কবি আপন মত অতি সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ কালের সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবমতবাদের সঙ্গে কবির কোনো কোনো সিদ্ধান্তের মিল দেখিয়া তাঁহার গৌরব লাঘবের জন্য শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলায় বক্তার গৌরব বৃদ্ধি হয় না। অনেকেই জানেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের কয়েকটী সিদ্ধান্ত শ্রীজয়দেব হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং বৈষ্ণবগণ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য বলিয়াই মনে করেন।

পঞ্চম কারণ, যে কোনো গ্রন্থকার গীতগোবিন্দ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি এই শ্লোকগুলিই উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোনো গ্রন্থেই গানগুলি উদ্ধৃত হয় নাই। সদুক্তিকর্ণামৃতে গীতগোবিন্দের পাঁচটী শ্লোক পাওয়া যায় পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সদুক্তি-কর্ণামৃত লক্ষ্মণসেনের সময়ে সংকলিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, জয়দেবের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষায়

রচিত হয়, পরে কেহ সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। এই সন্দেহের কারণ "পদাবলী" শব্দটী সংস্কৃত নহে। এই শব্দটি কবি যদি দেশীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার জন্য সমগ্র গানগুলি কেন দেশীয় ভাষার হইবে, এ যুক্তি বুঝিতে পায়া যায় না। হইতে পারে কবি দেশীয় ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাহাঁর রচিত সংস্কৃত গানে দেশীয় ভাষার কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত মত অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের নেতিবাদের ঔদ্ধত্য ভিন্ন অপর কিছু নহে।

এই বিষয়ে সুরসিক এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-র লিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"শুধু ভাব বা কথাবস্তুর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিশেষ নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পূর্ব্ব-রাগ হইতে মিলন পর্য্যন্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা তাহার সরস চিত্র পূর্ব্বগামী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। জয়দেব তাহাঁর কাব্যে এমন কোন বিচিত্র ভাব বা অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্যে বর্ণিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের বিলাস লীলাও সংস্কৃত কাব্যে নূতন নহে। কিন্তু মূল বিষয়টী অথবা ইহার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি পুরাণকার বা প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে আহৃত হইলেও জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাহাঁর নিজস্ব। কেবলমাত্র ভাব বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহাঁর রচনার উৎকর্ষ নহে। এ সকল চিরাগত ভাব বা সর্ব্বসাধারণ বিষয়টীকে তিনি যে বিশিষ্ট আকার ও ভঙ্গিমা দিয়াছেন তাহাই তাহাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্য যে জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গ রূপটিই সর্ব্বাগ্রে চক্ষে প্রতিভাত হয়। ইহার শব্দ অর্থ ভাষা ছন্দ, এক কথায় ইহার গঠন শিল্পের চমৎকারিতা পাঠকের মনকে সহসা চমকিত ও আনন্দিত করিয়া

তোলে, ভাব গ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না। কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও বহিরঙ্গ রূপ এই উভয়েরই সমষ্টি বা সমগ্রতা লইয়াই কবির কাব্য-প্রতিভার বিকাশ। ইহাকেই আমরা তাহাঁর কাব্যের ভঙ্গিমা বা রস রূপ বলিতেছি।

শুধু শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক সময় তাহাঁর শিল্পনৈপুণ্যকে তাহাঁর কবি প্রতিভার সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কবিকল্পনার প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকৃত শিল্পীর সংযম বা অর্থের পরস্পর সাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় আলেখ্য লিখনে দক্ষতা, ধ্বনি বৈচিত্র্য, ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, পদলালিত্য, ও গীতি মাধুর্য্য তাহার কাব্যকে একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। জয়দেবের কাব্যকলায় বৈচিত্র্য-লীলার স্ফূর্ত্তি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্ভ্য নাই, শিল্পনৈপুণ্যের সূক্ষ্মতা থাকিলেও অনর্থক আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই; ইহার কান্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ গতি পাঠকের মনকে তন্ময় করিয়া দেয়। শব্দ সম্পদে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী; প্রাচীন কবিগণ যে অদ্ভুত শব্দবিন্যাস নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষায় সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্র-পরম্পরার যে অন্তর্লীন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাহার সহজ সুনিপুণ প্রয়োগে এতাদৃশ সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কবি দুর্লভ। গীত গোবিন্দের অর্থগৌরব পৃথক বস্তু নহে, ইহা ইহার শব্দ-সৌন্দর্য্য ও ছন্দলালিত্য হইতে আপনি আসিয়াছে। কিন্তু নিখুঁত বহিরঙ্গ কারিগরীই জয়দেবের কাব্যসৃষ্টির সর্ব্বস্ব নহে, ও শুধু নিপুণ শিল্পী বলিয়া অভিহিত করিলেই তাঁহার কবি প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। কারণ জয়দেবের এই স্বভাবসিদ্ধ শিল্প নৈপুণ্য তাঁহার ভাব ও কল্পনার অঙ্গমাত্র। তাহার ছন্দ ও শব্দ, বিষয় বস্তুর

অনুগামী ; বাহির হইতে আরোপিত নহে, কেন্দ্রগত ভাব হইতে আপনি বিকশিত। জয়দেব সৌন্দর্য্য বিলাসী কবি, যে ধ্যান ও গীতি তাঁহার আত্মগত অনুভব ও প্রীতির রঙ্গে সুন্দর ও মধুর হইয়া তাঁহার কবি হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাকে তিনি সম্পৃক্ত বাগর্থ পরম্পরায় অনুরূপ সুন্দর ও মধুর রূপ দিয়াছেন।

কারণ জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে কেবল তাহার ইষ্টদেবতার অপ্রাকৃত লীলা বর্ণন অথবা প্রাচীন কবিগণের মত প্রাকৃত প্রেম গাথা রচনা করেন নাই ; এই প্রেম ও লীলা যেরূপে তাহার অনুভূতির আলোকে ও কল্পনা দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেই অপরূপ রূপটি তিনি চিত্রে ও গানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহার রচনায় অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃত, ভক্তির সহিত প্রীতি, কল্পনার সহিত অনুভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের যে চিরন্তন প্রেমলীলা তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা শুধু কাহিনী মাত্র নহে, তাঁহার ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট তাহা বাস্তব জগতের বিচিত্র রূপে ও রসে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেইজন্য কবি শুধু ধ্যান ধারণার নিত্য বৃন্দাবন সৃষ্টি করেন নাই। তাহাকে কবি মানসের সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির রসে অভিষিক্ত করিয়া অপূর্ব্ব বাস্তব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি রূপে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন লীলা মানবোচিত ভাব ও ভাষায় উজ্জ্বল ও গীতিময় শব্দচিত্র পরম্পরায় সর্ব্ব সাধারণের অধিগম্য হইয়াছে। এই বাস্তব ও কল্পনার সংযোগ অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গত ভাবের মিশ্রণই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কাব্য বস্তু। আদিরসের মত মানব হৃদয়ের একটি নিগূঢ় মধুর ও শক্তিশালী বৃত্তিকে ধর্ম্মসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া অপরূপ দেবলীলাকে সুপরিচিত মানবলীলার যে নির্দ্দিষ্টরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল

কৃষ্ণ লীলার মাধুর্য্য পিপাসু ভক্তের আদরের সামগ্রী নহে, কাব্যরস পিপাসু রসিক মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী। এখানে মর্ত্ত্য প্রেমের মধ্য দিয়াই অমর্ত্ত্য প্রেমের সাক্ষাৎকার হইয়াছে; “কবি মানব প্রেমের শ্রেষ্ঠ সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতি রূপে” পরম রসময় ভগবৎ প্রেমের আস্বাদন লাভ করিরাছেন। আপনার কামনার মধ্যেই আপনার সাধনাকে কবি পূর্ণাঙ্গ করিয়ছেন! সেইজন্য শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে নহে কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও গীতগোবিন্দের উৎকর্ষ। কবিহৃদয়ের একান্ত ও বাস্তব অনুভূতি, কবির অবাস্তব প্রেম ও সৌন্দর্য্য কল্পনাকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং পরোক্ষভাবে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিলাস লীলা বর্ণিত হইলেও, প্রত্যক্ষভাবে ইহা “কবিজীবনের নিগূঢ়তম সুখ দুঃখের বর্ণ বিন্যাসে ও সত্য সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল”। সম্পাদক মহাশয়ও দেখাইয়াছেন যে কবির রাধা শুধু তাঁহার কল্পনা রূপিণী নহেন, তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও প্রীতির বাস্তব লক্ষ্মী! এখানে মানবী হইতে দেবীকে পৃথক করা যায় না। পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আদর্শকে কবি জীবনের কোন বিশিষ্ট বিগ্রহের মধ্যে অনুভব করিয়া, কল্পনালোকের অপরিমেয়তাকে জীবনের পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে, অপার্থিবকে পার্থিবরূপ ও রসের সীমানায় লাভ করিতে চাহিয়াছেন। কারণ সকল প্রকৃত কবির মত তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্র অনুভূতির উপরই অতীন্দ্রিয় জগতের বৃহত্তর শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য তাঁহার কাব্যের রসরূপটি সম্পূর্ণ কল্পনামূলক নহে, যিনি বাহির ভুবনে ও কায়া সৌন্দর্য্যে তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিয়াছেন, তিনিই তাঁহার গানের আড়ালে ও ছায়া সৌন্দর্য্যে কল্পনারূপিণী হইয়া সাড়া দিয়াছেন। ভাব ও বস্তুর, স্বপ্ন ও সত্যের, অন্তর ও বাহিরের, বাস্তব ও অবাস্তবের এই স্পষ্ট ও অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই গীতগোবিন্দ কাব্যের অন্তর্গত কাব্য-

প্রেরণার মূলে রহিয়াছে। যদি গীতিপ্রাণতা ও আত্মগত ভাবনার দ্বারা বহির্গত জগৎকে আত্মসাৎ করা গীতিকবিতার মূল লক্ষণ হয়, তবে জয়দেবের পদাবলীগুলি প্রকৃত গীতি কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃত গীতি কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জয়দেবের রচনাকে প্রাচীন সংস্কৃত গীতি কবিতার কোনও বিশিষ্ট পর্যায়ে নিশ্চিতরূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পূর্ব্বতন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা ভাব ও ছন্দ গ্রহণ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে জয়দেব তাহাদিগকে নূতন প্রকারে ও ভঙ্গীতে প্রয়োগ করিয়াছেন; এবং তাহার সমস্ত কাব্যটিকে বাহির ও ভিতর হইতে যে নূতন ও বিচিত্র রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী নহে,—বরং সম-সাময়িক নবোদিত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর অনুরূপ। বাহ্যতঃ নাটকের কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিলেও জয়দেবের রচনা গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্ব্বস্ব; ইহার গীতগোবিন্দ এই নামটিই তাহার নিদর্শন। কিন্তু মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীনতর গীতি কবিতার সহিত ইহার সাদৃশ্য অতি অল্প। সর্গ বিভাগ হইতে ইহাকে ঠিক কাব্য বলিয়াও ধরা যায় না। কারণ সর্গবন্ধ কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ইহাতে নাই বলিলেও চলে। অন্য দিকে আবার গীতগোবিন্দকে ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য শ্রেণীর রচনাও বলা যায় না। ভাব প্রবণতায় ও গীতিবাহুল্যে দেশীয় গীতাভিনয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রাচীন কৃষ্ণ যাত্রাদির সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহার নাট্যবস্তু যৎসামান্য, এবং যাত্রাদির মত ইহা সাময়িক প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উৎসবাদিতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত ও ব্যবহৃত হইলেও ইহা নিপুণ শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত লিপি-

কুশলতায় সমৃদ্ধিশালী; রাগবহুল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ হইলেও ইহার রচনা নিখুঁত ও নিপুণ শিল্পের পরিচায়ক। ইহার দ্বাদশ সর্গে কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উক্তিগুলি গীতের আকারে সজ্জিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতানুযায়ী মাত্রাচ্ছন্দে রচিত এই গেয় পদগুলিই ইহার সর্ব্বস্ব; কিন্তু এই গানগুলি শুধু গীতি মাধুর্য্যে নহে, শিল্প চাতুর্য্যেও মনোগ্রাহী। আবার এই গান বা গীতি কবিতার সঙ্গে আখ্যান বস্তু, বর্ণনা, কথোপ-কথন, এবং পদাবলীগুলির যোগসূত্র হিসাবে সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকাবলীও পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ইহার উপর কাব্যস্মৃতি বিজড়িত যমুনার তটপ্রান্তে, কখনো মেঘ মেদুর বরষার নব সমারোহে, কখনো বা নব বসন্তের সুরভি সৌন্দর্য্যে, বৃন্দাবনের না হউক, বাঙ্গালা দেশের তমাল শ্যামল বনভূমি যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিত, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছায়াও জয়দেবের কান্ত-কোমল-পদাবলীর মাধুর্য্য-রস-সিক্ত ভাব-বাজির সহিত বিচিত্রভাবে মিশিয়া গিয়াছে। ভাব ও কল্পনার সহিত প্রকৃতির এই উৎসব সমারোহের মধ্যে মধুর রসের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব বিরহ মিলনের কাহিনী শব্দ-ঝঙ্কারে, ছন্দ-হিল্লোলে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় ও কবি-মানসের পার্থিব অনুভূতির বিচিত্র ধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত কাব্যটিকে একটি নূতন রূপ দান করিয়াছে। তৎকালীন সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের যাহা কিছু মধুর ও সুন্দর উপাদান, তাহা গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু এই রচনার মধ্যে জয়দেবের কবি প্রতিভার যে সৃষ্টি বৈচিত্র্য ও শক্তিময় স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহা ইহাকে সংস্কৃত বা দেশীয় কাব্য-সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

বাস্তবিক এই সকল কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, ভাব ও রূপ এই দুই দিক্ হইতেই তৎকালীন কাব্য সাহিত্যে গীতগোবিন্দ একটি নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ দেশীয় বলা

যায় না, কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কৃতও নহে। তথাপি গীতগোবিন্দের কোন কোন সমালোচক মনে করেন, যে সংস্কৃতের ছাপ থাকিলেও, এই কাব্য প্রথমতঃ দেশী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, যে রাগমূলক পদাবলী গীত-গোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত হইলেও, এই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গী যতটা প্রাকৃত বা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী ততটা সংস্কৃতের নহে। পদাবলী শব্দটিও যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও সংস্কৃত নহে। গীত-গোবিন্দে সংস্কৃত অলঙ্কার ও শব্দার্থ গৌরব সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পদাবলীতে প্রযুক্ত ভাষার রচনা পদ্ধতি সংস্কৃত-কাব্যের অনুরূপ নহে, বরং এই স্বচ্ছ ও সহজ গেয় পদগুলি দেশীয় গানের পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদ যে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা দেখান কঠিন নহে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে উদাহৃত পাদাকুলক প্রভৃতি যে সকল মাত্রাছন্দ ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কবিতার আত্মীয়, সংস্কৃতের নহে। সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস আছে কিন্তু পাদান্ত মিল বা (rhyme) নাই; গীতগোবিন্দের সমস্ত পদাবলী অপভ্রংশ কবিতার মত মিলযুক্ত। পদাবলীর রচনার ধরণও ভিন্ন। সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদচতুষ্টয় সমন্বিত এক একটি Stanzaয় পর্য্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। এই শ্লোকগুলি কখনও সম্বদ্ধ, কখনও অসম্বদ্ধ; কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানের মত পৃথকরূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমষ্টি ভাবেই ধরিতে

হইবে এবং অন্তে নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুব পদই ইহার ভাব পরম্পরার যোগসূত্র। পদাবলীর এই ধরণটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পদাবলীর ছন্দগুলি পরবর্ত্তী বাঙ্গালা ছন্দের মূলস্বরূপ বলিয়া মাত্রাছন্দ হইলেও এগুলির ধ্বনি বৈচিত্র্য যে অতি সহজেই আধুনিক অক্ষর বৃত্ত বাঙ্গালা ছন্দে রক্ষা করা যায়, তাহা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় তাঁহার গীত গোবিন্দের অনুবাদের অনেক স্থলেই দেখাইয়াছেন। এইরূপ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় জয়দেব ব্যবহৃত ষোডশ মাত্রাযুক্ত পাদাকুলক-ছন্দকে বিশ্লেষণ করিয়া দেশীয় চতুর্দ্দশ অক্ষর যুক্ত পয়ারের উদ্ভব দেখাইযাছেন। রবীন্দ্রনাথও

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী

এই ছন্দধ্বনির অনুকরণে—

একদা যবে অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে

এইরূপ অপূর্ব্ব বাঙ্গালা ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে এই পদাবলী ভিন্ন যে সকল সংস্কৃত ছন্দের শ্লোক দেখা যায়, সেগুলির সন্নিবেশও দেশীয় গীত সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে; কারণ এই ধরণের সংস্কৃত শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি ও পারম্পর্য্য রক্ষা কৃষ্ণকার্ত্তনাদিতেও দেখা যায়, এবং দেশীয় গানের ইহা একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি।

এই সকল কারণে Piscuel প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, গীতগোবিন্দ প্রথমে জনসাধারণের জন্য কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় জয়দেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতাভিমানী পাঠকদিগের জন্য কোন পণ্ডিত বা পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই মতবাদ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি ইহাকে অতিরিক্ত

পাণ্ডিত্যের নেতিবাদের ঔদ্ধত্য বলিয়া কেবল দু'একটি কথায় এই প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন।

এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এই মতবাদের কোন সন্তোষজনক ভিত্তি নাই। জয়দেবের কাব্য যে প্রথমে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় রচিত ও পরে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রবাদ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে গীত-গোবিন্দের বর্ণনামূলক সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম-সাময়িক শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে ও কাশ্মীরক বল্লভদেব সংগৃহীত সুভাষিতা-বলিতে উদ্ধৃত হইয়াছে. ইহার গেয় পদাবলী হইতে একটিও উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় না। এমন হইতে পারে যে, পদাবলী উদ্ধৃত হয় নাই, তাহার কারণ এগুলিতে সংস্কৃত শ্লোকাপেক্ষা পদাধিক্য রহিয়াছে, এবং এগুলি দেশীয়ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর অনুকরণে রচিত ধ্রুবপদ সমন্বিত গান বলিয়া সংস্কৃত শ্লোকের সুভাষিত সংগ্রহে স্থান পায় নাই।

জয়দেব-কাব্যের আদিমরূপ নির্ণয় করিতে হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, গীতগোবিন্দ যে সময় রচিত হইয়াছিল, সে সময় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় শেষ অবস্থা বা অবনতির যুগ, এবং অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ের কাল। সেইজন্য এই পরিবর্ত্তন যুগে এক শ্রেণীর রচনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যের নিয়ম নিগড়ের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নহে, অথচ নূতন দেশীয় সাহিত্যের পূর্ণ স্বাধীনতাও লাভ করে নাই। ইহা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাবের ফল নহে; বরং সংস্কৃতের উপর দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের নিদর্শন। কারণ এই সময় হইতেই

গীতগোবিন্দ ভিন্ন অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহারই অনিবার্য্য প্রভাবে, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইতেছিল। নবোদিত ও জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নূতনরূপে গঠিত করিবার একটি প্রচেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছিল। আমাদের মনে হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই নূতন প্রচেষ্টার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশীয় গানের আদর্শে রচিত হইলেও গীতগোবিন্দের গানকে ঠিক দেশীয় গান বলা যায় না। দেশীয় ভাষার পদ্ধতি ও ভঙ্গী, দেশীয় সাহিত্যের গীতিবাহুল্য ও ভাবপ্রবণতা ক্রমশঃ সংস্কৃতে রচিত কাব্যে ও নাটকে আসিয়া পড়িতেছিল; গীতগোবিন্দেও তাহাই দেখা যায়। কিন্তু ইহার অলঙ্কার বহুল ও পরিণত রচনা-কৌশল সংস্কৃতের অনুযায়ী, প্রাকৃতের নহে। যে যমক ও অনু-প্রাসাদির নিপুণ প্রয়োগ ইহার সংস্কৃত শব্দ ও বর্ণবিন্যাসে পাওয়া যায়, তাহা ব্যঞ্জন বর্ণ বিরল প্রাকৃত বা অপভ্রংশ রচনায় এই পরিমাণে সম্ভবপর নহে। সুতরাং যদি ইহা প্রথমে প্রাকৃত বা অপভ্রংশে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে এই শব্দালঙ্কারগুলির প্রাচুর্য্য প্রথম রচনায় ছিল না। পরে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইবার সময় ইহাদের সন্নিবেশ হইয়াছে। কিন্তু গীত-গোবিন্দ যে এরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রচনা, তাহা কোন সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন না। কারণ ইহার শব্দ বর্ণের বিন্যাস কৌশল ও অলঙ্কার সন্নিবেশ বাহির হইতে আরোপিত ব্যাপার নহে, ইহার রচনা পদ্ধতির স্বাভাবিক অঙ্গ। কাব্য হিসাবে ইহার ভাব ও রচনার যে অচ্ছেদ্য ঐক্য ও সমগ্রতা

রহিয়াছে, তাহা ভাষান্তরিত মাত্র রচনায় সম্ভব বলিয়া কোনও কাব্য রসিক স্বীকার করিবেন না। এখানে সংস্কৃত রচনা নৈপুণ্য শুধু দেশীয়গানের প্রভাব স্বীকার করিয়া দেশীয় ধরণের গান বা পদাবলী রচনা করিয়াছে; দেশীয় গানকে কেবল সংস্কৃতে অক্ষরানুযায়ী অনুবাদ করে নাই। যেরূপ পরিবর্ত্তন যুগের কথা আমরা উপরে বলিতেছিলাম, সেইরূপ যুগেই এই শ্রেণীর অনিয়ত রচনা সম্ভব হইয়াছিল—যে সকল রচনা পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত নহে, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দেশীয়ও নহে; ভাষান্তরের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় না। তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে গীতগোবিন্দ এই শ্রেণীর একমাত্র রচনা নহে; গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত গোপাল কেলিচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থেও গীতগোবিন্দের অনুরূপ পদাবলী দৃষ্ট হয়; এই রচনাটি নামে নাটক হইলেও সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত নহে, বরং পুরাতন দেশীয় যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকলা ও প্রকৃত নাট্যবস্তুর অভাব, গানের আধিক্য, ও ভাবপ্রবণতার প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়। আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সংস্কৃত মহানাটকও এইরূপ সহজভাষায় ও প্রাকৃত যাত্রার অনুকরণে রচিত; কিন্তু ইহা বোধ হয় কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা এবং ইহাতে পদাবলী নাই। পরবর্ত্তী সময়ের আনন্দলতিকা, নন্দিঘোষবিজয়, চিত্রযজ্ঞ, প্রভৃতি নাটক নামধেয় রচনাগুলিও বোধ হয় এই ধারারই অনুসরণ করিয়াছে। বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল কবি উমাপতি শর্ম্মার সংস্কৃত পারিজাতহরণ নাটকে মৈথিল ভাষায় রচিত পদাবলীর সমাবেশ রহিয়াছে, এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই মৈথিল গানগুলি সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হয় নাই। নেপালে আবিষ্কৃত হরিশ্চন্দ্র নৃত্যও এই ধরণের মিশ্র রচনা! ইহাতে সন্দেহ নাই যে পদাবলী এই শব্দটি দেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহা দেশীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট

পরিচায়ক; কিন্তু গীতগোবিন্দের পদাবলী যদি প্রথমে দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তবে পারিজাতহরণের পদাবলীর মত সেগুলির সেই আদিম আকারে থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব ছিল সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইবার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ পাওয়া যায় না। পদাবলীর দেশীয় ছন্দ অনুযায়ী ছন্দবৈচিত্র্য ও পদান্ত মিলও উল্লিখিত সাময়িক পরিবেষ্টনের প্রভাবে দেশীয় গান হইতে সংস্কৃত গানে অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহা দেশীয় গানে সংস্কৃত অনুবাদের চিহ্ন নহে। এমন কি পদাবলী ভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকগুলির সন্নিবেশ প্রথাও এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদির মত দেশীয় গান হইতে গৃহীত

(ভারতবর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৯, মৎ সম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দের সমালোচনা)

আমরা জয়দেব রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত-সংগৃহীত শ্লোকগুলি ভূমিকার শেষে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। জয়দেব যে কত বড় শক্তিমান্ কবি ছিলেন, সর্ব্ব বিষয়িণী রচনায় কেমন সুদক্ষ ছিলেন, শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। এতদিন যাঁহারা জয়দেবকে মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর রচয়িতা বলিয়াই জানিতেন, এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন—এই কবি সত্যই কবিরাজ-রাজ। শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যেও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্রা, স্রগ্ধরা প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি হইতে কবির প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ পাঠক গানের মাধুর্য্যে তন্ময় হইয়া শ্লোকগুলির রসাস্বাদে অবসর করিয়া উঠিতে পারেন না। আস্বাদনের অনুরোধে নিম্নে দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সখী শ্রীরাধাকে অভিসারের জন্য বলিতেছেন—

তদ্বামোন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশু রস্তং গতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্।

কোকানাং করুণ স্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বন মসৌ রম্যোঽভিসার ক্ষণঃ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা তিনি কোন্ দিব্যভাবে অনুভব করিয়াছিলেন,

মুহুরবলোকিত মণ্ডন লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥

শ্রীরাধার প্রেম তন্ময়তার অপূর্ব্ব চিত্র—মাত্র এই শ্লোকাংশ হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবের বর্ণনায় কবিত্বের আর একটি দিক সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

অন্তর্মোহন মৌলিঘূর্ণন চলন্মন্দার বিশ্রংসন
স্তব্ধাকর্ষণ দৃষ্টি হর্ষণ মহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।
দৃপ্যদ্দানব দূয়মান দিবিষদ্দুর্বার দুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥

কবি গোপীবক্ষ-আলিঙ্গনদক্ষ শ্রীকৃষ্ণের সদা চঞ্চল যে বাহু যুগলের বর্ণনায় স্বীয় রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই বাহুদ্বয়ের জয় প্রার্থনা করিয়াই বলিতেছেন—

জয়শ্রী বিন্যস্তৈ র্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপরণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড় ক্রীড়াহত কুবলয়াপীড় করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দু র্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥

এমন কত উদ্ধার করিব। পাঠক প্রসন্ন মনে শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ করুন, আপনিও কৃতার্থ হইবেন, আমরাও ধন্য হইব।

বন্ধুবর ডকটর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"শকাব্দা পঞ্চদশ শতকে নাভাজীদাস ভক্তমালগ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবদ্ধ পদে জয়দেবের যে প্রশস্তি গাহিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও সার্থক।

জয়দেব কবিনৃপ চক্কবৈ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥
প্রচুর ভয়োতিঁহু লোক গীতগোবিন্দ উজাগর।
কোককাব্য নবরস সরস শৃঙ্গার কৌ আগর ॥
অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
রাধারমণ প্রসন্ন সুনত হাঁ নিশ্চৈ আবৈ ॥
সন্ত সরোরুহ খণ্ড কৌ পদ্মাবতি সুখ জনক রবি।
জয়দেব কবি নৃপ চক্কবৈ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর (=ক্ষুদ্র রাজ্য খণ্ডের প্রভু মাত্র।) তিনলোকে গীতগোবিন্দ প্রচুরভাবে উজ্জ্বল (উজ্জাগর) হইয়াছে। (ইহা) কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র) কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে (গীতগোবিন্দের) অষ্টপদী (=গীত) অভ্যাস করে তাহার বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সন্ত (ভক্ত) রূপ কমলদলের পক্ষে (তিনি) পদ্মাবতী সুখজনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র। (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৫০)

৬

শ্রীগীতগোবিন্দে গীত

ভারতীয় সঙ্গীত বেদ-সম্ভূত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে "মার্গ" ও "দেশী" ভেদে ভারতীয় সঙ্গীতের দুইরূপ। আচার্য্য মতঙ্গ স্বপ্রণীত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে বলিয়াছেন—

আলাপাদি নিবদ্ধো যঃ স চ মার্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আলাপাদি বিহীনস্তু স চ দেশী প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মার্গ অর্থে অন্বেষণ, ঋষিগণ কর্ত্তৃক দর্শন। শার্ঙ্গদেব তাঁহার সঙ্গীত-রত্নাকরে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চতুর্ব্বেদ হইতে সঙ্গীতাহরণ ও ভরতাদি মুনি গণকে তাহা দানের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীত রত্নাকরের অন্যতম টীকাকার কল্লিনাথ বলিতেছেন—

সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ॥

এইজন্যই বলিয়াছি ভাবতীয় সঙ্গীত বেদসম্ভূত, বেদের মতই অপৌরুষেয়।

বেদে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে, এই সমস্ত যন্ত্র সহ-যোগে ঋষিগণ যে সকল বেদমন্ত্র গান করিতেন, সেই বেদাংশই সাম নামে পরিচিত। কল্লিনাথ বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞে বীণাবাদক ও গায়ক ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সংহিতা ও পুরাণাদি কথিত গাথা, গান, উদ্‌গান, স্তোম, সাম সঙ্গীতেরই প্রতিশব্দ বলিয়া মনে হয়। বৈদিক যুগের গায়কগণ সম্প্রদায় ভেদে কেহ কেহ চারি স্বর, কেহ পাঁচ, কেহ ছয়, কেহ বা সপ্ত স্বরই ব্যবহার করিতেন। সে কালে সপ্ত স্বরের নাম ছিল ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য্য। আচার্য্য সায়ন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ,

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সায়নের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী নারদ তাঁহার শিক্ষা সংগ্রহে—

ষড়জশ্চ ঋষভশ্চ গান্ধারো মধ্যম স্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ॥

ষডজাদি সপ্তস্বরের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারদ ক্রুষ্টকে মধ্যম, প্রথমকে গান্ধার, দ্বিতীয়কে ঋষভ, তৃতীয়কে ষড়জ, চতুর্থকে ধৈবত মন্দ্রকে নিষাদ ও অতিস্বার্য্যকে পঞ্চম নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাচার্য্যগণের মধ্যে সদাশিব, ব্রহ্মা, নারদ, ভরত, কশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, শার্দ্দূল, কোহল, দন্তিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য নাট্যসূত্রকার ভরত কতকাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সঠিক জানিবার উপায় নাই। আধুনিক পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আচার্য্য পরম্পরা গণনায় তাঁহাকে তিন হাজার বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। তিনি নাট্যসূত্রে নারদের উল্লেখ করিয়াছেন।

আচার্য্য ভরত বলিয়াছেন—

গান্ধর্ব্ব মেতৎ কথিতং ময়াহি
পূর্ব্বং যদুক্তং ত্বিহ নারদেন।
কুর্য্যাদ্ য এবং মনুজঃ প্রয়োগং
সম্মানমগ্র্যং কুশলেষু গচ্ছেৎ॥

ভরত নারদীয়-গান্ধর্ব্বের সংগ্রাহক, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় নারদ ভরতেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। আচার্য্যগণের মুখে শুনিয়াছি, অতীতকালে নারদীয়-গান্ধর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাহারা সঙ্গত করিত, সেই বাদকদল স্বাতি নামে পরিচিত ছিল। এই নারদই শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত হরিপরিচর্য্যা-বিধিমূলক ক্রিয়াযোগ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নারদ প্রণীত সঙ্গীত শাস্ত্রই পরবর্ত্তীকালে শিক্ষা সংগ্রহ নামে অভিহিত হয়।

বরোদা হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত মকরন্দ" গ্রন্থ কিছু কম প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থের প্রণেতাও নারদ নামে পরিচিত। ইনি অর্ব্বাচীন আচার্য্যগণের অন্যতম। ভারতীয় সঙ্গীতের তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সঙ্গীতমকরন্দ প্রামাণিক গ্রন্থ। মাঝখানে প্রায় হাজার বৎসরের ব্যবধান, ইতিমধ্যে আবির্ভূত আচার্য্যগণ ও টীকা-ভাষ্য প্রণেতৃগণ সঙ্গীতের যে প্রতিরূপ গঠন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

কাহারো কাহারো মতে কবি জয়দেবের কিছু পূর্ব্বে সম্রাট বল্লাল-সেনের সময় লোচনাচার্য্য তাহাঁর রাগতরঙ্গিণী সঙ্কলন করেন। রাগ-তরঙ্গিণীতে যেমন বল্লালের নাম যুক্ত শকাব্দা জ্ঞাপক শ্লোক আছে, তেমনই আবার তাহাতে মুসলমানী রাগ ও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত পদাবলী উদ্ধৃত রহিয়াছে। এক পক্ষ বলেন শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত, অপর পক্ষ বলেন মুসলমানী রাগের নাম ও বিদ্যাপতির পদ পরবর্ত্তী কালের যোজনা। লোচনের রাগ-তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত রাগমালার সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের রাগকয়েকটির *ঐক্য দেখিতে* পাওয়া যায়।

শ্রীগীতগোবিন্দ সঙ্গীত-শিক্ষার গ্রন্থ নহে। কিন্তু সঙ্গীত সাহিত্যে ইহা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। সঙ্গীতাচার্য্যগণের মতে কবি জয়দেব সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সেক শুভোদয়া ও সংস্কৃত ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। কি গায়ক, কি বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই দৃঢ় বিশ্বাস, কবি নিজেই শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীত মালায় রাগ ও তালের যোজনা করিয়াছিলেন। শ্রীগীত-গোবিন্দ গানে রাগ ও তালের সেই ধারা আজিও অব্যাহত আছে। কবির জীবৎকালে এবং তাঁহার তিরোধানের অত্যল্প

কালের মধ্যেই শ্রীগীতগোবিন্দের খ্যাতি সারা ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। মাত্র কবি, পণ্ডিত, রসিক ভক্ত গণের মধ্যেই নহে, ভারতের সঙ্গীতজ্ঞগণও এই গ্রন্থখানিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে কবি জয়দেবের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণ আচার্য্য পরম্পরায় জয়দেবের নাম শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। নৃত্য গীতে নিপুণা বলিয়া কবি-পত্নী পদ্মাবতীর নাম সগৌরবে উল্লিখিত হয়। জয়দেব পদ্মাবতীকে লইয়া এ বিষয়ে দুই একটি গল্পও প্রচলিত আছে। সেক শুভোদয়ার গল্পটি এইরূপ—

সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সভায় একদিন একজন গুণী আসিয়া বলিলেন—আমার নাম বুড়ণ মিশ্র। সঙ্গীত এবং বিবিধ শাস্ত্রে আমার সমান পাণ্ডিত্য। আমি উড়িষ্যা জয় করিয়া রাজা কপিলেন্দ্র দেবের নিকট হইতে জয়পত্র লইয়া আসিয়াছি। সেক জলালউদ্দীন সম্রাট সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বুড়ণ মিশ্রের কথায় বলিলেন একটা রাগ আলাপ করুন তো শুনি। মিশ্র পঠমঞ্জরী রাগ আলাপ করিলেন; অমনি নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতাগুলি সব ঝরিয়া পড়িল। লোকে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। বাজনা বাজিতে লাগিল, সম্রাট জয়পত্র দিতে উদ্যত হইলেন। পদ্মাবতী গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, বাজনা শুনিয়া সভায় আসিয়া বলিলেন, আমি এবং আমার স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে সঙ্গীতে জয়পত্র লইবে কে? আপনারা আমার স্বামীকে সংবাদ দিউন। সেক বলিলেন তাঁহার কথা পরে হইবে, এখন আপনিই একটা রাগ আলাপ করুন। সেকের অনুরোধে পদ্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করিলেন, গঙ্গায় যত নৌকা নোঙ্গর করা ছিল, সব উজানে বহিল।

সকলেই বলিল কি আশ্চর্য্য, গাছ তো তবু সজীব, মিশ্রের গানে তাহার পাতা ঝরিয়াছে। আর এ যে নির্জ্জীব নৌকা উজানে চলিয়া গেল। সেক বলিলেন—আপনাদের দুই জনের মধ্যে কে জিতিয়াছেন, শাস্ত্র বিচারে তাহা নির্দ্ধারিত হউক। মিশ্র বলিলেন আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিচার করিতে চাহিনা। এ রাজ্যে দেখিতেছি পুরুষেরা মূর্খ। এই কথা শুনিয়া পদ্মাবতী দাসী পাঠাইয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া কবি আসিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন।

আদ্যোপান্ত শুনিয়া জয়দেব বলিলেন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল এ আর অশ্চর্য্য কি? বসন্তকালে গাছের পাতা তো আপনি ঝরিয়া পড়ে। *সেক বলিলেন তা পড়ে, কিন্তু একদিনে একসঙ্গেই তো সব* পাতা ঝরিয়া পড়ে না। উত্তরে জয়দেব বলিলেন আচ্ছা, ঐ গাছটায় নূতন পাতা যাহাতে গজায়, মিশ্র তাহার ব্যবস্থা করুন। মিশ্র বলিলেন আমি পারিব না। সেক কবিকে বলিলেন আপনি পারেন. জয়দেব বলিলেন পারি। এই বলিয়া তিনি বসন্ত রাগ আলাপ করিলেন, অমনি গাছটি নূতন কচি পাতায় ভরিয়া উঠিল। মিশ্র পরাজয় স্বীকার করিলেন, সভায় জয়দেবের খুব প্রশংসা হইল। সেক শুভোদয়া প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

জয়দেবের প্রায় সমকালেই শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকর রচনা করেন। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার সিংহ ভূপাল ১১৪২ শকাব্দায় বর্ত্তমান ছিলেন। শার্ঙ্গদেবের পিতামহ কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে গিয়া বাস করেন। পরবর্ত্তী সঙ্গীতাচার্য্যগণ সকলেই রত্নাকরের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব মার্গ সঙ্গীতকে গান্ধর্ব্ব সঙ্গীত বলিয়াছেন।

গান্ধর্ব্ব গান মিত্যস্য ভবেদ্দ্বয় মুদীরিতম্।
অনাদি সংপ্রদায়ং যদ্ গান্ধর্ব্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে ॥

আচার্য্য ভরতও বলিয়াছেন—

গান্ধর্ব্ব মিতি বিজ্ঞেয়ং স্বর তাল পদাশ্রয়ম্।
গন্ধর্ব্বাণা মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ গান্ধর্ব্ব মুচ্যতে ॥

কবি জয়দেবও গান্ধর্ব্বকলা বলিয়া নিজ সঙ্গীতের পরিচয় দিয়াছেন।

যদ্ গান্ধর্ব্ব কলাসু কৌশল মনুধ্যানঞ্চ যদ্ বৈষ্ণবং,
যচ্ছৃঙ্গার বিবেক তত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্ব্বং জয়বেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়; শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥

কোন কোন পণ্ডিত শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে দেশী ভাষা ও দেশী সঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সঙ্গীতরত্নাকরের অন্যতম টীকাকার কল্লিনাথ দেশী সঙ্গীতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "দেশিত্বংচ তত্তদ্দেশ-মনুজ-মনোরঞ্জনৈকফলত্বেন কামাচার প্রবর্ত্তিতম্।" শ্রীগীত-গোবিন্দের সঙ্গীতনিচয় মার্গসঙ্গীতের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও এতকাল ধরিয়া সর্ব্ব মনুজ মনোরঞ্জনে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সঙ্গীতজ্ঞ কবি জয়দেবের গোবিন্দ-সঙ্গীতের এইমহিমা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

শ্রীগীতগোবিন্দে নিম্নলিখিত রাগগুলির উল্লেখ আছে।

রাগ	সঙ্গীত	সর্গ
১। মালব রাগ	১। প্রলয় পয়োধিজলে	১ম
	২। নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহং	২য়
	৩। কথিত সময়েঽপি	৭ম
২। গুর্জ্জরী রাগ	১। শ্রিত কমলাকুচ	১ম
	২। সঞ্চরদধর সুধামধুর	২য়
	৩। মামিয়ং চলিতা	৩য়

রাগ		গান	সর্গ
	৪।	রতি সুখ সারে	৫ম
	৫।	সমুদিত মদনে	৭ম
বসন্ত রাগ	১।	ললিত লবঙ্গ লতা	১ম
	২।	স্মর সমরোচিত	৭ম
	৩।	বিরচিত চাটুবচন	১১শ
৪। রামকিরী রাগ	১।	চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর	১ম
	২।	হরিরভিসরতি	৯ম
	৩।	কুরু যদুনন্দন	১২শ
৫। কর্ণাট রাগ	১।	নিন্দতি চন্দন মিন্দুকিরণ	৪র্থ
৬। দেশাগ রাগ	১।	স্তনবিনিহিতমপি	৪র্থ
৭। দেশ বরাড়ী	১।	বহতি মলয় সমীরে	৫ম
	২।	অনিল তরল	৭ম
	৩।	বদসি যদি কিঞ্চিদপি	১০ম
	৪।	মঞ্জুতর কুঞ্জতল	১১শ
৮। গোণ্ডকিরী	১।	পশ্যতি দিশি দিশি	৬ষ্ঠ
৯। ভৈরবী	১।	রজনী জনিত গুরু জাগর	৮ম
১০। বরাড়ী	১।	রাধাবদন বিলোকন	১১শ
১১। বিভাস	১।	কিশলয় শয়নতলে	১২শ

গানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাগের সম্বন্ধ কি বলিতে পারিনা। তবে শ্রীগীতগোবিন্দে যেন এইরূপ সম্বন্ধের একটা সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই জয়দেব রাগ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানের কারণ আছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগের ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় মতভেদ থাকিলেও মূলগত ঐক্যের অভাব নাই। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস হইতে পূজারীগোস্বামী পর্য্যন্ত জয়দেব

গৃহীত রাগমালার যে ধ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে কবি বর্ণিত সঙ্গীতের বিষয় বস্তুর অতিসুন্দর ভাবসাম্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

চতুর্থ সর্গে সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া শ্রীরাধার বিরহ-কৃশতার বর্ণনা করিতেছেন। গানটি দেশাগ রাগে গেয়।

দেশাগ রাগের রূপ—

আস্ফোটনাবিষ্কৃত লোমহর্ষো
নিবদ্ধ সন্নাহ বিশাল বাহুঃ।
প্রাংশু প্রচণ্ড দ্যুতিরিন্দু গৌরো
দেশাগ রাগঃ কিল মল্লমূর্ত্তিঃ॥

অভিপ্রায়—বিরহ যেন এইরূপ মল্লমূর্ত্তিতে আসিয়া প্রচণ্ড উৎপীড়নে শ্রীরাধার তনুদেহকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তুলিয়াছে।

৫ম সর্গে বিরহ ব্যথিত বনমালীর বর্ণনায় সখী শ্রীরাধার করুণা-কর্ষণের প্রয়াস পাইতেছেন। গানটির রাগ দেশবরাড়ী। দেশ-বরাড়ীর ধ্যান—

বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী
সুকঙ্কণা চামর চালনেন।
কর্ণে দধানা স্বরপুষ্প গুচ্ছম্
বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ী॥

এই রাগের রূপ যেন শ্রীরাধাকেও দয়িত-বিনোদনের প্রেরণা দিতেছে।

৫ম সর্গের প্রসিদ্ধ গান—"রতি সুখ সারে" গুর্জ্জরী রাগে গাহিতে হইবে। গুর্জ্জরীর রূপ—

শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমাণাং
মৃদূল্লসৎ পল্লবতল্প যাতা।

শ্রীরাধাকে অভিসারে উদ্বুদ্ধ করিতে ইহার উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য্য। ৬ষ্ঠ সর্গে সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া শ্রীরাধার বিরহ তন্ময়তার কথা বলিয়া যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছেন, তেমনই শ্রীরাধার অন্তর্নিহিত অনুরক্তির ইঙ্গিতে লালসার সঙ্গে ভরসাও জাগাইতেছেন। ষষ্ঠ সর্গের

'পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্'

এই গানের রাগ গোণ্ডকিরী।

গোণ্ডকিরীর ধ্যান—

রতোৎসুকা কান্ত পথ প্রতীক্ষণং
সম্পাদয়ন্তী মৃদু পুষ্প তল্পা।
ইতস্ততঃ প্রেরিত দৃষ্টি বার্ত্তা
শ্যামা তনু র্গোণ্ডকিরী প্রদিষ্টা।

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রতি সঙ্গীতের সঙ্গে রাগের যে এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, একমাত্র সুশিক্ষিত সঙ্গীত নিপুণ কলাবৎই তাহা প্রকাশ করিতে পারেন।

শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ

মহাভারতে, পুরাণে, বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে যে গোবিন্দ লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দে সেই গোবিন্দের লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দই তাঁহার প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের আদাবন্তে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। জয়দেব দশাবতার স্তোত্রে এই গোবিন্দকেই—"দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমো" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

এতদ্দেশে পুরাণোক্ত কৃষ্ণ লীলার দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, খিলহরিবংশ একই পর্য্যায়-ভুক্ত। দ্বিতীয় ধারায় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উল্লেখ করিতে পারি। পদ্মপুরাণে দুইটি ধারার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। উপাসনা কাণ্ডে তাঁহারা পদ্মপুরাণকেও গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয়।

জয়দেবের বর্ণনীয় বিষয় বাসন্ত রাস। এই রাস শারদীয় রাসের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে মনে হয় ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বৃন্দাবনে আগমনের বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্ দিদৃক্ষয়া।

তত্রাব্দ কোটি প্রতিমঃ ক্ষণো ভবে
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব ন স্তবাচ্যুতেতি ॥ (১ম স্কন্ধ)

হে কমল নয়ন, তুমি যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু-দর্শন মানসে ইন্দ্রপ্রস্থে ও মথুরা মণ্ডলে গমন করিয়াছিলে, সে সময় আমরা প্রতিক্ষণকে কোটি অব্দ বলিয়া মনে করিতাম। হে অচ্যুত, সূর্য্য না থাকিলে চক্ষুর যে দশা হয়, তোমাকে না দেখিয়া আমাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে দ্বারকাবাসিগণ বর্ত্তমান ও অতীত দিনের শ্রীকৃষ্ণ বিরহ স্মরণ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পর দন্তবক্র বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজমণ্ডলে গমন করেন, উদ্ধৃত শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। টীকাকারগণ কুরু অর্থে পাণ্ডব, ও মধু অর্থে মথুরামণ্ডলস্থ ব্রজবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। জরাসন্ধের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসিগণকে দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন। মধুপুরী তখন জনশূন্য। সুতরাং মথুরামণ্ডলস্থ সুহৃদ বলিতে ব্রজবাসিগণকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

অত্র শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা দন্তবক্রঃ কৃষ্ণেন যোদ্ধুং মথুরামাজগাম। কৃষ্ণস্তু তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য তেন সহ মথুরামাযযৌ।

অথ তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যামালিঙ্গিতঃ সকল গোপ বৃদ্ধান্ পরিষ্বজ্য তানাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস।

কালিন্দ্যাঃপুলিনেরম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে গোপস্ত্রীভিরহর্নিশং ক্রীড়াসুখেন ত্রিরাত্রং তত্র সমুবাস। তত্রস্থলে

নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়োঽপি বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানসমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠ লোকং মবাপুঃ।

শ্রীকৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বরূপং দত্ত্বা দেবী দেবগণৈ স্তূয়মানঃ শ্রীমতীং দ্বারবতীং বিবেশ॥

"এখানে শিশুপাল নিহত হইয়াছে শুনিয়া দন্তবক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় আগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণও তাহা শুনিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় দন্তবক্রকে নিধন করিয়া যমুনা পার হইয়া নন্দ ব্রজে গমন করতঃ পিতামাতাকে অভিবাদন করিলেন ও আশ্বাস দিলেন। এবং পিতামাতার আলিঙ্গন পাইয়া সমুদয় গোপবৃদ্ধদিগকে স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকেও আশ্বাস প্রদান করতঃ অসংখ্য বস্ত্রাভরণাদি প্রদানে তথাকার সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। নানা জাতীয় পুণ্যপাদপে পরিপূর্ণ যমুনার রমণীয় পুলিনে গোপিকাদিগের সহিত দিবসত্রয় অনুক্ষণ বিহার করিলেন। পরে তাহাঁরই অনুগ্রহে নন্দ প্রভৃতি গোপজনেরা স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত—এমন কি তত্রত্য বৃক্ষলতাদিরও সহিত দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক দিব্য বিমানে আরোহণ করতঃ শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণকে এইরূপ অবিনশ্বর স্বীয় পদ প্রদান করিয়া দেবগণ ও দেবীগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া শ্রীমতী দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন"।

(বঙ্গবাসী প্রকাশিত সংস্করণের অনুবাদ)

শিশুপাল হত হইয়াছিল ইন্দ্রপ্রস্থে—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। দন্তবক্র প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে জরাসন্ধের নীতি গ্রহণ করিয়া মথুরা-বাসিগণের পরিবর্ত্তে ব্রজবাসিগণের উপর অত্যাচারের উদ্দেশে মথুরা

মণ্ডলে আসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎপূর্ব্বেই তাহাকে বধ করেন। যেখানে দন্তবক্র নিহত হয়, ঐ স্থান এখন দাতিহা নামে পরিচিত। পূর্ব্বে যে ভাগবতোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দন্তবক্র বধের পর দ্বারকাপ্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করিয়া দ্বারকাবাসিগণের অভিনন্দন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে পুনরায় ব্রজে আসিয়াছিলেন এবং রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ কথা পুরাণ সম্মত। পূজারী গোস্বামীর টীকায় এ প্রসঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীগীতগোবিন্দের ৫ম সর্গের সমাপ্তি শ্লোকে "কংসধ্বংসন ধূমকেতু" এই পদে এবং ১০ম সর্গের সমাপ্তি শ্লোকে কুবলয়াপীড় বধের উল্লেখে জয়দেব প্রথম বৃন্দাবনলীলার পরবর্ত্তী রাসানুষ্ঠানেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে শ্রীগীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সর্গের দ্বিতীয় পদে। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সখি হে কেশি মথন মুদারম্।
রময়া ময়াসহ মদন মনোরথ ভাবিতয়া সবিকারম্॥

আমার সঙ্গে বিলাস কামনায় যিনি সদা লালায়িত, সখী সেই উদার কেশিমথনের সঙ্গে আমার মিলন করাইয়া দাও। বৃন্দাবনে কেশি নিধনেই অসুর সংহার লীলার পরিসমাপ্তি। হয়তো বৃন্দাবন লীলারও সেই শেষ!

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের—

"নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি"

শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায় শ্রীকৃষ্ণের বর্ষক্রম বিচারে লীলার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণীত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে তৃণাবর্ত্ত বধ। তৃতীয়

বর্ষারম্ভে কার্ত্তিকে দামোদর লীলা। কিয়দ্দিবস পরে বৃন্দাবনে প্রবেশ। দুই তিন মাস পর বৎসচারণারম্ভ। বৎস, বক, ব্যোমাসুর বধ। চতুর্থের আরম্ভে শরৎকালে অঘাসুর বধ, পুলিন ভোজন ও ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎস হরণ। পঞ্চমারম্ভে পৌগণ্ড প্রকাশ। পঞ্চমবৎসরে কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীতে গোচারণারম্ভ। পঞ্চমের নিদাঘে কালীয় দমন ষষ্ঠে গোচারণ কৌতুক। সপ্তমারম্ভে কৈশোর প্রবেশ। পক্ক তালাবসরে ধেনুক বধ। সেই দিন সন্ধ্যায় শ্রীমতী গোপীগণের প্রথম ভাবাভিব্যক্তি। (শ্রীমদ্ভাগবতে ধেনুকবধ পূর্ব্বে এবং কালীয়দমন পরে বর্ণিত হইয়াছে। কালীয় দমন দিনে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের প্রকাশ। শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী ভাবাবেশে গোপীগণের পূর্ব্বরাগই প্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রও "আদৌ পূর্ব্বস্ত্রিয়ো রাগ" বর্ণনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।) সপ্তমের নিদাঘে প্রলম্ব বধ। অষ্টমে আশ্বিনে বেণুগীত। কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধন ধারণ। কার্ত্তিক শুক্লা একাদশীতে গোবিন্দাভিষেক। দ্বাদশীতে বরুণলোকে গমন। পূর্ণিমায় ব্রহ্ম হ্রদাবগাহন। হেমন্তে বস্ত্রহরণ।

নিদাঘে যজ্ঞপত্নী প্রসাদ, নবমের শরতে রাসলীলা। শিবচতুর্দ্দশীতে অম্বিকা বনযাত্রা। ফাল্গুনে শঙ্খচূড় বধ। দশমে স্বৈর লীলা। একাদশবর্ষের চৈত্রপৌর্ণমাসীতে অরিষ্ট বধ। দ্বাদশের গৌণ ফাল্গুন দ্বাদশীতে কেশিবধ। তৎপর দিনই মথুরা গমন এবং চতুর্দ্দশীতে কংসবধ। দ্বাদশ পূর্ণ হয় নাই, তাই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

"একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥"

একাদশ বৎসর কয়েকমাস শ্রীবৃন্দাবনে স্থিতি, অতঃপর মথুরা যাত্রা, মাথুর লীলা।

পদাবলীর মধ্যেও দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে পুনরায় গমনের কথা আছে।

দ্বারকা বৈভব লীলা প্রকটন করি।
দন্তবক্র বধ শেষে আইলা মধুপুরী ॥
মথুরা দক্ষিণ দ্বারে দন্তবক্র নাশি।
ব্রজপুরে উদয় করিলা ব্রজশশি ॥
জয় জয় রব ব্রজে আনন্দ হিল্লোল।
শৃঙ্গ বেণু তুরী ভেরী দুন্দুভির রোল ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে করে উচ্চ বেদধ্বনি।
সুখে হুলাহুলী দেয় ব্রজের রমণী ॥
সখাগণ সঙ্গে নাচে শ্রীমধুমঙ্গল।
নাচয়ে ময়ূর গানে কোকিল সকল।
এ উদ্ধব দাসে গায় শ্রীরাধারমণ।
রাস রসে মত্ত হইলা লৈয়া গোপীগণ

শ্রীমদ্ভাগবতে শারদরাসের বর্ণনা তাহাতে বাসন্ত রাস নাই; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বাসন্তরাসের বর্ণনা আছে, শারদরাস নাই। পদ্মপুরাণ বসন্ত শরৎ দুই কালেই রাসের কথা বলিয়াছেন। কবি জয়দেব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুবাণের অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে গোবিন্দাভিষেকের কথা আছে। গোবর্দ্ধন ধারণের পর ইন্দ্র ও গোমাতা সুরভি শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি অভিষিক্ত ও গোবিন্দ নামে অভিহিত করেন। পুরাণ মতে ইন্দ্র তাঁহাকে উপেন্দ্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন।

কংস কারাগারে বসুদেব দেবকীর পূর্ব্বপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "এক যুগে তোমরা সুতপা ও পৃশ্নী ছিলে। দ্বিতীয়বার কশ্যপ ও অদিতি হইয়াছ। এ বার বসুদেব ও দেবকী।

প্রতিবারই আমি তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হই। এবারও হইয়াছি।" প্রথম পৃশ্নীগর্ভ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় কৃষ্ণ। বামন দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ঋগ্বেদে প্রধান তেত্রিশটি দেবতার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্যও আছেন। বামনের ত্রিপাদক্ষেপের কথায় সূর্য্যের উদয়াচল, মধ্যগগন ও অস্তাচলে অধিষ্ঠান বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণই যে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইন্দ্র কর্ত্তৃক এই স্বীকৃতিই উপেন্দ্র নামের অন্যতম রহস্য। কবি জয়দেবও এই গোবিন্দাভিষেকের ইঙ্গিত দিয়াছেন—শ্রীগীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে "এতাবত্যাতমুজ্বরে" শ্লোকের অন্তে "উপেন্দ্র বজ্রা" এই শ্লিষ্ট শব্দ লক্ষণীয়। ছন্দটি "উপেন্দ্র বজ্রা"। আবার ওহে উপেন্দ্র, তুমি বজ্র অপেক্ষাও দারুণ। শ্লোকের এ অর্থও অসঙ্গত নহে। শ্রীগীতগোবিন্দে যাহারা গোবিন্দের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা এই শ্লোকটি ও চতুর্থ সর্গের সমাপ্তি শ্লোক পাঠ করিবেন। পূর্ব্বশোকে "উপেন্দ্র" নাম ও সমাপ্তি শ্লোকে গোবর্দ্ধন ধারণ তথা গোবিন্দাভিষেকের সঙ্কেত রহিয়াছে। এই শ্লোকটিও অতীত বৃন্দাবন লীলার পরিচায়ক।

বৃষ্টি ব্যাকুল গোকুলাবনরসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্বল্লব বল্লভাভিরধিকা নন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।
দর্পেণৈব তদর্পিতাধর তটী সিন্দূর মুদ্রাঙ্কিতো
বাহু র্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ॥

(চতুর্থ সর্গ সমাপ্তি শ্লোক)

৮

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। দশাবতার স্তোত্রে তিনি বলিয়াছেন—"দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কোথাও বলিয়াছেন, বাসুদেব, কোথাও বলিয়াছেন দেবকীনন্দন, কোথাও বলিয়াছেন নন্দনন্দন। শ্রীগীতগোবিন্দে হরিনাম, গোবিন্দনাম, কৃষ্ণনাম বহুবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন ঐশ্বর্য্যবর্ণনায়, তেমনই মাধুর্য্যবর্ণনায় কবি শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ স্বরূপই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে মনে হয় জয়দেবের বহুপূর্ব্বেই শ্রীনন্দনন্দন যশোদা দুলাল বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, আত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে পরিচিত। গীতায় তিনি নিজ মুখেই বলিযাছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং"। বিষ্ণু পুরাণ বলিয়াছেন "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ। ১।১২।৫৭॥ যিনি নিজে বৃহৎ অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, এবং যিনি বৃহৎ করিতে পারেন অর্থাৎ যাঁহার বৃহৎ করিবার শক্তি আছে; "বৃংহতি এবং বৃংহয়তি" তিনিই ব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান। তিনি অনন্ত শক্তির আধার। অখিল জগতের আত্মরূপে তিনিই সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি পরমাত্মা। তিনি সগুণ ও নির্গুণ, তিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

তিনি সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশ, এবং জ্ঞান স্বরূপ। "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন" শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ, আস্বাদ্য ও আস্বাদক। তিনিই

আশ্রয়তত্ত্ব। দ্বিভুজ মুরলীধর, শ্যামসুন্দর, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, লীলাময়, লীলাপুরুষোত্তম বিগ্রহ। ছান্দোগ্যউপনিষদে ব্রহ্মকে শ্যাম বলা হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে তিনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর। শ্রীকৃষ্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় এবং অপার করুণাময়। "রসিক শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ"। ইহাঁকে উদ্দেশ করিয়াই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্।

ছান্দোগ্যউপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। মহাভারতে, পুরাণে, তন্ত্রে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের কথা। তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ, কালগণনায় প্রায় পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে দ্বাপরে কংস-কারাগারে দেবকী বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং গোকুলে নন্দ যশোদার আত্মজরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই নন্দাত্মজই সর্ব্বাবতারের আকর। জয়দেব ইহাঁর লীলা কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কতকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কৃষ্ণ-কথা তথা গোপী-কথা প্রচারিত হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারে না। আমার মনে হয়, স্মরণাতীত কাল হইতেই বাঙ্গালায় শ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে।

বিষ্ণু পূজার পরিচয়—শকাব্দার পঞ্চম শতকে বগুড়া জেলার বালী গ্রামে গোবিন্দ স্বামীর মন্দির প্রতিষ্টিত হয়। দামোদরপুর তাম্রশাসনে হিমবচ্ছিকরে শ্বেত বরাহ স্বামী ও কেসোমুখ স্বামী বিষ্ণু প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। (৫ম শকাব্দা) ত্রিপুরা জেলার

গুণাইঘর শাসনে প্রদ্যুম্নেশ্বর বিষ্ণুর নাম পাওয়া যায় (৬ষ্ঠ শকাব্দা) ইহারই কিছু পরে ত্রিপুরা অঞ্চলে অনন্ত নারায়ণ প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই। (লোকনাথ তাম্রশাসন) কৈলাস শাসনে নরপতি ধারণ রাত পরম বৈষ্ণব ও পুরুষোত্তম ভক্তরূপে পরিচিত হইয়াছেন। পোখরণা ও পাহাড়পুরের কথা এখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

ভারতের নানাস্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি, প্রস্তর মূর্ত্তি ও গ্রন্থাদিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। আসামের মহারাজ হর্জ্জরবর্ম্মদেবের পুত্র বনমালবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের (শ্লোক শকাব্দার অষ্টম শতক)

গোপীজনানন্দিত মানসস্য
দ্বেষ্যেব বিষ্ণোঃ পরিহৃত্য বক্ষঃ।
নিঃশেষ রামাজন দেহসংস্থ
মাদায় সৌন্দর্য্যমিহাজগাম।

বঙ্গের বর্ম্মরাজগণ কৃষ্ণকে কুলাধিদেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন। এই বন্দনীয় পুরুষ কৃষ্ণই যে অংশসহ অবতার গ্রহণে ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই যে গোপীজনবল্লভ, এবং মহাভারতের সূত্রধার, ভোজবর্ম্মদেবের বেলাবো তাম্রশাসনের নান্দীশ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। (শকাব্দার নবম শতক)

সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ॥

কলিকাল বাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দী স্বপ্রণীত রামচরিতে শ্লিষ্টপদে

কৃষ্ণ ও শিবের বন্দনা করিয়াছেন। (শকাব্দা দশম শতক)

শ্রীঃ শ্রয়তি যস্যকণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং ভুজেনাগম্।
দধতং কং দাম জটালম্বং শশিখণ্ডন মণ্ডনং বন্দে॥

সে কালের বহু উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী বালগোপালের উপাসক ছিলেন। ব্যন্দঘটীয় সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বের প্রথম শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (শকাব্দার একাদশ শতক)

বর্হিণ বর্হাপীড়ঃ সুষিরপরো বালবল্লবো গোষ্ঠে।
মেদুর মুদির শ্যামল রুচিরব্যাদেষ গোবিন্দঃ॥

আচার্য্যনিম্বার্কের সম-সাময়িক লক্ষণদেশিকাচার্য্য সারদাতিলক তন্ত্রে (২য়খণ্ড ১৭পটল ৮৯শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দু বদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গোপাল সংঘাবৃতং
গোবিন্দং কল বেণু বাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

বহু পুরাণে কৃষ্ণ কথা বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে বিষ্ণুর বহুবিধ মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। প্রায় দেড়হাজার বৎসরের পুরাতন বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাগ্রন্থের আঠান্নঅধ্যায়ে প্রতিমালক্ষণ নির্ণয় ব্যপদেশে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ বিষ্ণুর এবং বলদেবের মূর্ত্তি-পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বৃহৎসংহিতায় কৃষ্ণ-বলরাম যুগলের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রণালী এইরূপ—

“একানংশা কার্য্যা দেবী বলদেব কৃষ্ণয়োর্মধ্যে”।

কৃষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে একানংশা দেবীকে রাখিতে হইবে। পুরীধামের জগন্নাথ-বলরামের মূর্ত্তি ভারতবিখ্যাত। মধ্যস্থিতা দেবী সুভদ্রা নামে পরিচিতা। বলাবাহুল্য ইনি একানংশা। ইনি

বিষ্ণুর অনুজা, নন্দগোপ কন্যা, সাক্ষাৎ যোগমায়া। কিন্তু জগন্নাথ ক্ষেত্রের একানংশা মূর্ত্তি বৃহৎসংহিতার মতানুসারে নির্ম্মিতা নহে। বরাহমিহির একানংশাকে দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা অথবা অষ্টভুজা করিতে বলিয়াছেন। দ্বিভুজা দেবীর বামকর কটিসংস্থিত এবং দক্ষিণকর পদ্মযুক্ত হইবে। পুরীর সুভদ্রা দ্বিভুজা, কিন্তু কটিসংস্থিতকরা ও পদ্মহস্তা নহেন।

মহারাষ্ট্রের বাদামী গুহায় গোপ পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। প্রায় ষোলশতবৎসর পূর্ব্বে বাদামীগুহার শিলা-চিত্রগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বাদামীর পর পূর্ব্ব ভারতে বাঙ্গালার বগুড়া জেলায় পাহাড়পুরের উল্লেখ করিতে হয়। পাহাড়পুর স্তূপ খননকালে ইহার মধ্য হইতে গুপ্তযুগের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের প্রমাণ মতে স্তূপের নির্ম্মাণ বা অলঙ্করণ কাল প্রায় দেড়হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। স্তূপটী বহু ভূমিক, ইহার নিম্নতম তলে—ভূগর্ভ মধ্যে অবস্থিত অংশে কতকগুলি চিত্রিত প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে। এই সকল শিলা চিত্রের মধ্যে যমুনা, বলরাম প্রভৃতির মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার শিলা-চিত্র, এবং তন্মধ্যস্থিত অনিন্দ্যসুন্দর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি উল্লেখ যোগ্য। মূর্ত্তিগুলি দেখিলেই গুপ্তযুগের সমুন্নত শিলাশিল্পের মধুরোজ্জল মহিমমণ্ডিত সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন স্মৃতিপথে সমুদিত হয়।

দাক্ষিণাত্যের মহাবলীপুরে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণের বিরাট চিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিয়াছেন। সুনিপুণ ভাস্কর্য্যের কোন্ পরিণতস্তরে অন্তরের কল্পনাকে এইরূপে পাষাণে প্রতিষ্ঠিতকরা সম্ভবপর হইয়াছিল, অভিজ্ঞগণই তাহা বলিতে পারেন। মহাবলীপুরের মূর্ত্তিগোষ্ঠীতে

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপ গোপী বলরাম ও ধেনু বৎসাদির চিত্রও ক্ষোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া যে গোপী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই গোপী মূর্ত্তির ভঙ্গিমায়, মুখশ্রীতে যে প্রণয়-প্রগাঢ় হৃদয়ের আশঙ্কা-কম্পিত আবেশ, যে বিস্মিত-গৌরবের স্মিত-সোহাগ আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা কৃষ্ণের সর্ব্বার্থ-সাধিকা প্রিয়তমা রাধিকা ভিন্ন অন্য গোপীতে থাকিবার কথা নহে। সুতরাং বন্ধুবর সুনীতিকুমারের মত সমর্থন করিয়া বলিতে পারা যায় মহাবলীপুরে আমরা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি।

গয়া জিলায় ববাবর পর্ব্বতে মৌর্য্যবংশীয় নরপতি অশোকের খনিত গুহায় মৌখরীরাজ ঈশান বর্ম্মার বংশধর অনন্ত বর্ম্মা কয়েকটী দেবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লোমশ ঋষি গুহায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় ইনি তথায় একটি কৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। অপর লিপি হইতে গোপী গুহায় কাত্যায়নীদেবীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পূজার জন্য একখানি গ্রাম দানের কথাও অবগত হওয়া যায়। গোপী গুহা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও কাত্যায়নী দেবী,—সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে শ্রীমদ্ভাগবত কথিত কৃষ্ণ-পতিলাভাকাঙ্ক্ষিণী গোপীগণের কাত্যায়নী অর্চ্চনার চিত্রই স্মরণে জাগরিত হয়। অনন্ত বর্ম্মা প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

মধ্যভারত খাজুরাহোর মন্দির গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূতনা মোক্ষণ লীলাদির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির একটী শিলা ফলক দেখিয়া আসিয়াছি। খাজুরাহোর মন্দিরগুলির নির্ম্মাণ তেরশত বৎসর পূর্ব্বে

সুরু হইয়াছিল। ওয়ালটেয়ারের সমীপবর্ত্তী প্রসিদ্ধ সীমাচলের নৃসিংহ মন্দির গাত্রে কৃষ্ণলীলার অপরাপর চিত্রের সঙ্গে গোপীলীলার চিত্রও ক্ষোদিত আছে। বাঙ্গালার ত্রিবেণীতীরে নারায়ণ অথবা কৃষ্ণের একটি মন্দির ছিল। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া মসজেদ প্রস্তুত হইয়াছিল। স্বর্গগত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মসজেদ গাত্র হইতে তৃণাবর্ত্তবধ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি পুরাণোক্ত কৃষ্ণলীলা চিত্র ক্ষোদিত কয়েকটী শিলাফলক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের কথা পবন দূতের নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্লিখিত আছে—

তস্মিন্ সেনান্বয় নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো।
দেবঃ সুহ্মে বসতি কমলা কেলিকারো মুরারিঃ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কথার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের এবং সমগ্র ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধানও আশানুরূপ হয় নাই। তথাপি উপরিস্থিত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হইবে। স্মরণাতীতকাল হইতেই ভারতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজাও উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

৯

শ্রীরাধা প্রসঙ্গ

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকথার আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম পাওয়া যায় না, অতএব অতি অর্ব্বাচীন কালেই তাহাঁর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে এই মত মূল্যহীন প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে কেন রাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, আজিও সে রহস্যের মর্ম্ম অনুদ্‌ঘাটিতই রহিয়া গিয়াছে। আর মাত্র শ্রীমদ্ভাগবত কেন, বৈষ্ণবগণের আদরণীয় গ্রন্থ ব্রহ্ম সংহিতা—এমন কি শ্রুতি নামে পরিচিতা শ্রীগোপাল তাপ-নীতেও রাধার নাম পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত কোন গোপীর নামই উল্লেখ করেন নাই। ব্রহ্ম সংহিতায় মন্ত্র বিচারে গোপীজন শব্দের উল্লেখমাত্র আছে। গোপালতাপনীতে শ্রেষ্ঠা গোপীর নাম গান্ধর্ব্বী। বৈষ্ণবগণের মতে গান্ধর্ব্বীই শ্রীরাধা। এদিকে পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে এবং রাধাতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে রাধার নাম, রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা এবং উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে। এরূপক্ষেত্রে উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতের প্রশ্নও অবান্তর। কারণ দক্ষিণ ভারতে প্রণীত বহুপ্রাচীন গ্রন্থে রাধার নাম রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত আচার্য্য নিম্বার্ক কিঞ্চিদূন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য যে কোন সুপ্রাচীন প্রামাণিক পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে আপন উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। কারণ সে সময় দাক্ষিণাত্যে রামানুজের প্রবল প্রভাব, এবং তিনি লক্ষ্মী-

নারায়ণের উপাসক ছিলেন। নিম্বার্কাচার্য্য অশাস্ত্রীয় কিছু প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইলে পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই তাহা মানিয়া লইতেন না। আর পূর্ব্ব ভারতে যে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত ছিল, বগুড়া জিলার পাহাড়পুর স্তূপ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের বাদামী গুহায় এবং দাক্ষিণাত্যের মহাবলী পুরের গিরিগাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তি গোষ্ঠীতে, খাজুরাহো, সাঁমাচল প্রভৃতি স্থানের মন্দির গাত্রের মূর্ত্তি সমূহে এবং বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত শিলালেখোদ্ধৃত শ্লোকে অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাধাকৃষ্ণ উপাসনা বহু প্রাচীনকালে সারা ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদ সংহিতাব ৮ম মণ্ডল ৪৫ সূক্ত ২৪ ঋক হইতে রাধা ও গোপী শব্দের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"ইহত্বা গোপরীণসামহে মদন্ত রাধসে সরো গৌরো যথাপিব"

অথর্ব্ববেদে (১৯।৭।৩) বিশাখা নক্ষত্রেব অপর নাম রাধা।

"রাধে বিশাখে স্নহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম্"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বিশাখাদ্বয়কে—(রাধা ও অনুরাধা) নক্ষত্র-গণের অধিপত্নী ও ভুবনের শ্রেষ্ঠা গোপী বলা হইয়াছে।

"নক্ষত্রাণামধিপত্নী বিশাখে। শ্রেষ্ঠাবিন্দ্রাগ্নী ভুবনস্থ গোপৌ॥ (৩।১।১।১১)

অপর কোন বেদ বা ব্রাহ্মণে বিশাখা নক্ষত্রের রাধা নাম পাওয়া যায় কিনা জানিনা, কিন্তু তাহার পরের নক্ষত্রের অনুরাধা নাম দেখিয়া অনুমিত হয় বিশাখার রাধা নামকরণের পরে অনুরাধা নাম স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 'প্রায় তেত্রিশ শত বৎসর পূর্ব্বে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ

সঙ্কলিত হয়, এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের রচনা কাল প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর। স্বর্গগত ডাঃ একেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের মতে যাজুস্ জ্যোতিষের সপ্তম শ্লোক হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনা কাল প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া মনে হয়। তাহারও পূর্ব্বে মহাবিষুব সংক্রান্তি যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকটস্থ ছিল, সেই সময়েই প্রায় চারিহাজার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক পণ্ডিতগণ সমুদয় নক্ষত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। অনেকের মতে অথর্ব্ব বেদের রাধা নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের গোপী শব্দের সহিত মিলিত হইয়া পরবর্ত্তী পুরাণ কথায় স্থান পাইরাছে।

অমর কোষ অভিধানে বিশাখা নক্ষত্রের নাম রাধা, বৈশাখ মাসেব নাম মাধব, রাধ।

রাধা বৈশাখ মাচষ্টে রাধা গোপাঙ্গনামপি।

রাধ ধাতুর অর্থ সফলকাম হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া সিদ্ধ হওয়া, আরাধনা করা, পূজা করা, প্রীতি করা। রাধা শব্দ দান, অনুগ্রহ, শুদ্ধি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন অংশ গ্রহণ করা, প্রস্তুত করা, এমন কি ধ্বংস করা অর্থেও রাধ ধাতুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মতে পূজা, আরাধনা, প্রীতি সিদ্ধি, সাফল্য, সম্পূর্ণতা দান, অনুগ্রহ, শুদ্ধি এই সমস্ত অর্থই রাসপঞ্চাধ্যায়ের নিম্নের শ্লোকটীতে পাওয়া যায়।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যা মানয়দ্রহঃ॥

এই শ্লোকেই রাধা নামের মূল রহিয়াছে।

পদ্মপুরাণে শ্রীরাধা এবং তাঁহার ললিতা, বিশাখা আদি সখীর নাম পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী যূথেশ্বরী

চন্দ্রাবলীর ও নাম আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধারই অপর নাম চন্দ্রাবলী।

স্কন্দপুরাণ দ্বারকা মাহাত্ম্যে ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, বিশাখা, রাধা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রার নাম আছে। ইহারা ব্রজে সমাগত উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। এই তিরস্কার বাক্যগুলি অবিকল অনন্ত সংহিতায় পাওয়া যায়, স্কন্দপুরাণের মতে গোপীগণ দ্বারকায় গিয়াছিলেন। আমার মনে হয় শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী এই দ্বারকা মাহাত্ম্য হইতে তাঁহার ললিতমাধব নাটকের কথঞ্চিৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ষোড়শ গোপীর নাম লম্বিনী, চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রূরা, শান্তা, মহোদরা, ভীষণা, নন্দিনী অশোকা, সুপর্ণা, বিমলা, অক্ষয়া, সুভদা, শোভনা, পুণ্যা ও মালিনী। স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন কৃষ্ণ চন্দ্ররূপী, ষোড়শ গোপী তাঁহার কলা-স্বরূপিণী, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ মণ্ডলা মালিনীই প্রধানা। এই মালিনীই রাধার অপর নাম।

সংস্কৃত সাহিত্যে দাক্ষিণাত্যের কবি ভাসের নাম সুপরিচিত। ইনি প্রায় দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ভাসের "বাল-চরিতে" গোপীগণের বর্ণনা—

এতাঃ প্রফুল্ল কমলোৎপল বক্ত্র নেত্রা
গোপাঙ্গনা কনক চম্পক পুষ্প গৌরাঃ।
নানা বিরাগ বসনা মধুর প্রলাপাঃ
ক্রীড়ন্তি বন্য কুসুমাকুল কেশহস্তাঃ।

দমোদর গোপীগণকে বলিতেছেন—

"ঘোষ সুন্দরি, বনমালে, চন্দ্ররেখে, মৃগাক্ষি—ঘোষবাসস্থানু-

রূপোঽয়ং হল্লীষক নৃত্যবন্ধ উপযুজ্যতাম্"। (বালচরিত ৩য় অঙ্ক) শ্রীপাদ শ্রীজীব তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় হল্লীষক বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

নর্ত্তকীভিরনেকাভি র্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নট স্তদ্ বৈ হল্লীষকং বিদুঃ।
তদেবেদং তালবন্ধ-গতি-ভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥

মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য নর্ত্তকীর মধ্যে যদি কোন নট নৃত্য করে, তাহা হইলে সেই নৃত্যকে হল্লীষক নৃত্য বলা যায়। এই হল্লীষক নৃত্য যদি বিবিধ তালবন্ধ এবং বহুবিধ গতি সমন্বিত হয়, তবে সেই নৃত্যই রাসনৃত্য নামে অভিহিত হইতে পারে। এই রাসনৃত্য স্বর্গেও দুর্লভ, মর্ত্তের কথা তো বহু দূরে। হরিবংশে হল্লীষকের উল্লেখ আছে।

ভাস কবির প্রায় সম-সময়েই আনুমানিক দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে বা কিছু পরে গাথাসপ্তশতী সঙ্কলিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে দাক্ষিণাত্যের অন্ধভৃত্য-বংশীয় হাল নরপতির নাম পাওয়া যায়। নরপতি হালের সঙ্কলিত গাথাসপ্তশতী গ্রন্থে শ্রীরাধা, (রাই) কৃষ্ণের (কানু) ও শ্রীকৃষ্ণ জননী যশোদা দেবীর কথা আছে।

অজ্জবি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিঅই জসোআএ।
কণ্হ-মুহ-পেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বঅ বহুহিং॥

শ্লোকটির সংস্কৃতরূপ—

অদ্যাপি বালো দামোদর ইতি ইহ জল্পতে যশোদয়া।
কৃষ্ণ-মুখ-প্রেষিতাক্ষং নিভৃতং হসিতং ব্রজবধূভি॥

হালসপ্তশতীর অপর একটি শ্লোক—

মুহ মারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এদাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরঅং হরসি॥

শ্লোকটির সংস্কৃতরূপ—

মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনামন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥

কৃষ্ণ তুমি মুখমারুত দ্বারা (ফুৎকার দিয়া) রাধিকার মুখ মণ্ডল-লিপ্ত গোখুরধুলি অপনোদন ছলে (রাধিকার মুখ চুম্বন করিয়া) অন্যা গোপীগণের গৌরব হরণ করিলে। এই কবিতার রচনা কৌশল, কবিতায় বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ প্রেমের প্রগাঢ়তা এবং কৃষ্ণপ্রেয়া-গণের মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠতা,—শ্রীমহাপ্রভুর সমকালে রচিত বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গেই তুলিত হইতে পারে।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে গাথাসপ্তশতী-ধৃত একটি শ্লোক আছে। শ্লোকটি গাথাসপ্তশতীর অধুনাতন কোন সংস্করণে, অথবা কোন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না। শ্রীরূপ নিশ্চয় তৎকালের কোন প্রামাণিক পুঁথি হইতে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই—

লীলাহি তুলিঅ সেলো রক্খউ বো রাহিআথনপ্ফংসো।
হরিণা পঢ়ম-সমাগম-সজ্ঝস বেবল্লিদো হথো॥

(মুখ্যসম্ভোগ)

এই শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতের মধ্যে পাওয়া যায়।

যো লীলয়া গোকুল গোপনায়
গোবর্দ্ধনং ভূধরমুদ্দধার।

স্বিন্নঃ স কম্পঃ স বভূব রাধা-
পয়োধর ক্ষ্মাধর দর্শনেন ॥

মহাকবি কালিদাস প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। মেঘদূতে তিনি "বর্হেণেব স্ফুরিত রুচিণা গোপবেষস্য বিষ্ণোঃ" উপমাচ্ছলে গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুবংশে ইন্দুমতী স্বয়ংবরে তিনি যেভাবে বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, শ্লোক রচনার সময় সুমধুর ব্রজবনের পুণ্য স্মৃতি কবি চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছিল। মথুরাধিপতিকে দেখাইয়া সুনন্দা ইন্দুমতীকে বলিতেছেন—

সম্ভাব্য ভর্ত্তার মমুং যুবানং মৃদু প্রবালোত্তর পুষ্পশয্যে
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নির্ব্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবন শ্রীঃ।
অথাস্যচাম্ভঃ পৃষতোক্ষিতানি শৈলেয় গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্দ্ধন কন্দরাসু ॥ ৫১॥

পুষ্পবাণবিলাস যদি এই কবির রচনা হয়, তাহা হইলে তিনি যে গোপী কথার অনুরক্ত ছিলেন, এ কথাও অনুমান করা চলে।

শ্রীমদ্‌গোপবধূ স্বয়ংগ্রহ পরিষ্বঙ্গেষু তুঙ্গস্তন
ব্যামর্দ্দাদ্ গলিতেহপি চন্দনরজস্যঙ্গে বহন্ সৌরভম্।
কশ্চির্জ্জাগরজাতরাগ-নয়নদ্বন্দ্বঃ প্রভাতে শ্রিয়ং
বিভ্রৎ কামপি বেনুনাদ রসিকো জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ ॥

পঞ্চতন্ত্রে বর্ণিত আছে, এক তন্তুবায় পুত্র কৃষ্ণ সাজিয়া স্বীয় সূত্রধর বন্ধুর সাহায্যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক কোন রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং প্রণয়িনী রাজকন্যাকে বলিয়াছিল—

"সুভগে, সত্যমবিহিতং ভবত্যা পরং কিন্তু রাধা নাম মে ভার্য্যা গোপকুল প্রসূতা প্রথম মাসীৎ।

পঞ্চতন্ত্র প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল।

প্রায় বারশত বৎসর পূর্ব্বে ভট্টনারায়ণ তাঁহার বেণীসংহার নাটকের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে "শ্রীহরিচরণয়োরঞ্জলিরয়ং" অর্পণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছেন—

কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তী মনুগচ্ছতোঽশ্রু-কলুষাং কংশদ্বিষো রাধিকাম।
তৎপাদ প্রতিমা নিষেবিত পদস্যোদ্ভূত রোমাদ্গতে
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্ন দয়িতা দৃষ্টস্য বঃ পাতু সঃ॥

কেলি কুপিতা রাধা রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়া কালিন্দী পুলিন হইতে প্রস্থান করিতেছেন, অনুগমন করিতে গিয়া কংসারি কৃষ্ণ শ্রীরাধার পদচিহ্নের উপর পদার্পণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছেন, এই সংক্ষিপ্ত চিত্র শ্রীগীতগোবিন্দের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সকল গোপীর প্রতি সমান প্রণয় দেখিয়া শ্রীগীতগোবিন্দের রাধা রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছেন। কংসারি শ্রীকৃষ্ণ অন্যা গোপাঙ্গনাগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অনুসন্ধান করিতেছেন, শ্রীরাধার পদধারণ পূর্ব্বক মান ভাঙ্গাইতেছেন। ইহাই শ্রীগীতগোবিন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় শ্রীরাধার রাসমণ্ডল ত্যাগের কোন পৌরাণিক মূল ছিল, এবং এই রাসলীলা কংস বধের পর কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভট্টনারায়ণও কৃষ্ণকে "কংসদ্বিষো" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত নেপালে প্রাপ্ত "কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে" রাধার নাম আছে।

** ধেনু দুগ্ধ কলসা নাদায় গোপ্যোগৃহং
দুগ্ধে বঙ্কয়িনী কুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্য ব্যপদেশ গুপ্ত হৃদয়ঃ কূর্ব্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণ নন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ সমুষ্ণাতু বঃ॥

গো দুগ্ধের কলস লইয়া গোপীগণ গৃহে যাও। বঙ্কয়িনী (প্রথম প্রসূতা গাভী) গুলি দোহনের পর রাধাও যাইতেছেন। এই ছলে হৃদয়ের ভাব গোপন রাখিয়া যিনি গোষ্ঠ ভূমি জনশূন্য করিয়াছিলেন, দেবজগৎকারণ সেই নন্দনন্দন তোমাদের অমঙ্গল দূর করুন।

কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতে রাধার কথা পাওয়া যায়।

ইত্যভূন্মদনোদ্দাম যৌবনে কালিয়দ্বিষঃ।
গোপাঙ্গনানাং সংরম্ভ গর্ভোপালম্ভ বিভ্রমাঃ॥
প্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামা নিচয় চুম্বিনঃ।
জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা॥

প্রায় সহস্রাব্দ পূর্ব্বে সঙ্কলিত কাশ্মীরের খ্যাতনামা আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে উদ্ধৃত পূর্ব্ববর্ত্তী কবি রচিত দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা কথা আছে।

তেষাং গোপবধূ বিলাস সুহৃদাং রাধা রহঃ সাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্প-কল্পন-মৃদুচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

টীকাকার অভিনব গুপ্তের মতে এই শ্লোকে দ্বারকা সমাগত কোন বার্ত্তাবাহককে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন "হে ভদ্র, গোপবধূগণের

বিলাস সুহৃদ রাধার নির্জ্জন কেলির সাক্ষিস্বরূপ কালিন্দীতীরবর্ত্তী লতাকুঞ্জগুলির কুশল তো? (পরে নিজেই যেন স্বগতোক্তি করিতেছেন) কুশলই বা কি করিয়া বলিব, আমি তো বুঝিতেছি কন্দর্পশয়ন রচনার জন্য নীল তমালের কিশলয় চয়নের প্রয়োজন তো অধুনা নাই। সুতরাং সেগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

দুরারাধা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজত
স্তবৈতৎ প্রাণেশাঘনজঘনেনাশ্রু পতিতম্।
কঠোর স্ত্রী চেত স্তদলমুপচারৈ র্বিরমহে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েম্বেব মুদিতঃ॥

এই সমস্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাধা কৃষ্ণ লীলা কথা সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। গাথাসপ্তশতীর প্রাকৃত ভাষায় সঙ্কলিত শ্লোক হইতে এই লীলার জনপ্রিয়তা অনুমান করিতে পারি।

আচার্য্য নিম্বার্কের বেদান্তদশশ্লোকী গ্রন্থে নিম্নের শ্লোকটি পাওয়া যায়। নিম্বার্ক রাধাকৃষ্ণের উপাসনার অন্যতম প্রবর্ত্তক।

অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানা মনুরূপ সৌভগাম্॥
সখী সহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্।

কবি বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের নাম সুপরিচিত। বিল্বমঙ্গল দাক্ষিণাত্যের কবি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া আনেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত রাধাকৃষ্ণ লীলা কথায় ওতপ্রোত। বিল্বমঙ্গলের অপর নাম লীলাশুক। কাহারো কাহারো মতে বিল্বমঙ্গল নামে তিনজন সাধক ছিলেন। কিন্তু

কেরলের প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ সুকবি পরমেশ্বর আয়ারের মতে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধকই বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁর জন্মস্থান মালাবারের ত্রিপ্পা রাঙ্গোদ পল্লী। কৃষ্ণকর্ণামৃত ভিন্ন বিল্বমঙ্গল নামাঙ্কিত "কলাবধ কাব্য" "হরি কুমারী স্তোত্র," বালকৃষ্ণ স্তোত্র," "ভাবনা-মুকুর" এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত অপর কয়েক খানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গল ও নিম্বার্ক প্রায় সম-সাময়িক। শ্রীরাধা তত্ত্বই বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্য।

১০

শ্রীরাধাতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনায় প্রসঙ্গত নিম্নের বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব তীর্থ পর্য্যটনে দাক্ষিণাত্যে গিয়া রঙ্গক্ষেত্রে "শ্রী"সম্প্রদায়-(রামানুজ সম্প্রদায়)-ভুক্ত বেঙ্কটভট্ট নামক বৈষ্ণবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নিম্নোক্তরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিতেছেন—

শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈলা মন॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব
হাস্য পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষস্থিতা পতিব্রতাশিরোমণি॥

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ আচরণ।
সাধ্বী হইয়া কেন চাহে তাহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে—
দশম স্কন্ধ ষোড়শ অধ্যায় ষট্‌ত্রিংশ শ্লোক—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

নাগপত্নীগণ বলিতেছেন, "হে দেব, যে চরণরেণুর স্পর্শলালসায় লক্ষ্মীদেবীও সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, কোন্ সুকৃতির বলে আজ কালীয় সেই পদ প্রাপ্ত হইল?"

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥

* * * *

কৃষ্ণসঙ্গে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেন কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি॥

লক্ষ্মী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥
শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় কি ইহার কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটী সমুদ্র গম্ভীর ॥
তুমি সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ মর্ম্ম।
যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলা মর্ম্ম ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥
ব্রজ লোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥
কেহ তাঁরে পুত্র জ্ঞানে উদূখলে বাঁধে।
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কাঁধে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ॥
ব্রজ লোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

* * * *

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হইয়া।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব পাইয়া ॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপী রাগানুগা হয়ে না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব নায়ং শ্লোকে কহে বেদব্যাস॥"

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির সঙ্গে জয়দেবের পার্থক্য কোথায়। কিন্তু রাসলীলা শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। জয়দেবের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে রায় রামানন্দ কথিত রাধাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদে এই তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী স্নানে গিয়া রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। পরস্পর পরিচয়ের পর বিদ্যানগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সায়াহ্নে রায় রামানন্দ আসিয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন।

নমস্কার কৈল রায় প্রভু কৈলা আলিঙ্গনে।
দুইজনে কৃষ্ণকথা বসি রহঃ স্থানে॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের সাধ্য কি? অর্থাৎ মানবের চরম লক্ষ্য কি এবং কোন্ সাধনে তাহা পাওয়া যায়। রায় উত্তর দিলেন স্বধর্ম্মাচরণ 'সাধন' এবং বিষ্ণুভক্তিই তাহার সাধ্য।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার।

মহাপ্রভু বলিলেন ইহা বাহিরের কথা, ইহা গৌণ সাধন। বলিতে পার, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষ্ণভজন না হইলেও তাহার বাধক নহে, কিন্তু

তথাপি ইহা বাহিরের কথা। রায় তখন উত্তর দিলেন কৃষ্ণে কর্ম্মফল সমর্পণই জীবের সাধ্যসার। আমি কর্ত্তা নহি, কর্ত্তা সেই ভগবান্, আমি তাহাঁর অধীন, সুতরাং আমার যাহা কিছু কর্ম্ম শ্রীভগবান্‌ই তাহার ফলভোক্তা।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার॥

শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, পরের কথা বল। রায় বলিলেন স্বধর্ম্ম ত্যাগই মানবের সাধ্য। ইহা সেই গীতারই মহাবাণী—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।

ভগবান বলিতেছেন—তোমার তো কোনো ধর্ম্ম নাই, তুমি যাহাকে ধর্ম্ম মনে করিতেছ, সে তো প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, সংসারে যাহা কিছু সব প্রকৃতিই করিতেছে। তুমি সর্ব্বধর্ম্মাতীত আমারই পরা প্রকৃতি, সুতরাং পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ সর্ব্ব-দ্বন্দ্বাতীত হইয়া আমারই শরণাপন্ন হও, তোমার সকল ভারই আমি গ্রহণ করিব। কায়মনো-বাক্যে একবার বল তুমি আমার, তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। মহাপ্রভু ইহাকেও বাহিরের কথা বলিতেছেন, কারণ ইহার মধ্যে ফলশ্রুতি রহিয়াছে। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, ইহা প্রলোভন। কর্ম্ম করিয়া ফল সমর্পণ নহে। কর্ম্ম পর্য্যন্ত সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণ প্রীতিতে কর্ম্মের আচরণ করিতে হইবে। ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধের স্থান নাই। তাই রায় তখন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিলেন

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

জ্ঞানী ভক্ত যিনি ভগবানকেই সংসারের সার বলিয়া মানিয়াছেন, *তিনি শ্রীভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও চান না, আর কিছুই চান্ না।* তখন আর তাঁহাকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বলিয়া ডাকিতে হয় না, তিনি আপনা আপনি ভগবচ্চরণ গ্রহণ করেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

বহু জন্মের সাধনায় মানুষ এই ভাব প্রাপ্ত হন. সর্ব্বভূতে তিনি বাসুদেবকেই দর্শন করেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার ॥

জ্ঞান অর্থে এখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অর্থাৎ কেবল ভগবানের জন্যই ভগবান্‌কে ভক্তি।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার ॥

প্রভু বলিলেন ইহা হয়। অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহাতে যেন মানবের আমিত্বের পরিণামচিন্তা, আমিত্বের মঙ্গল-চিন্তা অতি সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত ছিল। এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে তাহার লেশ নাই, ভগবানের জন্যই ভগবানের সেবা, ইহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকৃত ভগবদ্ভজন। সুতরাং ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলাম। তথাপি তাহার পরে কি জিজ্ঞাসা করিতেছি। রায় তখন প্রেম-ভক্তির কথা তুলিলেন। ভগবানকে সুখী করিব, তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করিব, ইহাই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্তর, আমরা তাহারই নাম দিয়াছি—'তস্যৈবাহং' 'আমি তাঁহারই (আমি তোমার) এখন হইতে "মমৈবাসৌ", সে আমার "তুমি আমার" এই স্তর আরম্ভ হইল।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।

তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার সেবক। তোমার বহু সেবক থাকিতে পারে,—কিন্তু আমার মনে হয় আমি সেবা না করিলে তোমার সেবাই হয় না। আমার মত করিয়া কই আর তো কেহ তোমার সেবা করিতে পারে না। কোথায় যেন ক্রটী থাকিয়া যায়। ভগবানের প্রতি দাসের এই যে ভাব ইহাই দাস্যপ্রেম। রায় ইহাকেই মানবের সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

মহাপ্রভু বলিলেন পরের কথা বল। রায় বলিলেন সখ্যপ্রেমই সাধ্য। সখা বনের ফল খাইতে খাইতে মিষ্ট লাগিলে উচ্ছিষ্ট ফল আনিয়া কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিয়া বলে, কানাই খাও ভারি মিষ্ট। মিষ্ট কিছু যেন নিজেদের খাইতে নাই, কানাইকে না খাওয়াইলে যেন তৃপ্তি হয় না। আবার সম্ভ্রম জ্ঞানও কিছুমাত্র নাই। খেলায় হারিয়া কৃষ্ণকে যেমন কাঁধে চড়ায়, খেলায় হারাইয়া দিয়া তেমনি কাঁধে চড়িয়াও বসে। বলে—তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম। সখ্যপ্রেমে ব্রজরাখালগণই আদর্শ।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥

মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। রায় বাৎসল্য প্রেমের কথা বলিলেন।

ভাগ্যবতী যশোদা তো জানিতেন না, কে তাঁহার ঘরে আসিয়া ধরা দিয়াছে, কে তাঁহাকে মা বলিয়া কৃতার্থ করিয়াছে। নন্দ কি জানিতেন যে কে এই বালক তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে,

কে এই শিশু তাঁহার বাধা মাথায় লইয়া তৃণ কুশাঙ্কুর পায়ে দলিয়া কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর বনপথে গো-পালের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়? নন্দ বুঝিতে চাহেন না, বলেন গোয়ালার ছেলে, জাতীয় ব্যবসায় না শিখিলে চলিবে কেন? এখন হইতে গরু চরাইতে না গেলে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া অলস হইয়া যাইবে যে! মায়ের কিন্তু মন মানে না, কত রাগ, কত অভিমান, শেষে যখন নিতান্তই ছাড়িয়া দিতে হয়—কপালে গোময়ের টীপ কাটিয়া দিয়া "রক্ষা বাঁধিয়া" কত রকমে সাবধান করিয়া গোষ্ঠে পাঠান। আঁচলের খুঁটে নবনী বাঁধিয়া দিয়া বলেন ক্ষুধার সময় যেন খেলায় মাতিয়া ভুলিয়া থাকিও না, এতটুকুও দেরী করিও না, এই নবনী রহিল খাইও। দূর বনপথে যাইও না, রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইও না, কাছে কাছে থাকিও, যেন ঘরে বসিয়া তোমার বাঁশীর স্বর শুনিতে পাই। ভাবেন নন্দের কি পাষাণ বুক, তাই তাঁহাকে কিছু না বলিয়া বলরামকে মিনতি করেন, রাখালগণকে কাকুতি করেন। মাতৃস্নেহ সর্ব্বত্রই সমান, কিন্তু যশোদা জননীর মত স্নেহময়ী বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। যশোদা মায়ের মত মা বুঝি জগতে আর কোনো দেশে পাওয়া যায় না।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাভাব সর্ব্বসাধ্য সার॥

মহাপ্রভু বাৎসল্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া প্রশ্ন করিলেন আগে কহ। রায় বলিলেন কান্তাপ্রেমই মানবের সাধ্য। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥ (১০।৪৭।৬০)

ভক্তপ্রবর উদ্ধব বলিতেছেন—রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে আলিঙ্গিতা লব্ধকামা ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, পদ্মিনী সুরললনাগণের শ্রেষ্ঠা নারায়ণবক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই। এই গোপীভাবই সাধনার তৃতীয়াবস্থা। একমাত্র গোপীগণই বলিতে পারেন—"স ত্বেবাহং" আমি সেই, তুমিই আমি। রাসে কৃষ্ণ হারা গোপীগণে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। রায় বলিলেন—

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তরতম॥
* * * *
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
* * * *
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥
যদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই, তিনি বলিলেন—

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে লইল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া॥

মহাপ্রভু বলিলেন, রায় তুমি বলিলে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। কথাটা বুঝাইয়া বল। তোমার কথা শুনিয়া বড় আনন্দ হইতেছে, মনে হইতেছে তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃতের প্রবাহ বহিতেছে। রাধার প্রেম যদি সাধ্যশিরোমণি হয়, তবে ভাগবতে যে দেখিলাম তিনি অন্যান্য গোপীগণকে লুকাইয়া শ্রীমতীকে লইয়া রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছেন। অবশ্য পরে আবার এতটুকু অভিমানের গন্ধ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতেও পলাইয়াছিলেন, সে কথা এখন থাক্। কিন্তু এই যে গোপীগণের ভয়, এই যে অন্যাপেক্ষা, ইহাকে তো প্রেমের গাঢ়তা

বলা যায় না। এমন যদি দেখিতাম যে রাধার জন্য সাক্ষাৎভাবে তিনি গোপীদিগকে ত্যাগ করিলেন, তাহা হইলে বুঝিতাম রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও। রায় বলিলেন প্রভু ইহার প্রমাণ আছে, সত্য—রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। ভগবান রাধার জন্য সাক্ষাৎ ভাবেই গোপীদের ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন। এখানে এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীমদ্ভাগবতে যে রহস্য গুপ্ত ছিল, গীতগোবিন্দে তাহা প্রকাশিত ও বিকশিত হইয়াছে। রামানন্দ রায়ের মতে কবি জয়দেব এখানে শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা শ্রীগীতগোবিন্দে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। রায় এখানে জয়দেবের অনুভূতি লইয়া বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন—

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

(গীতগোবিন্দ ৩।২)

অনঙ্গবাণে খিন্নমনা হইয়া অনুতপ্ত মাধব শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনার তটান্তবর্ত্তী কুঞ্জে বিষাদিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি গোপীমণ্ডলীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

(গীতগোবিন্দ ৩।২)

আপনাকে সংসারবাসনায় বাঁধিবার শৃঙ্খল যে শ্রীরাধা, কংসারি তাঁহাকেই হৃদয়ে রাখিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন। (কংস আত্মসুখ, কামবাঞ্ছা, তাহার অরি যে শ্রীকৃষ্ণ,—তিনি আপন সম্যক্

বাসনার সারভূতা যে শ্রীরাধা, তাঁহারই কথা চিন্তা করিতে করিতে ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন।)

এই তত্ত্বের জন্যই শ্রীগীতগোবিন্দের গৌরব। ইহাই কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীগীতগোবিন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ।

রায় বলিলেন—

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি। বিচারিলে উঠে যেন অমৃতের খনি॥

শতকোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ॥

সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তাঁরে না দেখিয়া ইহাঁ ব্যাকুল হৈলা হরি॥

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥

তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া। বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হইয়া॥

শত কোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ। ইহা হইতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

প্রভু কহে যাঁহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে। সেই সব রসতত্ত্ব বস্তু হইল জ্ঞানে॥

এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়। আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়॥

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ। রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্ব রূপ ॥

রায় সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিলেন—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম। আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর ॥

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥

রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন। তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম। তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥

লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান। নিজ লজ্জা শ্যাম পট্ট শাটী পরিধান ॥

কৃষ্ণঅনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন। প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥

সৌন্দর্য্য কুমকুম্ সখী প্রণয় চন্দন। স্মিত কান্তি কর্পূরে অঙ্গ বিলেপন ॥

কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর। সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥

প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস। ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস ॥

রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল। প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥

সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারি। এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গ ভরি ॥

কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত। গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গ পূরিত ॥

সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥

মধ্য বয়ঃস্থিতি সখী স্কন্ধে করন্যাস। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক। তাতে বসি আছে সদা চিন্তে
কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে। কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম মধুরস পান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর। অনুপমগুণগণে পূর্ণ কলেবর॥
যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা যাঁর ঠাঞী কলা বিলাস
শিখে ব্রজবামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম
বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে
জীব ছার॥

অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারেও রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন—প্রেম—ক্রমান্বয়ে স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব এবং মহাভাবে উল্লসিত হন। উজ্জ্বলনীলমণিকার বলেন—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ইহাকেই কবিরাজ গোস্বামী আনন্দচিন্ময়রস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই প্রেম।

স্নেহের অর্থ—প্রেমের উৎকর্ষ, প্রেম উপলব্ধির উৎকর্ষ—

আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনম্
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥

আদরাধিক্যে এই স্নেহের নাম ঘৃতস্নেহ, মদীয়া রতির যে স্নেহ তাহাকে মধুস্নেহ বলে।

স্নেহের পরিণত অবস্থাকে মান বলে—

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা-বাপ্ত্যা মাধুর্য্যমানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

স্নেহের স্বভাব হৃদয়কে বিগলিত করে, সেই দ্রবীভূত প্রাণ যখন নিত্য নব মাধুর্য্যে উল্লসিত হয় এবং তাহাকে গোপন করিবার জন্য অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্য অবলম্বন করে, তখনই তাহাকে মান বলা যাইতে পারে।

মান যখন বিশ্রম্ভ দান করে, তখনই তাহা প্রণয়ে পরিণত হয়। —সম্ভ্রম হীনতা এবং বিশ্বাস ইহাই প্রণয়ের স্বরূপ। বিনযযুক্ত বিশ্রম্ভ মৈত্র আর ভয়হীন বিশ্রম্ভ সখ্য নামে অভিহিত হয়। এই প্রণয় যখন প্রিয়তমের জন্য আপনার সকল দুঃখকেই সুখ বলিয়া মানে, তখনই তাহার নাম হয় রাগ। ব্রজগোপীগণের প্রেমই রাগাত্মক প্রেম। রাগ যখন নিতুই নূতন হয়, এই রাগের পথে প্রিয়তম যখন নিতুই নবরূপে অনুভূত হন, তখন রসশাস্ত্রকারগণ তাহাকে অনুরাগ বলিয়া অভিহিত করেন। অনুরাগেরই চরম অবস্থা ভাব।

"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥"

অনুরাগ সকল বৃত্তির আশ্রয়রূপে সুবিকশিত হইয়া স্বসংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আপনার মধ্যে আপনি সার্থকতা প্রাপ্ত হইলে ভাব সংজ্ঞা লাভ করে। এই ভাবেরই পরম কাষ্ঠার নাম মহাভাব। কবিরাজ গোস্বামী পূর্ব্বোক্ত পদ্যে এই মহাভাবস্বরূপিণীরই বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভাবের দুইরূপ ভেদ আছে—রূঢ় ও অধিরূঢ়। মহাভাবের অভিব্যক্তি ব্রজদেবীগণ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ স্বরূপা সখীগণ রূঢ় মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রী। অধিরূঢ় মহাভাব একমাত্র শ্রীমতীতেই দৃষ্ট হয়। অধিরূঢ় মহাভাব দ্বিবিধ।

শ্রীরাধা যখন বিরহে ব্যাকুলা তখন এই অধিরূঢ় মহাভাবের নাম মোদন বা মোহন। মোহনঅবস্থাভেদে দিব্যোন্মাদ নামে কথিত হয়। মাদন মহাভাব বিরহের অতীত। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥

এই রতি প্রেম হইতে ক্রম-পরিপুষ্টিতে মহাভাবে সুবিকশিত হইয়া যে অনবচ্ছিন্ন মিলনানন্দে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন তাহাই মাদন। শ্রীমতী রাধিকার ইহাই স্বরূপ, তিনিই এই মহাভাবের একাধীশ্বরী।

বৈষ্ণব অলঙ্কারিকগণেব রাধাতত্ত্ব আলোচনার এই যে সংক্ষিপ্ত ধারা, এই ধারায় কবিবাজ গোস্বামীব পূর্ব্বোক্ত কবিতাটীর আলোচনা কবিতে হইবে। তিনি এই কবিতাটীতে শ্রীরাধার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে মানবকে তাহার জীবনের একটি ক্রম-বিকাশের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। রায় রামানন্দ যেমন সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে মানবকে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি বলিয়া উপদেশ করিয়া গেলেন, তেমনি কবিরাজ গোস্বামীও সে প্রেম আস্বাদনের একটী ধারাবাহিকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অবশ্য মানবের পক্ষে মহাভাবের অনুভব অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি বৈষ্ণব সাধকগণ ভাব পর্য্যন্ত পৌঁছিবার প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। চরিতা-মৃতেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণোপাসনা সৌন্দর্য্যের উপাসনা, রসস্বরূপের ভাবনা। শ্রীগীত-গোবিন্দ তাহার অন্যতম কাব্য এবং জয়দেব তাহার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। যিনি নিখিল সৌন্দর্য্যের আধার, অখিলরসামৃত মূর্ত্তি, সেই শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে হইলে সুতরাং নিজেকেও সুন্দর হইতে হইবে। নিজের অন্তর বাহিব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে হইবে। এই মণ্ডনের সজ্জা বৃন্দাবনের পথে অঙ্কুরস্ত। পথের যাত্রী যৌবন,

পাথেয় চিত্তশুদ্ধি। পথপ্রদর্শক জয়দেবাদি কৃষ্ণভক্ত সজ্জনগণ। পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে ভক্তগণের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া আসুন—যাহাঁর জীবনভাষ্য আমাদিগকে এই বৃন্দাবনের বার্ত্তা শুনাইয়াছে, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দসহ সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বন্দনা করি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

১১

শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং শ্রীগীতগোবিন্দ

অধুনা কৃষ্ণকথা লইয়া আলোচনা বাড়িয়াছে, স্বর্গগত বঙ্কিমচন্দ্র যে ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আলোচনার গতি প্রায় সেই ধারাতেই চলিয়াছে। পরিবর্ত্তন যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আবরণের—মূলতঃ মনোবৃত্তি বোধ হয় একই আছে। কেহ বলেন কৃষ্ণ-কথার যাহা প্রধান কথা, সেই রাসের কথা কাম-কথারই নামান্তর। এই দল বিষ্ণু-পুরাণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ইত্যাদি পুরাণ হইতে বচন তুলিয়া কামায়নের ক্রমবিকাশের ইতরবিশেষ আলোচনা করেন। অপর একদলের মতে কৃষ্ণকথার মধ্যমণি যে রাধাভাব, এ ভাব বেশীদিনের পুরাণো নহে ; শ্রীমহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকট শিখিয়া এই সেদিন রাধাভাবের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সব কথা বলেন, তাঁহারা সমাজে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের কথায় সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিভেদের আশঙ্কা আছে।

কৃষ্ণকথার অলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন আচার্য্যগোষ্ঠীর অনুসরণ আবশ্যক। মানিয়া লইবার জন্য নহে, আলোচনার সুবিধার

জন্যই অন্তত জানিয়া লওয়া প্রয়োজন, যে তাঁহারা কোন্ পথে এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছেন। এই পথে যাঁহাদের পদাঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সমুজ্জ্বল, যাঁহারা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত এবং অধিকতর নিকটবর্ত্তী, তাঁহাদের মধ্যে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত তনু বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়াছেন। এবং তাঁহার অবতার গ্রহণের মূল প্রয়োজনরূপে যে তিন বাঞ্ছার উল্লেখ করিয়াছেন—, তন্মধ্যে শ্রীরাধার প্রণয় মহিমাই প্রথম ও প্রধান গণ্য হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রায় রামানন্দের নিকট রাধাভাব শিক্ষার কোন অর্থই হয় না। আপত্তি উঠিতে পারে, শ্রীমহাপ্রভুর মতবাদ লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার চলিবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে গ্রন্থের অভ্যন্তরেই তাহার সূত্রানুসন্ধান করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী আচার্য্যগণ রাধাভাব ও গোপীভাবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে তাহার কতটুকু সমর্থন পাওয়া যায়, সর্ব্ব প্রথম তাহাই দেখিতে হইবে। এই আপত্তি মানিয়া লইতে হইলে আমাদিগকে কবি জয়দেবের শরণ গ্রহণ করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। জগতে এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা নিত্য ঘটে। আমরা তাহার কারণ জানিনা, অনেক ঘটনায় আমাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় না। ঋষিগণ সেই ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহার কারণ নির্ণয় করেন, ঋষি দৃষ্টিতে কার্য্য কারণের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। চিরকাল বৃক্ষের বৃন্তচ্যুত ফল মাটিতেই পড়ে। আর্য্যভট্ট দেখিলেন, কারণ স্থির করিলেন, বলিলেন "গুরুত্বাৎ পতনং"। গুরুত্বই পতনের কারণ। বহুদিন পরে পশ্চিমের অপর একজন ঋষি গুরুত্বেরও কারণ আবিষ্কার করিলেন, 'মাধ্যাকর্ষণ'।

সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ আবহমান কাল হইতেই আছে। দেবীপুরাণ ও আচার্য্য বরাহমিহির বলিলেন পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়াই ইহার কারণ। গ্রহণও ছিল, পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়াও ছিল। পুরাণকার ও বরাহমিহির তাহার হেতু বিনিশ্চয় করিলেন মাত্র।

রাধাকৃষ্ণ লীলা নিত্য। অনাদিকাল ধরিয়া সে লীলার বিরাম নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণে সে লীলা বর্ণিত আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তাঁহার চরণানুবর্ত্তী আচার্য্যগণ সেই লীলার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের আবিষ্কারক মাত্র। কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। সে তত্ত্ব শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণের মধ্যে—পুরাণ বর্ণিত লীলার মধ্যে না থাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভু বা তাঁহার মতানুবর্ত্তি-গণের ব্যাখ্যার আলোকে ভাগবতের বা জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণলীলার আলোচনা চলিবে না, এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা যুক্তিযুক্ত কথা বলেন না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে গোপীভাব সখীভাব ও রাধাভাবের যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ ও শ্রীগীতগোবিন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের অন্যতম সূত্র গ্রন্থরূপে—শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছি।

কবি জয়দেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উভয় গ্রন্থের শ্রীশ্রীরাসলীলার বর্ণনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগ-বতের বর্ণনা—(রাসের পঞ্চমাধ্যায়)

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতিরমিশ্রিতা।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥৯॥
তদেব ধ্রুব মুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥১০॥

ষাড়জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী এই সপ্ত স্বরালাপের নাম জাতি। কোন গোপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই স্বরজাতির আলাপ করিতে লাগিলেন। উহা অমিশ্রিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ সাধু সাধু বলিয়া ঐ গোপীর প্রশংসা করিলেন। ঐ গোপী আবার ঐ অমিশ্র স্বরজাতি ধ্রুব তালের সঙ্গে গান করায় ভগবান্ অধিকতর প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে বহু মানে সম্মানিত করিলেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের বর্ণনা—

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্যসরাগং।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগং ॥

কোন গোপবধূ অনুরাগে পীনপয়োধর ভারে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উন্নীত পঞ্চম রাগে গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

বাগ্‌দেবতা চরিতচিত্রিতচিত্ত-সদ্মা
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥

এই শ্লোকটীর সঙ্গে তুলনীয়—(শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়) দেবর্ষি নারদ দেবব্যাসকে বলিতেছেন—

তদ্বাগ্ বিসর্গো জনতাঘ-বিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।

নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি, গায়ন্তি, গৃণন্তি সাধবঃ ॥

সেই বাক্যই জনগণের পাপ প্লাবন বিদূরিত করে, যাহার প্রতি শ্লোকে ভগবান অনন্তের নাম যশ অঙ্কিত থাকে। শব্দালঙ্কারাদির অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও সাধুগণ তাহাই শ্রবণ, গান, ও গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই শ্লোক স্মরণ করিয়াই জয়দেব লিখিয়াছেন—আমার মনো-মন্দির তো বাক্‌দেবতার চরিত্র চিত্রিত। অর্থাৎ আমার চিত্তপটে তো বাক্‌দেবতা সর্ব্বদা অধিষ্ঠিতা। সুতরাং আমার রচিত (অনন্তের নাম যশোঙ্কিত) এই বাসুদেবরতিকেলিকথা নিশ্চয়ই সকলের আদরণীয় হইবে। বাক্যের অপপ্রয়োগ ঘটিলেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এইজন্যই কবি সন্দর্ভশুদ্ধির কথাও বলিয়াছেন।

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা পরমভাগবত শ্রীশুকদেব আসন্ন-মৃত্যু সম্রাট্ পরীক্ষিৎকে যে বাসুদেবকথায় রতি জন্য অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, জয়দেব যে সেই বাসুদেবেরই রতিকেলিকথা বর্ণনা করিতেছেন, "বাগ্‌দেবতা" শ্লোকে তাহারই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন—

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষি-সত্তম।
বাসুদেব-কথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥

শ্রীশুকদেবের বাসুদেব-কথার সারাংশ হইল শ্রীশ্রীরাসলীলা। জয়দেব সেই রাসের কথা— শ্রীবাসুদেবের রতিকেলি-কথাই বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসের যে বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

শ্রীভগবান্ কাত্যায়নীব্রতপরা নন্দব্রজের কুমারীগণকে যে প্রতি-শ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুত-রাত্রি সমাগতা হইলে তিনি বেণু

গানে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। গোপীগণ সকল চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষিতে প্রিয়তমের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিবার জন্য বহু প্রকারে বুঝাইলেন, কুলকামিনীগণের পক্ষে ঔপপত্য যে স্বর্গবিঘ্নকর, তুচ্ছ, দুঃখদায়ক, ভয়াবহ ও সর্ব্ববিনিন্দিত তাহাও পুনঃপুনঃ বলিলেন। কিন্তু গোপীগণের অবিচলা রতি তাঁহাকে বশীভূত করিল। সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব আত্মারাম স্বয়ং ভগবান তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিলেন।

গোপীগণ এই ত্রিলোকদুর্লভ সৌভাগ্যলাভে মানিনী হইলে ভগবান্ তাঁহাদের সৌভাগ্য-গর্ব্ব ও অভিমান দর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যে গোপকন্যাগণ আপন আপন মনোরথ অন্যকে জানিবার সুযোগ না দিয়া পরস্পরের অলক্ষিতেই বনে আগমন করিয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহারাই একত্রে মিলিয়া একই দুঃখে অভিভূত হইয়া একই লক্ষ্যে বনে বনে প্রিয় দয়িতের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গোপীগণ কিছুদূর গিয়া চরণ-চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী অন্তর্হিত হন নাই ; অপর কোন ভাগ্যবতীকে লইয়াই নির্জ্জনে পলাইয়া আসিয়াছেন। আরো কিছুদূর গিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনীরও দর্শন মিলিল। তিনিও কৃষ্ণহারা হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন। গোপীগণ তাঁহার পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের পর বর্ত্তমান অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের মত নায়িকাসুলভ মানই তাঁহাকে এই অবস্থায় পাতিত করিয়াছে। তখন সকলে মিলিয়া যতক্ষণ জ্যোৎস্না রহিল, ততক্ষণ বনে বনে কৃষ্ণানুসন্ধান করিলেন, পরে যমুনাতীরে সমবেত হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোপীগণের বিলাপে এবং ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। অতঃপর মহারাসের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত শারদরাসের বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বাসন্তরাস বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ শরৎ ও বসন্ত দুই কালেই রাসের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণকথিত রাসলীলা পাঠকালে মনে রাখিতে হইবে যে, আচার্য্যগণ গোপীগণের প্রেমকেই কাম নামে অভিহিত করিয়াছেন। উদ্ধবাদি পরমজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণভক্তগণ এই কামেরই কামনা করিতেন। পুরাণকারগণ যখন কামের আবরণে এই প্রেমেরই বর্ণনা করিয়াছেন, তখন মূল উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া আমাদের ভাষাগত বা বর্ণনাগত খুঁটী নাটীর বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়।

প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি—হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদ প্রভু, পুরাণ ও তন্ত্র মিত্র এবং কাব্য প্রেয়সী। প্রভু বিধি-নিষেধের নির্দ্দেশ দেন, মিত্র হিতবাক্য বলেন, সৎপথে পরিচালিত করেন, সুপরামর্শ দেন। প্রেয়সী কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন, কখনো তিরস্কার করেন, কখনো কথা না কহিয়া দেখা না দিয়া নিজে সহিয়া দুঃখ বরণের তপস্যায় দয়িতকে সংযত করেন। প্রেয়সীর প্রগাঢ় প্রেমের মাধুর্য্য, আত্ম-ত্যাগের ঔদার্য্য এক অভিনব রসের খেলায় প্রিয়তমকে আপনার করিয়া লয়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রভু, মিত্র ও প্রিয়া—তিনেরই সাক্ষাৎকার পাই। প্রায় কাব্যই আদিরস প্রধান। আদিরসের দুই ভাগ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের আবার মোটামুটি চারি চারিটী ভাগ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই বিভাগ পরিত্যক্ত হয় নাই। ভাগবতেও বিপ্রলম্ভ রস বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আছে, প্রেমবৈচিত্ত্য ও করুণাখ্য বিপ্রলম্ভ আছে, নায়কের প্রবাস আছে। কিন্তু মানের পালা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ রসপুষ্টির পক্ষে মান অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের কাহাকেও মান করিতে দেখিলাম না। রাসে ভগবানের অন্তর্দ্ধানেও কাহারো মানের উদ্রেক হইল না। বরং তাঁহার জন্য

গোপীগণ করুণ বিলাপে বৃন্দাবনের বনভূমিকেও শোকাকুল করিয়া তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবে একজনমাত্র গোপীর আকার ইঙ্গিতে মানের অতি সামান্য লক্ষণই চকিতের মত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত খুব সংক্ষেপেই সেই চিত্রের আভাস দিয়া গিয়াছেন। ভাগবত বলিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলে কোন গোপী তাঁহার করযুগল ধারণ করিলেন, কেহ আপন স্কন্ধের উপর তাঁহার হস্ত স্থাপন করিলেন। কোন গোপী তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলেন, কেহ তাঁহার চরণ-কমল স্বীয় বক্ষঃস্থলে রক্ষা কবিলেন।" ইহা মানিনীর লক্ষণ নহে। ভাগবত মাত্র একজন গোপীর বিষয়ে বলিয়াছেন—"কেহ নিজ ওষ্ঠাধব দংশনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন"। এই সংক্ষিপ্ত চিত্রে মানিনীর সাক্ষাৎ পাই। আচার্য্যগণ লক্ষণ দেখিয়া স্থির কবিয়াছেন—ইনিই শ্রীরাধা। পূর্ব্বোক্ত চিত্র ভিন্ন ভাগবতে মানেব আব কোন বালাই নাই। শ্রীগীতগোবিন্দ ভাগবতের এই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

বেণীসংহারে, ধ্বন্যালোকে, দশাবতারচরিতে মানিনী রাধার সাক্ষাৎ পাই। কবিগণ নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলাচরণ উপলক্ষে কৃষ্ণানুনয়-সেবিতা মানিনী রাধার উল্লেখে জগতের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে রসিক ভক্ত ও সহৃদয় সমাজে বহুদিন হইতে রাধা-প্রেমের মহিমা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কবি জয়দেবের ন্যায় একখানি সম্পূর্ণ কাব্যে অপর কেহ রাধাপ্রেমের তেমন উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্বয়ং ভগবানকে এবং তাঁহার পরমাপ্রকৃতিকে নায়ক নায়িকা কল্পনা করিয়া কাব্য রচনা, কাব্যের বিশুদ্ধতা রক্ষায় রসের যথাযথ ব্যঞ্জনা কবি জয়দেবের অতুলনীয় শক্তির পরিচায়ক।

কবি জয়দেব বর্ণনা করিয়াছেন—"বসন্তে বাসন্তী-কুসুম-কোমলা শ্রীরাধা বৃন্দাবনের নিভৃত প্রদেশে বহু যত্নে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় কোন সখী আসিয়া তাঁহার সঙ্গ লইলেন এবং বৃন্দাবনের বসন্ত শোভা বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহাকে কিয়দ্দুর লইয়া গিয়া গোপীমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত বিলাসমত্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া দিলেন।" শ্রীরাধা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমিও যেমন, অন্য গোপাঙ্গনাও তেমনই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ-প্রণয়ে অপর ব্রজবালাসনে বনবিহারে রত দেখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং সখীর নিকট আপনার অবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। জয়দেব বলিতেছেন—"কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্যক সারভূত বাসনার বন্ধন শৃঙ্খলারূপিণী রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন এবং অনঙ্গবাণে ব্যথিত চিত্তে ইতস্তত অনুসরণে রাধিকার দর্শন না পাইয়া যমুনার তীরবর্ত্তী কুঞ্জে বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন"। একেবারে শ্রীমদ্ভাগবতের বিপরীত কথা। কোথায় রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও গোপীবিলাপ, আর কোথায় শ্রীমতী রাধার রাসমণ্ডল ত্যাগ এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ!

অতঃপর সখী কৃষ্ণের নিকট গেলেন, রাধার অবস্থার কথা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখীকে রাধার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং অনুনয় বচনে রাধাকে সঙ্গে আনিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীরাধা বিরহ সন্তাপে অভিসারে অশক্তা হওয়ায় স্বয়ং ভগবান তাঁহার কুঞ্জে আসিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধার প্রত্যাখ্যানে তাঁহাকে ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে পুনরায় আসিয়া পায়ে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মান ভাঙ্গাইয়াছেন। যাঁহারা বিশ্বাস করেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহাদের নিকট শ্রীরাধার এই প্রেমগৌরবের গুরুত্ব যে কত, তাহা

অন্যের বোধগম্য হইবে না। শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"রাধার অভাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে বা গৃহে কি কাজ"! বলিয়াছেন—"ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি"। বলিয়াছেন—"রাধার চিন্তায় আমায় মন সর্ব্বদা সমাধি-মগ্ন রহিয়াছে"। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন—"তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসারসাগরের রত্নস্বরূপ"। ভক্তগণ ভগবৎ মুখনিঃসৃত বলিয়া এই বাক্যাবলীর গৌরব করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের কাত্যায়নী-ব্রতাদি হইতে গোপীগীত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা এইরূপ অনুভব করিতেছি যে ইহার মধ্যে সাধনার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। মানবের সাধ্য এবং সাধন কি, ইহা একটী চিরন্তন প্রশ্ন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। কি সাধনে ভগবানকে পাওয়া যায়, ভগবানের নিত্য সঙ্গিনী গোপীগণ এবং ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শ্রীমতী রাধা আপনাদের আচরণে এবং উপাসনায়, চরমতম ত্যাগে এবং পরমতম তপস্যায়—এমন কি সুদুস্ত্যজ সনাতন আর্য্য পথ ছাড়িয়া কুলটাপবাদ সহিয়াও জগজ্জীবের অগ্রবর্ত্তিনীরূপে তাহার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মানব সাধনার—ভগবৎ শরণের এক অভিনব সরণীতে আপনাদের উজ্জ্বল চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

কবি জয়দেব এই পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধা। তিনি না দান করিলে গোপীগণেরও কৃষ্ণ প্রাপ্তির অধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার জন্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। তজ্জন্য কোন গোপী শ্রীরাধার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীজয়দেব দেখাইয়াছেন—সখী ভিন্ন এই লীলা-বিস্তারে আর কেহ অধিকারিণী নহেন। সখীগণের দেহেন্দ্রিয় চরিতার্থতার কোন কামনা নাই। রাধাকৃষ্ণের

লীলা-বিলাস দর্শনেই তাঁহারা আনন্দিতা। সখীগণ না দান করিলে শ্রীকৃষ্ণেরও রাধাসঙ্গ-প্রাপ্তির কোন উপায় নাই।

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপম্।
কুসুমশরবাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥

কোনরূপ কষ্ট কল্পনা না করিয়াও বৈষ্ণবগণ এই শ্লোকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের একাত্মতার রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত অনুভব করেন।

স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন-কদনারুণো
হরতি তদুপাহিত-বিকারম্॥

গোপীভাবলুব্ধ প্রত্যেক ভক্তবৈষ্ণব শ্রীরাধার পাদপদ্মে আত্মনিবেদনে এই দুইটি শ্লোককেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করেন। "কাম গরল বিনাশক শিরঃশোভন তোমার অই মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে অর্পণ কর। অত্যন্ত ক্লেশদায়ক কাম কামনার জ্বালায় অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। তোমার চরণ স্পর্শে হৃদয়ের সে বিকার বিদূরিত হউক"। মহাভাবময়ীর পদপ্রান্তে ভক্তগণ সর্ব্বদা এই কামনাই করিয়া থাকেন, এবং এই জন্যই তাহাঁরা শ্রীমতীর সখী ব্রজকিশোরীগণের—গোপীগণের শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মসখা বৃহস্পতি শিষ্য শ্রীমান্ উদ্ধবও যুক্তকরে বন্দনা করিয়াছিলেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরি-কথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥

বাঙ্গালার এক ভয়াবহ সমাজ-বিপ্লবের দিনে—মানুষ যখন দেহ-

সুখকেই চরম ও পরম সুখ মনে করিয়া, সেই সুখ ভোগ করিয়া, ভোগ-পঙ্কে আকণ্ঠ মজ্জিয়া মৃত্যুর অতলে আপনাকে হারাইতে বসিয়াছিল, সেদিন কবি জয়দেবই বন্ধুর মত প্রিয়ের মত আপন যাদুমন্ত্রে শ্রীগীতগোবিন্দের আনন্দ গানে মানুষের গতিপথ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। প্রচার করিয়াছিলেন—ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই সুখ। বলিয়াছিলেন—দেহেন্দ্রিয়প্রীতিতে সুখ নাই, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিতেই সুখ। কবি জয়দেব এই অমৃতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—নরনারীর মিলনসুখে যে আনন্দ, অনাদি পুরুষ-প্রকৃতির লীলা-বিলাস দর্শনে, আস্বাদনে তাহার কোটী গুণ আনন্দ পাইবে। শ্রীগীতগোবিন্দের রাধাপ্রেম এবং সখীভাবই কবি জয়দেবের বিশেষ দান।

কবি প্রার্থনা করিতেছেন—

ভণতি কবি জয়দেবে বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভস-বিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন॥

কবি জয়দেব ভণিত হরির এই বিরহ-বিলাস যাঁহাদের মনের বৈভব স্বরূপ, সেই পুণ্যবানগণের হৃদয়ে হরি উদিত হউন।

কবি আদেশ করিতেছেন—

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্॥

শ্রীহরিসেবক জয়দেবভণিত এই গান পরম রমণীয়। (ইহা শ্রবণ করিয়া) আহ্লাদিত হৃদয়ে সেই সুকৃত বাঞ্ছিত করুণাময় হরিকে বন্দনা করুন।

আসুন কবির আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক কবিকেও প্রণাম করিয়া কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও প্রার্থনা করি—

শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-বামম্।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্॥

শ্রীজয়দেবভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহারী, রমণী অপেক্ষাও মনোমোহন এই সঙ্গীত কৃষ্ণার্পিত-চিত্ত ভক্তগণের কণ্ঠতটে অবিরাম অধিষ্ঠিত থাকুক।

১২

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

কবি জয়দেব এই রহস্যময় শ্লোকে তাঁহার অপার্থিব প্রেম গীতিকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বাসন্ত রাস। সরস বসন্তে ব্রজবনভূমি নন্দননিন্দি কান্তসৌন্দর্য্যে মধুময়শ্রীধারণ করিয়াছে। যমুনাস্নাত সুরভি মলয়ের মন্দ আন্দোলনে, বিটপিকুঞ্জে ব্রততীবিতানে পুষ্পিত সোহাগের পুলকোল্লাসে, কুসুমে কুসুমে মধুকর নিকরের ঝঙ্কার কোলাহলে, শাখায় শাখায় কোকিল কোকিলার কলকাকলিতে আকাশে বাতাসে মাধুরীর মেলায়, স্বর্গে মর্ত্তে মিলনের লীলায় প্রকৃতির উৎসব সমারোহের মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের অভিসার বিরহ মান মিলনের সুমধুর রঙ্গাভিনয় নিত্য নবরঙ্গে অভিনীত হইতেছে। ইহাই হইল তাঁহার কাব্যের প্রধান বর্ণনার

বিষয়। কিন্তু প্রথম শ্লোকে কবি বর্ণনা করিতেছেন—আকাশ মেঘে মেদুর, বনভূমি তমালে শ্যামল, তাহার উপর আবার রাত্রিকাল; ভীরু শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া হে রাধে তুমি গৃহে যাও। এইরূপ নন্দনিদেশে প্রস্থিত যমুনা কূলের পথকুঞ্জতরুতলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিজন কেলি জয়যুক্ত হউক।

আজ আটশত বৎসর ধরিয়া শ্রীগীতগোবিন্দের উপর কত টীকা ব্যাখ্যাই না প্রণীত হইয়াছে! টীকাকারগণ প্রত্যেকেই এই শ্লোক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, এবং একজনের পর আর একজন ইহার সমাধানের জন্য যত্ন লইয়াছেন। কোন কোন টীকাকারের মতে এই শ্লোকটী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ের আধারে রচিত। আমরাও এই মত সমর্থন করি। কেন, তাহা বলিতেছি।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সম্পাদিত পদ্যাবলীতে লক্ষ্মণ সেন নামাঙ্কিত দুইটী শ্লোক আছে। সদুক্তিকর্ণামৃতের মধ্যে এই শ্লোক দুইটীর একটী সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের ও অপরটি যুবরাজ কেশব সেনের নামে পাওয়া যাইতেছে। কেশবসেন দেব রচিত (পদ্যাবলীর শ্লোক সংখ্যা ২৫৭)

> আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
> ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
> বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
> রাধা-মাধবয়ো র্জয়ন্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোক এবং জয়দেব রচিত "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং" শ্লোকের মধ্যে এক দিক দিয়া একটী অর্থ সঙ্গতি রহিয়াছে। শ্লোকটীর অর্থ—যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, আমার আহ্বানে অদ্যকার উৎসবে রাধা এই রাত্রিতে শূন্যঘর ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ভৃত্যগণ মধুপানে মত্ত হইয়াছে। কুলবধূ একাকিনীই বা কিরূপে যাইবে? অতএব বৎস, তুমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আইস। যশোদার এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধামাধবের ঈষৎ বিকশিত হাস্য সমন্বিত মধুর অলস দৃষ্টি জয়যুক্ত হউক।

এই শ্লোকে যেমন গোপরাজ্ঞী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন শ্রীরাধাকে গৃহে রাখিয়া আইস; জয়দেব কথিত শ্লোকে তেমনই গোপরাজ নন্দ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাও। "যশোদা গিরো" শব্দের অর্থ যেমন যশোদার বাক্য, "নন্দ নিদেশত" শব্দের অর্থও তেমনই নন্দের আদেশ বা নির্দ্দেশ। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে টীকাকারগণ কথিত নন্দনিদেশতঃ শব্দের অন্যান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে এই সহজ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হইতেছে। এবং এই অর্থ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য-রূপে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতেছে। "যশোদা গিরো" শব্দ দুইটী নিতান্তই কবির সৃষ্টি, কিন্তু "নন্দ নিদেশতঃ" শব্দের সঙ্গে একটী পৌরাণিক ঐতিহ্য জড়িত রহিয়াছে। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত আছে—(শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ১৫ অধ্যায়ঃ) একদা নন্দ কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনে গমন করত ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতে লাগিলেন। সেই বনমধ্যস্থিত সরোবরের সুস্বাদু জল গো সমূহকে পান করাইলেন এবং স্বয়ং পান করিলেন। বালক কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক গোপরাজ বটমূলে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় বালকরূপী মায়াময় কৃষ্ণের মায়াবশে নভোমণ্ডল হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। নন্দরাজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কাননাভ্যন্তর শ্যামবর্ণ দেখিলেন। ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের দারুণ শব্দ, বজ্রের ঘোরতর নিনাদ, শ্রুত হইতে লাগিল। অতি স্থূলবৃষ্টিধারা পতিত হইতে-ছিল, প্রবল বায়ু বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিয়া তুলিল। নন্দরাজ

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিতে লাগিলেন এই সমস্ত গো বৎস পরিত্যাগ করত কিরূপে গৃহে গমন করিব। যদি গৃহে যাই—এই বালকের গতিই বা কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ মায়া কল্পিত ভয়ে রোদন করিতে করিতে পিতার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। এমন সময়ে রাজহংস ও খঞ্জনের ন্যায় মৃদুগমনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

নন্দ নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং নত মস্তকে সাশ্রুনেত্রে বাললেন,—দেবি, গর্গমুখে শুনিয়া আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী হইতেও শ্রীহরির অধিক প্রিয়তমা। এই ক্রোড়স্থিত বালক যে মহাবিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ, অচ্যুত স্বরূপ, তাহাও আমি জানি। তথাপি বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছি। ভদ্রে এই আপনার প্রাণনাথকে গ্রহণ করুন। মনোরথ পূর্ণ করত পুনরায় আমার পুত্র আমাকেই প্রদান করিবেন। এই বলিয়া নন্দরাজ সেই রোদন-পরায়ণ কৃষ্ণকে রাধিকাহস্তে সমর্পণ করিলেন।

* * * * *

রাধিকা অতি যত্নে কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক অভিলষিত সুদূর প্রদেশে গিয়া রাসমণ্ডলকে স্মরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও আপনার কিশোর স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন।

* * * * *

রাধাকৃষ্ণ নিত্যধাম গোলোক বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় তথায় মাল্য-কমণ্ডলুধারী ঈষৎ হাস্যবদন চতুর্মুখ ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা প্রথমে শ্রীহরিকে পরে শ্রীরাধাকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রণামান্তে উভয়ের স্তব করিয়া পুনরায় প্রণত হইলেন।

* * * * *

বিধাতা তাঁহাদের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালন পূর্ব্বক হরিকে স্মরণ

করত বিধিক্রমে হোম করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে উঠিয়া বহ্নি সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রহ্মোক্ত বিধিক্রমে হোম আরম্ভ করিলেন। হরি ও রাধিকাকে প্রণাম করিয়া বেদকর্ত্তা তাহাদিগকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন। পুনর্ব্বার রাধিকাকে হুতাশন প্রদক্ষিণ করাইয়া তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে প্রণাম করত বেদীতে উপবেশন করাইলেন। এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধিকার পাণি গ্রহণ করাইয়া বেদোক্ত সপ্তমন্ত্র পাঠ করাইলেন। অনন্তর প্রজাপতি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষস্থলে, ও কৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া রাধিকাকে মন্ত্র সমূহ পাঠ করাইলেন। ব্রহ্মা আজানুলম্বিত পারিজাত কুসুমমালা রাধা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-গলে অর্পণ করাইলেন। আবার কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার গলেও মনোহর মাল্য দান করাইলেন। কৃষ্ণকে বসাইয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে কৃষ্ণের চিত্তস্বরূপা রাধিকাকে উপবেশন করাইলেন। রাধা-কৃষ্ণকে হাতজোড় করাইয়া বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করাইলেন। কৃষ্ণকে রাধিকার দ্বারা প্রণাম করাইয়া পিতা যেরূপ কন্যা সম্প্রদান করে, সেইরূপ বিধাতাও রাধিকাকে কৃষ্ণ-করে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

* * * * *

কৃষ্ণ তাঁহার কৈশোর ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশুরূপ ধারণ করিলেন। রাধিকা দেখিলেন সেই বালক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছেন। এবং যেভাবে নন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীরু। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত এই আখ্যানাংশের আধারে রচিত, এ কথা বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আখ্যানে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, শ্যামবর্ণ বনভূমি এমন কি ভীরু শব্দটী

পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। এই শ্লোকের অন্যতম রহস্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোলোক লীলায় নিত্য স্বকীয়া ও মর্ত্ত বৃন্দাবন লীলায় পরকীয়া ভাবের ইঙ্গিত। পিতা কর্ত্তৃক কন্যা সম্প্রদানের মত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শ্রীরাধাকে সম্প্রদান, উভয়ের দাম্পত্য ধর্ম্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু লীলাছলে পরকীয়া ভাবের আরোপ না থাকিলে—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতাদি নায়িকার বর্ণনা করা চলে না, কাব্যের রসপুষ্টি হয় না। তাই কাব্যাংশে পরকীয়া ভাব গৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন জয়দেব নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু শিষ্য পর্য্যায়ে একজন জয়দেবের নাম পাওয়া যায়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মতে এই জয়দেব, কবি জয়দেব। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে নিম্বার্ক জযদেব অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং উভয়ের দেশ এক ছিল না। তবে এমন হইতে পারে, যে জয়দেব যে আকর হইতে রাধাকৃষ্ণ কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্বার্কের আকর-শাস্ত্র ও তাহাই ছিল।

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের সঙ্গে গর্গ সংহিতার বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। মনে হয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হইতেই গর্গ সংহিতায গোলোক খণ্ড ১৬শ অধ্যায়ের কথা গৃহীত হইয়াছে।

> গাশ্চারয়ন্নন্দনমঙ্কদেশে সংলাপয়ন্ দূরতমাৎ সকাশাৎ
> কলিন্দজা-তীর-সমীর-কম্পিতং নন্দোপি ভাণ্ডীরবনং জগাম।

* * * *

> গুপ্তং ত্বিদং গর্গমুখেন বেদ্মি গৃহাণ রাধে নিজ নাথমঙ্কাৎ
> এনং গৃহং প্রাপয় মেঘভীতং বদামি চেত্থং প্রকৃতেগু´ণাঢ্যম্॥

একদা নন্দ নিজ ক্রোড়ে বালককে (কৃষ্ণকে) লইয়া গোগণকে চরাইতে চরাইতে নিজ বাসের দূর দেশে শীতল সমীরণ কম্পিত

যমুনাতীরস্থ ভাণ্ডীর-বনে গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। ঘন মেঘে নভোমণ্ডল স্নিগ্ধ হইল। তমাল ও কদম্ব প্রভৃতি তরু পল্লব পতিত হওয়ায় সে বন অতি ভীষণভাব ধারণ করিল। তখন বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল। বালক নন্দের ক্রোড়ে ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল, নন্দও ভয় পাইলেন, তিনি শিশুকে ধারণ করিয়া পরেশ হরির শরণ লইলেন। সূর্য্য তেজ যেমন সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত হয়, তদ্রূপ প্রদীপ্ত কোটী অর্ক তেজ সদৃশ এক দীপ্ত রাগ তথায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। নন্দরাজ তখনই সেই তেজোমধ্যে বৃষভানু নন্দিনী রাধাকে দর্শন করিলেন। * * * নন্দ তৎক্ষণাৎ তাহাঁকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—এই আমার ক্রোডস্থ শিশু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, আর তুমি তাহার সর্ব্বদা প্রধানা প্রিয়কারিণী। হে রাধে আমি গর্গমুখে গুপ্তভাবে ইহা শুনিয়াছি। অতএব আমার ক্রোড হইতে নিজ নাথকে গ্রহণ কর। এই বালক মেঘ হইতে ভীত হইতেছে, ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। এই বালক সম্প্রতি মায়া গুণযুক্ত, তাই এইরূপ বলিতেছি।

আখ্যানাংশ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অনুরূপ। গর্গ সংহিতায় নন্দ বলিতেছেন 'এনং গৃহং প্রাপয়।' কবি জয়দেব বলিয়াছেন—'ইমং গৃহং প্রাপয়'। নারায়ণ কবিরাজ এবং শঙ্কর মিশ্র ইমং শব্দ লইয়া ব্যাকরণ বিচার করিয়াছেন।

কবি ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আধারে কাব্যের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানের আরো একটি কারণ—শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন ১০।৩০।৭ শ্লোকে শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী গোপীগণকে "কৃষ্ণবধূ" বলিয়াছেন, ১০।৪৭।২১ শ্লোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন আর্য্যপুত্র বলিয়াছেন, কবি জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দেও তেমনই

৫ম সর্গে শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে "দম্পতী" শব্দে এবং ১২শ সর্গে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার "পতি" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া শক্তি জানিয়া প্রকট লীলায় তাহাদিগকে পরকীয়া রূপে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই দম্পতী ও পতি শব্দ ব্যবহারের কারণ, অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে এই জন্যই প্রথম শ্লোকে অনুরূপ ইঙ্গিতের প্রয়োজন ছিল।

সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত লক্ষ্মণসেন দেব রচিত শ্লোক—

কৃষ্ণ ত্বদ্-বনমালয়া সহকৃতং কুত্রাপি কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তল-বর্হদাম তদিদং প্রাপ্তংময়া গৃহ্যতাম্ ॥
—ইত্থং দুগ্ধ-মুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধা-মাধবয়ো র্জয়ন্তি বলিত স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

কৃষ্ণ, একটি কুঞ্জমধ্যে তোমার বনবালার সঙ্গে গোপী কুন্তল জড়িত শিখি-চন্দ্রিকাগুচ্ছ পাইয়াছি, এই গ্রহণ কর। কোন দুগ্ধমুখ গোপশিশু এই কথা বলিলে রাধামাধবের বদন লজ্জানত হইল। তাঁহাদের সেই স্মেরালস দৃষ্টির জয় হউক। কবির, সম্রাটের এবং যুবরাজের—এই তিন জনের একই ধরণের শ্লোকের মধ্যে রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি শব্দ দেখিয়া বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন—"তিনটি শ্লোকই যেন সমস্যা পূর্ত্তির জন্য রচিত হইয়াছিল। যেন সভায় রসিক ও বিদ্বান রাজা শ্লোকাংশ দিলেন, রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি—ও পরে সভাস্থ কবিদের আহ্বান করিলেন এই শ্লোকাংশকে চতুর্থ ছত্রের প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়া শ্লোক রচনা করিতে হইবে। কিম্বা হয়তো জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া অথবা শুনিয়া প্রীত হইয়া রাজা ও রাজকুমার উভয়েই এই ভাবের

কবিতা রচনা করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়া থাকিবেন"। আমার মতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমানের শেষাংশ সত্য হইতে পারে। আমাদের মনে হয় শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকই প্রথমে রচিত হইয়াছিল। পরে কবিকে অভিনন্দিত করিবার জন্য যুবরাজ ও সম্রাট শ্লোক দুইটি রচনা করিয়া থাকিবেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের রসিক-প্রিয়া-টীকাকার রাণা কুম্ভ শ্লোকের প্রথম দুই চরণকে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়া "নন্দ নিদেশত" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—নন্দের নিকট হইতে,—নন্দালয় হইতে। ভীরু অর্থে তাঁহার মতে—"এভির্ভয়হেতুভিঃ স্মরাহতীঃ সোঢুমসমর্থঃ"॥ তিনি মেঘাদিকে উদ্দীপন বিভাব, শ্রীরাধাকে আলম্বন বিভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের ভীরুতাকে অনুভাব রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

টীকাকার শ্রীপূজারী গোস্বামী বলেন এই শ্লোকটি একাধারে নমস্কার" আশীর্ব্বাদ ও বস্তুনির্দ্দেশ বাচক। তিনি নন্দ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নন্দয়তীতি নন্দ," আনন্দদায়িনী সখী। সখী রাধিকাকে বলিতেছেন—তৎকৃত বহু নায়িকা-বল্লভত্ব আরোপণে শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়াছেন।

প্রাচীন টীকাকার নারায়ণ কবিরাজ এবং শঙ্কর মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নন্দ মহারাজ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে রাধে তুমিই যখন শ্রীকৃষ্ণকে এতদূরে আনিয়াছ, তখন তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও'।

এইরূপ ব্যাখ্যা আরো অনেকেই করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে লইয়া আসার কোন সুস্পষ্ট কারণ প্রদর্শন করেন নাই। টীকাকারগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের প্রতিই

ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সুপ্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস সন্দর্ভ দীপিকা টীকায় লিখিয়াছেন—

"তদিমং গৃহং প্রাপয় আলয়ং গময়েত্যর্থঃ। এব শব্দোত্রাবধারণে অদ্বিতীয়ত্ব—প্রতিপাদনায় বাক্যমিদং নন্দস্যান্যত্র বিশ্বাসো নাস্তীতি সূচিতম্। অন্যচ্চ কোপাবিষ্কার—প্রতিপাদনমিদম্ অতএব রাধে ইত্যাক্ষেপ সম্বোধনং ন পুন র্বৎসে দুহিতঃ পুত্রি মাতরিত্যাদি। কোপস্যাবিষ্কার কথনং * * রাধে অবিচারিতাচরণ-পরায়ণে কিমিতি ত্বয়া শিশু রয়ং কৃষ্ণ ইহানীতঃ তত্ত্বৈয়েব নেতব্যোঽহয় মিতি কোপাক্ষেপবচন-রূপোঽয়ং নিদেশঃ নিদেশত ইতি॥

টীকাকার বৃহস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—"বালকত্বাৎ ভীরুঃ"।

ধৃতিদাস, নারায়ণ দাস প্রভৃতি প্রায় পাঁচশতাধিক বৎসরের প্রাচীন টীকাকারগণ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে আনয়নের কথা বলিতেছেন। ইহার মধ্যেও রাসবিহারের ইঙ্গিত আছে। ইহাঁরা বোধহয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কথা স্মরণ করিয়াছেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদক শ্রীরসময় দাস বলিতেছেন—

এই শ্লোকে নিত্য লীলা প্রথমে কহিলা। বস্তুর নির্দ্দেশ করি গ্রন্থ বিস্তারিলা॥
কুঞ্জবন মধ্যে প্রবেশিতে সখীগণ। কহিছেন রাধায় কিছু প্রণয় বচন॥
কুঞ্জ সজ্জায় কুঞ্জে তুমি করহ প্রবেশ॥ শ্রবণ করহ প্রিয় সখীর আদেশ॥
পূর্ব্বরাত্রে রাস হৈতে এলে মান করি। তদবধি কৃষ্ণ তোমা অতি ভয় করি॥
যদি বল কুঞ্জে প্রবেশিব কোন মতে। তাহার উপায় আছে দেখহ সাক্ষাতে॥

মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডলে। মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইল সেই কালে ॥
বনভূমি তমালের বর্ণ সেই স্থানে। শ্যাম বর্ণ হইয়াছে কেহ নাহি জানে ॥
যদি বল মানুষের গমনাগমন। কেমনে চলিবে তার শুন বিবরণ॥
অন্ধকার অভিসার বেশ-ভূষা করি। চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি ॥
আনন্দে নির্দেশ পেয়ে চলে দুইজন। কুঞ্জে কুঞ্জে নানা লীলা করি অনুক্ষণ ॥
শ্রীনন্দের আদেশেতে চলে দুইজন। এই মত হয় অন্য টীকার লক্ষণ ॥
গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত কালীদহ হইতে। গোপের গোস্থান সব আছে চারিভিতে ॥
দক্ষিণ গোষ্ঠেতে চন্দ্রাবলী আদি করি। আছেন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াবর্গ সারি সারি ॥
উত্তর গোষ্ঠেতে নন্দরাজার মন্দির। ভ্রাতৃবর্গ সঙ্গে বাস করেন সুধীর ॥
একদিন গো-দোহনে চলিলা আপনে। কৃষ্ণ পাছে চলেছেন কেহ নাহি জানে ॥
এ হেন সময়ে মেঘ গগন মণ্ডলে। ব্যাপ্ত হৈল চন্দ্র লুকাইল সেই কালে
সচকিত নন্দ চারিদিকে নেহারিতে। পাছে কৃষ্ণ আসিয়াছে দেখে চারিভিতে ॥
সেইখানে শ্রীরাধারে হেরি সখীসাথে। আদেশিল নন্দ তারে কৃষ্ণ লয়ে যেতে ॥
বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা। জয়দেব গোঁসাই নিজ গ্রন্থে প্রকাশিলা ॥
রাধিকা মাধব কেলি যমুনাব কূলে। জয়যুক্ত বর্ত্তমান কাল শাস্ত্রে বলে ॥
রাধাকৃষ্ণ রহঃ কেলি বস্তুর নির্দ্দেশ। ইহার আস্বাদে মিলে বৃন্দাবন দেশ ॥
এই পদ্য অর্থে সব গ্রন্থতত্ত্ব জানি। ইহার বিচারে উঠে অমৃতের খনি ॥
এই নিত্য লীলা কৃষ্ণ করেন বৃন্দাবনে। প্রকটাপ্রকট দুই লীলার লক্ষণে ॥

পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে। ক্রম লীলা নিত্য লীলা পুরাণ বচনে ॥
নিত্যলীলা হয় স্পষ্ট লীলাতে সঞ্চার। দুই লীলা একত্রে লিখয়ে গ্রন্থকার ॥
মথুরা সংযোগলীলা স্পষ্ট লীলা নাম। গোকুল মথুরা দ্বারাবতী তিন ধাম ॥
এই মত নানা ব্যাখ্যা করে টীকাকার। আমি তাহা কি বুঝিব ক্ষুদ্র জীব ছার ॥

এই শ্লোকের একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এই ব্যাখ্যায় শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। রয়ং অর্থে বেগে। নন্দ অর্থে বংশী। ভক্তিরত্নাকর পঞ্চমতরঙ্গে সঙ্গীতপারিজাত ধৃত শ্লোকে বংশীর নাম—

মহানন্দ স্তথা নন্দো বিজয়োঽথ জয় স্তথা।
চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গ-মুনি-সম্মতাঃ ॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে ॥

মহানন্দ, **নন্দ,** বিজয় এবং জয় এই চারি প্রকার বংশী উত্তম। মহানন্দ দশাঙ্গুল, **নন্দ** একাদশাঙ্গুল, **বিজয়** দ্বাদশাঙ্গুল এবং **জয়** চতুর্দ্দশ অঙ্গুল পরিমিত। ইহার প্রত্যেকটির আবার বৈণব, হৈম, এবং মণিময় ভেদে বেণু, মুরলী, ও বংশী এইরূপ নাম ভেদ আছে
এষা ত্রিধা ভবেদ্ বেণু মুর্বলী বংশিকেত্যপি"।

কেহ কেহ বলেন—

সঙ্কেতে মুরলীচৈব বেণুশ্চ ধেনুচারণে।
নামাক্ষর-দ্বয়ে বংশী সর্ব্ব-কর্ম্ম-সুসাধিকা ॥

ব্রহ্মসংহিতা বংশীকে প্রিয়সখী বলিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণি

গ্রন্থে বংশীকে স্বয়ংদূতী বলা হইয়াছে। এই অর্থ ধরিয়া শ্লোকটি নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

অয়ি ভীরু (ভীরুঃ ইত্যস্য সম্বোধনম্) রাধে, ইদং নক্তম্, কালোঽয়ং রাত্রি সময়ঃ। প্রকৃত্যৈব তমসাচ্ছন্নঃ, অতঃ বনভুবঃ শ্যামতয়া মেঘাডম্বরত্বাচ্চ সা তামসী রাত্রিঃ নিতরাং তামসী জাতা। ত্বংহি স্বভাবতঃ এব ভীরুঃ ভয়শীলা, গুরুজন-দৌর্জন্যাৎ প্রেষ্ঠদয়িত-সঙ্গমাৎ ভীতা, অতঃ দিষ্ট্যা সমুপস্থিতোঽয়ং তামস-বিহারাবসরঃ ত্বয়া অবশ্যমেব অঙ্গীকার্য্যঃ -অতঃ ইমং ত্বৎ-সন্নিকৃষ্টং নন্দাখ্যবংশীবাদকং শ্রীকৃষ্ণম্ অবিলম্বমেব রয়ং সবেগং গৃহং প্রাক্-সংকেতিতং মহাবিলাসগৃহং প্রাপয় নয়। শ্রীকৃষ্ণেন সহৈব ত্বং সবেগং বিলাস-গৃহং গচ্ছ। রয়ং বেগবৎ অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্, প্রাপয় ইতি ক্রিয়ায়াঃ বিশেষণম্ এবং মহাবিলাসং সূচয়িত্বা বর্ণয়িষ্যমাণং তং পরম-নিধিমিব সুগুপ্তং সংরক্ষ্য তস্য বিলাস-গৃহস্য প্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পথিপার্শ্বস্থে প্রতিকুঞ্জে যাঃ কেলয়ঃ উদিতাঃ তা অপি নিতরাং জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে ইতি রসিক-কবেঃ আশংসা।

মেঘ মেদুর অম্বর, তমালে আচ্ছন্ন বনভূমি এবং রাত্রি, একত্র মিলিত হইয়া নিখিলবিশ্ব একাকার করিয়া তুলিয়াছে। হে রাধে কেন ভীতা হইতেছ? এই তো তোমার অভিসারের উপযুক্ত সময়। এস আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি, দ্রুত গতিতে আগমন কর। এই নন্দাখ্য বংশী সঙ্কেত-চালিতা অভিসারিকা শ্রীরাধা পথিমধ্যেই উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিলেন। যমুনা কূলের প্রতি পথিকুঞ্জ তরুতলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই বিজন কেলি জয়যুক্ত হউক।

এই ব্যাখ্যাকারগণের মতে শ্রীগীতগোবিন্দে দুইটি সঙ্কেতবাণী আছে। প্রথম শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত বাক্য, এবং কাব্যের ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ নামক ষষ্ঠ সর্গের সমাপ্তি ভাগে উল্লিখিত শ্লোকটি শ্রীরাধার

সঙ্কেত বাণী। এই শ্লোকটির জয়ন্তি শব্দও লক্ষণীয়। শ্লোকটি এই—

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণ ভোগিভবনে ভাণ্ডীর ভূমিরুহে
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচর মিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্।
রাধায়াবচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ॥

ভাই পথিক, কৃষ্ণভোগীর অর্থাৎ কালসর্পের আবাসস্থল এই ভাণ্ডীর তরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ? অদূরে ঐ আনন্দময় নন্দালয় দেখা যাইতেছে, ওখানে কেন যাও না। (ইহা শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থলী, এখানে কেন দাঁড়াইয়া আছ? ঐ আনন্দময় নন্দব্রজে যাও) পথিক শ্রীরাধাব এই কথাগুলি নন্দালয়ে গিয়া বলিলে শ্রীকৃষ্ণ নন্দের নিকট তাহার প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়া পথিকের উক্ত বাক্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। গোবিন্দের সেই প্রশংসাবাণীর জয় হউক। "কৃষ্ণভোগি"—এক অর্থে ভোগী কৃষ্ণ, অন্য অর্থে কৃষ্ণ সর্প। ভোগীকৃষ্ণ—বিলাসী কৃষ্ণ, নাগর কৃষ্ণ। ভুজঙ্গ অর্থে নাগর।

এই শ্লোক দুইটীর অপর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। উদ্ধৃত শ্লোকেব আর একটী অর্থ গোপী ভিন্ন অপর কাহারো শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসস্থলীতে প্রবেশের অধিকার নাই। আবার সখী ভিন্ন সে লীলাবিলাসের অংশ ভাগিনী হইবার অধিকার অন্যা গোপীরও ছিল না। নন্দালয়ই সাধারণ ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণদর্শনের উপযুক্ত স্থান। তাই সঙ্কেত বাক্য প্রেরণের ছলে শ্রীমতী পথিককে বিদায় দিয়াছিলেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটী আরো একভাবে আলোচিত হইতে পারে। রসময় দাস বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনে যমুনার কূলে নিত্য লীলা।
জয়দেব নিজগ্রন্থে সব প্রকাশিলা॥

রাধিকা মাধব কেলি যমুনার কূলে।
জয়যুক্ত বর্ত্তমান কাল শাস্ত্রে বলে॥

আমাদের মতে "রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি" এই বাক্যে কবি নিত্য লীলারও ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং রাধাকৃষ্ণ লীলার নিত্যতা রক্ষার জন্যই কবিকে প্রথম শ্লোকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। লৌকিক জগতে প্রচলিত কতকগুলি লীলাপর্ব্বের মধ্যে শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন যাত্রা অন্যতম। ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন—

"নিশি স্বপ্নো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনম্॥"

নিশায় শয়ন, দিবায় উত্থান, ও সন্ধ্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু নিত্যলীলায় এসব থাকিবার কথা নহে। তাই পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় বাধা-নিষেধ নিরসন জন্যই কবি প্রথমশ্লোকে বর্ষার আভাস দিয়াছেন। আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশীতে শয়নযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। শারদীয়া মহারাস-পৌর্ণমাসীর পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশীতে উত্থান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কয়মাস সাধারণতঃ হরিশয়নের কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হরিশয়ন স্বীকার করিয়া লইলে নিত্য লীলা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কবি কৌশলে সেই বাধার নিরসন করিয়াছেন। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে স্তুতি যখন নিবেদন করিতেছেন—

পশ্যন্তু মেঘানপি ঘোররূপান্
হ্যুপাগতান্ সিচ্যমানাং মহীমিমাং॥
গৃহ্ণাতু নিদ্রাং ভগবান্ লোকনাথো
বর্ষাস্বিমং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্॥

কবি তখন বলিতেছেন—"রাধে গৃহং প্রাপয়"। কবি এখানে

বর্ষার শ্যামল মেঘকে উদ্দীপন রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘ এখানে লীলার সহায় হইয়াছে, রসকে পুষ্ট করিয়াছে। তাই "গৃহ্লাতু নিদ্রাং ভগবান" না বলিয়া কবি বলিয়াছেন "রাধে গৃহং প্রাপয়"।

প্রথম শ্লোকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—

(১) "নন্দ" শব্দের প্রসিদ্ধার্থ গোপরাজ নন্দ—এই অর্থ মানিয়া লইলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কথিত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদানের কথা স্মরণ করিতে হয়। ইহাতে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে প্রথম শ্লোকের সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয়। অনেকের মতে জয়দেবের রাধা কুমারী।

(২) নন্দ শব্দে আনন্দদায়িনী সখী এই অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। কবি শ্রীগীতগোবিন্দে মানিনী নায়িকারই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে সখী মানিনী রাধিকাকেই সাধিতেছেন। কাব্যের উপক্রমে, উপসংহারে, অপূর্ব্বতায়, ফলশ্রুতিতে, কাব্যমধ্যে কবির একই বিষয়ের পুনরুক্তিতে—শ্রীগীতগোবিন্দে মানিনী রাধার চিত্রই সমুজ্জ্বল দেখিতে পাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও কাব্যের এই চিত্রের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। অর্থাৎ রায় রামানন্দ শ্রীগীতগোবিন্দের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং

উপক্রমোপসংহারা অভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে ॥

এই শ্লোকানুসারে বিচারে প্রথম শ্লোকে নন্দনিদেশের সখী-বাক্য অর্থ গ্রহণ করিলেই যেন সমস্ত দিকেই সুসঙ্গতি থাকে।

(৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার নিত্যত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে, নন্দ শব্দের বংশী অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। ত্রিলোকপ্রধানা, ভক্তগণের অগ্রগণ্যা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিধিস্থানীয়া, কৃষ্ণের প্রেয়সী-

শ্রেষ্ঠা, রমণী ললাম শ্রীরাধাকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎকেই আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীরাধার অভিসারে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে শুভযাত্রার পথ প্রদর্শিত হইতেছে। লৌকিক দিক্ দিয়াও লীলার নিত্যতা রক্ষার জন্যই প্রথম শ্লোকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। সুতরাং নন্দ শব্দের বংশী অর্থ গ্রহণ যে অসঙ্গত, এমন কথা বলা চলে না। শয়নযাত্রার মন্ত্রটির সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা হয়। যে দিক দিয়াই দেখি, এই একটি মাত্র শ্লোকেই কবি আপনার অসামান্যতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রথম শ্লোকের আধারে রচিত কবি সুরদাসের একটি কবিতা—

গগন গরজি ঘহরাই জুরী ঘটাকারী।
পৌন ঝকঝোর চপলা চমকি চহু ওর
সুবন তন চিতৈ নন্দ ডরত ভারী॥
কহো বৃষভানুকী কুঁবরি সোঁ বোলিকৈ
রাধিকা কান্হ ঘর লিয়ে জারী।
দো ঘর জাহু সঙ্গ নভ ভয়োশ্যাম রঙ্গ
কুঁবর গহো বৃষভান বারী॥
গয়ে বনঘনওর নবল নন্দ কিশোর
নবল রাধা নয়ে কুঞ্জ ভারী।
অঙ্গ পুলকিত ভয়ে মদন তিন তন জয়ে
সূর প্রভু শ্যাম শ্যামা বিহারী॥

গগনে কাল মেঘের ঘটা, মেঘে গুরু গর্জ্জন, বাতাসে ঝড়ের বেগ, বিদ্যুতে চকমকি। পুত্রের দিকে তাকাইয়া নন্দ ভীত হইলেন। বৃকভানুকুমারীকে বলিলেন, তুমি কানাইকে গৃহে লইয়া যাও। দুজনে বাড়ী যাও। আকাশ কাল হইয়াছে। বৃষভানু-বালা কুমারকে সঙ্গে লইলেন। নন্দকিশোর নবীন, নবীনা রাধা,

দুজনে গহন বনের কুঞ্জের দিকে চলিলেন। সুরদাসের প্রভু শ্যামা ও শ্যামবিহারীর দেহ মদন জয় করিল। উভয়ের দেহ পুলকে ভরিল।

১৩

নিত্যলীলা

শ্রীভগবানের লীলাসত্য, সুতরাং নিত্য। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—আমার দিব্য জন্ম কর্ম্ম যে জন তত্ত্বত জানে, দেহত্যাগের পর তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। (শ্রীগীতা)। যে জ্ঞান নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়, দর্শন বলেন তাহার নামই তত্ত্ব। সাংখ্য দর্শনে তত্ত্বের সংখ্যা চতুর্ব্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি। তন্ত্র বলেন, অনন্ত দেশে যাহার ব্যাপকতা, তাহাই তত, আর অনন্তকাল ব্যাপিয়া যাহার স্থিতি, তাহাই সন্তত। এই ততত্ব ও সন্ততত্ব মিলিয়াই তত্ত্ব। ভোজরাজ বলিয়াছেন—আপ্রলয়ং তিষ্ঠতি যৎ, সর্ব্বেষাং ভোগদায়িচ ভূতানাং তৎ তত্ত্বং ইতি প্রোক্তম্। ন শরীরঘটাদি তত্ত্বম্ অতঃ। এ মতে তত্ত্ব প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। বৈয়াকরণ বলেন—তৎ শব্দের উপর ত্ব প্রত্যয় করিয়া তত্ত্ব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহা যেমন তাহার সেই রূপই তত্ত্ব। মহাভাষ্যকার বলেন—"তস্যভাবস্তত্ত্বং"। তাহার ভাব, অর্থাৎ যাহাতে কোন বিকার ঘটে না, তাহাই তত্ত্ব। আমাদের মনে হয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতেও তত্ত্ব অর্থে ভাব। বস্তু স্বরূপের অনুভূতিই তত্ত্ব। যাহা সার্ব্বভৌম, যাহা চিরন্তন—এক কথায় জগৎ ও জীবনের মূলে যে সত্য রহিয়াছে, তাহাই তত্ত্ব। অবশ্য দেশ ও কালভেদে এই সত্যের প্রকাশ ও বিকাশ ভঙ্গীর পার্থক্য ঘটে।

তত্ত্ব এবং লীলা একই স্বরূপের দুইটি দিক্। তত্ত্বে যাহা অব্যক্ত, লীলায় তাহা পরিস্ফুট ; তত্ত্বে যাহা বীজ, লীলায় তাহা মহীরুহ। তত্ত্ব লীলারূপ অক্ষয় সরোবরের বারিবিন্দু। তত্ত্বের সমগ্রতাই লীলা। লীলার নিগূঢ় রহস্যই তত্ত্ব।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিলেন যখন যখন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, ধর্ম্মের গ্লানি হয়, সেই সময় আবির্ভূত হই। দুষ্কৃতের বিনাশ এবং সাধুদের পরিত্রাণ জন্য যুগে যুগে আমি আত্মপ্রকাশ করি। ইহাই শ্রীভগবানের অবতার তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত আরো একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"ভূত সমস্তের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মানুষী তনু গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান এমন সকল ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকসমূহ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। মূলে আছে "ভজস্তে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ"। গীতায় শ্রীমুখের বাণী "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" স্মরণীয়। ভগবদবতারের এই যে রহস্য ইহার নামই তত্ত্ব।

অপ্রকট এবং প্রকট ভেদে এই লীলার দুই রূপ। প্রকট লীলাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। লীলা নিত্য বলিয়াই বরণীয় এবং স্মরণীয়। সাধকগণ আপন আপন রুচি ও অধিকার অনুসারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাবে এই লীলার অনুধ্যান করেন। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা সাধকের সর্ব্বস্ব। মধুরভাবের স্বকীয়া পরকীয়া দুইটি বিভাগ আছে। কেহ বলেন অপ্রকটে স্বকীয়া, প্রকট লীলায় পরকীয়া ভাব। কেহ প্রকটাপ্রকট দুই লীলাতেই পরকীয়া মানিয়া লন।

ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, লীলাও অনন্ত। লীলা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয় বলিয়া নিত্য, আবার প্রতি লীলা তত্তৎ রূপেও নিত্য। কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা নিত্য অভিনীত হইতেছে। যেমন ব্রহ্মাণ্ডে তেমনই ভাণ্ডে, অনন্ত কোটি জীব হৃদয়ে

তাঁহারই প্রকাশ। আপন যোগমায়া প্রভাবে সাধারণের দৃষ্টিতে তিনি অপ্রকাশিত, কিন্তু অগণিত সিদ্ধ সাধকের অন্তরে তিনি নিত্য প্রতিভাত ও অনুভূত হইতেছেন।

যোগমায়ার অংশরূপিণী গুণমায়া ভগবদ্ ঈক্ষণে সৃষ্টি কার্য্যে সমর্থ হন। সৃষ্টির পর জীবমায়া জীবের কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবকে স্বরূপ ভুলাইয়া দেয়, ইহাই মায়ার আবরণাত্মক রূপ। আর দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেওয়ার নাম বিক্ষেপাত্মকরূপ। মহাভাবের অংশ রূপ তত্ত্ব বা ভাবের উদয়ে মায়া অন্তর্হিতা হন।

আচার্য্যগণ বলেন "নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব"। ভাবের প্রথমাবস্থার নাম বিদ্যা বা জ্ঞান। "বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ" (৩।৩।৮) বেদান্তের এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন "বিদ্যা শব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তি রুচ্যতে"। জ্ঞান— বিদ্যা আত্মবিদ্যা ও গুহ্যবিদ্যা। শুদ্ধ সত্ত্বে সংবিদের আধিক্য আত্মবিদ্যা, ইনি জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রকাশিকা, গুহ্যবিদ্যা ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্ত্তিকা। ভগবৎ প্রীতি এই গুহ্যবিদ্যারই বৃত্তি। ভক্তি হইতেই প্রেম উদিত হন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান। প্রেম চিন্ময় বলিয়া আপনাকে আপনি আস্বাদন করিতে পারেন, আবার অপরের দ্বারা আপনাকে আস্বাদনও করাইয়া থাকেন। প্রেম আনন্দ চিন্ময়রস, কিন্তু রসহীন ভাব ও ভাবহীন রস কল্পনাতীত। সুতরাং প্রেম,—রস ও ভাবের মিলিত রসায়ন। রস বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার লীলা আস্বাদনেই প্রেমের সার্থকতা। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য যিনি যে ভাবেই যুগল কিশোরের ভজনা করুন, প্রেমই তাহার মূল।

মানবের চরম ও পরম কাম্য প্রেম। কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম নিত্য সিদ্ধ বস্তু, ইহা সাধ্য সাধনায় পাওয়া যায় না। নবাঙ্গ ভক্তির অকপট

অনুষ্ঠানে বহু জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্যে অকস্মাৎ কোন নিত্য-সিদ্ধ ভক্তের অহৈতুকী কৃপা লাভ ঘটে। সেই পুণ্যেই হৃদয়ে প্রেমের উদয় হয়।

উপযুক্ত শব্দের অভাবে সাধ্য সাধন নির্ণয়ে শ্রীল রায় রামানন্দ গোপী প্রেমকে "সাধ্য' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। গোপললনাগণের প্রেমই ললনানিষ্ঠ প্রেম নামে পরিচিত। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ।
অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্ দ্রুতং রতিম্॥

স্বরূপ-ধর্ম্মবশতঃ এই ললনানিষ্ঠ রতি স্বতঃই উন্মেষিতা হন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ না দেখিয়া গুণ না শুনিয়াই কৃষ্ণে এই রতির উদ্রেক ও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ঘটে। অন্যভাবে আগে সম্বন্ধ, পরে সেবা; গোপীভাবে আগে সেবা, পরে সম্বন্ধ।

অপ্রকট লীলা অভিমানমূলক, প্রকট লীলা অনুষ্ঠানমূলক। অপ্রকট লীলায় পূর্ব্ব রাগ নাই। এই অনুষ্ঠানমূলক প্রকট লীলাই সাধকের ধ্যানের বস্তু। বহু জন্মার্জ্জিত ভাগ্যবলে কাহারো হৃদয়েপূর্ব্বরাগের উদয় ঘটিলে—"কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটনা" হইলেও এক দিন না একদিন মিলন ঘটিবেই, ইহা ধ্রুব সত্য। যাঁহার পূর্ব্বরাগের উদয় হইয়াছে, তিনি শ্রীলীলাশুকের মহাবাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া নিশ্চয়ই বলিতে পারিবেন—

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

১৪
সর্গবন্ধ

বৈষ্ণবগণ বলেন শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য। কারণ ইহার নায়ক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা শ্রীভগবানের পরমা-প্রকৃতি পরমেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা। এই কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গের এক একটি নাম আছে, এবং সর্গ বর্ণিত বিষয় বস্তুর সঙ্গে এই নামের যেমন সঙ্গতি আছে, তেমনই প্রত্যেক সর্গের এক একটি উদ্দেশ্যমূলক অর্থও আছে। সর্গবন্ধে তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

প্রথম সর্গের নাম সামোদ দামোদর।

কবি বর্ণনা করিতেছেন বাসন্তীকুসুমসুকুমার-অবয়বা শ্রীরাধা অমন্দ কন্দর্পজ্বরে চিন্তাকুলা হইয়া বৃন্দাবনের বনে বনে কৃষ্ণানুসরণে ফিরিতেছিলেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিকেতনে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী আজ বিশ্বসুন্দরকে—তাঁহার প্রিয়দয়িত চিরসুন্দরকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু সখী তাহাকে দেখাইয়া দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত। শ্রীমতীর অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের সেই স্নেহ, সেই প্রীতি কত রজনীর শত মধুময়ী স্মৃতি। এক দিন রশনাদামে যাহাঁকে বাঁধিয়াছিলাম, হাসিমুখে তিনি সহিয়াছিলেন, সেই আমার আপনার দামোদর আজ আমাকে ছাড়িয়া অন্যকে লইয়া আমোদে মাতিয়াছেন! সামোদ- দামোদর নামে এই স্মৃতিরই অভিব্যক্তি। ভবিষ্যপুরাণে এই দামবন্ধনের উল্লেখ আছে—

> "সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংসজ্জয়া রাধয়া
> প্রারভ্য ভ্রুকুটীং হিরণ্যরশনাদাম্না নিবদ্ধোদরম্।

কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং
চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরম্ ॥"

এই স্মৃতির অনুসরণেই এই সর্গের নাম 'সামোদদামোদর' হইয়াছে।

দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশকেশব'। (প্রথম সর্গে) শ্রীকৃষ্ণকে অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাসমত্ত দেখিয়া শ্রীমতী অন্য এক লতাকুঞ্জে গিয়া সখীর নিকট যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই এই সর্গের বর্ণয়িতব্য বিষয়। সখী তাঁহাকে তিরস্কার করায় তিনি বলিতেছেন,—সখি, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ কবিয়াছেন, তবু আমি তাঁহাকেই স্মরণ করিতেছি। হৃদয় যেন তাহাঁতেই তৃপ্ত হইতেছে, আমার বলবতী তৃষ্ণা কৃষ্ণের কোন দোষ দেখিতে দিতেছে না। মন আমার বশীভূত নয়, কি করিব বল। এই সব কথা বলিতে বলিতে উৎকণ্ঠা তাঁহার অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণের বিবিধ বিলাসের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এদিকে গোপীগণপবিবৃত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের হাস্য, কেশবন্ধনচ্ছলে প্রদর্শিত তাঁহাদের কটাক্ষ ও ঈষন্মুক্ত বাহুমূল আদি লাস্যদর্শনে মুগ্ধ হৃদয়ে শ্রীরাধিকাব কথাই স্মরণ করিতেছিলেন। কবি বলিতেছেন এই নব কেশব তোমাদের ক্লেশ হরণ করুন। এই অর্থে সর্গের অক্লেশ-কেশব নাম সার্থক হইয়াছে। কেশব শব্দের একটী অর্থ—অংশুমান্, কান্তিমান্। যাহার অংশুতে জগৎ প্রকাশিত হয়। কান্তি শব্দের আর একটী অর্থ ইচ্ছা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ; ইচ্ছাময়। মহাভারতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞং কেশবং তস্মান্ মামাহুর্মুনিসত্তমাঃ ॥"

চরিতামৃতকার বলেন—

"কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥"

কবি জয়দেব বলিয়াছেন নবকেশব, অর্থাৎ নূতন ইচ্ছাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। এই নূতন ইচ্ছার কথা পরবর্ত্তী সর্গে পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনি রাধিকার জন্য অন্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়াছেন, ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে শ্রীরাধাকে না পাইয়া যমুনাপুলিনবনে অনুতাপে বিলাপ করিয়াছেন। এ কথা বাস্তবিকই নূতন। কারণ ভক্ত ভগবানের জন্য কাঁদেন, ইহাই আমরা এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, ভগবান্ ভক্তকে না পাইয়া বিষাদিত হন, অনুতপ্ত হন, ভক্তের জন্য কাঁদিয়া ফিরেন, সে কথা এই নূতন শুনিলাম।

কবি তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের নাম দিয়াছেন—'মুগ্ধমধুসূদন' ও 'স্নিগ্ধমধুসূদন'। মধুসূদন নামের অন্য অর্থ ভ্রমর। জয়দেব শ্লিষ্ট প্রয়োগে অনেক স্থানেই মধুরিপু, মধুসূদন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যিনি সকল মোহের অতীত, যোগনিদ্রা পরিহার করিয়া যিনি, মেদসর্ব্বস্ব অমর্ষাবতার ঈর্ষাপরায়ণ মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন—তিনিও মধুসূদন। এই নাম গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের নামান্তররূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার জন্য ব্যাকুল,, মুগ্ধ চিত্তে তাঁহারই কথা স্মরণ করিতেছেন। চতুর্থ সর্গে শ্রীমতীর সখী আসিয়া শ্রীমতীর দশার কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার দর্শন স্পর্শনরূপ অমৃতরসায়নের প্রার্থনা করিতেছেন। সুতরাং 'মুগ্ধমধুসূদন' নাম ও 'স্নিগ্ধমধুসূদন' নাম অন্বর্থ হইয়াছে। পূজারী গোস্বামী আশীর্ব্বাদ শ্লোকের অর্থ লইয়া এই নামের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা প্রতিসর্গেরই আছে।

পঞ্চম সর্গ 'সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষ' নামে অভিহিত। এই সর্গে

শ্রীরাধা অভিসারে আসিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় পদ্মলোচন তাঁহার আয়ত আঁখি বিস্তৃত করিয়া, নয়নময় হইয়া যেন পথপানে চাহিয়া রহিলেন, এই অর্থেই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গের নাম 'ধৃষ্টবৈকুণ্ঠ'। বৈকুণ্ঠ যেমন ধামের নাম, তেমনি ইহা ভগবানেরও একটী নাম। বৈকুণ্ঠ অর্থে কুণ্ঠাশূন্য। এই সর্গে সখী শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতীর অবস্থার কথা সব শুনাইতেছেন। তোমারই কৃতকর্ম্মের ফলে শ্রীমতীর আজ এই দশা,—অথচ শ্রীমতী কেবল তোমার কথাই কহিতেছেন, দশদিকে তোমাকেই দেখিতেছেন, এমন কি শেষে আমিই কৃষ্ণ এইরূপ চিন্তায় তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কবির এখানে বলিবার উদ্দেশ্য, হে ধৃষ্ট এততেও তোমার কুণ্ঠা নাই? সর্গশেষের শ্লোক অনুসারেও ইহার ব্যাখ্যা হয়। সর্গ-শেষে অন্য দিনের একটী সঙ্কেতের কথা আছে। শ্রীরাধিকা পথিকের দ্বারা যে সঙ্কেতবাণী পাঠাইয়াছিলেন, পথিক গোপরাজ নন্দের সমক্ষেই গিয়া সে কথা বলিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সেই কথাগুলির অন্যরূপ অর্থ করিয়া পথিকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। কবি বলিতেছেন, এ হেন ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ ধৃষ্ট কুণ্ঠাহীন কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। অনুকূল, ধৃষ্ট, প্রভৃতি নায়কের অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে ধৃষ্ট নায়কের লক্ষণ—

"অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোহয়ং খলু কথ্যতে॥"

সপ্তম সর্গ—'নাগরনারায়ণ'। এই সর্গে শ্রীমতীর বিপ্রলব্ধা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বাসকসজ্জা ব্যর্থ হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। নিশ্চয়ই তিনি অন্যা নায়িকাকে পাইয়া ভুলিয়া

আছেন। নিদারুণ নির্ব্বেদে শ্রীমতী শেষে মৃত্যুকামনা করিয়াছেন, যমুনাতরঙ্গে দেহত্যাগের সংকল্প জানাইয়াছেন। যিনি জগদেক-আশ্রয়, নিখিল নরনারী যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া যিনি নারায়ণ, আবার প্রতি অণুপরমাণুর, নিখিল জীবজগতের হৃদয়-গুহাশায়ী, অন্তঃপুরবাসী বলিয়া যিনি নাগর, রাধিকা যে তাঁহারই জন্ম ব্যাকুলা হইয়াছেন এই সঙ্কেতেই কবি এই সর্গের নামকরণ করিয়াছেন 'নাগর-নারায়ণ"। এখানে নাগরনারায়ণ অর্থে বহু নায়িকাবল্লভত্বের ইঙ্গিত আছে।

অষ্টম সর্গে খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই সর্গের 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি' নামও সার্থক হইয়াছে। শ্রীরাধিকার প্রগাঢ় মান দেখিয়া এখানে তিনি পদসেবিকা লক্ষ্মীর কথা মনে করিয়াছেন। ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপগ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—কিন্তু লক্ষ্মীর নিকট প্রেমের ঐরূপ বাম্য স্বভাবের আভাসও তিনি কখনো পান নাই, সুতরাং তাঁহাকে সে ভাবে লক্ষ্মীকে ভজনা করিতেও হয় নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥"

দুর্জ্জয় মানের এই দুঃসাহস কমলাসনার মনের কোণেও কখনো স্থান পায় নাই। ইহা হইতে শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষই প্রমাণিত হইতেছে। ইহা ভগবানের মনেও বিস্ময়োদ্রেক করিয়াছে। তাই এই সর্গের নাম 'বিলক্ষলক্ষ্মীপতি'।

নবম সর্গে শ্রীমতীর মানোপশমনের চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণ আকুল তাই এই সর্গ 'মুগ্ধমুকুন্দ' নামে পরিচিত।

দশম সর্গের নাম 'মুগ্ধমাধব'। জগৎপতি অথবা লক্ষ্মীপতি অর্থাৎ যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আকর তিনিই শ্রীমতীর পদধারণ করিয়া

মান ভাঙ্গাইয়াছেন বলিয়া এই সর্গের নাম 'মুগ্ধমাধব' হইয়াছে। একাদশ সর্গ 'সানন্দগোবিন্দ'। জগতের অন্তর্য্যামী যিনি—সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা যিনি,—সেই ভগবান্ সর্ব্বান্তঃকরণে যাঁহাকে কামনা করিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া সেই শ্রীরাধিকাকে পাইবার সম্ভাবনায় আজ যে তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীমতীও সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া হৃষীকেশের সেবার জন্য সমুপস্থিত। কবি তাই সর্গের নামকরণ করিয়াছেন 'সানন্দগোবিন্দ'।

শেষ সর্গ—দ্বাদশ সর্গের নাম 'সুপ্রীতপীতাম্বর'। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে যে "পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" রাধিকা-সনাথা গোপীমণ্ডলার বহু সাধ্যসাধনায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন,—তিনিই আজ নিজে সাধিয়া যাচিয়া পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইয়া সেই শ্রীরাধিকার সেবাধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রেমলাভে, তাঁহার সৌন্দর্য্যোপভোগে ধন্য হইয়াছেন। শ্রীমতীর প্রীতিসম্পাদনে প্রীত হইয়াছেন। কবির 'সুপ্রীতপীতাম্বর' নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

প্রত্যেক সর্গের নামকরণেরই এইরূপ গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সার্থক অর্থ আছে। আমরা কোনরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। কেবল অনুপ্রাসের খাতিরে প্রতি সর্গের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ নামকরণে অত বড় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং রসশাস্ত্রবিৎ কবি যে নিরর্থক পণ্ডশ্রম করিয়াছেন, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। এ কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে যেমন অপর একটি শ্লোকের যোগ আছে, হয় একটি শ্লোক অপর শ্লোকের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিয়াছে, নয় একটী শ্লোক অপর শ্লোকটীকে সুপরিস্ফুট করিয়াছে। তেমনি সেই সেই শ্লোক বর্ণিত সমগ্র ভাবের সঙ্গে এই সর্গবন্ধেরও সংশ্রব আছে।

একটী উদাহরণ দিই—কবি দশম সর্গে মানভঞ্জন বর্ণন করিবেন, তাই তাহার পূর্ব্বে কেমন প্রস্তুত হইতেছেন, দেখুন। ইহা হইতে মানভঞ্জনে ঐ পদধারণের গুরুত্ব ও 'মুগ্ধমাধব' নামের সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। বলা বাহুল্য যে মা শব্দে ভূমি বা জগৎ এবং ধব শব্দে স্বামী, অথবা মা শব্দে লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং ধব শব্দে তাঁহার পতি মাধব নামের এইরূপ বহু অর্থই হইতে পারে। কবির বর্ণনচাতুর্য্য দেখুন—

> সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা-
> দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্।
> স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
> শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥

অশেষ আদরে ও প্রগাঢ় আনন্দে পুরন্দরাদি দেববৃন্দ প্রণত হইলে তাঁহাদের নমিত মুকুটের ইন্দ্রনীলমণি যে চরণারবিন্দে ভ্রমরাবলীর শোভা ধারণ করে এবং বিগলিত মকরন্দসুন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেদুর অর্থাৎ শীতল হয়—অশুভ নাশের জন্য আমি সেই গোবিন্দপদারবিন্দের বন্দনা করি।

যিনি শ্রীমতীর পদধারণ করিয়া মানভিক্ষা চাহিয়াছেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যবর্ণনের জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা। আরো একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই শ্লোকে যে গোবিন্দের পদারবিন্দ বন্দনা করা হইয়াছে,—পরবর্ত্তী সর্গের নাম সেই গোবিন্দের নামে না দিয়া কবি একাদশ সর্গের নাম দিয়াছেন, সানন্দগোবিন্দ। অনুপ্রাসের খাতিরে বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে নামকরণ করিলে তিনি যেখানে খুসী এইরূপ একটা যথেচ্ছ নামকরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা যে করেন নাই, মানভঞ্জনের বর্ণিত সর্গের মাধব নাম দেওয়াতেই

তাহা বুঝা যাইতেছে। এই মধুররসাশ্রিত কাব্যে কবি রসের উৎকর্ষসাধনের জন্যই মাঝে মাঝে এইরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণনাত্মক শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং সর্গবন্ধের ঐশ্বর্য্যভাবদ্যোতক নামকরণ করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন কটমট শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, তাঁহারা এই সব বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আবার ছন্দ এবং শব্দ, বিষয়বস্তুর অনুরূপও তো হওয়া চাই। উপরের ঐ শ্লোক ললিতলবঙ্গ-ভাষায় রচনা করিলে উহার গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইত কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

শ্রীগীতগোবিন্দের আলোচনায় আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। যদিও শ্রীকৃষ্ণে এবং নারায়ণে তত্ত্বতঃ কোনো ভেদ নাই, তথাপি রসের বিচারে ইহাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং রসের কারবারে কাব্যের আলোচনায় সে কথা ভুলিলে চলিবে না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

> "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদোঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ
> রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥"

কবি জয়দেবও এ কথা জানিতেন। যদিও কাব্যে তিনি লক্ষ্মীপতি বা নারায়ণ নাম ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। উদাহরণস্বরূপ দ্বাদশ সর্গের উল্লেখ করিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "হে রাধে এই কিশলয়-শয়নতলে তোমার চরণকমল স্থাপন কর। তোমার পদপল্লব এই পল্লব-শয্যাকে সুদৃশ্য করিয়া তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করুক। নারায়ণ তোমার আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন, তুমি এবার ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে ভজনা কর। বহুদূর হইতে আসিয়াছ, আমার করপদ্ম দিয়া তোমার চরণার্চ্চনে অনুমতি দাও। পাদলগ্ন নূপুরের মত আমাকেও গ্রহণ কর।" এখানে নারায়ণ শব্দে কবি বহুনায়িকাবল্লভত্ব আরোপ করিয়াছেন।

অর্থাৎ সকল নারীগণের আশ্রয়স্থল হইয়াও হে রাধে আমি শুধু তোমারই অনুগত, আমি একান্তই ত্বদেকনিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব প্রকাশের জন্যই কবি এখানে নারায়ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

"গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥"

সুতরাং মথুরায় বা দ্বারকায় যিনি অন্য রমণীগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নারায়ণরূপে কোনো নায়িকার মধ্যেও শ্রীরাধার তুলনা না পাইয়া ব্রজপ্রেমের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন।

১৫

শৃঙ্গার রস

বিশ্বেযামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দ মিন্দীবর
শ্রেণীশ্যামল-কোমলৈ রুপনয়ন্নঙ্গৈ রনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥ ৪৮॥

(১ম সর্গ ৪৮ শ্লোক)

কবি জয়দেব বলিতেছেন—যিনি বিশ্বকে অনুরঞ্জিত করেন সেই হরি আজ বসন্তে বিলাস করিতেছেন। অনুরঞ্জিত করা অর্থাৎ বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুকে, স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে ভাবানুরূপ রঙ্গে রাঙ্গাইয়া দেওয়া। প্রত্যেককে স্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া, আপন পরিপূর্ণতায় সার্থকতা দানই বিশ্বের অনুরঞ্জন। যাঁহার ইন্দীবর শ্রেণীর মত সুন্দর শ্যামল, শীতল, কোমল নিত্য নূতন প্রতি অঙ্গ অনঙ্গের উৎসব ভূমি, সেই মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররস স্বচ্ছন্দে ব্রজসুন্দরীগণের প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের আনন্দ

উদ্দীপন করিতেছেন। এই আনন্দই বিশ্বকে আনন্দ দান করিতেছে। রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, বিকাশ ও বিলাস ভূমি শ্রীরাসমণ্ডলই আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ। সেই উৎস বিচ্ছুরিত পীযূষশীকরই জগতকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। "কৃষ্ণ নবজলধর জগৎ শস্য উপর" এই রূপেই কৃপামৃত ধারা বর্ষণ করিতেছেন।

রসশাস্ত্রকার বলেন—

শৃঙ্গং হি মন্মোথদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ॥

শৃঙ্গ শব্দের অর্থ সম্ভোগেচ্ছার সমুদ্ভেদ। এই ইচ্ছার সার্থকতার নাম শৃঙ্গার রস। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন, এই রসের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। অধিষ্ঠানভূত রসে অধিষ্ঠাতারই একাধিপত্য। ইহাই সকল রসের আদি অর্থাৎ 'আদি রস'।

শ্রুতি বলিয়াছেন ভগবান্ রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনিই রস। সুতরাং সকল রসের আকর বা মূল বা আদি একমাত্র শ্রীভগবান্, তাই তিনিই আদিরস। আনন্দ এই রসেরই বিলাস, বিলসিত বা আস্বাদিত বা অনুভূত রসই আনন্দ। বিশ্বের মূলে এই আনন্দ রহিয়াছে, স্থিতিতে এই আনন্দ রহিয়াছে, লয়েও এই আনন্দই বর্ত্তমান।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
(তৈত্ত: ৩।৬)

নিখিল ভূতগ্রাম আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, আনন্দেই জীবিত রহে, আবার আনন্দেই প্রবেশ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিশ্বের আদি মধ্য অন্তে এই আদি রসই বর্ত্তমান। এই আদি রসের বিলাসে

অর্থাৎ আনন্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। রসের বিলাস-জন্যই রসস্বরূপের কামনা জাগরিত হয়, রসের সাগর সঙ্ক্ষুব্ধ হয়, চঞ্চল হয়। সত্যসংকল্প ভগবান্ সংকল্প করেন—"একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়" আমি বহু হইব। এই বিলাসের অর্থাৎ বহু হওয়ার আনন্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। আপনা আপনি বিলাস হয় না, বহু না হইতে পারিলে বিলাস হয় না, আবার বহু হইতে হইলে শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং রসের যে বিলাস বা আনন্দ তাহা তাঁহার শক্তিকে লইয়াই সম্পাদিত হয়। অনন্ত শক্তিমান ভগবানের তিনটি শক্তির নাম, বহিরঙ্গা মায়া শক্তি, তটস্থা জীব শক্তি, এবং অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি। এই স্বরূপ শক্তি সৎ, চিৎ, আনন্দ রূপে প্রসিদ্ধা। তাই শ্রুতি বলেন—শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি—সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি,—সন্ধিনী সংবিৎ ও হ্লাদিনী নামে পরিচিতা। তাঁহার সদংশে যে শক্তি—সন্ধিনী শক্তি, এইশক্তির বিলাসে তিনি সর্ব্বব্যাপী। চিৎ অর্থাৎ সংবিৎ শক্তির বিলাসে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী। আর আনন্দাংশে যে শক্তি তাহাই হ্লাদিনী, এই শক্তির বিলাসে তিনি বিশ্বানুরঞ্জনকারী—আনন্দজনয়িতা। সদংশে স্থিতি বা অস্তিত্ব বুঝায়। তিনি আছেন, অর্থাৎ এক মাত্র তিনিই আছেন। চিদংশে তিনি জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ, এ বিশ্বকে তিনি প্রকাশিত করিতেছেন, অর্থাৎ বিশ্বে এক মাত্র তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন। আনন্দাংশে তিনি প্রিয়, বিশ্বের যাহা কিছু আনন্দ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই বিশ্বে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই, তিনিই প্রিয়তম। তিনি একমাত্র আনন্দদাতা, সর্ব্ব আনন্দের আধার।

এই যে তিনটি শক্তির কথা বলা হইল, চরিতামৃতকার বলেন—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥

অর্থাৎ এই শক্তি জড় শক্তি নহে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।

হ্লাদতাপকরী।মশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥

অর্থাৎ হে ভগবান্, হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ এই তিন শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠাতা তোমাতেই অবস্থিত, কিন্তু হ্লাদকরী অর্থাৎ মনঃ প্রসাদিকা-সাত্ত্বিকী, বিয়োগদুঃখদা তাপকারী তামসী এবং উভয়মিশ্রা যে রাজসী, ইহা প্রাকৃত গুণাদি বর্জ্জিত তোমাতে অবস্থান করে না।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'সর্ব্বেশ্বরস্যাত্মভূত ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোরভিলপ্যেতে" (২—১—১৪)

এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কথা ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥" (৯—৮)

অন্যত্র—

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ॥

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা। (১৪—৩।৪)

এই ভাবে ভগবানের যে বহু হওয়া—ইহাই শৃঙ্গার রসের একটা দিক্, ইহা কাম। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"। বিষ্ণুপুরাণ ইহাকেই হ্লাদকরী অর্থাৎ মনঃ-প্রসাদিকা সাত্ত্বিকী বৃত্তি বলিয়াছেন। কোন্ অনাদি কাল হইতে জীব-জগৎ এই প্রবৃত্তির বশে চলিয়াছে। তৃণ-গুল্ম, লতা-বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ.

পশু-পক্ষী সর্ব্বত্রই ইহার অবাধ বিকাশ, সকলেই এই প্রবৃত্তির বশে চলিয়াছে—কিন্তু "অবশং প্রকৃতের্বশাৎ"। এই যে কাম, প্রাকৃত জগতে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দায়িনীবৃত্তি, ইহাই সৃষ্টির হেতু. যৌন আকর্ষণের একমাত্র কারণ, ইহাই জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রজনন ভিন্ন সৃষ্টিধারা অব্যাহত থাকেনা! আবার প্রাকৃত জগতের স্থিতির মূলেও এই কামই বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং অন্তে এই জীবজগৎ কামসমুদ্রেই প্রবেশ লাভ করিতেছে। এইরূপে অনাদি কাল হইতেই এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। বেদ আমাদিগকে এই কথাই শুনাইয়া থাকেন—

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ।

কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ।"

হিন্দু বিবাহের সময় এই কামস্তুতি পাঠ করে,—এই কন্যার সম্প্রদাতা কে? কাহাকে সম্প্রদান করিতেছে? সম্প্রদাতা কাম. কামকেই দান করিতেছে। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা, কামসমুদ্রেই ইহার স্থান।

কিন্তু এই যে তরু-তৃণ লতা-গুল্ম কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীর বহু হওয়া আর মানবের বহু হওয়া, ইহার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইতর প্রাণী যেমন প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া দেহের ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে, প্রকৃত মানব সে রূপে চলেনা। সে জানে প্রজনন অর্থাৎ সৃষ্টিরক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, দেহের ক্ষুধায়, রক্তমাংসের লালসায় তুচ্ছ ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাই তাহার চরম ও পরম কাম্য নহে। অবশ্য মানবাকারে পশু যাহারা তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলি।

মানুষ বহু হইতে চায়, ইহাই তাহার অনাদি কালের প্রকৃতি,

স্বাভাবিকী বৃত্তি। ইহার দুইটী দিক্ আছে—একটা আসুরী, অপরটা দৈবী। অসুরও বহু হইতে চাহে—কিন্তু চাহে ভোগের পথে, অপরের অধিকার সঙ্কোচ করিয়া—সংহার করিয়া। সে দেবতা হইতে চায়—জোর করিয়া দেবতাদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া। দেবত্বলাভের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা সে চাহে না, বিনা তপস্যায় মাত্র জোর করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভোগের পথেই সে দেবতা হইতে চায়। সে মনে করে, সংসারে যাহা কিছু সব তাহারই সুখের জন্য, ভোগের জন্য, আরাম ও আমোদের জন্য। ইহার মূলেও ঐ কাম। এই মহাশনকে সংযত না করিলে যে ইহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা দুষ্পূরণীয় হইয়া উঠে—কংস রাবণ প্রভৃতি তাহার প্রতীক। মানুষের মধ্যেও ইহাদের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু দৈবী প্রকৃতি এরূপ নহে। সে চাহে আপনাকে বিলাইয়া, আপনাকে অপরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু হইতে। ত্যাগের পথে আত্মসম্প্রসারণের পথেই তাহার গতি। স্বার্থপরায়ণ অসুর যেমন আপনার মধ্যেই বহুকে চাহে, দৈবী প্রকৃতি সেরূপ চাহে না। সে বহুর মধ্যেই আপনাকে দেখিতে চাহে। অসুর জানেনা যে এ সংসারে একমাত্র সৎ বস্তু ভগবান্, তাঁহার সত্তাতেই আমাদের সত্তা, সুতরাং বহুকে খুঁজিতে হইলে তাঁহার মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। মায়ার বশেই লম্পট কামুক, কৃমি-কীটের মত ক্লেদসিক্ত ব্রণক্ষতের অনুসন্ধানেই জীবন অতিবাহিত করে। এই আসুর ভাব মায়াবই সৃষ্টি। মায়া—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে উল্লসিত রূপের ডালি লইয়া বহ্নিমুখে পতনোন্মুখ পতঙ্গের মত জগৎকে আপনার দিকে টানিতেছে,—যাহারা আসুরী প্রকৃতির বশীভূত, তাহারা অবশে মায়ার এই ফাঁদে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ইহা শৃঙ্গার রসেরই একটা দিক, বাহিরের দিক্।

পূর্ব্বে যে দৈবীভাবের কথা বলিয়াছি, তাহাই ভিতরের দিক্—এই পথ জ্ঞানের পথ, ঐশ্বর্য্যের পথ। এই পথে বহুর মধ্যে আপনাকে দেখা, ইহাই সংবিৎ শক্তির বিলাস। অনুরক্ত প্রণয়ী দম্পতি যেমন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিতে চায়. পুত্র-কন্যার মধ্য দিয়া—সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখিয়া আপনারা বহু হইতে চায়, আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম-নগর দেশকে আপনার করিয়া আপনাদিগকে বহুর মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে চাহে, এই পথের পথিক তেমনি মায়ার রূপে না মজিয়া মায়া যাঁহার বিভূতিতে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছে—সেই বাসুদেবকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। সে বুঝিতে পারে—সেই স্বয়ম্প্রকাশই এই বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছেন। যেমন তিনি আছেন বলিয়াই বিশ্ব আছে, তেমনি 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি,' তাঁহার প্রকাশেই জগতের প্রকাশ। এই পথে অগ্রসর হইলে মানব বুঝিতে পারে শ্রীভগবানের বহু হওয়ার আরো একটী দিক আছে, তাহাই শ্রীধামবৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন স্থিত শ্রীরাসমণ্ডল। একদিকে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড, অন্যদিকে শতকোটী গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। একটী বাহিরে, অন্যটী ভিতরে, মানুষকে বাহির হইতে এই ভিতরে গিয়া স্থান করিয়া লইতে হইবে। শ্রীধামে পৌছিয়া ঐ মহারাস মণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইবে।

এই মানুষের মধ্যে দুই রকমের প্রকৃতি আছে। এক জন বাহিরের দিকে টানে, আর একজন ভিতরের দিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহে। এক জন রঙ্গময়ী নৃত্যচপলা হাবভাবনিপুণা নটী, আর একজন ধীরা শান্তিময়ী বুদ্ধিমতী কুলবধূ। রসিক বলেন এই ভিতর বাহির এক করিতে হইবে। দুইকে মিলাইয়া সেই একের ভজনা করিতে হইবে। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত

মশ্নুতে” অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতলাভ করিলে তবেই রস স্বরূপের উপাসনার অধিকার জন্মিবে। কিন্তু অবিদ্যার ও বিদ্যার অতীত তিনি—অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়কেই ত্যাগ করিতে না পারিলে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাঁহারই প্রকৃতি, শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ভূমি, জল, অনল বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি প্রকৃতি ভিন্ন আমার আর একটি পরা প্রকৃতি আছে, সেই জীবভূত প্রকৃতির দ্বারাই আমি এই জগত ধারণ করিয়া আছি।

“অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ”॥ (গীতা ৭—৫)

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির নিজের কোনো শক্তি নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন ‘ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সা চরাচরম্’।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা আছে—

“দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥” (৩।২৬।১৯)

মহর্ষি কপিল তাঁহার জননী দেবহূতিকে বলিলেন—দৈবাৎ অর্থাৎ কালবশে প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে সেই পরম-পুরুষ তাহার অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে বীর্য্যাধান করেন। তাহাতেই হিরণ্যবর্ণ মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

সুতরাং এই প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহেন। ভূমি জল তেজ বায়ু আকাশের কথা ছাড়িয়া দিই, মন বুদ্ধি অহঙ্কারেরও সৃষ্টি-ক্ষমতা নাই। বিষয় না থাকিলে মনের কার্য্য থাকে না, ইন্দ্রিয় না থাকিলে মনের বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। এই মন, ইন্দ্রিয়, বিষয়,

না থাকিলে বুদ্ধিও নিষ্ক্রিয়। বুদ্ধি না থাকিলে অহঙ্কারও জড়বৎ পড়িয়া থাকে। কিন্তু পরা প্রকৃতি জীবের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এই জগৎ তাহারই আধারে বিধৃত রহিয়াছে। জীব না থাকিলে জগতের রূপ, রস গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের কোনো সার্থকতা থাকে না। ভূম্যাদি অহঙ্কারাত্মক এই যে জগৎ, ইহার আধার জীব। এই জীবপ্রকৃতির একদিকে জগৎ, আর একদিকে ভগবান্। জীব চিৎকণ, জীব সেই স্বরূপেরই স্ফুলিঙ্গ। অবশ্য জীবেরও স্বকর্ত্তৃত্ব নাই। এই জীব, জগৎ ও ভগবানের মধ্যে দোল খাইতেছে, তার বাহিরে জগৎ, ভিতরে ভগবান্। সকল জীবের সেরা জীব মানুষ,—স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। এই মানুষ কেহ জগতে মজিতেছে। কেহ ভগবানকে ভজিতেছে। ইহাকেই আমরা মানুষের দুইটা দিক্ বা দুই রকমের প্রকৃতি বা আসুর ও দৈব স্বভাব বলিয়াছি। এই দুই প্রকৃতির নানা রকম শ্রেণীবিভাগ আছে। পুরুষার্থের তারতম্য অনুসারে এই শ্রেণী নির্দ্দেশ করা যায়। জীব ভিতর বাহির যে দিকেই যাউক, পুরুষার্থের প্রয়োজন। চতুর্বিধ পুরুষার্থের ধর্ম্ম ও অর্থ উপায় মাত্র। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অর্থ নিজেরা কোনো সুখ দিতে পারে না, তাহার ফলে সুখ পাওয়া যায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু কাম ও মোক্ষের সম্বন্ধে মতভেদ নাই। ভোগের যে অনুভূতি তাহাই কাম, এবং ভগবৎস্বরূপে আত্মবিলয়ের নামই মোক্ষ। বৈষ্ণবগণ মোক্ষচিন্তাকে কৈতব ধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কারণ যে—"সোহহং" চিন্তা মোক্ষপদের মূলমন্ত্র, সেই চিন্তাই বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধজনক। অন্যদিক্ দিয়া আমরা দেখিতে পাই, মোক্ষচিন্তায় জগতের স্থান নাই। অর্থাৎ যে ধারায়—যে জীবপ্রবাহের সহায়তায় ভগবান জগৎ ধরিয়া আছেন, মোক্ষপন্থী তাহা রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহে। কিন্তু

জগৎকে রক্ষা করে কাম, জীবের যে অনুভূতিতে জগতের অস্তিত্ব তাহাই কাম। এই অনুভূতি না থাকিলে জগৎ থাকিত না। তবে ইহা মায়িক অনুভূতি, বাহিরের অনুভূতি। ভিতরের যে অনুভূতি অর্থাৎ ভগবদনুভূতি অমায়িক, হইলেও যোগমায়ার সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্পন্ন হয় না। মায়াকে আয়ত্তে আনিয়া তাহার পরপারে দাঁড়াইয়া তবে সে অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়। এই ভিতর ও বাহির এক হইয়া গেলে দুইয়ের অনুভূতি একত্র মিলিলে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহাই শৃঙ্গার রস।

ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

আনন্দ চিন্ময় রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

আনন্দ চিন্ময় রসালিঙ্গিত যে ভুবনমোহনের মাধুর্য্যবিন্দু নিখিল প্রাণিগণের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া স্মরলীলায় অখিলভুবন জয় করিতেছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

যিনি স্বীয় অংশে স্মরতামুপেত্য বহুরূপে জগৎ হইয়াছেন, স্বয়ং তিনিই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপে আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতায় রাসবিলাসে বহুর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া অন্বয় রূপের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। স্মররূপে যিনি নিখিল জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, তিনি বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদনরূপে "আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর" আপনাকে দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইতেছেন।

"রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম"।

এই মুগ্ধতা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে আর কাহারো সামর্থ্য নাই, যিনি সমর্থা, তিনিই শ্রীরাধা। কবিরাজ জয়দেব এই রাধা প্রেমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এই রাধা প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া শ্রীমদনমোহনের কথায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—সেই মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার রস—

রাধাসঙ্গে যদাভাতি তদা মদন মোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ॥

১৬

প্রকৃতিভাবে উপাসনা

প্রকৃতিভাবে ভজন বৈষ্ণবসাধনার অন্যতম বিশেষত্ব। জীব-প্রকৃতির পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলনের যে লীলা, তাহাই মধুর ভাবের ভজন। এই বিশ্বের যাহা কিছু সব প্রকৃতিরই খেলা, সে খেলা বন্ধ হইয়া গেলে বিশ্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। কিন্তু মূলে প্রকৃতিও একাকিনী অচলা, পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত তিনিও কিছু করিতে পারেন না। পুরুষের ঈক্ষণে তাঁহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া যায়, তিনি চঞ্চল হইয়া উঠেন। পুরুষ দেখিতেছেন, ভোগ করিতেছেন, এই সোহাগেই রঙ্গময়ী তখন বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে বিশ্বকে বিকশিত করিয়া তুলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি হইতে পুরুষের দৃষ্টি প্রত্যাহৃত হয়, যে মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিতে পারেন, পুরুষ আর কিছুই ভোগ করিতেছেন না, অভিমানিনী পলকের মধ্যেই আপনাকে সংযত করিয়া লয়েন, তাঁহার সকল লীলাই অন্তর্হিত হয়, খেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই যে পুরুষকে দেখাইবার জন্য—তাঁহাকে

ভোগ করাইবার জন্য প্রকৃতির বিলাস, এই ভাবের মূলেই মধুর ভজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (১)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতে উত্তম, লোকে বেদে তিনিই পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত। আবার ক্ষর ও অক্ষর তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই পুরুষোত্তমের সঙ্গে মিলনই জীবের পরমপুরুষার্থ।

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

এই পুরুষোত্তম রসিকশেখর, পরমকরুণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ইহাঁর ভজনের স্তরনির্দ্দেশে শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী বলিয়াছেন—

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধ।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥

(১) উপনিষদে "দ্বা সুপর্ণা"র উপাখ্যান আছে। একটি বৃক্ষে সখ্যভাবে দুইটি পক্ষী বাস করে। তাহার একটি পিপ্পল ভক্ষণ করে, পিপ্পলের কটু আস্বাদন ভোগ করে, অন্যটি দর্শক মাত্র, সে শুধু বসিয়া বসিয়া দেখে। দৈবক্রমে যদি কখনো এমন হয়—ভোক্তা পাখীটি বলিয়া বসে, অতঃপর আমি আর এই কটু পিপ্পল ভক্ষণ করিব না, এখন হইতে আমি দর্শক, আমি মাত্র দেখিব। এইবার তুমি ভোগ কর। তাহা হইলে যে অবস্থাটি দাঁড়ায়—গোপী ভাবের সঙ্গে তাহার কতকটা তুলনা হয়। এই ভোক্তার আসন ছাড়িয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণের মধ্যে গোপী ভাবের ইঙ্গিত আছে।

গ্রামে একজন বাজীকর আসিয়াছেন। পুতুলের নাচ দেখাইয়া বেড়ান। প্রত্যেকটি পুতুলের মাথায় সূতা বাধা। সূতার গোছাটি নিজের হাতে লইয়া অন্তরালে বসিয়া তিনি পুতুলগুলিকে নাচাইয়া থাকেন। দৈবাৎ একদিন একটি পুতুলের সূতা ছিঁড়িয়া গেল, সে একেবারে বাজীকরের নিকটে গিয়া পড়িল। সে তখন বাজীকরকে ধরিয়া বসিল, এতগুলি পুতুলকে যখন নাচ শিখাইয়াছেন, নাচাইতেছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি নিজে বেশ ভালই নাচিতে জানেন। এখন আপনি একবার নাচুন, আমরা দেখি। তাহার অনুরোধে বাজীকরকে নাচিতে হইল। পুতুলটি নাচ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে তখন বলিয়া কহিয়া অপর পুতুলগুলির বাঁধন খসাইল, এবং একে একে

সাধনার প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া সাধক বলিতেছেন আমি তাঁহার, আমি তোমার। 'ইতঃপূর্ব্বং মনোবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ' সকলি তোমার পায়ে সমর্পণ করিয়াছি, তুমি কৃপায় আমাকে আত্মসাৎ কর। কত জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া কত পথ ঘুরিয়া এই বৃন্দাবনের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়া আছি, আমায় ডাকিয়া লও।

দ্বিতীয় সোপানে সাধক বলেন তিনি আমার, তুমি আমার। আমায় পায়ে দলিয়া যাও, দেখা না দিয়া মরমে যাতনা দাও, তথাপি হে জীবনাধিক, তুমি আমার, তুমি আমারই।

প্রথম ভাবটী তদীয়া রতি, দ্বিতীয় ভাবটী মদীয়া রতি নামে পরিচিত। এই মদীয়া রতিই ব্রজের গোপীভাব, এই ভাবেরই চরম পরিণতি মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। মদীয়া রতির চরম ও পরম পরিণতিতে শক্তিমান শক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, 'দেহি পদপল্লবম্' বলিয়া শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানের এই মধুর লীলাবিলাসই শ্রীগীতগোবিন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

মিলনেই রসানুভূতির স্ফূর্ত্তি। কিন্তু জয়দেবগোস্বামী মিলনের পর বিরহ, এবং বিরহের পর মিলনে এক অনিন্দ্য সুন্দর মাধুর্য্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিরহে মিলনের পূর্ব্বস্মৃতি এবং বর্ত্তমানের বেদনা একত্র মিলিত হইয়াছে, ভবিষ্য মিলনের মধুরতম স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিয়া ক্ষণে ক্ষণে তন্ময়তা আনিয়া দিতেছে। শ্রীমতীর কথায় কবি বলিতেছেন—

সকলকে সাজঘরে আনিয়া বাজীকরের নাচ দেখাইল। তাহারা এখনো নাচে, বাজীকরের ইঙ্গিতেই নাচে, তবে বাজীকরের সঙ্গেই নাচে। বাজীকরকেও তাহাদের ইঙ্গিতে নাচিতে হয়। বাজীকর আর তাহাদিগকে সূতায় বাঁধিয়া নাচাইতে পারেন না। এই রূপকের মধ্যেও গোপী ভাবের ভজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥"

এই অপূর্ব্ব তন্ময়তায় মনে হইতেছে আমিই তুমি, আমিই কৃষ্ণ। ইহাই মধুসূদন সরস্বতীর "সএবাহং" ভাবের পরম ও চরম অবস্থা। এই যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত, ইহা জয়দেব শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গ্রহণ করিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে শক্তিমান্ পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গাইয়া শক্তির এই বিরহের ব্যথা অপনোদন করেন নাই। ভাগবতে রাধিকা, বিরহের পর কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করেন নাই। তাই বলিয়াছি গীতগোবিন্দে শৃঙ্গার-রস-বিলাসের চরম অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণ বলেন গোপীভাব ভিন্ন এই ভজনের, শৃঙ্গার-রসোপাসনার অধিকার জন্মে না। পূর্ব্বে যে বাহির ও ভিতরের মিলনের কথা বলিয়াছি, গোপীভাবই সেই মিলনের ভূমি। সন্ধিনী শক্তির কথা বলিয়াছি; থাকা অর্থাৎ অস্তিত্ব এই শক্তির ভাব। আর সংবিৎ বা চিৎ বা জ্ঞানশক্তির কাজ জানা। কে আছে এবং কে জানিতেছে সংসারে ইহারই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দ্বন্দ্ব থাকিলেই মিলন থাকিবে, গোপীভাবই সেই মিলনের ভূমি। কথাটা আর একদিক্ দিয়া ঘুরাইয়া বলি। সংসারে চারি প্রকারের ভক্ত আছেন, শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার ভক্ত। "ভজন্তে" এই শব্দ হইতেই ইহাদের ভক্তির ইঙ্গিত পাইতেছি। ইহার মধ্যে আর্ত্ত—যে পাইয়া হারাইয়াছে, অর্থাৎ নষ্ট বস্তু পুনঃ-

প্রাপ্তির কামনা যাহার হইয়াছে। জিজ্ঞাসু—যে জানিতে চাহে। অর্থার্থী—যে অর্থ চাহে। আর জ্ঞানী—যিনি সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে জানিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আর্ত্ত এবং অর্থার্থী প্রায় এক শ্রেণীর, ইঁহারা বাহিরের। আর জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী, ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও শ্রেণীতে ঐক্য আছে, ইহাঁরা ভিতরের। গোপীভাবে তত্ত্বের দিক্ দিয়া এই ভিতর বাহির এক হইলেও গোপীভাব এই দুই স্তর ছাড়াইয়া এক অভিনব সোপানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরের ঐ চারি শ্রেণীর ভক্তই কমবেশী আপনার দিক্‌টাই দেখিয়াছেন, কেহ বলেন নাই যে, হে আনন্দস্বরূপ, তুমি আনন্দিত হও। গোপীগণ সেই কথাই বলিয়াছেন। গোপীগণ দেখিতেছেন বৃন্দাবনে দ্বিতীয় কোন পুরুষ নাই। তাঁহাদের চক্ষে সুবল, মধু-মঙ্গল, নন্দ, উপানন্দ সকলেই গোবিন্দের সেবক। সকলেই নারী, বৃন্দাবনের মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, তরুলতা, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, স্থাবর জঙ্গম, একজনের সুখের জন্যই উন্মুখ। একজনকে কেন্দ্র করিয়াই একজনের মুখ চাহিয়াই সকলেই অধিষ্ঠিত, জীবিত। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটীগুণ ॥

গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হইতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয় ॥

তা সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ। তথাপি বাড়িল সুখ পড়িল বিরোধ ॥

এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥

গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক
সমতা ॥

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥

গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত। কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর
শোভা বাড়ে তত ॥

এই মত অন্য অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি। অন্য অন্যে বাড়ে সুখ কেহ
নাহি মুড়ি ॥

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে। তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥

অতএব এই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি
কামদোষে ॥

* * * *

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিন। যে প্রকারে হয় প্রেম
কামগন্ধহীন ॥

গোপীপ্রেম করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি। মাধুর্য্য বাড়য়ে প্রেমে হয় মহাতুষ্টি ॥

প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি। প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥

* * * *

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা,
সখী, দাসী" ॥

প্রশ্ন উঠিতে পারে—কেন এই শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বের উপাসনা করিব ? উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন, আনন্দ লাভের এমন পন্থা আর নাই। পার্থিব আনন্দের মধ্যে যেমন যোষিদানন্দই শ্রেষ্ঠ, তেমনি ভগবদ্-ভজনে এই মধুর ভজনই শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ এ আনন্দের নিকট

ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ মনে করেন। এই আনন্দ কি বস্তু কেহ বলিতে পারে না, ইহা মূকাস্বাদনবৎ। এ আনন্দ অনুভবগম্য। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, 'যত যত রসিকজন রস-অনুমগন অনুভব কাহু ন পেখ'। কেহ তো দেখে নাই, তবে রসিকের অনুভূতিই জানে, যে রসাস্বাদন কি বস্তু, কি সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। পূর্ব্বে যে সৎ চিৎ আনন্দের কথা বলিয়াছি, তাহার সঙ্গে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির কতকটা তুলনা হইতে পারে। আমি আছি, বিশ্ব আছে, ইহাই জাগ্রতের অবস্থা। আমি জানিতেছি, ইহাই স্বপ্নের অবস্থা। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখি—কিন্তু জাগিয়া এ জ্ঞান হয় যে স্বপ্ন দেখিয়াছি। ইহার পরই সুষুপ্তি—স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রা। আনন্দের অবস্থা বুঝাইতে গিয়া অনেকে এই সুষুপ্তির উদাহরণ দেন। অবশ্য এই গাঢ় নিদ্রার পরও আমি যে বেশ ঘুমাইয়াছি এ বোধ থাকে। লৌকিক আনন্দেও তেমনি আমি আনন্দিত হইয়াছি এরূপ একটা অনুভূতি থাকে। ইহার পরের অবস্থা তুরীয় নামে কথিত হয়। উপনিষদ ব্রহ্মানন্দের উদাহরণ দিতে গিয়া সুষুপ্তির আনন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়ের এবং মনের কোনো কার্য্য থাকে না। কিন্তু কোনো বৃত্তিরূপে আকারিত না হইলেও বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, সেই নির্ম্মল বুদ্ধিতে চিৎ প্রতিবিম্ব স্ফুরিত হয়। তবে বুদ্ধি তখনো মলিনসত্ত্বপ্রধানা বলিয়া তুরীয়ানন্দের অনুভূতি পায় না। সুষুপ্তির এই অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মানন্দের কথা বুঝাইতে গিয়া উপনিষদ জায়াপতির একাত্মতার উদাহরণ দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

"তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ংরূপম্। তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামংরূপং শোকান্তরম্।" (৪।৩।২১)

সত্যদ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মানন্দের উপমা দিতে গিয়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই! যত পার্থক্যই থাকুক, তবু তিনি যোষিদানন্দের সঙ্গে —শৃঙ্গাররসবিলাসের সঙ্গেই—তাহাকে উপমিত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার সঙ্গে গোপীভাবের পার্থক্য আছে। গোপীগণ ভাবানন্দে কেবল যে বাহ্য আভ্যন্তর বিস্মৃত হইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্তর বাহির এক করিয়া বলিতেছেন "ভগবান্ তুমিই আনন্দিত হও! আমাকে ভোগ করিয়া আমার যাহা কিছু আছে লইয়া তুমি সুখী হও! আমার মধ্যে আসিয়া তুমি উল্লসিত হও! আমার বলিতে তো কিছু নাই, তোমাকে লইয়াই তো আমি, অতএব আমার মধ্যে তোমার যাহা কিছু আছে, তুমি গ্রহণ কর। হে রসস্বরূপ, তোমার যে রসে আমি রসিকা, সে রস তুমি ভিন্ন আর কাহাকে দান করিব? হে জগদেকনায়ক, তোমাকে পাওয়াইয়াই—তোমার প্রাপ্তিতেই আমাকে সার্থক কর।"

পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ভাবের আভাস পাওয়া যায়। য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে 'সলোমনের পরমগীত' নামে একটী অংশের মধ্যে দেখিতে পাই—

"তুমি নিজ মুখের চুম্বনে আমায় চুম্বন কর, কারণ তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতেও উত্তম। তোমার সুগন্ধিতৈল সৌরভে উৎকৃষ্ট, তোমার নাম সেচিত সুগন্ধিতৈলস্বরূপ। এই জন্য কুমারীগণ তোমায় প্রেম করে। আমাদের আকর্ষণ কর, আমরা তোমার পশ্চাতে দৌড়িব। রাজা আপন অন্তঃপুরে আনিয়াছেন। আমরা তোমাতে উল্লসিত হইব আনন্দ করিব। দ্রাক্ষারস হইতেও তোমার প্রেমের অধিক উল্লেখ করিব। লোকে ন্যায়তঃ তোমাকে প্রেম করে। আমাব প্রিয় আমার কাছে গন্ধরস-তরু-গুচ্ছবৎ, যাহা আমার কুচযুগের মধ্যে থাকে। আমার প্রিয় আমারই,—আমি তাঁহারই।"

মুসলমান সাধকগণের মধ্যে 'মালামৎ' নামে একটী সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়ের কোনো সাধুর মুখে পারস্য কবি সাদীর একটী গজল শুনিয়াছিলাম। গজলটির ভাবার্থ এইরূপ—

"উচ্চ গিরিশিখরের উপরে একটী মন্দির আমি জানি। অতি ধীর পবনও তথায় যাইতে শঙ্কিত হয়। আকাশের অশনি সেই মন্দির হইতে আমার প্রিয়তমার সংবাদ আনিয়া দিবে। সেই শিখর-সমতলে আমার পরাণপুতলী আমার সুন্দরী পরী অবস্থিতি করেন। পক্ষী, আমার সংবাদ সেখানে লইয়া যাও। সূর্য্যকিরণও তাহার রূপে ম্লান হইয়া যায়। তিনি যদি দয়া করিয়া সুধান—বলিও, প্রাণ দিয়াও আমি তাঁহার করুণা ভিক্ষা করি। বলিও, হে সুন্দরি, তুমি সর্ব্বদাই আছ আবার নাই এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নিশিদিন তোমার মধুর স্মৃতি আমার হৃদয়পথে গতাগতি করে। তোমায় দেখিতে পাইনা এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তুঁমি দয়া না করিলে আমার এমন কি যোগ্যতা যে তোমায় দেখিব? তোমার অকৃপার অনল আমার পথরোধ করে। বলিও আমি মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া, পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ, আর তুমি কিনা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছ। আমি তোমার স্বপ্ন দেখি—শুধু তোমারই মাত্র।

"বলিও, আমি তোমারই, আমায় দয়া করিয়া ভালবাস, আর নয়তো তোমার প্রতি আমার প্রেম হৃদয় হইতে কাড়িয়া লও। বলিও, সৌন্দর্য্যময়ি! কি তোমার রূপ, ঘোমটার ভিতর হইতেও তোমার মুখকান্তি আমায় আপ্যায়িত করিতেছে।

"যদি জিজ্ঞাসা করেন, সাদী কে? তাহার কি যোগ্যতা যে আমার প্রেমের কথা কয়? বলিও সাদী তোমার ক্রীতদাস, সাদী অন্তরে বাহিরে তোমারই একান্ত অনুগত ভক্ত সেবক।"

মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের সাধক ও কবিগণের নাম জগদ্বিখ্যাত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুফীদের মতবাদ সুগঠিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। সাদী তাঁহাদেরই এক জন। সুফীগণ শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত। কবি যেন প্রণয়ী ভাবে ঈশ্বরের ভজনা করিতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে মার্ফতী নামে একটী সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের মত নাগরীভাবেই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহাদের সাধনপ্রণালী এবং ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্।

ভক্ত সাধক কবীর বলিতেছেন—

নৈহরবা হমকো নহি ভাবে।
সাঁঈ কী নগরী পরম অতি সুন্দর
জহঁ কোই জায় ন আবে॥
চাঁদ সূরজ জহঁ পবন ন পানী
কো সন্দেশ পঁহুছাবে।
দরদ মহ সাঁঈ কো শুনাবে॥
আগ চল পংথ নাহি সূঝৈ
রাহ্ ন ঠহরণ যাবে।
কেহি বিধি সাঁঈ ঘর জাউ মোরী সজনী,
বিরহ জোর জানাবে॥
বিন সাঁঈ ঐসন নহি কোঈ
জো য়হ রাহ বতাবে।
কহত কবীর সুনো ভাই প্যারে
কৈসে প্রীতম পাবে॥
তপন য়হ জিয় কে বুঝাবে॥

(শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কৃত সংস্করণ হইতে)

"সখি, আর তো ভাল লাগে না। আমার স্বামীর দিব্য নগরী

অতি সুন্দর, সেখানে কেহ গেলে আর ফেরে না। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু জলও যাইতে পারে না—কে বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিবে? আমার দরদ স্বামীকে শুনাইবে? আগে চলিব কি, পথ চিনি না, অথচ পথে থামিতেও পারিতেছি না। সজনি, কি উপায়ে স্বামিগৃহে যাইব? বিরহ বাড়িতেছে। স্বামী বিনা এমন কেহ নাই যে পথের সন্ধান বলিয়া দিবে। কবীর কহিতেছে, শুন ভাই প্রিয়, কিরূপে প্রিয়তমকে পাইব, তপ্ত-জীউকে শান্ত করিব?"

জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু সাধক এই পথের পথিক হইয়াছেন। কিন্তু পথ এক হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এই ধারা, এই ভাব সম্পূর্ণ অভিনব। ভগবানকে এমন করিয়া আপনার জন বলিয়া বুঝিবা আর কেহ ভাবে নাই, এমন প্রীতির বাঁধনে বুঝি আর কেহ বাঁধে নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"; কিন্তু গোপীভাবে মুগ্ধ হইয়া রাসোৎসবের শেষে শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি বলিলেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥" (১০।৩২।২২)

"নিরুপাধি ভজনপরায়ণা মুগ্ধে।
রে সখি! যে মহাভাব বৈদগ্ধ্যে॥
দুর্জ্জর আবাস শৃঙ্খল করি ভঙ্গ।
নিরমল রাগে দান দেয়লি সঙ্গ॥
তুয়া সবাকার ও নিজ সাধুকৃত্য।
সবা সাধু স্বভাবে সফল হউ নিত্য॥

যো যৈছে ভজে হাম ভজিব সেরূপ।
সো নিজ মুখবাণী ভৈ বৈরূপ ॥
মর্ত্তে লভিয়ে যদি দেব পরমাই।
হেন প্রীতি পরিশোধে পন্থ না পাই ॥
অশকত প্রতিদানে মুই প্রেমাধীন।
রহি গেল সবাপাশ মঝু গুরুঋণ ॥'

১৭

যোগমায়া

যাঁহারা কৃষ্ণলীলা বিশেষতঃ শ্রীভগবানের রাসলীলা অথবা পরকীয়াবাদ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের পক্ষে "যোগমায়া" তত্ত্বটী জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন শৈব ও শাক্তগণের পক্ষেও এ-তত্ত্ব আলোচনার আবশ্যকতা রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই তত্ত্ব বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। চণ্ডীতে ঋষি বলিয়াছেন :—

স বিদ্যা পরমা মুক্তেহের্তুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥

সেই সনাতনী পরমাবিদ্যারূপে মুক্তির হেতুভূতা। আবার সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরীই অবিদ্যারূপে সংসার বন্ধনের কারণ। অন্যত্র

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতে:।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥ ১ অধ্যায় ৪৪

এই মহামায়া জগৎপতি হরিরও যোগনিদ্রা স্বরূপিণী। সুতরাং তাঁহার জগৎমোহন বিস্ময়ের কার্য্য নহে। চণ্ডীতে এই দেবী

বহুবার বৈষ্ণবীরূপে কথিতা হইয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে ঋষি ইহাঁকে বিষ্ণুমায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ইহাঁর মায়া ও যোগমায়া এই দুইটী নাম পাওয়া যায়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুরত্যয়া; যে আমার শরণাগত হয়, সেই এই মায়া অতিক্রম করে। (৭ অধ্যায় ১৪ শ্লোক)। যোগমায়া-সমাবৃত থাকায় সকলে আমার প্রকাশ দেখিতে পায় না। মূঢ় লোকে আমাকে অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না। (৭ম অধ্যায়, ২৫ শ্লোক) চণ্ডীতে এই দেবী প্রধানতঃ মহামায়া নামেই কথিতা হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ইনি বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া এবং মহামায়া এই তিন নামেই পরিচিতা। শ্রীমদ্ভাগবতে মায়া শব্দও আছে। বিষ্ণুমায়া (১০ম স্কন্ধ ১ম অঃ ২৫) যোগমায়া (১০ম, ২অ, ৬)

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥ (১০ম ২২অ, ৪)

নন্দগোপনন্দনকে, পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় গোপীগণ যাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন, মহারাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ তাঁহারই মূলস্বরূপকে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশকে সমীপে গ্রহণ করিলেন।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥
(১০ম ২৯শ, ১ শ্লোক)।

এই যোগমায়া দেবীকে রাসের—তথা শ্রীকৃষ্ণলীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিতে পারা যায়। চণ্ডীতে যে অবিদ্যা, ও যোগনিদ্রার উল্লেখ পাইয়াছি, তাহাকে মায়া, মহামায়া ও যোগমায়া নামে অভিহিতা করিতে পারি। অবিদ্যা সংসারবন্ধনের হেতু, বিদ্যা

সর্ব্বসম্পদ্‌দাত্রী, অভীষ্টদায়িনী, মোহমুক্তির হেতুস্বরূপা; আর যোগমায়া—রসভাবের সেবিকা, রসভাবের পরিপালিকা এবং রসভাবের,—আনন্দব্রহ্মের অনুভূতি প্রদানের সামর্থ্যে সর্ব্বাধিকা। শ্রীভগবান রাসলীলায় ইহাঁকেই সহকারিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে এই দেবীর পরিচয় এইরূপ—

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্‌।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী॥
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—শ্রীদুর্গা শ্রীভগবানের চিন্ময়ী শক্তি। ইহার অপর নাম একা বা একানংশা। পরমাশক্তিময়ী এই মহাবিষ্ণু স্বরূপিণী শ্রেষ্ঠাশক্তি। এই প্রেম-সর্ব্বস্ব-স্বভাবা, গোকুলাধিষ্ঠাত্রীকে জানিতে পারিলে অখিলেশ্বর আদিদেবকে সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই-অখণ্ড রসবল্লভা দুর্গার আবরিকা-শক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়া সমস্ত জগৎকে, সকল দেহাভিমানী জীবকে মুগ্ধ করেন।

চণ্ডীতে দেবী নিজ মুখেই বলিয়াছেন—"নন্দগোপগৃহে জাতা-যশোদাগর্ভসম্ভবা"—আমি নন্দগোপগৃহে যশোদা গর্ভে জন্মগ্রহণ

করিব। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাঁকেই বিষ্ণুর অনুজা বলিয়াছেন। ইহাঁরই নাম একানংশা। অনেকে ইহাঁকেই যোগমায়া বলেন। জগন্নাথ ও বলদেবের মধ্যবর্ত্তিনী এই দেবীকে অনেকেই সুভদ্রা নাম দিয়া ভ্রমাত্মক উক্তি করেন।

মায়ার কার্য্য "বিমুখমোহন"। জীবকে ভগবদ্‌বিমুখ করিয়া মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করাই তাঁহার কাজ। মহামায়া বা বিদ্যার কার্য্য—"উন্মুখমোহন"। সংসার হইতে, বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া জীবকে ভগবদভিমুখী করিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। আর শ্রীভগবানের শক্তিগণকে, তাঁহার পরিকরগণকে, এমন কি স্বয়ং শ্রীভগবানকে মুগ্ধ করিতে একমাত্র যোগমায়াই সমর্থা। এই মুগ্ধতাই শ্রীভগবানের লীলা। এই মুগ্ধতা তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়া প্রকৃতি নামে অভিহিতা হইয়াছেন; "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ঈশোপনিষদে অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইটী নাম পাওয়া যায়। বলিতেছেন—(১১শ শ্লোক)

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

ঈশোপনিষদ্ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই যুগপৎ জানিতে বলিয়াছেন। অবিদ্যাকে জানিলে সংসারবন্ধন ঘটিবে না। তাহার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে। আমাদের মতে অতঃপর অর্থাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্তির পর অখণ্ড রসবল্লভার দর্শন মিলিবে এবং তিনিই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সান্নিধ্য দান করিবেন। অবিদ্যা ও বিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াই রসস্বরূপের অনুভূতি লাভ হইবে। ঈশোপনিষদ্ অবিদ্যা ও বিদ্যা, অসম্ভূতি ও সম্ভূতি দুইয়েরই

পৃথক উপাসনার নিন্দা করিয়াছেন। উভয়কে একত্রে জানিবার কথাই বলিয়াছেন।

এই যোগমায়াই শ্রীদুর্গা, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ভগবত-সন্দর্ভে গৌতমীয় কল্পের বচন উদ্ধার করিয়া তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারোন্নো বিমুচ্যতে ॥"

কৃষ্ণ ও দুর্গার তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। "ব্রহ্মসংহিতা" এই রহস্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন (১১শ শ্লোক)

"মায়য়া রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ।
আত্মনা রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া ॥"

মায়ার সহিত তাঁহার বিয়োগ নাই, তিনি মায়া সহ সর্ব্বদাই রমণরত। তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টিকাল সমাগমে তিনি আত্মশক্তি রমার সহিত রমণ করেন। এখানে মায়া শব্দে রমাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। রমা সঙ্গে তিনি নিয়ত বিহারশীল বলিয়াই রমার অপর নাম নিয়তি। "নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎ প্রিয়া তদ্বশং সদা।" ব্রহ্মসংহিতা মায়ার সঙ্গে প্রকৃতির পার্থক্য রাখিয়াছেন। বলিয়াছেন—

"এবং জ্যোতির্ম্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥
আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ ॥ (১০)

প্রকৃতি হইতে তিনি নির্লিপ্ত, প্রকৃতির সহিত সেই আত্মারামের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় প্রকৃতির বেশ পরিষ্কার বিশ্লেষণ আছে। শ্রীদুর্গাই রূপভেদে প্রকৃতি বা মহামায়া ও যোগমায়া নামে অভিহিতা হন। যোগমায়া রূপই শ্রীদুর্গার প্রকৃত স্বরূপ। মহামায়া ও মায়া ইহাঁরই অংশরূপা।

কালিকা পুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিষ্ণুমায়া ও মহামায়ার পৃথক বর্ণনা আছে। যিনি যোগিগণের মন্ত্র-মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে তৎপরা, পরমানন্দ-স্বরূপা, সত্ত্ব বিদ্যা, তাঁহাকেই জগন্ময়ী বলা হয়। ইনিই বিষ্ণু মায়া। * * * যিনি পুনঃ পুনঃ জীবকে ক্রোধ মোহ লোভ মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাম-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া আমোদযুক্ত ও ব্যসনযুক্ত করেন তিনিই মহামায়া।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে এমন কি শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করাই যোগমায়ার কার্য্য। তাহার উদাহরণ দিতেছি। শিশু শ্রীকৃষ্ণের চাঞ্চল্যে ব্রজের গোপ-গোপীগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমনই একদিন বলরামাদি গোপবালকগণ আসিয়া যশোদাকে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে।" যশোদা এই কথা শুনিয়া ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া তিরস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি মাটী খাই নাই, উহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। যশোদা বলিলেন "তবে হাঁ কর, দেখি"। এই কথা শুনিয়া যশোদানন্দন মুখ ব্যাদান করিলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের জঠর মধ্যে দ্বীপ-পর্ব্বত-সমুদ্র সমন্বিত বিশ্বের বিশাল রূপ দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন "এ কি স্বপ্ন, না দেবমায়া, না আমার বুদ্ধিভ্রম, অথবা ইহা আমার পুত্রেরই কোন ঐশ্বর্য্য।" তিনি নারায়ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি যশোদা, গোপরাজ নন্দ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র, আমি ব্রজেশ্বরের অখিল বিত্তের অধিকারিণী পত্নী, গোধনাদি সহ ব্রজের গোপগোপী আমার অধিকৃত, যাঁহার মায়ায় আমার এই মন্দ মতি হইয়াছে, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়।"

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥

গোপী যশোদার এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে শ্রীভগবান্ পুত্রস্নেহময়ী আপন বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন। বেদ, শ্রুতি, সাংখ্য, যোগ এবং পঞ্চরাত্রাদিতে যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, অতঃপর যশোদা সেই হরিকে পুত্রজ্ঞান করিলেন। এই সমস্ত কার্য্যে যোগমায়া ভিন্ন অপর কেহ সমর্থা নহেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধা-সনাথা ব্রজগোপীগণের মিলন সাধন। দার্শনিকগণ মায়াকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অঘটন-ঘটন-পটুতা মহারাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করা, শ্রীরাধা আদি গোপীগণকে মুগ্ধ করা। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দূরীভূত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যাঁহার আবির্ভাব, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আপন আনন্দাংশ-ঘনীভূতা হ্লাদিনী মূর্ত্তি শ্রীরাধাকে পরবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর শ্রীরাধাও সেই জগৎপতিকে পরপুরুষ ভাবিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে জার-বুদ্ধিতে সঙ্গতা হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অঘটন আর কি হইতে পারে? ইহাই যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই জন্যই কৃষ্ণলীলা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যোগমায়ার তত্ত্ব আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রহস্য জানিতে হইলে প্রসন্ন অন্তঃকরণে সাধনা আবশ্যক। পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদের বাণীরূপের মর্ম্মগ্রহণ আবশ্যক। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, মূঢ় লোকে যোগমায়া-সমাবৃত আমাকে জানিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে যোগমায়ার উপাসনা করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

(৩।২।১২)

"আপন যোগমায়ার শক্তিপ্রদর্শন জন্য শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত

যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যের ললামভূত সেই মূর্ত্তি যেন ভূষণেরও ভূষণ স্বরূপ ছিল এবং তিনি নিজেই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।"

ইহাই যোগমায়ার, সেই অখণ্ড রস-বল্লভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তিনি এমন রূপকে নিত্যলীলা হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যে রূপ দেখিয়া আপনার স্বরূপে স্বয়ং বিশ্বরূপও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
বিশ্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার ॥
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ তার নিত্যধাম ॥

এই যোগমায়ার অপর নাম পৌর্ণমাসী। অঙ্গিরা পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে সিনিবালী ও কুহূ এবং রাকা ও অনুমতি নামে চারিটী কন্যা হয়।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়) রাকা রজনীর নাম পৌর্ণমাসী। এই রাকা রজনীতেই রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপিণী যোগমায়া দেবীই রাসের অধিষ্ঠাত্রী। কৃষ্ণলীলার প্রকাশিকা বলিয়াই ইনি পৌর্ণমাসী বলিয়া অভিহিতা।

অপ্রকটলীলায় যোগমায়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সে লীলায় ইনি শ্রীরাধার স্বরূপেই অবস্থিতি করেন। প্রকট লীলায় মূল স্বরূপে শ্রীরাধায় এবং অংশরূপে যোগমায়া রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সাহায্যকারিণী।

সম্মোহন তন্ত্রের নিম্নোক্ত বচন অনুসরণ করিয়া—

যন্নাম্নানাম্নি দুর্গাহহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্।
যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যাপরাহদ্বয়া॥

সহজিয়াগণ বলেন যোগমায়া নিত্যারাধা। বৃন্দাবনে বৃষভানুনন্দিনী প্রেমরাধা, মথুরায় কুব্জা কামরাধা। ইঁহাদের মতের সঙ্গে আচার্য্যগণের মতের পার্থক্য থাকিলেও এই সম্প্রদায়-প্রচলিত অমৃততন্ত্র নামক গ্রন্থ হইতে যোগমায়ার ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পীতবস্ত্রপরীধানাং বংশযুক্তকরাম্বুজাম্।
কৌস্তুভোদ্দীপ্তহৃদয়াং বনমালাবিভূষিতাম্।
শ্রীকৃষ্ণক্রোড়পর্য্যঙ্কনিলয়াং পরমেশ্বরীম্।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ীং দেবীং পরমানন্দনন্দিতাম্॥
রাসপ্রিয়াং নিত্যরাধাং কৃষ্ণানন্দস্বরূপিণীম্।
যোগমায়াং ভজেদ্ দেবীং পূর্ণানন্দমহোদধিম্॥

শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা রাসলীলা। গোপীযূথ-পরিবৃতা মহাভাবময়ী বৃষভানুনন্দিনীর পদাঙ্কানুসরণে শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তের

সুমধুর মিলনলীলা। দেবী দুর্গা—অখণ্ড রসবল্লভা যোগমায়া এই লীলার সাহায্যকারিণী। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

১৮

শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ

শ্রীগীতগোবিন্দের মত একখানি বহুল প্রচারিত গ্রন্থে পাঠ ভেদ থাকা স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠ ভেদও নিতান্ত অল্প নহে, কারণ আটশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত এই গ্রন্থখানি সারা ভারতবর্ষে আজিও সমান সমাদৃত।

শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীতগুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঠান্তর পাওয়া যায় শ্লোকের মধ্যে; শ্লোকের সংখ্যারও ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় সংস্করণ অপেক্ষা বোম্বাই নির্ণয় সাগর যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণে কয়েকটি শ্লোক অধিক আছে। আবার বাঙ্গালায় প্রচলিত গ্রন্থের বাঙ্গালী টীকাকারগণও কেহ কেহ কোন কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ সর্গান্ত শ্লোকগুলির উল্লেখ করিতে পারি।

বাঙ্গালী টীকাকারগণের মধ্যে বোধ হয় ধৃতিদাস বৈদ্য বয়োজ্যেষ্ঠ। নিত্যধামগত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দের ভূমিকায় নারায়ণ দাসের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। "বসুবাণ ভুবন গণিতে শাকে" (৮৫১৪) ১৪৫৮ শকাব্দায় রমানাথ শর্ম্মা "মনোরমা" নামে "কাতন্ত্র ধাতুবৃত্তি" রচনা করেন। রমানাথ "ত্সর" ধাতু-ব্যুৎপন্ন পদ প্রয়োগ বিচারে শ্রীগীতগোবিন্দের 'ছলয়সি বিক্রমণে বলি মদ্ভুত বামন' পদ উদ্ধার ও তৎ প্রসঙ্গে নারায়ণ

দাসের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। রমানাথ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক। নারায়ণ দাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। নারায়ণ দাস শকাব্দার চতুর্দ্দশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। নারায়ণ দাস স্বপ্রণীত "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী" টীকায় পদ্মাবতী শব্দের ব্যাখ্যায় ধৃতিদাসের টীকা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "শৃঙ্গারিস্বপ্নেত্যাহ ধৃতিদাসস্তদ সমীক্ষিতা বিধানম্"। সুতরাং শকাব্দার ত্রয়োদশ শতকে ধৃতিদাসের জীবৎকাল অনুমান করা চলে। ধৃতিদাসের টীকার নাম "সন্দর্ভ দীপিকা"। প্রতি সর্গের শেষে—"ইত্যাস্থান-চতুরানন-বিশ্বাস বৈদ্য শ্রীধৃতিদাস বিরচিতায়াং সন্দর্ভ দীপিকায়াং শ্রীগীতগোবিন্দ টীকায়াং" এইরূপ লেখা আছে। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "ইত্যাস্থান চতুরানন" কথা কয়েকটি হইতে অনুমান করেন, ধৃতি দাস কোন রাজ সভাসদ ছিলেন।

হাতের লেখা কোন কোন পুঁথিতে ধৃতিদাস ও নারায়ণ দাসের টীকায় সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। এসিয়াটিক সোসাইটীর নারায়ণ দাসের টীকাযুক্ত শ্রীগীতগোবিন্দের পুঁথিতে সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা আছে। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সংগৃহীত নারায়ণ দাসের টীকায় এবং বাঁকুড়াজেলার ভাদুলগ্রাম নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রনাথ পালিতের সংগৃহীত ১৫৬৫ শকাব্দায় অনুলিখিত পুঁথিতে নারায়ণ দাসের টীকায় সর্গান্ত শ্লোক ও কবির পরিচয় শ্লোক ব্যাখ্যাত হয় নাই। বন্ধুবর ডকৃটর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে বলেন, মৈথিল পণ্ডিত শঙ্করমিশ্রও স্বপ্রণীত রসমঞ্জরী টীকায় শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করেন নাই। এবং রাণাকুম্ভ রসিকপ্রিয়া টীকায় চতুর্থ সর্গের অন্ত্য শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"প্রবন্ধঃ পৃথিবীভর্ত্রা প্রবন্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ"।

আমার মতে রাণাকুম্ভ বোধহয় একটি প্রবাদের ভিত্তিতে এইরূপ

মন্তব্য করিয়াছেন। প্রবাদটি এই—(সংস্কৃত ভক্তমাল) পুরীর রাজা একখানি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন। এবং কোন্ গ্রন্থ জগন্নাথদেবের প্রিয়, পরীক্ষার জন্য জয়দেবরচিত ও স্বরচিত গ্রন্থ দুইখানি জগন্নাথ মন্দিরে রাখিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দেন। দুয়ার খুলিলে দেখা যায় জয়দেবের গ্রন্থ উপরে ও রাজার গ্রন্থ নীচে রহিয়াছে। ইহাতে রাজা দুঃখিত হইলে দৈববাণী হয়—

জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥

উড়িষ্যার অধীশ্বর গজপতিরাজ পুরুষোত্তম দেবের রচিত একখানি গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যায়—"অভিনব গীত গোবিন্দ"। হয়তো এই গ্রন্থ লইয়াই প্রবাদের উৎপত্তি, এবং রাণা কুম্ভের টীকায় এই প্রবাদের ইঙ্গিত রহিয়াছে,।

বঙ্গেশ্বর দনুজমর্দ্দনদেব ও তৎপুত্র যদু বা জলাল উদ্দীনের সভাপণ্ডিত রাঢ়ের রায়মুকুট বৃহস্পতিমিশ্র একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি গীতগোবিন্দের টীকায় সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের পুঁথিতে মিশ্রের টীকায় কবির পরিচয় শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। শ্রীমহাপ্রভুর অনতিপরবর্ত্তী বিখ্যাত টীকাকার পূজারীগোস্বামী সর্গান্ত শ্লোক তথা কবির পরিচয় শ্লোকেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃহস্পতি মিশ্র সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পূজারী গোস্বামীর বয়স চারিশত বৎসরের বেশী নহে।

আমার মতে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত ও অপরাপর শ্লোকগুলির মত সর্গান্ত শ্লোক কয়েকটিও কবি জয়দেবই রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেবের প্রায় সম-সময়েই ১১২৭ শকাব্দায় সম্রাট লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের সঙ্কলিত সদুক্তি-কর্ণামৃতে

জয়দেব রচিত একত্রিশটি শ্লোকের মধ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে, তন্মধ্যে—"জয়শ্রী বিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দার কুসুমৈঃ"

("সদুক্তি কর্ণামৃত' ১।৫৯।৪ ॥ কৃষ্ণভূজঃ ॥)

শ্লোকটি শ্রীগীতগোবিন্দের একাদশ সর্গের অন্তিম শ্লোক। আমাদের নিশ্চয়তার ইহাই সুদৃঢ় প্রমাণ। আমার মনে হয় সর্গান্ত শ্লোকগুলি গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। প্রতি সর্গের বিষয় বস্তুর সঙ্গে—এমন কি সর্গের নামের সঙ্গেও এই সমস্ত শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত শ্লোকটিই গ্রহণ করিতেছি। একাদশ সর্গের নাম সানন্দ গোবিন্দ। সর্গের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীরাধার অভিসার। মানান্তে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে অভিসার করিতে দেখিয়া গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকে কৃষ্ণভুজের বর্ণনা আছে। যে বাহুযুগল শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্য লালায়িত, সেই ভুজদ্বয় সাক্ষাৎ অন্তকসদৃশ কুবলয়াপীড় হস্তীকে নিহত করিয়াছে, এবং হস্তীর মৃত্যু-পূর্ব্ব-বমিত রক্তবিন্দুতে মণ্ডিত হইয়াছে। এ হেন চঞ্চল ভুজশালী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্য সানন্দে প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেক সর্গান্ত শ্লোকেরই এইরূপ ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেও এইজাতীয় শ্লোক পাওয়া যায়। দশম স্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি এইরূপ—

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ
সীদৎ-পাল-পশু-স্ত্রিয়াত্ম শরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্ ॥
উৎপাট্যৈককরেণ শৈল মবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রৎ গোষ্ঠমপাং মহেন্দ্র-মদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রোগবাম্ ॥

সর্গের নাম সকল পুঁথিতে একরূপ নহে। বঙ্গীয়-সংস্করণে প্রথমসর্গের নাম "সামোদদামোদর"। বোম্বাই নির্ণয়সাগর

সংস্করণেও এই নাম গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বৃহস্পতিমিশ্রের টীকা-সংযুক্ত পুঁথিতে এই সর্গের নাম "মুগ্ধমনোহর"। নারায়ণ দাস ও বৃহস্পতিমিশ্রের টীকাসংযুক্ত পুঁথি দুইখানিতে চতুর্থ সর্গের নাম স্নিগ্ধমাধব। অন্যান্য পুঁথিতে নাম স্নিগ্ধমধুসূদন। বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণে, বৃহস্পতিমিশ্র ও নারায়ণদাসের টীকাযুক্ত পুঁথিতে দশমসর্গের নাম চতুরচতুর্ভুজ। অন্যান্য পুঁথিতে নাম মুগ্ধমাধব। অনেক পুঁথিতে কোন কোন সর্গের আবার কোন নামই লেখা নাই। পুঁথিতে সর্গশেষে লেখা আছে ইতি পঞ্চম সর্গ, ষষ্ঠ সর্গ ইত্যাদি।

প্রচলিত বঙ্গীয় সংস্করণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন পুঁথির শ্লোক বিন্যাসের ঐক্য নাই। যেমন বঙ্গীয় সংস্করণে প্রথমসর্গে "দর-বিদলিত মল্লী" শ্লোকের পর "আশ্লোৎসঙ্গ" শ্লোক এবং তাহার পরে "উন্মীলন্মধুগন্ধ" শ্লোক আছে। বৃহস্পতি মিশ্রের টীকাযুক্ত পুঁথিতে "দরবিদলিতমল্লীর" পর "উন্মীলন্মধুগন্ধ" এবং তাহার পর "আশ্লোৎসঙ্গ" শ্লোক পাইতেছি। এইরূপ ব্যতিক্রম অন্যান্য পুঁথিতে এবং অন্যান্য সর্গেও দেখিয়াছি। চতুর্থ সর্গের "গণয়তি বিহিত" শ্লোকে বৃহস্পতি মিশ্র পাঠ ধরিয়াছেন—"কলয়তি বিহিত" "কন্দর্পজ্বর সংজ্বরাতুর" স্থলে পাঠ "কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাকুল"। দ্বাদশ সর্গে "প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ" স্থলে সদুক্তি কর্ণামৃতের পাঠ "উন্মীলৎ পুলকাঙ্কুরেণ"। "তস্যাঃ পাটল" স্থলে পাঠ অস্যাঃ পাটল। প্রচলিত সংস্করণের দ্বাদশ সর্গের

ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্ত-খিন্নাঙ্গী।
রাধাজগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্।

এই শ্লোকের পরিবর্ত্তে বৃহস্পতি মিশ্র নীচের শ্লোকটি গ্রহণ করিয়াছেন।

অথ কান্তং রতিক্লান্তমপি মণ্ডন বাঞ্ছয়া।
নিজগাদ নিরাবাধা রাধা স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥

বৃহস্পতি মিশ্র ও নারায়ণ দাস দ্বাদশ সর্গের—"মীলদ্দৃষ্টিমিলৎ" এবং "ব্যালোলঃ কেশপাশ" শ্লোক দুইটি ব্যাখ্যা করেন নাই।

বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গের "ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং" শ্লোকের পর বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রকাশিত পুস্তকে এই শ্লোকটি আছে—

সানন্দং নন্দসূনু র্দিশতু মিতিপরং সংমদং মন্দমন্দং
রাধা মাধায় বাহ্বোর্ব্বিবর মনুদৃঢ়ং পীডয়ন্ প্রীতিযোগাৎ
তঙ্গৌ তস্যা উরোজাবতনু বরতনো র্নির্গতৌ মাস্মভূতাং
পৃষ্ঠং নির্ভিদ্য তস্মাদ্বহিরিতি বলিত-গ্রীবমালোকয়ন্ বঃ ॥

বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গোক্ত "জয়শ্রী বিন্যস্তৈ" এই শ্লোকের পর নির্ণয় সাগর পুস্তকে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

সৌন্দর্য্যৈকনিধেরনঙ্গ-ললনা-লাবণ্য-লীলা-পুষো
রাধায়া হৃদি পল্বলে মনসিজ ক্রীড়ৈকরঙ্গস্থলে।
রম্যোরোজ-সরোজ-খেলন রসিত্বাদাত্মনঃ খ্যাপয়ন্
ধ্যাতুর্মানস রাজহংস-নিভতাং দেয়ান্মুকুন্দো মুদং ॥

বঙ্গীয় সংস্করণে দ্বাদশ সর্গে কবির পরিচয়েই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। নির্ণয় সাগর পুস্তকে তাহার পর এই শ্লোক আছে—

ইত্থং কেলিততী র্বিহৃত্য যমুনাকূলে সমং রাধয়া
তদ্রোমাবলি-মৌক্তিকাবলি-যুগে বেণীভ্রমং বিভ্রতি।
তত্রাহ্লাদি কুচ-প্রয়াগ-ফলয়ো র্লিপ্সাবতো র্হস্তয়ো
র্ব্যাপারাঃ পুরুষোত্তমস্য দদতু স্ফীতা মুদং সম্পদম্ ॥

বঙ্গীয় সকল সংস্করণে পরবর্ত্তী শ্লোক পাওয়া যায় না। কোন কোন টীকাকার শ্লোকটির ব্যাখ্যাও করেন নাই।

ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্বর-পরাং ক্ষীরোদ-তীরোদরে
শঙ্কে সুন্দরি কালকূট মপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানী-পতিঃ।
ইত্থং পূর্ব্বকথাভি রন্য-মনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঞ্চলং
পদ্মায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ॥

বৃহস্পতি মিশ্রের টীকাযুক্ত পুঁথিতে কয়েকটি নূতন শ্লোক আছে দুইটী শ্লোক একেবারে অস্পষ্ট। অপর একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিলাম। যদ্ গান্ধর্ব্ব কলাসু" শ্লোকের পর নিম্নের শ্লোকটি রহিয়াছে।

জয়শ্রী কান্তস্য প্রসরতর-সারস্বতবত
স্ফুরদ্বৃন্দে গোবর্দ্ধন চরণ রেণু প্রণয়িনঃ।
ইয়ং মে বৈদগ্ধী স্মবতরল-বালাধর-সুধা
রসস্যন্দ-স্বাদু র্জয়তি জয়দেবস্য কবিতা॥

১৯

বাঙ্গালা সাহিত্য ও শ্রীগীতগোবিন্দ

"শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদমং
মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি"

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রধানতঃ দুই ধারায় বিভক্ত। একটী পদাবলী, অন্যটী মঙ্গলকাব্য। শ্রীগীতগোবিন্দকে এই দুইটী ধারার মূল প্রস্রবণ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। আচার্য্য হরপ্রসাদ, বৌদ্ধচর্য্যা-গানগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার আদিরচনা বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। গানগুলি বাঙ্গালীর রচিত, গানের সংস্কৃত টীকাকারগণও বাঙ্গালী ছিলেন। টীকাকারগণ এই গানকে পদ বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মঙ্গলকাব্য রচয়িতৃগণ সকলেই জয়দেবের পরবর্ত্তী। জয়দেব নিজের রচিত সঙ্গীত সমূহকে পদাবলী "মধুর—কোমলকান্ত-পদাবলী" এবং মঙ্গলউজ্জ্বলগান 'মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং জয়দেবকে পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের আদিকবি বলিতে পারা যায়। পদাবলী ভাবপ্রধান, কোন প্রতীক বা রূপকের আশ্রয়ে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার, হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি। আর মঙ্গলকাব্য ছিল দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ও বিবিধ ক্রিয়াকলাপের ঘটনা প্রধান বাস্তব বর্ণনা। শ্রীগীত-গোবিন্দের মধ্যে এই দুইটী ধারার আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে এই দুইটী ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং অনিবার্য্যরূপে একের উপর অন্যের প্রভাব প্রবলভাবেই পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় বর্ণনাত্মক গান এবং ভাবপ্রধান মঙ্গলকাব্যাংশও দুর্লভ নহে। মঙ্গলকাব্যের ময়ূরভট্ট, কানা হরি দত্ত এবং মাণিকরাম প্রভৃতি কবিগণ জয়দেবের অনতিপরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডিদাসকেও ইহাঁদের সম-সাময়িক বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী পদাবলী প্রণেতৃ-গণের উপরও জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাঙ্গালা পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের সুপরিচিত কয়েকটী ছন্দও শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আকর শ্রীগীতগোবিন্দ। "সরস মসৃণমপি মলয়জ পঙ্ক,—পয়ার, এবং চন্দন চর্চ্চিত নীলকলেবর পীত বসন বনমালী—ও রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্-ত্রিপদীর সুন্দর উদাহরণ। এইরূপ অন্য ছন্দও আছে। অনুপ্রাস, যমক, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার এবং পাদান্ত সুষ্ঠু মিলের প্রয়োগ-কৌশলও গীত-গোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃতি বর্ণনা, নায়ক নায়িকার

অবস্থা বর্ণনা, নায়ক নায়িকা ও সখীর কথোপকথন এইরূপ আরো অনেক বিষয়েও বাঙ্গালাসাহিত্য শ্রীগীতগোবিন্দের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। যে দিক দিয়াই দেখি কবি জয়দেব আমাদের শ্রেষ্ঠ মহাজন। তাঁহাকে প্রণাম করি।

২০
পূজারী গোস্বামী

কবি জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকারগণের মধ্যে পূজারী গোস্বামীর নাম গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সুপরিচিত। আজ পর্য্যন্ত ইঁহার কোনও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থে পূজারী গোস্বামীর টীকাই সন্নিবেশিত করিয়াছি। গত সন ১৩২৯ সালে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক শ্রীসুনীতি কুমারের সহযোগিতায় 'চণ্ডিদাস' সম্পাদন কালে) পদাবলী সংগ্রহের জন্য বন্ধুবর ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমি বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে ভ্রমণ করি। সেই সময় পূজারী গোস্বামীর পরিচয়মূলক কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হই। অনুসন্ধানের ফলে যাহা জানিতে পারিয়াছি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

পূজারীগোস্বামী বাঙালী এবং তিনি 'চৈতন্যদাস' নামে পরিচিত ছিলেন, ইঁহাকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনতি পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করিতেন, ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রণয়ন কালে শ্রীধামস্থ যে কয়জন্ প্রধান প্রধান

বৈষ্ণবের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ; এবং এই চৈতন্যদাসই শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার পূজারীগোস্বামী। শ্রীবৃন্দাবনস্থিত প্রধান প্রধান বৈষ্ণব এবং আচার্য্য-সন্তানগণ আমাদের এই মতের সমর্থন করেন। তাঁহারা এইরূপ লোকশ্রুতিও শুনিয়া আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেব অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি
গৌর কথা বিনা আর মুখে অন্য নাঞি ॥
তার শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন শ্রীভূগর্ভ এবং শ্রীলোকনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহারা শ্রীধামে চলিয়া যান। ভূগর্ভ গোসাঞি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহোদয়ের শিষ্য। চৈতন্যদাস ভূগর্ভের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সুপণ্ডিত গদাধর শিরোমণির দৌহিত্র বংশীয় বাঁকুড়া সোনামুখীর জমিদার স্বর্গগত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত শ্রীগীতগোবিন্দের পূজারী গোস্বামী রচিত বালবোধনী টীকার আরম্ভ এইরূপ—

স্বয়ং বোদ্ধুমভিপ্রায়ং জয়দেব-মহামতেঃ।
টীকা চৈতন্যদাসেন গ্রথ্যতে বালবোধনী ॥
তত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রন্থবাহুল্য-ভীতিতঃ।
বিবৃতি র্ন কৃতা সাতু দেয়া গ্রন্থান্তরে বুধৈঃ ॥
বোদ্ধব্যো বালবোধন্যাং শব্দার্থঃ শব্দবেদিভিঃ।
ভাবার্থ দীপিকায়াঞ্চ ভাবো ভাবার্থ-লোলুপৈঃ ॥

গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোক—

গোবিন্দ-পাদ-সেবায়াঃ প্রভাবাদুদিতা স্বয়ম্।
চৈতন্যদাসতো বালবোধনী স্যাৎ সতাংমুদে ॥

এই সমাপ্তি শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস এবং শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার চৈতন্যদাস একই ব্যক্তি। টীকাকার নিজেই বলিতেছেন যে, গোবিন্দ পাদ সেবার প্রভাবেই এই বালবোধনী স্বয়ং উদিতা হইয়াছেন; অর্থাৎ এই টীকা-রচনা গোবিন্দপাদ সেবার প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। টীকাকার চৈতন্যদাস নামেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। শ্লোক হইতে আরো অনুমিত হয়" ভাবার্থ দীপিকা" নামে ইনি অন্য কোন গ্রন্থের একখানি টীকা লিখিয়া ছিলেন। কিংবা এই নামে ইহার একখানি গ্রন্থ ছিল। তিনি "ভাবার্থ-দীপিকা" নামে গীতগোবিন্দের পৃথক একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন, শ্লোকের এরূপ অর্থও হইতে পারে। সোনামুখীর এই পুস্তকখানি আড়াইশত বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হইল। লেখক লিপিকালের অব্দ এবং মাস সংখ্যা দিয়াছেন—

শাকে যুগ্মাঙ্ক রিপিন্দু গণিতে মাসি চাশ্বিনে
টীকা চৈতন্যদাসেন রচিতা লিখিতা ময়া ॥

রিপুছয়, ইন্দু এক, দশকের বামাগতি হিসাবে একের পর ছয় ষোল হইবে; এবং তাহার পিঠে যুগ্ম অঙ্ক অর্থাৎ দুইটী শূন্য বসিবে পুস্তকখানি ১৬০০ শাক অব্দে অনুলিখিত এইরূপই অনুমিত হয়।

শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগীতগোবিন্দের ২৪৭২ সং পুঁথির লিপিকাল সংবৎ ১৮১৯, । এই পুঁথির মধ্যে পূজারী গোস্বামীর টীকার শেষে সোনামুখীর পুথির অনুরূপ পাঠ পাওয়া যায়।

শ্রীগোবিন্দপাদ সেবা প্রভাবাদুদিতা স্বয়ং
চৈতন্যদাসেন বালবোধনী স্যাৎ সতাং মুদে ॥

এই পুস্তকখানি শ্রীবৃন্দাবনে লিখিত হইয়াছিল। পুঁথির শেষে এইরূপ লিখিত আছে—পঠনার্থ বাবা কীর্ত্তন দাস পণ্ডিত রাধাকুণ্ডবাসী হস্তাক্ষর নওলদাস কুশস্থলী মধ্যে"।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৪সং পুঁথির বালবোধনী টীকা শেষে লিখিত আছে—"শ্রীচৈতন্যদাস কৃতেয়ং বাললোধনী সমাপ্তা শক ১৬০৯ শকাব্দা"। এই পুস্তকখানিও প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন।

কোন কোন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত বালবোধনী টীকায় "শ্রীচৈতন্য কৃপাসীধু কণোন্মত্তেন কেনচিৎ" এইরূপ পাঠে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে—"স্বয়ং বোদ্ধু মভিপ্রায়ং জয়দেব মহামতেঃ ক্রমেণোপক্রমাদেষা গ্রথ্যতে বালবোধনী" এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়।

এই চৈতন্যদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সুবোধনী টীকা পাওয়া যায়। বালবোধনীর সঙ্গে এই সুবোধনী টীকার নামে এবং আরম্ভ ও সমাপ্তি শ্লোকে বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। ইহা হইতেও বালবোধনী ও সুবোধনী রচয়িতা যে একই ব্যক্তি ইহাই প্রমাণিত হয়। সুবোধনীর আরম্ভের পাঠ—

কৃপাসুধা-সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥
মন্দোঽপি কশ্চিচ্চৈতন্যদাস নামা সমাসতঃ।
কৃষ্ণ-কর্ণামৃত-ব্যাখ্যাং বিতনোতি সতাং মুদে ॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ-মাত্রেপি প্রীতির্যেষাং সদা ভবেৎ।
তৈরেব শুধ্যতা মেষা টীকা নাম্না সুবোধনী ॥

সুবোধনীর সমাপ্তি পাঠ—

শ্রীগোবিন্দ-পাদ-সেবা প্রভাবাদুদিতা স্বয়ং।
টীকা চৈতন্যদাসস্য কৃষ্ণ-কর্ণামৃতাশ্রয়া॥

সুতরাং আর কোন সন্দেহ নাই যে. যে গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনায় উৎসাহিত করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যদাসই বৈষ্ণব সমাজে পূজারী গোস্বামী নামে সুপরিচিত।

বৈষ্ণব সাহিত্যে যে কয়জন চৈতন্যদাসের খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা বলিতেছি।

(১) বংশীদাসের পুত্র চৈতন্যদাস, ভক্তিরত্নাকরে, পাইতেছি—

বুধরি নিকটে বাহাদুরপুর গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামাদাস নাম॥
তাঁহার অনুজ বংশীদাস চক্রবর্ত্তী।
বিধাতা নির্ম্মিল তারে যেন স্নেহমূর্ত্তি॥
* • * * *
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনুরাগ অতিশয়।
নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ লীলা আস্বাদয়॥

এই বংশীদাসের পুত্র চৈতন্যদাস খেতরীর মহোৎসবে যাত্রাপথে শ্রীজাহ্নবাদেবীর সঙ্গে অম্বিকায় আসিয়া সম্মিলিত হন। ভক্তিরত্নাকর বলিতেছেন—

হইল সংঘট্ট বহু আইলা অম্বিকায়।
শ্রীচৈতন্যদাস আসি মিলিল তথায়॥
সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্বমতে যোগ্য যেঁহো।
গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো॥

বুঝা যাইতেছে খেতরীর মহোৎসবের সময় ইনি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় ইনিই শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগোবিন্দ পূজার ভার গ্রহণ করেন। এরূপ যোগ্যতা ছিল বলিয়াই তিনি বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

(২) অদ্বৈত আচার্য্যের শাখা চৈতন্যদাস।

(৩) মুরারি চৈতন্যদাস—একজনেরই নাম বলিয়া অনুমিত হয়। চরিতামৃতে, চৈতন্য ভাগবতে, বৈষ্ণব বন্দনায় ইহাঁর নাম পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলার বিখ্যাত "সরের পাট" ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাইতেছি—মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা। ব্যাঘ্র গালে চড় মারে সর্পসনে খেলা ॥

(৪) বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস। চরিতামৃতে গদাধর শাখা নির্ণয়ে আছে—বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ।

(৫) বড় চৈতন্যদাস। নরোত্তম শাখা।

(৬) চৈতন্যদাস শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা। প্রেম বিলাসে বড় চৈতন্যদাস ও এই চৈতন্যদাসের নাম পাওয়া যায়।

(৭) চৈতন্যদাস—যবন সের খাঁ, শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ কয়িয়া চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন।

(৮) মনোহর চৈতন্যদাস বা আউলিয়া চৈতন্যদাস জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। ভক্তিরত্নাকরেও ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আদিনাম মনোহর চৈতন্যনাম শেষ।
আউলিয়া হৈয়া ফিরে স্বদেশ বিদেশ ॥ (সারাবলী)
মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য চৈতন্যদাস।
আউলিয়া বলি তাঁকে সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥ (প্রেমবিলাস)

(৯) শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্যদাস।

চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।

তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥ (চরিতামৃত)

(১০) চৈতন্যদাস। শ্রীনিবাসের পিতা। ইহার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। শ্রীচৈতন্য নামে ভাবোন্মত্ত হন, তাই নাম হয় চৈতন্যদাস।

(১১) বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর। চৈতন্যদাস ভণিতায় পদ রচনা করিতেন।

২১

কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামৃত বা পীযূষ লহরী

বহুদিন পূর্ব্বে পুরীধামে গিয়া পুরী সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত করুণাকর কর, এম, এ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের সংগৃহীত পুরাতন পুঁথির উড়িয়া অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি মধ্যে কপিলেন্দ্রদেবের পরশুরাম-বিজয়, নৃসিংহদেবের শঙ্কর-বিজয়, পুরুষোত্তম দেবের অভিনব বেণী সংহার প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে জয়দেব রচিত "বৈষ্ণবামৃত" নামক একখানি একাঙ্ক নাটিকা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কপিলেন্দ্র দেব, পুরুষোত্তম দেব ইঁহারা পুরীর রাজা ছিলেন। পুরুষোত্তম দেবের রচিত অভিনব বেণীসংহারের মত অভিনব-গীতগোবিন্দও পাওয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবামৃত রচয়িতা জয়দেব, কোন্ জয়দেব? ইনিই কি শ্রীগীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন? তাহা হইলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর পুরীধামে অবস্থিতিকালে পুস্তকখানি কোথায় ছিল! মহাকবি জয়দেবের গ্রন্থ মহাপ্রভু নিত্য আস্বাদন

করিতেন। বৈষ্ণবামৃত মহাপ্রভুর প্রিয়কবি জয়দেবের রচিত হইলে অথবা মহাপ্রভুর সময়ে গ্রন্থখানির অস্তিত্ব থাকিলে সেকালের ভক্তগণ ঐ নাটিকাখানি সমাদর সহকারে মহাপ্রভুর করে নিশ্চয়ই সমর্পণ করিতেন। বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থখানি অন্য কোন জয়দেব-নামা কবির রচিত বলিয়া মনে হয়। নমস্কার শ্লোক—

কিঞ্জল্ক দ্যুতিপুঞ্জ পিঞ্জর-দলৎ-পঙ্কেরুহশ্রীবহং
সম্পা-সম্পতিতাংশু-মানস-শরৎ-কাদম্বিনী-ডম্বরং।
লাস্যোল্লাসিত-চণ্ড-তাণ্ডব-কলালীলায়িতং সন্ততম্
চক্র-প্রক্রম-বৃত্ত-নৃত্য-হরয়ো র্নির্ব্যাজ মব্যাজ্জগৎ॥

অপিচ—

কম্পমান-নব-চম্পকাবলী চুম্বিতোৎপল সহোদরোদয়ম্।
লাস্য-লালস-নবীন-বল্লবী-পল্লবীকৃত মুপাস্মহে মহঃ॥

মহাদেবকে নমস্কারের পর—শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা—"কম্পমান নব চম্পকাবলী-চুম্বিত উৎপল সদৃশ শ্রীযুক্ত, লাস্য-লালস নবীন গোপাঙ্গনাগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত জ্যোতিকে উপাসনা করি"।

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের পর—

মরুৎ পম্পা-কম্পাকুল-লহরী-সম্পাত-শিশিরঃ
স্ফুরন্ মল্লীবল্লী কুসুম-পট-হল্লীষকনটঃ।
স্ফুর-ন্নালীকালী-মধুর-মধুপালীং কবলয়ন্
অয়ং মন্দং মন্দং তরল-তরুবৃন্দং প্রসরতি॥

পম্পা সরোবরের কম্পিত আকুল তরঙ্গ-সম্পাতে শীতল হইয়া, প্রফুল্লিত মল্লিকালতার পুষ্পপটে হল্লীষক নৃত্য করিয়া, প্রস্ফুটিত কুমুদ প্রসূনের মধুর মধু সমূহ পান করিয়া, এই মৃদু মন্দ সমীরণ তরুবৃন্দকে কাঁপাইয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সামাজিক সম্বোধন—

অহো ভগবতো ভাগবত-জন-শীতময়ূখস্য নীলাচল-মৌলি-মণ্ডন-মণেঃ গরুড়ধ্বজস্য প্রাসাদে প্রমোদ-ললিতাঃ সামাজিকাঃ—

চিত্রং চঞ্চল-চঞ্চলেব চতুরা চেতশ্চমৎকারিণী
পীযূষ দ্যুতি-মণ্ডলীব মধুর স্বচ্ছ প্রবাহচ্ছটা।
দৃগ্‌ভঙ্গীব কুরঙ্গ-ভঙ্গুরদৃশা মানন্দ সন্দায়িনী
গোষ্ঠী শ্রীজয়দেব পণ্ডিত মণেঃ সাবর্ত্ততে নর্ত্তিতুম্॥

অহো ভক্তবৃন্দের নিকট চন্দ্র তুল্য (উপভোগ্য) নীলশিখরের শিরোরত্ন ভগবান বিষ্ণুর প্রাসাদে সহৃদয়গণ উৎসব মত্ত হইয়াছেন। চঞ্চলা রমণীর ন্যায় চিত্তচমৎকারিণী চতুরা. অমৃতদ্যুতি মণ্ডলীর মত স্বচ্ছ প্রবাহ মধুরা, কুরঙ্গ নয়না কামিনীর অপাঙ্গ ভঙ্গীর ন্যায় আনন্দ দায়িনী, পণ্ডিত চূড়ামণি শ্রীজয়দেবের এই বিচিত্র নৃত্য সভা।

অশ্ম দ্রবীকর্ত্তু মিমৌ সমর্থে
চতুর্দ্দশানামপি পিষ্টপানাম্।
অহং বচোভির্জয়দেব-নামা
করচ্ছটাভিশ্চ তুষার-ধামা॥

আমি জয়দেব বাক্যচ্ছটায় এবং চন্দ্র কিরণ-ছটায়,—চতুর্দ্দশভুবনে এবং স্বর্গেও প্রস্তর দ্রবীভূত করিতে (পাষাণ গলাইতে) মাত্র আমরা দুইজনেই সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দেখিয়া শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগে নাটিকার আরম্ভ। শ্রীরাধার সখীগণের নাম বকুল মালিকা. নবমালিকা, প্রেমকলা প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণের একজন বয়স্যের নাম রসালক। ইহার শ্লোক কৃষ্ণকর্ণামৃতের অনুকরণ স্মরণ করাইয়া দেয়। একটী শ্লোক—

পরব্রহ্ম নিরাকারং অবাঙ্‌মনস গোচরং।
বল্লবী-তরলাপাঙ্গ-পল্লবীকৃতমাশ্রয়ে॥

মুরলীর সৌভাগ্য বর্ণনা—

জানে তবৈব বশ্যা মুরলী তপস্যা পরং রচিতা
একাকিনী মুরারে শ্চুম্বতি বিম্বাধরং যেন ॥

সমাপ্তি শ্লোক—

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং নিরন্তরং
ন রিপোরপি স্ফুরতু বৈপদং পদং।
জগদীশ্বরঃ কপট দারু বিগ্রহঃ
করুণা-কটাক্ষ-লহরীং বিমুঞ্চতু ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বজগতের কল্যাণ হউক। শত্রুরও যেন কখনো বিপদ না ঘটে। কপটদারু-বিগ্রহ জগদীশ্বর করুণাকটাক্ষ-লহরী বিস্তার করুন। ইতি বৈষ্ণবামৃত গোষ্ঠীরূপকম্। সম্প্রতি উড়িষ্যার একখানি সাময়িক পত্রে শ্রীকরুণাকর কর এই নাটিকা খানি "পীযূষ লহরী" নাম দিয়া দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন।

সদুক্তিকর্ণামৃতে কবি জয়দেবের একত্রিশটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটি গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত। বাকী ছাব্বিশটি শ্লোক নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত। তাহার মধ্যে বৈষ্ণবামৃতের কোন শ্লোক নাই। কিম্বা পরস্পর শ্লোকে কোন সাদৃশ্যও নাই। জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন এবং তিনি বীরভূমের অধিবাসী, এ বিষয়ে এখন আর কাহারো সন্দেহ নাই। সুতরাং বৈষ্ণবামৃত, বা পীযূষ লহরী প্রসিদ্ধ জয়দেবের রচিত কিনা সংশয় থাকিয়া যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বল্লাল সেন উড়িষ্যা জয় করিতে গিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ সেনও উড়িষ্যায় অভিযান করিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে তদানীন্তন উড়িষ্যাপতি সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং লক্ষ্মণ সেন সভাকবি জয়দেবকে লইয়া জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সেই সময় শ্রীজগন্নাথ দেব তথা পুরীরাজ ও বঙ্গেশ্বরের প্রীতি বিধানার্থ কবি জয়দেব বৈষ্ণবামৃত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে প্রতি প্রশ্ন উঠিবে, পুস্তকখানি এতদিন গুপ্ত ছিল কোথায় এবং কেন? মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় শুধু শান্তিপুর ডুবুডুবু এবং নদীয়াই ভাসিয়া যায় নাই, উড়িষ্যাও ভাসিয়াছিল। উড়িষ্যায় মহাপ্রভুর ভক্ত সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল মহাপ্রভু পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ দিন পুস্তকখানি রায় রামানন্দ প্রভৃতি সুরসিক ভক্তগণের দৃষ্টিপথের অন্তরালে রহিয়া গেল কিরূপে? ইহাই বিশেষ প্রশ্ন এবং এ প্রশ্নের কোন সন্তোষ জনক উত্তর পাওয়া যায় না। রামানন্দ রায় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন; তিনি এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভু, কবি-জয়দেবের কাব্যের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং জয়দেবের দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ থাকিলে—উড়িষ্যায় অথবা বাঙ্গালায় যেথানেই থাকুক—নিশ্চয়ই ইহাঁদের নিকট সে সংবাদ অজ্ঞাত থাকিত না। সুতরাং পুস্তকখানি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে দ্বিতীয় কোন জয়দেব—অথবা জয়দেবের নামে অন্য কোন কবির রচিত। পুস্তকখানি উড়িষ্যায় পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী কবির বহু গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কোন প্রতিলিপি বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। সুতরাং গ্রন্থ উড়িষ্যায় পাওয়া গিয়াছে, অতএব জয়দেব উড়িয়া ছিলেন এ যুক্তি অচল।

কবি জয়দেবের প্রায় সম-সাময়িক পশ্চিম রাঢ়ের এক জন কবি মুরারি মিশ্র, শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে উৎসব উপলক্ষ্যে অভিনয়ের জন্য একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকখানির নাম "অনর্ঘ রাঘব"। রাঢ়ের সঙ্গে উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠতার—অন্ততঃ পক্ষে রাঢ়ের কবি মানসের সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সাহিত্যিক সম্পর্কের

ইহা একটী উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। প্রবাদ কাহিনী হইতে কবি জয়দেবের সঙ্গেও নীলাচলের দারুব্রহ্ম বিগ্রহের এইরূপ সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া যায়। জগন্নাথ মন্দিরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ পাঠের ব্যবস্থা কোন্ সময়ে হইয়াছিল জানা যায় না। তবে মন্দিরস্থিত একটী লিপিতে (১৪২১ শকাব্দাঃ) এই ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

২২

জয়দেব রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত শ্লোকাবলী

সদুক্তি কর্ণামৃতে উমাপতি ধরের ৯০টি, গোবর্দ্ধনের ৬টি, ধোয়ীর ২০টি (দুইটি পবন দূত হইতে গৃহীত) ও শরণের ২০টি শ্লোক আছে।

(১) ১।৪।৪। মহাদেবঃ ॥

ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্-
লালাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্।
বিস্তীর্ণাঘোরবক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্
বিশ্বং শশ্বদ্ বিতম্বন্ বিতরতু ভবতঃ সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ ॥

(২) ১।৫০।৩। কল্কী।

কল্কী কল্কং হরতু জগতঃ স্ফূর্জদূর্জস্বিতেজা
বেদোচ্ছেদস্ফূরিতদুরিতধ্বংসনে ধূমকেতুঃ।
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধূমবৎ কল্মষেচ্ছান্
ম্লেচ্ছান্ হত্বা দলিত-কলিনাকারি সত্যাবতারঃ

(৩) ১।৬০।৫। গোবর্ধনোদ্ধারঃ ॥

"মুগ্ধে!" "নাথ, কিমাত্থ?" "তন্বি, শিখরিপ্রাগ্ভারভুগ্নো ভুজঃ"
"সাহায্যং, প্রিয়! কিং ভজামি?" "সুভগে, দোর্বল্লিমায়াসয়।"

—ইত্যুল্লাসিতবাহুমূলবিচলচ্‌চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

(এই শ্লোকের সহিত উমাপতিধর-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী তুলনীয়—এটী সদুক্তি-কর্ণামৃতের ১।৫৫।৩ সংখ্যক শ্লোক, বিষয়, "হরিক্রীড়া", 'পদ্যাবলী'-তেও এটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সংখ্যা ২৫৯ :—

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥

—উভয় শ্লোকের শেষ ছত্র দুইটী তুলনীয়; "পতিতাঃ—চলিতাঃ" —এই দুইটী পদের যে কোনও একটী ধরিতে পারা যায়; সমস্যা-পূর্তির শ্লোক হিসাবে শেষ ছত্রের আধারে এই দুই সভাকবি নিজ নিজ শ্লোক রচিয়া থাকিবেন)

(৪) ১।৮৫।৫। বহুরূপকশ্চন্দ্রঃ ॥

ক্রীড়াকর্পূর-দীপস্ত্রিদশমৃগদৃশাং কামসাম্রাজ্যলক্ষ্মী-
প্রোৎক্ষিপ্তৈকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্।
কস্তূরীপঙ্কমুদ্রাঙ্কিতমদনবধূমুগ্ধগণ্ডোপধানং
দ্বীপং ব্যোমাম্বুরাশেঃ স্ফুরতি সুরপুরীকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ ॥

(৫) ২।৭২।৪। অধরঃ ॥

বিভাতি বিম্বাধরবল্লিরস্যাঃ স্মরস্য বন্ধুকধনুর্লতেব।
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং নৃনাং মনাংসি প্রসভং ভিনত্তি ॥

(৬) ২।৭৭।৫। রোমাবলী ॥

হরতি রতিপতের্নিতম্ববিম্বস্তনতটচংক্রমসংক্রমস্য লক্ষ্মীম্।
ত্রিবলিভবতরঙ্গনিম্ননাভীহ্রদপদবীমধিরোমরাজিরস্যাঃ ॥

(৭) ২।১৭০।৪। শরৎখঞ্জনঃ ॥

মধুরমধুরং কূজন্নগ্রে পতন্ মুহুরুৎপতন্-
অবিরতচলৎপুচ্ছঃ স্বেচ্ছং বিচুম্ব্য চিরং প্রিয়াম্।
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধূয় মিলন্ মুদা
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্জুস্থলীমধি খঞ্জনঃ ॥

(৮) ৩।৫।৪। ধর্মঃ ॥

যূপৈরুৎকটকণ্টকৈরির মথপ্রোদ্‌ভূতধূমোদ্‌গমৈর্
অপ্যঙ্কংকরণৌষধৈরিব পদে নেত্রে চ জাতব্যথৈঃ।
যস্মিন্ ধর্মপরে প্রশাসতি তপঃসন্তেদিনীং মেদিনীম্
আস্তামাক্রমিতুং বিলোকিতুমপি ব্যক্তং ন শক্তঃ কলিঃ

(৯) ৩।৯।৪। করঃ ॥

তেষামল্পতরঃ স কল্পবিটপী তেষাং ন চিন্তামণিশ্
চিন্তামপ্যপয়াতি কামসুরভিস্তেষাং ন কামাস্পদম্।
দীনোদ্ধারধুরীণপুণ্যচরিতো যেষাং প্রসন্নো মনাক্
পাণিস্তে ধরণীন্দ্র সুন্দরযশঃ-সংরক্ষিণো দক্ষিণঃ ॥

(১০) ৩।৯।৫। করঃ ॥

দেব ত্বৎকরপল্লবো বিজয়তামশ্রান্তবিশ্রাণন-
ক্রীড়াস্কন্দিতকল্পবৃক্ষবিভবঃ কীর্তিপ্রসূনোজ্জ্বলঃ।
যস্যোৎসর্গতিলচ্ছলেন গলিতাঃ স্যন্দানদানোদক-
স্রোতোভির্বিদ্বিষাং ললাটলিখিতা দৈন্যাক্ষরশ্রেণয়ঃ ॥

(১১) ৩।১০।৪। চরণঃ ॥

লক্ষ্মীবিভ্রমসদ্মপদ্মসুভগং কে নাম নোর্বীভুজো
দেব ত্বচ্চরণং ব্রজন্তি শরণং শ্রীবেক্ষণাকাঙ্ক্ষিণঃ।
ছায়ায়ামনুগম্য সম্যগভয়াত্ত্বদ্‌বীর্য্যসূর্য্যাতপ-
ব্যাপ্তায়ামপ্যবনীমটন্তি রিপবস্ত্যক্তাতপত্রাঃ সুখম্ ॥

(১২) ৩।১১।৫। প্রিয়ব্যাখ্যানম্ ॥ (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি)

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ ! জঙ্গমহরে ! সংকল্পকল্পদ্রুম !
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ ! সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় ! বঙ্গপ্রিয় !
গৌড়েন্দ্র ! প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কারার্পিত-
প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল ! পালক সতাং ! দৃষ্টোঽসি. তুষ্টাবয়ম্ ॥

(১৩) ৩।১৫।৫। দেশাশ্রয়ঃ ॥ (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি) ॥

"ত্বং চোলোল্লোললীলাং কলয়সি, কুরুষে কর্ষণং কুন্তলানাং
ত্বং কাঞ্চিন্যঞ্চনায় প্রভবসি, রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি।"
—ইত্থং রাজেন্দ্র ! বন্দিস্তুতিভিরুপহিতোৎকম্পমেবাস্য দীর্ঘং
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায় ॥

(১৪) ৩।১৯।৫। বিক্রমঃ ॥

শিক্ষন্তে চাটুবাদান্ বিদধতি যবসানাননে কাননেষু
ভ্রাম্যন্তি জ্যাকিণাঙ্কং বিদধতি শিবিরং কুর্বতে পর্বতেষু।
অভ্যস্যন্তি প্রণামং ত্বয়ি চলতি চমূচক্রবিক্রান্তিভাজি
প্রাণত্রাণায় দেব ! ত্বদরিনৃপতয়শ্চক্রিরে কার্মণানি ॥

(১৫) ৩।২০।৫। পৌরুষম্ ॥

ভীষ্মঃ ক্লীবকতাং দধার, সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুর্,
মিথ্যা ধর্মসুতেন জল্পিতমভূদ্, দুর্যোধনো দুর্মদঃ।
ছিদ্রেষ্বেব ধনঞ্জয়স্য বিজয়ঃ, কর্ণঃ প্রমাদী ততঃ
শ্রীমন্নস্তি ন ভারতেঽপি ভবতো যঃ পৌরুষৈর্বর্ধতে ॥

(১৬) ৩।২৩।৫। তেজঃ ॥

একং ধাম শমীষু লীনমপরং সূর্যোপলজ্যোতিষাং
ব্যাজাদদ্রিষু গূঢ়মচ্ছদুদধৌ সংগুপ্তমৌর্বায়তে।
ত্বত্তেজস্তপনাংশুমাংসলসমুত্তাপেন দুর্গং ভয়াদ্
বার্ক্ষং পার্বতমৌদকং যদি যযুস্তেজাংসি কিং পার্থিবাঃ ॥

(১৭) ৩।২৯।৫। আশ্চর্য্যখড়্গঃ ॥

শ্রীখণ্ডমূর্তিঃ সরলাঙ্গযষ্টির্মাকন্দমামূলমতো বহন্তী।
শ্রীমন্! ভবৎখড়্গতমালবল্লী চিত্রং রণে শ্রীফলমাতনোতি ॥

(১৮) ৩।৩৪।৩। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥

গুঞ্জৎ-ক্রৌঞ্চনিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরাঃ
প্রাক্‌প্রত্যগ্‌ধরণীন্ধ্রকন্দরজরৎপারীন্দ্রনিদ্রাদহঃ।
লঙ্কাঙ্কত্রিককুৎপ্রতিধ্বনিঘনাঃ পর্য্যন্তযাত্রাজয়ে
যস্য ভ্রেমুরমন্দমন্দরবৈরাশাক্রুধো ঘোষণাঃ ॥

(১৯) ৩।৩৪।৪। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥ (অনুপ্রাস লক্ষণীয়) ॥

যস্যাবির্ভূতভীতিপ্রতিভটপৃতনাগর্ভিণীভ্রূণভার-
ভ্রংশপ্রেশাভিভূত্যৈ প্লবনমিব ভজন্নম্ভসাম্ভোনিধীনাম্।
সংভারং সংভ্রমস্য ত্রিভুবনমভিতো ভূভৃতাং বিভ্রদুচ্চৈঃ
সংরম্ভোজ্জৃম্ভণায় প্রতিরণমভবদ্ ভূরি ভেরীনিনাদঃ ॥

(২০) ৩।৩৪।৫। তূর্য্যধ্বনিঃ ॥

বিঘট্টয়ন্নেষ হঠাদকুণ্ঠবৈকুণ্ঠকণ্ঠীরবকণ্ঠগর্জান্।
ভয়ঙ্করো দিক্‌করিণাং রণাগ্রে ভেরীরবো ভৈরবদুঃশ্রবস্তে ॥

(২১) ৩।৩৮।৩। যুদ্ধম্ ॥

শত্রূণাং কালরাত্রৌ সমিতি সমুদিতে বাণবর্ষান্ধকারে
প্রাগ্‌ভারে খড়্‌গধারাং সরিতমিব সমুত্তীর্য্য মগ্নারিবংশাম্।
অন্যোন্যাঘাতমত্তদ্বিরদঘনঘটাদন্তবিদ্যুচ্ছটাভিঃ
পশ্যন্তীয়ং সমন্তাদভিসরতি মুদা সাংযুগীনং জয়শ্রীঃ ॥

(২২) ৩।৩৯।৪। যুদ্ধস্থলী ॥

নির্যন্নারাচধারাচয়খচিত পতন্মত্তমাতঙ্গজাতং
জাতং যস্যারিসেনারুধিরজলনিধাবন্তরীপভ্রমায়।

সুপ্তা যস্মিন্ রতান্তে সহ চ সহচরৈর্নালবল্লাগনাসা-
রন্ধ্রস্বচ্ছৈকপাত্রে রুধিরমধুরসং প্রেতকান্তাঃ পিবন্তি ॥

(২৩) ৩।৪৩।৫। দিগ্বিজয়ঃ ॥

একঃ সংগ্রামরিঙ্গত্তুরগখুররজোরাজিভির্নষ্টদৃষ্টির্
দিগ্‌যাত্রাজৈত্রমত্তদ্বিরদভরনমদ্-ভূমিভগ্নস্তথান্যঃ।
বীরাঃ কে নাম তস্মাৎ ত্রিজগতি ন যযুঃ ক্ষীণতাং কাণকুব্জ-
ন্যায়াদেতেন মুক্তাবভয়মভজতাং বাসবো বাসুকিশ্চ ॥

(২৪) ৩।৫২।৫। প্রশস্তকীর্তিঃ ॥

মলিনয়তি বৈরিবদনং সুজনং রঞ্জয়তি ধবলয়তি ধাত্রীম্
অপি কুসুমবিশদমূর্তি র্যৎ-কীর্তিশ্চিত্রমাচরতি ॥

(২৫) ৫।১৬।৪। দিশঃ ॥

অস্তু স্বস্ত্যয়নায় দিগ্‌ধনপতেঃ কৈলাসশৈলাশ্রয়-
শ্রীকণ্ঠাভরণেন্দুবিভ্রমদিবানক্তং-ভ্রমৎকৌমুদী।
যত্রালং নলকূবরাভিসরণারম্ভায় রম্ভা স্ফুটৎ-
পাণ্ডিম্নৈব তনোস্তনোতি বিরহব্যগ্রাপি বেশগ্রহম্ ॥

(২৬) ৫।১৮।২। বীরঃ ॥

ধাত্রীমেকাতপত্রাং সমিতি কৃতবতা চণ্ডদোর্দণ্ডদর্পাদ্
আস্থানে পাদনম্রপ্রতিভটমুকুটাদর্শবিম্বোদরেষু।
উৎক্ষিপ্তচ্ছত্রচিহ্নং প্রতিফলিতমপি স্বং বপুর্বীক্ষ্য কিঞ্চিৎ
সাসূয়ং যেন দৃষ্টাঃ ক্ষিতিতলবিলসন্-মৌলয়ো ভূমিপালাঃ ॥

পরিশিষ্ট

গীতগোবিন্দের যে টীকাগুলির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—

	টীকার নাম	টীকাকারের নাম
১।	টীকা	বৃহস্পতি মিশ্র
২।	সন্দর্ভ দীপিকা	আস্থান চতুরানন ধৃতিদাস বৈদ্য
৩।	বচন মালিকা	
৪।	ভাব বিভাবিনী	উদয়নাচার্য্য
৫।	রসিক-প্রিয়া	রাণা কুম্ভ
৬।	গঙ্গা	কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণদত্ত)
৭।	অর্থ-রত্নাবলী	গোপাল
৮।	পদদ্যোতনিকা	নারায়ণভট্ট
৯।	সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী	নারায়ণদাস
১০।	টীকা	পীতাম্বর
১১।	রস-কদম্ব-কল্লোলিনী	ভগবদ্দাস
১২।	টীকা	ভাবাচার্য্য
১৩।	”	মানাঙ্ক
১৪।	মাধুরী	রামতারণ
১৫।	টীকা	রামদত্ত
১৬।	সানন্দ-গোবিন্দ	রূপদেব পণ্ডিত
১৭।	টীকা	লক্ষ্মণভট্ট
১৮।	টীকা	বনমালী দাস (ভট্ট)
১৯।	প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি	বিঠ্ঠল দীক্ষিত

২০।	শ্রুতিরঞ্জনী	বিশ্বেশ্বরভট্ট
২১।	রসমঞ্জরী	শঙ্করমিশ্র
২২।	টীকা	শালিনাথ
২৩।	সাহিত্য-রত্নাকর	শেষরত্নাকর
২৪	পদভাবার্থ-চন্দ্রিকা	শ্রীকান্তমিশ্র
২৫।	টীকা	শ্রীহর্ষ
২৬।	গীতগোবিন্দ-তিলকোত্তম	হৃদয়াভরণ
২৪।	সাহিত্য-রত্নমালা	মেঙ্গনাথ-পুত্র শেষকমলাকর
২৮।	টীকা	কুমার খাঁ
২৯।	সারদীপিকা	জগৎহরি
৩০।	গীতগোবিন্দ-প্রবোধ	রামভদ্রের পুত্র রামকান্ত
৩১।	শ্রুতিরঞ্জিনী	কোণ্ডুভট্টের ভ্রাতা যজ্ঞেশ্বরের পুত্র লক্ষ্মীধর বা লক্ষ্মণ সূরি
৩২।	অনুপোদয়	অনূপ সিংহ
৩৩।	টীকা	চিদানন্দ ভিক্ষু
৩৪।	টীকা	ধ্বতিকর
৩৫।	পদাভিনয়-মঞ্জরী	গঢ়ার অর্জ্জুনদাসের পুত্র চন্দ্র-সাহি কর্ত্তৃক পালিত বাসুদেব বাচাসুন্দর
৩৬।	শশিলেখা	ভবেশের পুত্র মিথিলার কৃষ্ণদত্ত (কৃষ্ণদাস ?)
৩৭।	শ্রুতিসার-রঞ্জিনী	তিরুমলরাজ
৩৮।	বালবোধনী	পূজারী গোস্বামী
৩৯।	টীকা	পরমানন্দ
৪০।	গীতগোবিন্দ মাধুরী	

কৃষ্ণদত্তের টীকা গঙ্গায় কৃষ্ণপক্ষ ও শিবপক্ষ দুইরূপ ব্যাখ্যা আছে। ইহার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। বাকী টীকা-গুলির নাম Aufrecht মহোদয় প্রণীত Catalogus Catalogorum গ্রন্থে পাওয়া যায়। কয়েকখানি নূতন টীকার নাম প্রকাশিত হইল।

গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ—

১।	গীতগৌরীশ বা গীতগৌরীপতি	ভানুদত্ত কবিচক্রবর্ত্তী
২।	গীতগঙ্গাধর	কল্যাণ
৩।	গীতগিরীশ	রাম ভট্ট
৪।	গীতদিগম্বর	বংশমুনি (মিথিলা)
৫।	গীতরাঘব	ভূধরের পুত্র প্রভাকর
৬।	রামগীতগোবিন্দ	গয়াদীন
৭।	গীতগৌরী	তিরুমলরাজ
৮।	গীতরাঘব	হরিশঙ্কর
৯।	গীতগোপাল	সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক সিংহ দলন রায় পৃষ্ঠপোষিত চতুর্ভুজ
১০।	অভিনব গীতগোবিন্দ	গজপতিরাজ পুরুযোত্তম দেব
১১।	জানকীগীত	শ্রীহরি আচার্য্য
১২।	গীতশঙ্করীয়	জয়নারায়ণ ঘোষাল
১৩।	পঞ্চাধ্যায়ী (হিন্দী কাব্য)	নন্দদাস
১৪।	সঙ্গীত মাধব	গোবিন্দদাস
১৫।	গোবিন্দ বল্লভ নাটক	দ্বারকানাথ ঠাকুর

জয়দেবের অনুবাদকগণের মধ্যে রসময় দাস, গিরিধর দাস, দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ, পীতাম্বর দাস ও রঘুনাথ দাসের নাম উল্লেখ যোগ্য। উড়িষ্যায় কয়েকজন কবি শ্রীগীতগোবিন্দের অনুবাদ করেন।

শুদ্ধিপত্র

ভূমিকা

অশুদ্ধ		শুদ্ধ			পৃষ্ঠা
একস্বর্গ	...	একসর্গ	...		৫
শ্রীগীতগোবিতের		শ্রীগীতগোবিন্দের	...		১৪
চন্দ্রো		স কিং			১৮
রূগক	...	রূপক	...		২৮
উড়িষ্য	...	উড়িষ্যা	...		২৮
আড়াইশত কি তিনশত		দুইশত	...	পাদটীকা	২৯
শ্রীল	...	শ্রীল	...		৪৫
পরম্পয়ায়		পরম্পরায়			৬২
বুড়ণ	...	বুঢ়ণ	...		৭৭
জয়বেব	...	জয়দেব	...		৭৯
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ	...	যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ			৮৪
গানে	...	গায়	...		৮৮
কেসোমুখ	...	কোকামুখ	...		৯১
কৈলাস শাসনে	...	কৈলান তাম্রশাসনে	...		৯২
ব্রহ্ম কৈবর্ত্ত	...	ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত	...		৯৭
কূর্ব্বন্		কুর্ব্বন্			১০৫
দম্পতি	...	দম্পতী	...		১৪২
শিথি	...	শিখি	...		১৪২
ভজস্তে	...	ভজন্তে	...		১৫৩

অশুদ্ধ		শুদ্ধ		পৃষ্ঠা
ভেদো	...	ভেদে	...	১৬৩
ত্রিধ	...	ত্রিধা	...	১৭৫
সংসারো	...	সংসারা	...	১৮৯
যন্নাম্ন		যন্নাম্না		১৯৯

শ্রীগীতগোবিন্দম্

ভারু	...	ভীরু	...	১
শ্রীজয়দেবরিদ	...	শ্রীজয়দেব কবেরিদ	...	১৩
অধিতর	...	অধিকতর	...	৪০
অনায়াসে	...	অনায়াস	...	৪২
গীত	...	এই গান	...	৬১
কুবলয় পীড	...	কুবলয়া পীড়	...	১৪২
মর্ম্ম কথা	...	নর্ম্মকথা	...	১৪৮

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্

প্রথমঃ সর্গঃ

সামোদ-দামোদরঃ

মেঘৈর্ম্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১ ॥

বালবোধিনী টীকা

শ্রীচৈতন্যকৃপাসীধুকণোন্মত্তেন কেনচিৎ।
টীকা সংগৃহ্যতে গীতগোবিন্দস্য সমাসতঃ ॥
স্বয়ং বোদ্ধুমভিপ্রায়ং জয়দেবমহামতেঃ।
ক্রমেণোপক্রমাদেষা গ্রথ্যতে বালবোধিনী ॥ *

অনুবাদ

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমি তমালতরুনিকরে শ্যামল, রাত্রিকাল, কৃষ্ণ ভীত। রাধা, তুমি ইহাকে লইয়া গৃহে যাও। এইরূপ নন্দ-নিদেশে চলিত যমুনাকুলের প্রতি পথ-তরুকুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের বিজনকেলি জয়যুক্ত হউক।

* পূজারী গোস্বামীর অভিপ্রায়—

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; বনভূমিও তমালতরুনিকরে শ্যামায়মান হইয়াছে। (তাহাতে আবার) রাত্রিকাল; (ইহাই অভিসারের উপযুক্ত

অত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ।
বিবৃতির্ন কৃতা সা তু জ্ঞেয়া গ্রন্থান্তরে বুধৈঃ ॥
বোদ্ধব্যো বালবোধিন্যাং শব্দার্থঃ শব্দবেদিভিঃ।
ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ ভাবো ভাবার্থলোলুপৈঃ ॥

অথ শ্রীরাধামাধবয়োর্বিজনকেলিবর্ণনময়ং শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধমারভমাণস্তত্র চ তয়োঃ সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বানঃ শ্রীমান্ জয়দেবনামা কবিরাজস্তমালবনতমঃপুঞ্জকুঞ্জসদনাদ্বহিঃ স্থিতয়োস্তত্র প্রবেশায় গদিতশ্রীরাধিকাসখীবচনমনুস্মরংস্তদেব মঙ্গলমাচরতি। তদ্বর্ণনময়ত্বাৎ প্রবন্ধোঽয়ং মঙ্গলরূপ ইতি চ তং বিজ্ঞাপয়তি মেঘৈরিতি। শ্রীরাধামাধবয়োঃ রহঃকেলয়ো জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সর্ব্বাবতারেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ শ্রীরাধিকায়াশ্চ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ত্বেনাস্য সর্ব্বপ্রেয়সীভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাচ্চ। যথোক্তং শ্রীসূতেন,—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে—দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃসংমোহিনী পরেতি ॥ অতএবামুং মমোদ্যমং বিঘ্নান্ বিধূয় সংপাদয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ। ভগবতঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষত্বাৎ কেলীনাং জয়কর্ত্তৃত্বং যুক্তমেব। উৎকর্ষপ্রাতপত্তিরেব জয়তের্র্থঃ। সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপত্তাবকর্ম্মকঃ যথা জয়তি রঘুবংশতিলক ইতি। ক জয়ন্তি?—যমুনাকূলে। কিং লক্ষ্যীকৃত্য—প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং কুঞ্জোপ-

সময়। পূর্ব্বরাত্রে অন্যা নায়িকাসঙ্গহেতু অপরাধভীত শ্রীকৃষ্ণ তোমার সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারিতেছেন না, তিনি পথিপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছেন। (অতএব) হে রাধে, ভীরু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া কুঞ্জগৃহে গমন কর। এইরূপ আনন্দজনক সখী-বাক্যে (উৎসাহিতা হইয়া) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন। যমুনাকূলের পথি-পার্শ্বস্থ প্রতি তরুকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই বিজনকেলি জয়-যুক্ত হউক ॥ ১ ॥ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষিতো দ্রুমঃ কুঞ্জদ্রুমঃ অধ্বনঃ কুঞ্জদ্রুমঃ অধ্বকুঞ্জদ্রুমস্তং লক্ষ্যীকৃত্য তত্রেত্যর্থঃ। কীদৃশয়োঃ—ইত্থমনেন প্রকারেণ নন্দয়তীতি নন্দঃ স চাসৌ নিদেশশ্চেতি সঃ নন্দনিদেশঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখীবচনং তস্মা-চ্চলিতয়োঃ। নিদেশমাহ,—হে রাধে। যতোঽসৌ নক্তং ভীরুঃ পূর্ব্বরাত্রৌ ত্বাং বিহায়ান্যাভিঃ কৃতনৃত্যগীতাদ্যপরাধতয়া ভীতঃ ত্বৎকৃতবহুনায়িকা-বল্লভতারোপণাশঙ্কী তস্মাত্ত্বমেবেমং ত্বন্নিমিত্তানুভূতমর্ম্মব্যথং শ্রীকৃষ্ণং গৃহং মঞ্জুতরেত্যাদি বক্ষ্যমাণং কেলিসদনং প্রাপয়, পুরঃ কেলিসদনমনুসরন্তী এতস্য কেলিসদনপ্রাপ্তাবনুকূলা ভবেতি। অথবা ত্বমেবেমং গৃহং প্রাপয় গৃহস্থং কুরু, ত্বয়ৈবায়ং গৃহিণীমানস্বিত্যর্থঃ। এবকারেণ সমবধারণেন অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরেতি কুণ্ডিনবাসিজনানাং রুক্মিণীদেবীং প্রতি আশীর্ব্বচনং, ত্বমেব অস্য ভার্য্যা ভবেত্যাশীঃ সূচিতা। 'ন গৃহং গৃহ-মিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' ইত্যুক্তেঃ। জ্যোৎস্নাবত্যামস্যাং জনাকুলায়াং ময়া কথমসৌ প্রবেশনীয়স্তত্র সময়ানুকূল্যমাহ। মেঘৈরম্বরমাকাশং মেদুরং স্নিগ্ধং আচ্ছাদিতমিত্যর্থঃ। অস্য প্রিয়ামিলনেচ্ছোদ্ভূতমেঘাবৃতশ্চন্দ্র ইত্যর্থঃ। বনভুবস্তমালদ্রুমৈঃ শ্যামাঃ নিবিড়ান্ধকারেণ নৈব লক্ষিতাঃ ততোঽত্র ন কাপি শঙ্কেত্যর্থঃ। এতদনন্তরমেবৈতল্লীলাবসরে সাপীদং বক্ষ্যতি অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনমিত্যাদিনা। 'ততো বিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়' ইতি শ্রীশুকোক্তিবৎ। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি কাব্যপ্রকা-শোক্তের্নমস্ক্রিয়া সূচিতা। শ্রীরাধামাধবয়ো রহঃ কেলয়োঽত্র প্রতি-পাদ্যাঃ। অতো বস্তুনির্দ্দেশোঽপি। এবং পক্ষত্রয়প্রতিপাদনৈর্মহা-কাব্যত্বমুক্তং। যথা কাব্যাদর্শে।—সর্গবন্ধং মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণং। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশো বাপি তন্মুখমিতি॥ রাধামাধবয়ো-রিত্যনেন তয়োরন্যোন্যাব্যভিচারিবিদ্যোতমানতা সূচিতা। যথোক্তং ঋক্পরিশিষ্টে।—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা' ইত্যাদি।

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী ।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥ ২ ॥

রাধামাধবয়োরিত্যত্র সমাসেন তয়োঃ পরস্পরবিদ্যোতমানতা ব্যজ্যতে। শৃঙ্গাররসপ্রধানং হি কাব্যং, শৃঙ্গাররসে স্ত্রিয়া এব প্রাধান্যং ইতি শ্রীরাধায়াঃ প্রাগ্‌নির্দ্দেশঃ ॥ ১ ॥

এবমাদ্যৈকপদ্যসূচিতকেলিস্ফুরণোপস্থাপিতানন্দপূরপ্লাবিতান্তঃকরণতয়া উদ্যৎকারুণ্যেনাধুনিকভক্তজনানুগ্রহপরবশঃ সন্ কবিরেতদ্ব্যক্তীকরণায় প্রবন্ধেনানুসংদধদাত্মনস্তৎসামর্থ্যং সমর্থয়ন্নাহ—বাগ্‌দেবতেতি। জয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণং দেবয়তি দ্যোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকাশয়তীতি জয়দেবঃ, অতঃ স এব কবিস্তদ্বর্ণনকৃতী। এতৎ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বধ্যতে শ্রোতৄণাং হৃদয়মস্মিন্নিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাশয়তি। শ্রোতৃহৃদয়বন্ধনশক্তিরস্য কথং স্যাৎ, অত আহ—শ্রীরত্র রাধা, বসুনা বংশেন দিব্যতীতি বসুদেবো হি শ্রীনন্দঃ, দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইত্যুক্তেঃ, তস্যাপত্যং বাসুদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োর্যাঃ রতিকেলিকথাস্তাভিঃ সহিতং তল্লীলা-বিশেষবর্ণনরূপমিত্যর্থঃ। এবঞ্চেত্তৎ কথময়ং কর্ত্তুং শক্নুয়াদত আহ—বাচাং বক্তব্যত্বেনোপস্থিতানাং তৎকেলিময়ীনাং দেবতা বক্তা প্রবর্ত্তকশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্তচ্চরিতেন চিত্ররূপেণ লিখিতং চিত্তরূপং সদ্ম মনোগৃহং যস্য সঃ ইন্দ্রিয়শক্তির্দৈবতাধীনা নিজেষ্টদৈবতং বাগ্‌দেবতাত্বেন নিরূপিতমতএব তৎকর্ত্তৃকত্বং তত্রৈব পর্য্যবস্যেৎ; তথা চ চিত্তস্য ফলকত্বেন চরিত্রস্য চিত্র-বিশেষত্বনিরূপণাদ্যথা চিত্রবিশেষঃ ফলকমধিষ্ঠায় স্বয়মেব প্রকাশয়তি তথাত্রাপীত্যর্থঃ। এবং বাচাং মনসশ্চ মাধবপরতোক্তা। এতাবতাপি কথং তচ্ছক্তিরতঃ কায়িকবৃত্তেঃ শ্রীরাধিকাপরত্বমাহ—পদ্মং

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥ ৩॥

বিত্ততে করে যস্যাঃ সা পদ্মাবতী শ্রীরাধা শরাবত্যাদীনামিত্যাদিগ্রহণাদ্দীর্ঘঃ। তস্যাশ্চরণয়োর্নিমিত্তভূতয়োরেব চারণচক্রবর্ত্তী নর্ত্তকশ্রেষ্ঠঃ নৃত্যাদিনা সদা তদারাধনতৎপর ইত্যর্থঃ। অনেন তৎপ্রধানোপাসনাত্মনো দর্শিতা॥ ২॥

এবমাত্মনস্তদ্‌যোগ্যতামাপাদ্য সিদ্ধেঽপি প্রতিজ্ঞাতেঽর্থে চিত্তবিনোদকত্বাভাবাৎ কদাচিন্মন্দজনাঃ শ্রদ্ধাং ন দধ্যুরিত্যধিকারিণোঽপি নিশ্চিন্বন্নাহ যদীতি। ভো ভক্তজন! যদি হরিস্মরণে শ্রীকৃষ্ণানুচিন্তনে মনঃ সরসং স্নিগ্ধং, যদি সবিলাসস্য রাসকুঞ্জাদিলীলায়াঃ কলাসু বৈদগ্ধীচারুচেষ্টাসু কুতূহলং কৌতুকমস্তি, তদা জয়দেবকবেঃ সরস্বতীং বাণীং শৃণু। কেষাঞ্চিৎ সামান্যস্মরণমাত্রে কেষাঞ্চিৎ বিশিষ্টরাসকুঞ্জাদিলীলাবকলনে ইত্যুভয়োরুপাদানম্। কীদৃশ্যসৌ—যস্যা এবাধিকারিণোঽপি নিশ্চিনোষীত্যাহ শৃঙ্গাররসপ্রাধান্যান্মধুরা ঝটিত্যর্থাবগতেঃ কোমলা গেয়ত্বাৎ কান্তা কমনীয়পদা পদাবলী পদশ্রেণী যস্যাস্তাং। এভিঃ পদ্যৈঃ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাঽধিকারিণোঽপি দর্শিতাঃ। রাধা-মাধবয়ো রহঃ কেলয়োঽত্রাভিধেয়াঃ, প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ। তৎকেলীনামনুমোদনজনিতানন্দানুভবঃ প্রয়োজনং এতদ্রসভাবিতান্তঃকরণোঽধিকারী॥ ৩॥

যাঁহার মনোমন্দির বাগ্দেবতার চরিত্রচিত্রে অলঙ্কৃত, যিনি পদ্মাবতী-চরণের শ্রেষ্ঠ পরিচারক, সেই জয়দেব কবি শ্রীবাসুদেব-রতিকেলিকথা সম্বলিত এই গ্রন্থ (গীতগোবিন্দ) রচনা করিলেন॥ ২॥

যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার বাসনা থাকে, যদি তাঁহার (বাসন্ত-রাসাদি লীলার) বিলাসকলা (রস-চাতুর্য্য) জানিবার কৌতূহল হয় তবে জয়দেব-রচিত এই মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন॥ ৩॥

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪ ॥

অথৈতদাবেশেনৈবান্যত্র প্রাকৃতবর্ণনপ্রায়তামালোক্যাত্মনঃ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ বাচ ইতি। উমাপতিধরনামা কবিঃ বাচঃ পল্লবয়তি বিস্তারয়তি মাত্রং, ন তু কাব্যগুণযুক্তাঃ করোতি, পল্লবগ্রাহিতা দোষোঽস্য। শরণনামা কবিঃ দুরূহস্য দুর্জ্ঞেয়স্য কাব্যস্য দ্রুতে শীঘ্ররচনে শ্লাঘ্যঃ, ন তু প্রসাদাদিগুণযুক্তে। শৃঙ্গার এবোত্তরঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তস্য সৎপ্রমেয়স্য সামান্য-

কবি উমাপতিধর বাক্যকে পল্লবিত করেন। (অর্থাৎ রচনায় অনুপ্রাসাদিঅলঙ্কার-বিস্তারেই সুদক্ষ, কিন্তু তাঁহার রচনা প্রকৃত কাব্যগুণযুক্ত নহে)। দুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শরণ কবি প্রশংসনীয়। (কিন্তু সে রচনা প্রসাদাদি গুণবর্জ্জিত)। শৃঙ্গাররসের সৎ এবং পরিমিত রচনায় আচার্য্য গোবর্দ্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। (কিন্তু সে শুধু সামান্য নায়কনায়িকাবর্ণনে এবং তাহাও আবার একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ)। ধোয়ী কবিরাজ শ্রুতিধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। (তাঁহার নিজের কোনো মৌলিকতা নাই। একমাত্র) জয়দেব কবি শুদ্ধ সন্দর্ভ রচনায় সমর্থ। (অর্থাৎ তাঁহার রচনায় সমস্ত গুণই আছে। যেহেতু তাঁহার রচনায় ভগবদ্‌গুণবর্ণনা আছে।) এই শ্লোক কবির দৈন্যজ্ঞাপকরূপেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যেমন— "পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত কবিগণই যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের রচনাই যখন দোষশূন্য নহে, তখন জয়দেব কিরূপে শুদ্ধসন্দর্ভ (দোষহীন) রচনায় সমর্থ হইবেন? অর্থাৎ সন্দর্ভশুদ্ধির জয়দেব কি জানেন?" ॥ ৪ ॥

গীতম্ ॥ ১ ॥

মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ ধ্রুবম্ ।

নায়কনায়িকাপ্রায়বর্ণনস্য রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনস্য স্পর্দ্ধাবান্ কোঽপি ন বিশ্রুতঃ, ন রসান্তরবর্ণনৈঃ। ধোয়ীনামা কবিরাজঃ শ্রুতিধরঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রবণমাত্রেণ গ্রন্থাধিকারী, ন তু স্বয়ং কবিতয়া। গিরাং শুদ্ধিং শোধন-প্রকারং জয়দেব এব জানীতে, কেবলভগবদ্‌গুণবর্ণনরূপং তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লব ইত্যুক্তেঃ। অথবা দৈন্যোক্তিরিয়ং যথা গিরাং সন্দর্ভশুদ্ধিং কিং জয়দেব এব জানীতে ন জানীত এব। যত্র উমাপতিধরঃ বাচঃ পল্লবয়তি, শরণো দুরূহদ্রুতে শ্লাঘ্যঃ, গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য তুল্যো নাস্ত্যেব, ধোয়ী তু কবীনাং রাজা শ্রুতিধরশ্চ। যদ্যপি স্বয়ং দৈন্যেনৈবমুক্তং, তথাপি সরস্বতী পূর্ব্বার্থমেব প্রমাণয়তি ॥ ৪ ॥

অথ তৎকেলীনাং সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্ব্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মৎস্যাদ্যবতারত্বেন সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্নতাং প্রতিপাদয়ন্ সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তি প্রলয়েত্যাদিনা বসন্তে বাসন্তীত্যন্তেন। গীতস্যাস্য মালবরাগরূপকতাল ইত্যাহ মালবেতি। তস্য লক্ষণং যথা— নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রবিম্বঃ শুভদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ। সঙ্গীতশালাং

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে ! তুমি প্রলয় সাগর-জলে নৌকারূপে অনায়াসে বেদ সমূহকে ধারণ কর। মৎস্যরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ৫ ॥ (পূজারী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের দশটি অবতারকে দশপ্রকার রসের অধিষ্ঠাতৃ-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মীনরূপ বীভৎস রসের অধিষ্ঠাতা)

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ ॥ বিরামান্তদ্রুতদ্বন্দ্বো রূপকঃ স্যাদ্বিলক্ষণ ইতি। কেশব ইতি কেশিদৈত্যনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ! জয় সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু, তদাবিষ্করণসামর্থ্যহেতুঃ। হে জগদীশ! জগতাং প্রকৃতীনাম্ ঈশ! তথাবিধত্বেঽপি কারুণ্যমাহ। হরে! হরতি ভক্তানামশেষক্লেশমিতি হরিঃ। হে তথাবিধ! তৎক্লেশহরত্বং তদেকপ্রয়োজনমাত্রাবতারত্বেন প্রতিপাদয়তি। তত্রাদৌ মীনরূপেণ নৌকারূপ-পৃথিব্যাকর্ষণেনাহ—প্রলয়েতি। ধৃতং স্বেচ্ছয়াবিষ্কৃতং মৎস্যাকারং শরীরং যেন হে তথাবিধ! জয়। জয় জগদীশ হরে ইত্যেব ধ্রুবপদং প্রতিপদমনুবর্ত্তমানত্বাৎ। যথোক্তং—ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ প্রোক্তঃ আভোগশ্চান্তিমে মত ইতি। তদাকর্ষণপ্রকারমাহ—প্রলয়কালীনা যে সমুদ্রাস্তেষামেকীভূতে জলে মগ্নং বেদং অখেদং যথা স্যাত্তথা ধৃতবানসি। তৎপ্রকারমাহ—কৃতং নৌকায়াশ্চরিত্রং যত্র তৎ ইত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং, সত্যব্রতং প্রলয়ক্লেশাদপাদিত্যর্থঃ। অনেনৈব মীনস্য বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৫ ॥

ন কেবলং তদাকর্ষণমাত্রেণ অপি তু তদ্ধারণপূর্ব্বকস্থিত্যাপীত্যাহ ক্ষিতিরিতি। সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুখবন্ধযোজনা। হে ধৃতকচ্ছপরূপ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতিস্তিষ্ঠতি। নম্ন পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তীর্ণায়াঃ কথং মম পৃষ্ঠে স্থিতিঃ স্যাদ্ ইত্যাহ। অতিশয়েন বিপুলতরে পৃথিব্যপেক্ষয়াপ্যধিকবিস্তীর্ণে। পুনঃ কীদৃশে?

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার অতি বিপুল পৃষ্ঠদেশে পৃথ্বী স্থিরা হইয়াছেন। সেই ধরণীধারণ জন্যই তোমার পৃষ্ঠে শুষ্ক কঠিন ব্রণচিহ্ন। কূর্ম্মরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ৬ ॥ (কূর্ম্মরূপ অদ্ভুত রসের অধিষ্ঠাতা)

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥
তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥

ধরণ্যাঃ ধরণেন যৎ কিণচক্রং শুষ্কব্রণসমূহস্তেন কঠিনে। অনেনৈব কূর্ম্মস্যাদ্ভুত-রসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্। কিণঃ শুষ্কব্রণেঽপি চেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৬॥

ন চৈতাবতৈবোদ্বহনপূর্ব্বোদ্গমনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতশূকররূপ! তব দন্তাগ্রে ধরণী লোকধারণকর্ত্র্যপি লগ্না বসতি। কুত্র কেব? শশিনি চন্দ্রে নিমগ্না কলঙ্কস্য কলেব। অত্র দশনস্য বালচন্দ্রেণোপমা ধরণ্যাঃ কলঙ্ককলয়া, অতএব নিমগ্নশব্দস্য উপাদানং। অনেনৈব বরাহস্য ভয়ানক-রসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৭ ॥

নাত্মনঃ ক্লেশসহমাত্রেণ পরপীড়য়াপীত্যাহ। হে ধৃতনরহরিরূপ! তব কর-কমলবরে নখমস্তি। কীদৃশং—অদ্ভুতং আশ্চর্য্যং শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্য তাদৃশম্। অদ্ভুতত্বমেবাহ—বিদারিতো হিরণ্যকশিপো দৈত্যস্য তনুরূপ-ভৃঙ্গো যেন তৎ। অন্যদ্ধি কমলাগ্রং ভৃঙ্গেণ দল্যতে ইদন্তু কমলাগ্রং ভৃঙ্গং

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার দশনশিখরে বসতি-সময়ে বিলগ্না ধরণী শশি-নিমগ্ন কলঙ্ক-চিহ্নবৎ শোভা প্রাপ্ত হন। শূকর-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ৭ ॥ (বরাহরূপ ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাতা)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার করকমলের অদ্ভুত নখশৃঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভৃঙ্গ বিদলিত হয়। নরসিংহরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ৮ ॥ (নৃসিংহরূপ বৎসল রসের অধিষ্ঠাতা)

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥

ব্যদালীদিত্যদ্ভুতশৃঙ্গত্বং নখস্যেত্যর্থঃ। বিষাণোৎকর্ষয়োশ্চাগ্রে শৃঙ্গং স্যাদিতি বিশ্বঃ। অনেনৈব শ্রীনৃসিংহস্য বৎসলরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৮ ॥

অপি চ কপটদৈন্যাদিনাপীত্যাহ। হে ধৃতবামনরূপ! হে অত্যদ্ভুত-বামনরূপ! বিক্রমণে পদাক্রমণনিমিত্তমুপাদায় বলিং বঞ্চয়সি। পদনখ-নীরেণ জনিতং জনানাং পাবিত্র্যং যেন হে তাদৃশ জয় এতদদ্ভুতত্বম্। অনেনৈব বামনস্য সখ্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৯ ॥

ন সকৃন্মাত্রপরপীড়য়া অসকৃত্তৎপীড়য়াপীত্যাহ। হে ভৃগুপতিরূপ! ক্ষত্রিয়াণাং যদ্রুধিরং তন্ময়ে পয়সি জলে জলরূপে কুরুক্ষেত্রস্থতীর্থে জগৎ প্রাণিমাত্রম্ অপগতপাপং যথা স্যাত্তথা স্নপয়সি। কীদৃশং—তেন স্নপনেন

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! অদ্ভুত বামনরূপে তুমি (ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনায়) দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা কর। (তৎকালে ব্রহ্মা তোমায় যে পাদ্য নিবেদন করেন, সেই গঙ্গাবারি অর্থাৎ) তোমার পদনখস্পৃষ্ট নীর লোকসমূহের পবিত্রতা বিধান করিতেছে। বামনরূপ-ধারী, তোমার জয় হউক ॥ ৯ ॥ (বামন সখ্যরসের অধিষ্ঠাতা)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! ধরণীকে (একবিংশতিবার) নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সেই শোণিতসলিলে পরিস্নাতা ধরণীর পাপ দূর ও তাপ প্রশমিত কর। পরশুরাম-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ১০ ॥ (পরশুরাম রৌদ্ররসের অধিষ্ঠাতা)

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১১ ॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১ ॥

শমিতঃ সংসারতাপো যস্য তাদৃশং। তৎস্নানেন পাপক্ষয়াৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যা ভবতাপশান্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈব পরশুরামস্য রৌদ্ররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ১০ ॥

ন চৈতাবতা প্রিয়াবিয়োগাদিদুঃখসহনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতরঘুপতিরূপ! সংগ্রামে দশসু দিক্ষু রাবণস্য যে মস্তকাস্ত এবোপহারস্তং দদাসি। কিমিত্য-চেতনাসু দিক্ষু বলিদানং দিশাং পতীনামিন্দ্রাদীনামভীষ্টং তৈরপি কথং স বলিঃ কাঙ্ক্ষ্যতে রমণীয়ং পরোদ্বেজকস্য রাবণস্য মৌলিবলিস্তেষাং রতিজনক ইত্যর্থঃ অনেনৈব শ্রীরামস্য করুণরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ১১ ॥

নৈতাবন্মাত্রং স্বপ্রেয়সীশ্রমরূপক্লেশাপনোদনায়াত্মভক্তযমুনাকর্ষণাদিনা-প্যাহ। হে ধৃতহলধররূপ! ত্বং শুভ্রে বপুষি জলদবন্নীলং বসনং ধারয়সি।

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি দিক্‌পতিগণের আকাঙ্ক্ষিত রাবণের দশ মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রে দিকে দিকে রমণীয় বলিস্বরূপ অর্পণ কর। রামরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ১১ ॥ (রামচন্দ্র করুণ রসের অধিষ্ঠাতা)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি শুভ্রদেহে জলদবর্ণ যে বসন পরিধান কর, তাহা তোমার কর্ষণভয়ে মিলিতা যমুনার নীলকান্তি-ই প্রকাশ করে। হলধর-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ১২ ॥ (হলধর-রূপ হাস্যরসের অধিষ্ঠাতা)

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥

তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—হলেন হতির্হননং তদ্ভীত্যা মিলিতা যমুনা তদ্বদাভা যস্য তৎ। অনেনৈব শ্রীহলধরস্য হাস্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ নিজাজ্ঞারূপবেদবিরুদ্ধবাদপ্রবর্ত্তনেনাপীত্যাহ। ত্বং যজ্ঞবিধের্যজ্ঞ-বিধায়কবেদবাক্যসমূহং নিন্দসীত্যহহেত্যদ্ভুতং স্বয়ং বেদান্ প্রকাশ্য স্বয়মেব নিন্দসীত্যদ্ভুতম্। তৎপ্রকারমাহ—দর্শিতঃ পশূনাং ঘাতো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। কথং নিন্দসীত্যাহ। পশুষু সদয়ং হৃদয়ং যস্য হে তাদৃশ! 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' ইত্যাদিনা দৈত্যমোহনায় পশুষু দয়াসহিত ইত্যর্থঃ। অহেঃ পয়ঃপোষ ইব দৈত্যানাং যজ্ঞকরণমনুচিতমিতি তন্মোহনং যুক্তমিত্যর্থঃ। অনেনৈব বুদ্ধস্য শান্তরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতং ॥ ৩ ॥

যুদ্ধধর্ম্মং বিনা প্রাণিবধেনাপীত্যাহ। হে ধৃতকল্কিশরীর! ত্বং ম্লেচ্ছ-নিবহস্য নাশনিমিত্তং করবালং খড়্গং কলয়সি, কলিহল্যোঃ কামধেনুত্বা-দ্ধারয়সি। কীদৃশং? কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং সাতিশয়মিত্যর্থঃ। করালং

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে করুণা-পরবশ হইয়া তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্ত্তক শ্রুতি (বেদ) সমূহের নিন্দা কর। বুদ্ধ-রূপধারী তোমার জয় হউক॥ ১৩ ॥ (বুদ্ধ শান্তরসের অধিষ্ঠাতা)

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! ম্লেচ্ছসমূহকে বধ করিবার জন্য তুমি ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণ তরবারী নিষ্কাশিত করিয়াছ। কল্কিরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ১৪ ॥ (কল্কি বীররসের অধিষ্ঠাতা)

শ্রীজয়দেবরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১৬ ॥

ভয়ঙ্করং। কমিব? ধূমকেতুনামা য ঔৎপাতিকো গ্রহস্তমিব। অনেনৈব কল্কিনো বীররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ১৪ ॥

এবং প্রত্যেকৈকাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃপুরস্কারেণ নিবেদ্য সমুদিতাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃ-পুরস্কারেণ নিবেদয়তি। হে দশবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণ! জয়। জয়দেবকবের্ম্মেদ-মুদিতং শৃণু। কীদৃশং? শুভদং জগন্মঙ্গলপ্রদম্। যতো ভবস্য জন্মনঃ ত্বদবতারাণাং সারম্ আর্বিভাবরহস্যং যত্র তৎ, অতএবোদারং পরমং মহৎ

হে কেশব, হে দশবিধরূপধারী, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার জয় হইক। (এইরূপে জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে) শ্রীজয়দেবকথিত সুখদায়ক, শুভদায়ক, সংসারের সার-স্বরূপ এই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥ ১৫ ॥

এইরূপে দশটী রসের অধিষ্ঠাতৃদেবগণকে বন্দনাপূর্ব্বক জয়দেব সর্ব্বরসের অধিষ্ঠাতা আদি বা শৃঙ্গার রসস্বরূপ দশাকৃতিধৃত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন।

বেদের উদ্ধারকারী, ত্রিলোকের ভারবহনকারী, ভূমণ্ডল উত্তোলন-কারী, হিরণ্যকশিপু বিদারণকারী, বলিকে ছলনাকারী, ক্ষত্রক্ষয়কারী, দশানন-সংহারকারী, হলকর্ষণকারী, করুণা-বিতরণকারী, ম্লেচ্ছধ্বংসকারী, দশরূপধারী হে কৃষ্ণ, তোমায় প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥

গীতম্ ॥ ২ ॥

গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে ।—

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল

জয় জয় দেব হরে ॥ ১৭ ॥

ততঃ সুখদং পরমানন্দপ্রদং জন্ম গুহ্যমিতি শ্রীসুতোক্তেঃ ॥ ১৫ ॥

অথ বর্ত্তমানপ্রত্যয়ৈরবতারাণাং তত্তল্লীলানামপি নিত্যত্বপ্রতিপাদনেন শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যং তত্তদবতারলীলত্বং বক্তুং উক্তগীতার্থমেকশ্লোকেন নিবধ্নন্নাহ—বেদানিতি। দশাবতারান্ কুর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণায় সর্ব্বাকর্ষণানন্দায় তুভ্যং নমোঽস্তু। দশাকৃতিত্বং প্রকটয়ন্নাহ। মীনরূপেণ বেদোদ্ধরণং কুর্ব্বতে, কূর্ম্মরূপেণ ভুবনানি বহতে, বরাহরূপেণ পৃথিবীমণ্ডলমূর্দ্ধং নয়তে, নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুং দারয়তে, বামনরূপেণ বলিং ছলয়তে ছলেন ব্যাজেনাত্মসাৎ কুর্ব্বতে, পরশুরামরূপেণ দুষ্টক্ষত্রিয়াণাং নাশং কুর্ব্বতে, শ্রীরামরূপেণ রাবণং জয়তে, বলভদ্ররূপেণ দুষ্টদমনায় হলং ধারয়তে, বুদ্ধরূপেণ কারুণ্যং বিস্তারয়তে, কল্কিরূপেণ ম্লেচ্ছান্ নাশয়তে। এতেষাম্ অবতারিত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বরসত্বং সিদ্ধম্। মল্লানামশনির্নৃণামিত্যাদ্যুক্তেঃ অতএব একাদশভিঃ পদ্যৈঃ সমাপ্তিঃ। বুদ্ধো নারায়ণোপেন্দ্রৌ নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ। বলঃ কূর্ম্মস্তথা কল্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ। মীন ইত্যেতাঃ কথিতাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশ দেবতাঃ ॥ ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রসাধিষ্ঠাতারঃ ॥ ১৬ ॥

অথ তেনৈব সর্ব্বোপাস্যত্বেঽপি ধ্যেয়বিশেষত্বং বদন্ ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বনায়কশিরোরত্নতাপ্রতিপাদনায় ধীরোদাত্তত্বাদিচতুর্ব্বিধনায়কগুণসমন্বয়েন সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তে শ্রিতকমলেত্যাদিভিঃ গীতস্যাস্য গুর্জ্জরীরাগো নিঃসারতালঃ। তল্লক্ষণং যথা—শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমানাং মৃদুল্লসৎ-

---

কমলার বক্ষঃস্থলাশ্রিত, কুণ্ডলধারী, মনোহর বনমালাপরিশোভিত হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৭ ॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস ॥ ১৮ ॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ ॥ ১৯ ॥

পল্লবতল্পজাতা। শ্রুতেঃ স্বরাণাং দধতী বিভাগং তন্ত্রীমুখাৎ দক্ষিণগুর্জ্জরীয়ম্॥ দ্রুতদ্বন্দ্বাৎ লঘুদ্বন্দ্বং নিঃসারঃ স্যাদিতি। তত্র পরমব্যোমনাথত্বেন ধীরললিতত্বমাহ। শ্রিতমাশ্রিতং লক্ষ্ম্যাঃ কুচমণ্ডলং যেন হে তাদৃশ! অনেন বিদগ্ধত্বপরিহাসবিশারদত্বপ্রেয়সীবশত্বনিশ্চিন্তত্বানি সূচিতানি। অতএব ধৃতে কুণ্ডলে যেন হে তাদৃশ! ধৃতা সুন্দরী বনমালা যেন হে তাদৃশ! অনেন বিশেষণদ্বয়েন নবতারুণ্যং তেনৈব বেশবিন্যাসসিদ্ধেঃ। হে দেব! হে হরে! জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু। ইতি সর্ব্বত্র যোজনা নিষ্পাদ্যাহংবিশেষেণ জয় জয় দেব হরে ইতি ধ্রুবপদম্। বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ইত্যপি তত্রৈব ধীরললিতলক্ষণম্॥ ১৭॥

অথ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ধ্যেয়ত্বেন ধীরশান্তত্বমাহ। সূর্য্যমণ্ডলং পূজ্যত্বোপপাদনেন মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি হে তথাবিধ! জয়। ইতি ক্লেশসহনত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ। অতএব মননশীলানাং মানসহংস! মানসে সরসি হংস ইব সদা তচ্চিত্তে স্থিত ইত্যর্থঃ। অতএব সমপ্রকৃতিকত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ, তেন তৎসংসারং নাশয়তীতি হে তাদৃশ ইতি বিবেচকত্বম্। ধীরশান্তলক্ষণঞ্চ তত্রৈব—সমঃ প্রকৃতিজঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ। বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥ ১৮॥

নিজোপাস্যত্বেনাপি ধ্যেয়বিশেষত্বেন ধীরোদ্ধতত্বমাহ দ্বাভ্যাম্।

সবিতৃমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধক, ভববন্ধনখণ্ডনকারী মুনি-মানস-সরোবরের হংস-স্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥ ১৮॥

কালিয় সর্পদমনকারী, লোকরঞ্জক, যদুকুলকমলের সূর্য্যস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক॥ ১৯॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান ॥ ২০ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ॥ ২১ ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥ ২২ ॥

কালিয়নামা বিষধরঃ সর্পস্তস্য গঞ্জনেন "বিনা মৎসেবনং জনা" ইতিবৎ জনান্ ব্রজজনান্ রঞ্জয়তীতি হে জনরঞ্জন ! কিমিতি তান্ রঞ্জয়ামীত্যাহ। —যদুকুলমেব নলিনং তস্য দিনেশ সূর্য্য ইব। 'যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া' ইত্যাদি বচনাদ্গোপা এব যাদবা, অতো গোকুলপ্রকাশক ইত্যর্থঃ কালিয়েতি মাৎসর্য্যবত্ত্বং জনরঞ্জনেতি যদুকুলেতি চ অহঙ্কারিত্বং অহন্তয়া মমতয়া চ জনরঞ্জনাদিসিদ্ধেঃ। ধীরোদ্ধতলক্ষণঞ্চ—মাৎসর্য্যবান্ অহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চ যঃ। বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভি ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ ১৯ ॥

তস্যৈব দ্বারকাদ্যুপাস্যত্বেনাপ্যাহ। মধুমুরনরকান্ বিনাশয়তীতি হে তথাবিধ ! জয় ইতি। গরুড়ঃ পক্ষিরাজঃ স এব আসনং যস্য হে তাদৃশ ! সুরকুলকেলীনাং নিদানম্ আদিকারণং হে তাদৃশ ! এতৈম য়াবিত্বাদি-চতুষ্টয়ম্ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বতাপোপশমনপূর্ব্বকসর্ব্বাভীষ্টপ্রদতয়া দেবসাহায়করূপেণ ধীরোদাত্ত-ত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। নির্ম্মলকমলদলে ইব তাপশমকে লোচনে যস্য হে তাদৃশ ! জয় ইতি। তাদৃশলোচনোপলক্ষিতগম্ভীরত্বং কথং তাপশমত্বম্ ? অত আহ— ভবং সংসারং মোচয়তীতি হে তাদৃশ ! ইতি করুণত্বং। তদপি কুতঃ

মধু, মুর, ও নরকাসুরের বিনাশকারী, গরুড়বাহন, সুরকুলের আশ্রয়-স্বরূপ, হে দেব, হে হরে তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২০ ॥

বিমল কমলনয়ন, ভব-দুঃখ-মোচনকারী, ত্রিভুবনের জনক, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২১ ॥

জানকী-কৃতভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, সমরে দশাননের সংহারকারী, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২২ ॥

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ ২৩ ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥ ২৫ ॥

ত্রিভুবনানাং ভবনস্য নিধানং নিধিরিব কারণং জনক ইত্যর্থঃ। ইতি বিনয়িত্বম্। ধীরোদাত্তলক্ষণং যথা—গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ॥ ২১ ॥

জনকসুতয়া কৃতং ভূষণং যস্য হে তাদৃশ! জয় ইতি সুদৃঢ়ব্রতত্বম্। জিতো দূষণস্তন্নামা রাক্ষসো যেন হে তাদৃশ! ইত্যকত্থনত্বম্। সংগ্রামে শমিতঃ রাবণো যেন হে তাদৃশ! ইতি ক্ষন্তৃত্বগূঢ়গর্ব্বত্বসুসত্ত্বভৃত্ত্বানি ॥ ২২ ॥

অস্মিন্ ধীরললিতমুখ্যত্বপ্রতিপাদনায় অজিতরূপত্বেন সংপুটিতমিব পুনস্তমেবাহ অভিনবেতি। হে নবীন-মেঘবৎ-সুন্দর! জয়। ধৃতো মন্দরস্তন্নামা গিরির্যেন হে তাদৃশ! ক্ষীরাব্ধিমথন ইত্যধিগন্তব্যম্। আভ্যাং নবতারুণ্যং তদধিগমশ্চ। কুতঃ শ্রিয়ঃ সমুদ্রমথনাবির্ভূতায়া মুখচন্দ্রে চকোর ইব সলালস ইতি প্রেয়সীবশত্বম্। এতেষু কেচিদ্‌গুণা অংশেন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব এব পূর্ণতয়া বিরাজন্ত ইতি সর্ব্বোৎকর্ষত্বম্। অতোঽত্রাপি নবপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ২৩ ॥

অথ স্বসহিতেষু তৎশ্রোতৃবক্তৃষু প্রসাদং প্রার্থয়তে। হে শ্রীকৃষ্ণ! তব চরণে বয়ং প্রণতা ইতি ভাবয় জানীহি। ইতি জ্ঞাত্বা কিং কর্ত্তব্যং

নব-জলধর-সুন্দর-কান্তি, মন্দর-পর্ব্বতধারী, কমলামুখচন্দ্রের চকোর, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২৩ ॥

আমরা তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইহা জানিয়া আমাদের কুশল বিধান কর ॥ ২৪ ॥

শ্রীজয়দেব কবির এই মঙ্গলজনক উজ্জ্বলরসের গান সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥ ২৫ ॥

পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ॥ ২৬॥
বসন্তে বাসন্তী-কুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ-
র্ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্।

প্রণতেষু অস্মাসু কুশলং তল্লীলানুভবসামর্থ্যং কুরু দেহি। তল্লীলানুভবস্য ত্বৎপ্রসাদং বিনানুপপত্তেঃ। পরমানন্দরূপত্বাদিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

অত্র স্বানুভবং প্রমাণয়তি। ইদং জয়দেবকবের্ম্ম মুদং করোতি। ইদমিতি কিং—মঙ্গলং মঙ্গলাচরণমাত্রং। কীদৃশম্?—উজ্জ্বলস্য শৃঙ্গারস্য গীতির্গানং যত্র তৎ। এবঞ্চেৎ কিমু কেলীনামিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

এবং প্রার্থ্য শ্রোতৄন্ প্রতি আশিষমাতনোতি পদ্মেতি। মধুসূদনস্য বক্ষ্যমাণরীত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য উরো বো যুষ্মাকং প্রিয়ং বাঞ্ছিতম্ অনু নিরন্তরং পূরয়তু। কীদৃশম্?—পদ্মা শ্রীরাধা তস্যাঃ পয়োধরপ্রান্তভাগপরিরম্ভলগ্ন-কুঙ্কুমেন মুদ্রিতম্ অঙ্কিতং মুদ্রাং প্রাপিতমিত্যর্থঃ। অত্রান্যা মা বিশতু ইত্যভিপ্রায়েণৈবেতি ভাবঃ। অতএব খেলতা অনঙ্গেন যঃ খেদস্তেন স্বেদাম্বুনাং পূরঃ প্রবাহো যত্র তৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে। ব্যক্তঃ প্রকটীভূতোঽনুরাগো যত্র তদিব। অন্তরুচ্ছলিতঃ প্রিয়ানুরাগো বহিঃ কাশ্মীর-রূপেণ উরসি আবির্ভূত ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মার স্তনতটের কুঙ্কুম লাগিয়া যাঁহার বক্ষদেশ বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়াছে, মদনসন্তাপ জন্য ঘর্ম্মবিন্দু-শোভিত এইরূপ কুঙ্কুম-চিহ্নচ্ছলে যাঁহার অন্তরের অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে সেই মধুসূদন আপনাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন॥ ২৬॥

অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭ ॥

তদেবং মঙ্গলসঙ্গমেনৈব মাধবোৎকর্ষমাবিষ্কৃত্য উপক্রমোক্তশ্রীরাধামাধব-রহঃকেলিবর্ণনোৎকলিকোচ্ছলিতচিত্তঃ কবিদ´ক্ষিণধৃষ্টশঠনায়ক-গুণসমন্বয়েন শ্রীরাধিকায়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানুকূলনায়কতাপ্রতিপাদনার্থং সূচিকটাহন্যায়েন শ্রীশুকোক্তিবৎ সাধারণ্যেনান্যাভিস্তদ্বিহরণং সমাসেন সমাপয়িতুকামস্তেনৈব শ্রীরাধিকায়াঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কর্ত্তুং তত্র তত্র তস্যাঃ অষ্টনায়িকাবস্থাং বর্ণয়ন্ সম্ভোগপোষকবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবর্ণনায় প্রথমং বিরহোৎকণ্ঠিতামাহ বসন্ত ইতি। উৎকণ্ঠিতালক্ষণং যথা—উদ্দামমন্মথমহাজ্বরবেপমানাং রোমাঞ্চকঞ্চুকিতমঙ্গমলং বহন্তীং। সম্মোহবেপথুঘনোৎপুলকাকুলাঙ্গী-মুৎকণ্ঠিতানাং বদতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ ইতি। বসন্তসময়ে তৎসহচারিণী সখী শ্রীরাধিকাং সরসং যথা স্যাত্তথা ইদং বক্ষ্যমাণমূচে। শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়িতুমিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশীং? মাধবীপুষ্পতোঽপি কোমলৈরঙ্গৈরুপলক্ষিতাং যুক্তামিত্যর্থঃ। তাদৃশ্যপি দুর্গমে বর্ত্ম´নি ভ্রমন্তীম্। ননু কান্তারে কথং ভ্রমতি? বহু যথা স্যাত্তথা কৃতং কৃষ্ণানুসরণং যয়া তাম্। অমন্দং যথা স্যাত্তথা কন্দর্পেণ কামেন তৎপ্রাপ্ত্যভিলাষেণ যো জ্বরস্তেন জনিতয়া চিন্তয়াকুলতয়া বলন্তী পীড়া যস্যাস্তাম্। অত্র তাং বিহায় অন্যাভিস্তদ্বিহরেণেনেদং গম্যতে। শারদীয়-রাকারাত্রৌ প্রথমরাসমহোৎসবে শ্রীরাধিকায়া অসমানোর্দ্ধরূপগুণবিলাস-মনুভূয় তস্যাং সর্ব্ববিজয়িস্বানুরাগং সফলং মন্যমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ক্বচিৎ ক্বদাচিৎ কথঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যং ভবেন্ন বেতি স্থূণানিখননন্যায়েন তদ্বিবিৎসায়াং চিরমত্যুদ্ভুতায়াং দিনকতিপয়ানন্তরং লীলেয়মিতি। অথবা তদ্বিবিৎসায়া-মত্যুদ্ভুতায়াং তদিচ্ছানুসারিণ্যা যোগমায়য়া কংসানুজ্ঞাতাক্রূরাগমনে কৃতে তদর্থমেবানেকনারীসংকুলাং শ্রীমথুরামসৌ গতবান্, গত্বা চ তত্র নারী-

গীতম্ ॥ ৩ ॥

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে ।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে ।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ ২৮ ॥

প্রভৃতিষু ব্রজসুন্দরীণামিব রূপগুণাদিমননুভূয় শ্রীদ্বারাবতীং প্রতি তদাশয়া জগাম। তত্র নরেন্দ্রকন্যা বিবাহ্যাপি নরকাসুরাহৃতগন্ধর্ব্বযক্ষনাগনরকন্যানাং শতাধিকষোড়শসহস্রাণি বিবাহ্য তাসু তাস্বপি তাসাং সাদৃশ্যং ন লব্ধম্। ততো দন্তবক্রবধানন্তরং পুনর্ব্রজাগমনে জাতে সত্যেব লীলেয়মিতি। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে—কৃষ্ণোঽপি তং দন্তবক্রং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃন্দান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিঃ তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাসেতি গদ্যেন। স্ফুটং চমৎকারীতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ। স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্ ॥ ইতি রসামৃতসিন্ধৌ ॥ তথাহি শ্রীভাগবতে চ প্রথমস্কন্ধস্থদ্বারকাবচনম্—যর্হ্যম্বুজাক্ষাপ-

---

বসন্তকালে (একদিন) প্রবলমদনবেদনে চিন্তাকুলা ও কাতরা হইয়া মাধবীকুসুমকোমলাঙ্গী রাধা বৃন্দাবনের নিভৃতপ্রদেশে বহুযত্নে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় কোনো সখী আসিয়া মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন—॥ ২৭ ॥

সখি, মৃদু মলয়পবন সুন্দর লবঙ্গলতাগুলিকে ধীরে আন্দোলিত করিতেছে, অলিগুঞ্জনে এবং কোকিলকূজনে কুঞ্জকুটীর প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিরহিগণের দুঃখ-দায়ক এই সরস-বসন্তে ব্রজবধূগণের সঙ্গে হরি বিহার ও নৃত্য করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯ ॥

সসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া। তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব ন স্তবাচ্যুতেতি॥ অত্র মধূন্ মথুরাঞ্চেতি স্বামিটীকা চ। সুহৃদস্তদা তত্র শ্রীব্রজস্থা এব কেশিমথনমিতি হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধমিত্যাদি বক্ষ্যমাণত্বাৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকাঙ্গীকারাচ্চ॥ ২৭॥

কিমূচে ইত্যপেক্ষায়ামাহ ললিতেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য বসন্তরাগো যতিতালস্তদ্ যথা—শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়বদ্ধচূড়ঃ পুষ্ণন্ পিকং চূতনবাঙ্কুরেণ। ধমন্ মুদারামমনঙ্গমূর্ত্তির্মত্তো মতঙ্গো হি বসন্তরাগঃ॥ লঘুদ্বন্দ্বাদ্ দ্রুতদ্বন্দ্বা যতিঃ স্যাৎ ত্রিপুরান্তরা ইতি। হে সখি! ইহ বৃন্দাবনবিপিনে রসঃ শৃঙ্গারস্তৎসহিতে বসন্তসময়ে হরির্বিহরতি। কেন প্রকারেণ? যুবতিজনেন সমং নৃত্যতি। কীদৃশে? বিরহিজনস্য দুরন্তে দুঃখেন গময়িতুং শক্যে। ইত্যুভয়োর্বিশেষণম্। হরির্ম্মনোহরণশীলঃ অতোঽস্য বিরহো দুঃসহঃ সরসোঽপি বসন্তোঽয়ং বিরহিণাং দুঃখদত্বাৎ দুরন্ত ইত্যর্থঃ। তদভিপ্রায়জ্ঞানাদ্ভাবীর্য্যাদিকনিবারণায় ইদমুক্তং ধ্রুবম্। বসন্তস্যৈব বিশেষণানি বৃন্দাবনস্যাপি সম্ভবন্তি। কীদৃশে? ললিতায়া লবঙ্গলতায়াঃ পরিশীলনেন আলিঙ্গনেন কোমলো মলয়াচলসম্বন্ধী সমীরো যত্র তস্মিন্। লতানারীসংস্পর্শাৎ কোমলত্বেন মান্দ্যম্, পুষ্পসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধম্, যমুনাজলসম্বন্ধাৎ শৈত্যম্। অচেতনাপি লতা কান্তমন্তরেণ চেৎ স্থাতুং ন শক্নোতি, তর্হি চেতনানাং কা কথেত্যর্থঃ। তথা মধুকরাণাং সমূহেন

এই বসন্ত (একদিকে যেমন) মদনসন্তাপিতা পথিকবধূ (পতি যাহাদের বিদেশে)-গণের বিলাপে মুখরিত, (অন্যদিকে তেমনি) অলিকুলব্যাপ্ত কুসুমসমূহে নিরাকুল বকুলকলাপে সুশোভিত॥ ২৯॥

মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।
যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০ ॥
মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে ॥ ৩১ ॥
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে ॥ ৩২ ।

করম্বিতানাং মিশ্রিতানাং কোকিলানাং কূজিতং যত্র স কুঞ্জকুটীরো যত্র তস্মিন্ শীলনমালিঙ্গনে স্যাৎ করম্বিতং তু খচিতমিতি বিশ্বঃ ॥ ২৮ ॥

বিরহিজনদুরন্ততামাহ। পুনঃ কীদৃশে? উদ্গতো মদো যস্য তেন মদনেন মনোরথো যেষাং তেষাং পথিকবধূজনানাং জনিতো বিলাপো যেন তস্মিন্। যতঃ অলিকুলেন সংকুলেন ব্যাপ্তেন কুসুমসমূহেন নিঃশেষেণাকুলঃ বকুলকলাপো যত্র তস্মিন্। সংকুলং বাচ্যবদ্‌ব্যাপ্ত ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৯ ॥

পুনঃ কীদৃশে কস্তূরিকায়াঃ সুগন্ধস্য যো রভসঃ অতিশয়ঃ তস্যায়ত্তা নবদলানাং শ্রেণী যেষু তে তমালা যত্র তস্মিন্। তথা যুবজনানাং হৃদয়বিদারণা মনসিজস্য যে নখাস্তদ্বদ্রুচির্যেষাং পলাশকুসুমানাং তেষাং সমূহো যত্র তস্মিন্ যুবস্বতিনির্দ্দয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

(এই বসন্তে) নবমুকুলিত তমালরাজি যেন মৃগমদসৌরভকে অতিশয় বশীভূত করিয়াছে (অর্থাৎ তমালমুকুল মৃগমদের ন্যায় গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে)। পলাশপুষ্পগুলিকে যুবজন-হৃদয়বিদীর্ণকারী কামদেবের নখরসদৃশ মনে হইতেছে ॥ ৩০ ॥

(এই বসন্তে) বিকশিত কেশরকুসুম মদনরাজের সুবর্ণছত্রদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভ্রমরবেষ্টিত পাটলিপুষ্পসমূহকে কামদেবের বাণপূর্ণ তূণীরের মত বোধ হইতেছে ॥ ৩১ ॥

মাধবিকাপরিমললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মদনমহীপতেঃ সুবর্ণচ্ছত্রস্য ইব রুচির্যস্য নাগকেশর-কুসুমস্য বিকাশো যত্র তস্মিন্। কিঞ্চ মিলিতাঃ শিলীমুখা ভ্রমরা যস্মিন্। তেন পাটলিপুষ্পসমূহেন কৃতঃ তূণীরস্য বিলাসো যত্র তস্মিন্ পাটলিপুষ্পস্য তূণাকারত্বাৎ শিলীমুখশব্দস্য শ্লিষ্টার্থত্বাৎ সাম্যম্। 'ছত্রং কনকদণ্ডং স্যাৎ রাজ্ঞঃ কাঞ্চননির্ম্মিতম্। ইতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

পুনঃ কীদৃশে? বিগলিতং লজ্জিতং লজ্জা যস্য তস্য জগতঃ প্রাণি-মাত্রস্যাবলোকনেন তরুণৈঃ করুণবৃক্ষৈঃ পুষ্পব্যাজেন কৃতো হাসো যত্র তস্মিন্। যূনামেব কামাভিজ্ঞতয়া হাস্যস্যোপযুক্তত্বে শ্লিষ্টার্থস্য তরুণ-শব্দস্যোপাদানম্। তথা বিরহিণাং নিকৃন্তনায় কুন্তস্য অস্ত্রবিশেষস্য মুখমিব আকৃতির্যাসাং তাভিঃ কেতকীভির্দন্তুরিতা উন্নতদন্তা আশা দিশো যত্র তস্মিন্। অনেন অতিনির্দ্দয়তা সূচিতা। প্রাসস্তু কুন্ত ইত্যমরসিংহঃ ॥ ৩২ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মাধবিকায়াঃ সৌরভেন ললিতেন তথা নবমালিকা-পুষ্পৈরতিসৌরভে। মুনিমনসামপি মোহজনকে কামিনাং কা বার্ত্তেত্য-

(এই বসন্তে) জগতকে লজ্জাহীন দেখিয়া নবপুষ্পিত বাতাবী তরুগুলি (যেন পুষ্পচ্ছলে) হাস্য করিতেছে। বিরহিগণের দলনকারী বর্শাফলকের ন্যায় কেতকী পুষ্পগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন দিক্ সকল দন্তবিকাশ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥

(এই বসন্ত) মাধবীপরিমলে ললিত, এবং মালতীগন্ধে সুরভিত, মুনিগণেরও মনের মোহকারী এবং তরুণগণের অহেতুক (নিঃস্বার্থ) বন্ধু ॥ ৩৩ ॥

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে ॥ ৩৪ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ ॥ ৩৫ ॥
দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি।

পেরর্থঃ। ঈদৃশোঽপি যঃ সমাধিযুক্তমুনীনাং মনস্যুদ্বেজকঃ স কথং চিরং তিষ্ঠতি। তরুণানাং নিরুপাধিকমিত্রে একশেষস্তরুণশব্দঃ তরুণ্যশ্চ তরুণাশ্চ তেষামিতি ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ কীদৃশে? স্ফুরন্ত্যা মাধবীলতায়াঃ পরিরম্ভণেন পুলকিত ইব মুকুলিতো রসালতরুর্যত্র তস্মিন্। যথা কশ্চিদ্বরাঙ্গনালিঙ্গিতঃ পুলকিতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। কীদৃশে বৃন্দাবনবিপিনে? পর্য্যন্তব্যাপ্তযমুনাজলেন পূতে পবিত্রে শোভিত ইত্যর্থঃ। পর্য্যন্তভূঃ পরিসর ইত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ গীতার্থমুপসংহরন্ স্বভণিতেরুৎকর্ষমাহ। শ্রীজয়দেবস্য ভণিতমিদং উদয়তি বিরাজতে। কুতঃ হরিচরণয়োঃ স্মরণেন সারং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং, তত্রাপি রসঃ শৃঙ্গারস্তৎপোষকবসন্তসময়সম্বন্ধিনো বনস্য বর্ণনং যত্র তৎ। অতএর সন্নিধানবর্ত্তিন্যাঃ শৃণ্বত্যাস্তস্যা মদনবিকারো যত্র তৎ ॥ ৩৫ ॥

বিকশিতা মাধবীলতার আলিঙ্গনে সহকার পুলকে মুকুলিত হইয়াছে। যমুনাপ্রবাহে পবিত্রপ্রান্ত বৃন্দাবনবিপিনে বসন্ত এইরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীজয়দেব-রচিত এই সরস বসন্তসময়ের বনশোভা এবং তদনুগত মদনবিকারের বর্ণনা সকলের চিত্তে সারভূত হরিচরণের স্মৃতি জাগরিত করুক ॥ ৩৫ ॥

ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ৩৬ ॥
অদ্যোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥৩৭॥

পুনরুদ্দীপনায় অনিলমেব বিশেষতো বর্ণয়তি—দরেতি। ইহ বসন্ত-সময়ে বায়ুশ্চেতো দহতি বিরহিণামিত্যর্থাদধিগন্তব্যম্। নমু কিমপরাদ্ধ-মেতৈস্তস্য যদেষাং চেতো দহতি তত্রাহ। প্রতিদিশং সঞ্চরতঃ কামস্য প্রাণতুল্যঃ কামসখ ইতি যাবৎ। কামোঽত্র নৃপত্বেন নিরূপিতস্তৎসখো বায়ুঃ সখ্যুবাজ্ঞাপালনং বিরহিম্বালোচ্য তচ্চেতো দহতীত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? ঈষদ্বিকসিতায়া মল্লিকালতায়াঃ সকাশাদুদ্গচ্ছদ্ভিঃ পুষ্পপরাগৈরেব প্রকটিতপটবাসৈঃ সুগন্ধচূর্ণৈঃ কাননানি সুরভীণি কুর্ব্বন্। কীদৃশঃ?—কেতকীপুষ্পগন্ধস্য সহচারী ॥ ৩৬ ॥

পুনরতিশয়েনোৎপ্রেক্ষ্যতে অদ্যেতি। মলয়াচলসম্বন্ধী বায়ুরদ্য মহেশা-

---

মদনের প্রাণসমাণ সখা, কেতকীগন্ধপ্রিয় পবন ঈষৎ আন্দোলনে মল্লীলতার পুষ্পপরাগ গ্রহণপূর্ব্বক সুগন্ধ চূর্ণ রচনা করিয়া কাননভূমিকে সুবাসিত এবং (মদনবাণে) বিরহিগণের চিত্ত দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পবিষে জর্জ্জরিত মলয়পবন যেন শৈত্যস্নানের কামনায় হিমাচলের পথে চলিয়াছে, (অর্থাৎ বিরহিগণকে সন্তাপিত করিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে)। দেখ, স্নিগ্ধ সহকারতরু-শিরে মুকুল বিকশিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষে কোকিলকুল উত্তাল-কূজনে কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৩৮ ॥

অনেকনারীপরিরম্ভসংভ্রমস্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্ ।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ ॥ ৩৯ ॥

চলং হিমাচলমনুসরতি। কিমর্থং—হিমাবগাহনেচ্ছয়া। কুতস্তদিচ্ছা তত্রাহ। —মলয়স্য ক্রোড়ে বসতাং সর্পাণাং কবলেন যঃ ক্লেশঃ তস্মাদিবোৎপ্রেক্ষে। চন্দনতরুকোটরস্থাহিকবলসন্তপ্তো হিমস্নানেচ্ছয়া যাতীত্যর্থঃ। ন কেবল-মিদমেব দুঃসহমন্যদপীত্যাহ—কিঞ্চেতি। স্নিগ্ধাম্রবৃক্ষাণাং অগ্রভাগে মুকুলান্যবলোক্য হর্ষোদয়াৎ কুহূঃ কুহূরিতি পিকানাং গির উদ্গচ্ছন্তি। কীদৃশ্যঃ ?—মধুরাস্ফুটধ্বনিনোদ্ভটাঃ ॥ ৩৭ ॥

চিরবিরহিণঃ প্রিয়ামিলনং বিনা তদ্দিবসনির্য্যাপণং দুর্ঘটমিত্যাহ —উন্মীলদিতি। প্রিয়াবিরহিতৈরমী বসন্তসম্বন্ধিনো বাসরা অতিকষ্টেন নির্ব্বাহ্যন্তে। কীদৃশাঃ ? উন্মীলন্তি যানি মধুনি গন্ধাশ্চ তেষু লুব্ধৈর্ম্মধুপৈঃ কম্পিতেষু আম্রমুকুলেষু ক্রীড়তাং কোকিলানাং সূক্ষ্মকলৈর্যে কোলাহলাস্তৈ-রুদ্ভূতঃ কর্ণজ্বরো যেষু তে। কৈর্নীয়ন্তে ধ্যানে প্রাণসমায়াশ্চিন্তনে অব-ধানেন ক্ষণং প্রাপ্তায়া প্রাণসমায়াঃ সমাগমরসাদুৎপন্নৈরুল্লাসৈঃ ॥ ৩৮ ॥

এবং তদ্বনবর্ণনাদিভিঃ শ্রীরাধিকামুদ্দীপ্তভাবাং বিধায় কিঞ্চিৎ সবিধং

মধুগন্ধপ্রমত্ত ভ্রমরসকল (ঝঙ্কার করিতে করিতে) আম্রমুকুলগুলিকে প্রকম্পিত করিতেছে। সেই সঙ্গে ক্রীড়ারত কোকিলের কলকাকলী কর্ণে বিষ বর্ষণ করিতেছে। (ইহারই মধ্যে) বহুকষ্টে একান্ত তন্ময়তায় ক্ষণকালের জন্যও প্রাণসমা প্রিয়াসহ মিলনের রসোল্লাসে পথিকগণ কোন প্রকারে এই বসন্ত দিন যাপন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

গীতম্ ॥ ৪ ॥

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।—

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥ ৪০ ॥

ধ্রুবম্ ॥

নীত্বা সখী শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং তস্যৈ সাক্ষাদ্দর্শয়ন্ত্যাহ—অনেকেতি। অসৌ সখী শ্রীরাধিকাং পুনরাহ।—কিং কুর্ব্বতী? মুরারিম্ আরাৎ সমীপে প্রত্যক্ষম্ উপ অধিকং দর্শয়ন্তী। কথমনভীষ্টং অন্যাঙ্গনারমণং দর্শয়তি তত্রাহ—অনেকনারীতি। অনেকনারীণাং পরিরম্ভসংভ্রমেণ স্ফুরৎসুখাবির্ভবং সুমনোহারিষু রাধিকাবিলাসেষু লালসৌৎসুক্যং যস্য তম্। এতদ্বিলাসস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ তস্যা বিলাসস্যৈব স্ফুরণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকোক্তমর্থং গীতেন বর্ণয়ন্নাহ চন্দনেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য রামকিরীরাগো যতিতালঃ। যথা—স্বর্ণপ্রভাভাস্বরভূষণা চ নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী। কান্তে পদোপান্তমধিশ্রিতেঽপি মানোন্নতা রামকিরীয়মিষ্টা ॥ ইতি। হে বিলাসিনি অসমানোর্দ্ধবিলাসশীলে! ইহ বৃন্দাবনে স্বাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে বধূসমূহে হরির্ব্বিলসতি, তদ্বিলাসসাদৃশ্যাভাসং কাময়তে। কীদৃশে? কেলিষু

সখী দেখিলেন ব্রজবধূগণের আলিঙ্গনচেষ্টায় মুরারি মনোহারী বিলাসলালসে উল্লসিত হইয়াছেন। সখী ঈষৎ দূর হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া পুনরায় শ্রীরাধিকাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

পীতবসন-পরিহিত বনমালীর নীলকলেবর (শুভ্র) চন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ায় তাঁহার মণিময় কুণ্ডল দুলিতেছে এবং সেই কুণ্ডলচ্ছটায় ঈষৎ হাস্যোজ্জ্বল কপোলযুগল শোভিত হইয়াছে। বিলাসমত্তা মুগ্ধ বধূগণকে লইয়া হরি কেলিবিলাসে রত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥ ৪১ ॥
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্॥ ৪২ ।
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥ ৪৩ ॥

শ্রেষ্ঠেঽপি। কীদৃশো হরিঃ? চন্দনানুলিপ্তে নীলকলেবরে পীতং বসনং যস্য, বনমালা বিদ্যতে যস্য, স চ সমর্পিতানেকোপকরণানেকবর্ণবধূনিকরে ত্বদ্দত্তচন্দনবনমালাত্বদ্বর্ণবসনভূষিত এব বিলসতীত্যর্থঃ। অতএব কেলিষু চলদ্ভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতেন গণ্ডযুগ্মেন স্মিতেন চ শোভমানঃ॥ ৪০ ॥

কাচিৎ গোপবধূর্নিবিড়স্তনভারাতিশয়েন সরাগং যথা স্যাত্তথা হরিং পরিরভ্য উন্নীতঃ পঞ্চমস্বরো যত্র তং রাগমনুগায়তি। ত্বদনুরাগেণ সহ বর্ত্তমানং হরিমিতি বা॥ ৪১ ॥

কাপি মুগ্ধবধূর্মধুসূদনবদনসরোজম্ অধিকং যথা স্যাৎ তথা ধ্যায়তি। ভ্রমরবদ্রসবিশেষান্বেষণপর ইতি শ্লিষ্টমধুসূদনপদোপন্যাসঃ। কীদৃশং? বিলাসেন চঞ্চলয়োর্বিলোচনয়োঃ খেলনেন জনিতস্তাসাং মনোজো যেন তং ত্বদ্বিলাসস্ফূর্ত্ত্যুল্লসিতমিত্যর্থঃ॥ ৪২ ॥

কাপি নিতম্ববতী কিঞ্চিৎ কথনব্যাজেন শ্রুতিমূলে মিলিতা সতী

কোন গোপবধূ অনুরাগে পীনপয়োধরভারে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করিতেছেন॥ ৪১ ॥

কোন মুগ্ধবধূ মধুসূদনের বদনসরোজ ধ্যান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপে তাঁহার মন মদনমদে উল্লসিত হইতেছে॥ ৪২ ॥

কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥ ৪৪ ॥
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥ ৪৫ ॥

কপোলতলে দয়িতং চারু যথা স্যাত্তথা চুচুম্ব। কীদৃশে? প্রিয়াভিলাষ-সূচকে ॥ ৪৩ ॥

কাচিদ্গোপাঙ্গনা কেলিকলাকুতুকেনামুং শ্রীকৃষ্ণং পীতাম্বরে করেণাকৃষ্টবতী। কীদৃশং? যমুনায়াস্তটে বেতসীকুঞ্জে গতম্ ॥ ৪৪ ॥

রাসরসে সহনৃত্যপরা যুবতিঃ হরিণা প্রশশংসে। ত্বদীয়কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যাভাসং সমালোক্য স্তুতেত্যর্থঃ। কীদৃশে? করতলতালৈস্তরল-বলয়াবলিভিস্তৎস্বনৈর্মিলিতঃ কলস্বনো বংশো যত্র তস্মিন্। করতলতাল-বলয়ধ্বনিমুরলীনাদসংকুল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

কোন নিতম্ববতী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কথা বলিবার ছলে তাঁহার কপোলে বদন মিলিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হইতেছেন, অনুকূল জানিয়া সেই সুন্দরী অমনি তাঁহাকে মধুর চুম্বন করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

কোন কামিনী কেলিকলাকৌতুকে যমুনার তীরবর্ত্তী মনোহর বেতসকুঞ্জস্থিত শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়প্রান্ত আকর্ষণ করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

কোন যুবতী মুরলিধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়া তাল রক্ষা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার বলয়গুলি মৃদুভাবে শিঞ্জিত হইতেছে। হরি রাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচারিণীর প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥ ৪৬ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্ ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৮ ॥

শ্লিষ্যতীত্যাদিভিঃ সাধারণ্যমেব দর্শিতং ন ত্বেকস্যাং শৃঙ্গারারম্ভ ইত্যর্থঃ। স কৃষ্ণঃ স্মিতচারু যথা স্যাত্তথা পরাং পশ্যতি অপরাং বামামনুনয়েন প্রসাদয়তি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং গীতং শুভানি বিস্তারয়তু। কীদৃশং? অদ্ভুতং কেশবস্য কেলৌ রহস্যং বৈদগ্ধীবিশেষেণ শ্রীরাধাবিলাসপরীক্ষণরূপং যত্র তত্তথা। বৃন্দাবনবিহারে সৌষ্ঠবযুক্তং যশঃপ্রদঞ্চ ॥ ৪৭ ॥

অথ গীতার্থং শ্লোকেন বিশদয়ন্তী তামুদ্দীপয়তি বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো ত্বচ্চিন্তয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারশূন্যো

হরি কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুম্বন করিতেছেন, কাহারও সহিত রমণ করিতেছেন, কাহারও প্রতি সস্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন, এবং কাহারও মানভঞ্জনে যত্ন লইতেছেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীজয়দেব-কবি বৃন্দাবনের বিনোদকলাযুক্ত কেশবের এই অদ্ভুত কেলিরহস্য বর্ণনা করিলেন। এই যশস্কর মধুর লীলা আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুক ॥ ৪৭ ॥

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্
অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।

হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্? বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপঙ্গনাজনানামনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছাতিরিক্তরসদানপ্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্? অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ? নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং, শ্রেণীশব্দেন নবনবায়মানত্বং, শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং, কোমলশব্দেন সুকুমারত্বঞ্চ সূচিতম্। নন্বু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাদত আহ।—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ স্বস্বপ্রেমানুরূপালিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরঞ্জিতঃ অনুরাগং প্রাপিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোন্যানুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমবিপাকোদ্গতপ্রেমরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসস্তিরস্কৃত ইতি সূচিতম্। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ নৈব বাচ্যং, স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যান্ন প্রত্যক্ষমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিতক্রিয়য়েত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকানাং সমাধানং কথং স্যাত্তত্রাহ—শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমানিত্যহমুৎপ্রেক্ষে। যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি॥ ৪৮॥

অথ কবিরপি বসন্তরাসমনুবর্ণয়ন্ শারদীয়রাসকৃতরাধাশ্রীকৃষ্ণবিলাসমনুস্মরন্ তদ্বর্ণনরূপমাশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে রাসেতি। হরির্বো যুষ্মান্ রক্ষতু।

সখি! বিশ্বকে (ভাবানুরূপ) অনুরঞ্জনে আনন্দদান করিতে করিতে নীলোৎপলদল-শ্যামল-কোমল অঙ্গশোভায় আনন্দোৎসব বর্দ্ধন করিতে করিতে, ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মুগ্ধ হরি এই বসন্তে মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররসের ন্যায় বিলাস করিতেছেন॥ ৪৮॥

সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদদামোদরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

কীদৃশঃ? আভীরবামভ্রুবাং গোপসুন্দরীণাং সমীপে শ্রীরাধয়া উদ্ভটং যথা স্যাত্তথা উরঃ পরিরভ্য চুম্বিতঃ। লজ্জাশীলায়াস্তত্র তৎসিদ্ধিঃ কথং? প্রেমান্ধয়া প্রেমাবেশাদিত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা? ত্বদ্বদনং সাধু রমণীয়ং সুধাময়মিতি নিগদ্য গীতিস্তুতিব্যাজং নিধায় অতস্তদ্বৈদগ্ধ্যমালোক্য যৎ স্মিতং তেন তস্যা মনোহরণশীলঃ। কীদৃশীনাং? রাসোল্লাসভরেন বিভ্রমভৃতাম্। অতএব সর্গে'হয়ং শ্রীরাধাবিলাসানুভবেন আ সম্যঙ্মোদেন সহ বর্ত্তমানো দামোদরো যত্র সঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং প্রথমঃ সর্গঃ

রাসোল্লাসে বিহ্বলা গোপীগণের সমক্ষেই প্রেমান্ধা শ্রীমতী রাধিকা যাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং তোমার বদনমণ্ডল কত সুন্দর ও সুধাময় এইরূপ স্তুতিচ্ছলে যাঁহার মুখ-চুম্বন করিয়াছিলেন, সেই মধুরহাস্যে নিখিল মনোহারী হরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

সামোদ-দামোদর নামক প্রথম সর্গ

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অক্লেশ-কেশবঃ

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্য্যাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১ ॥

অথ সখীবচনং নিশম্য স্বয়মপ্যনুভূয় শ্রীকৃষ্ণস্য সাধারণবিহরণং বিলোক্য ঈর্ষ্যোদয়াৎ তদ্দর্শনমপ্যসহমানাঽন্যতো গতা সখীমুবাচেত্যাহ বিহরতীতি। ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে লীনা শ্রীরাধা দীনা সতী সখীং প্রতি রহোঽত্যন্তগোপ্যমপি স্বানুভূতমুবাচ। কীদৃশী? ঈর্ষ্যয়ান্যত্র গতা। ঈর্ষ্যাপি কুতঃ? তাস্বপি সর্ব্বাসু সমানঃ প্রণয়ো যস্য তথাভূতে হরৌ বিহরতি সতি বিগলিতো নিজোৎকর্ষঃ অহমেবাসাধারণী প্রিয়া ইত্যেবং-রূপো যস্তস্মাৎ প্রণয়তারতম্যাদ্বিহারস্য সাম্যব্যবহরণাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভাবা-ন্যথাত্বদর্শনাক্ষমতয়া অন্যতো গতেত্যর্থঃ। কীদৃশে লতাকুঞ্জে? গুঞ্জন্মধু-ব্রতমণ্ডল্যা মুখরং শিখরমগ্রভাগো যস্য তাদৃশে ॥ ১ ॥

রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রণয়, (যেন) সেই প্রণয়েই তিনি অপরা গোপীগণের সঙ্গেও বনে বিহার করিতেছেন। ইহাতে আপনার উৎকর্ষ নষ্ট হইল, এই ঈর্ষ্যায় রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং যাহার শিখরদেশ মধুকর-মণ্ডলীর গুঞ্জনে মুখরিত এমনি এক লতাকুঞ্জে বসিয়া সখীকে অতি দীনার মত এই গোপন কথা বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ৫ ॥

গুর্জ্জরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্ ।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলোলবতংসম্ ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ।
চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশম্ ।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্ ॥ ৩ ॥

তদেবাহ। হে সখি! মম মনঃ ইহ বিহিতবিলাসং হরিং তত্র যথোচিত-ক্রিয়াভিঃ স্ববিহরণশীলং স্মরতি পূর্ব্বানুভূতমেব প্রমাণয়তি। কীদৃশং? রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন তং। ধ্রুবম্। পুনঃ কীদৃশং? হরিং সঞ্চরন্তী অধরসুধা যত্র তেন ধ্বনিনা বাদিতঃ মোহনবংশো যেন তম্। তাদৃশবংশীধ্বনিরপ্যত্র নাস্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রৈবং যোজ্যম্। দৃশোর্দৃষ্টে-রঞ্চলং চক্ষুঃপ্রান্তভাগঃ কটাক্ষ ইতি যাবৎ। বলিতেন ইতস্ততঃ প্রচলতা দৃগঞ্চলেন যোঽসৌ চঞ্চলমৌলিঃ শিরোভূষণং তেন কপোলয়োঃ বিলোলৌ বতংসৌ কর্ণভূষণে যস্য তম্ ॥ ২ ॥

পুনঃ কীদৃশং? চন্দ্রকেণার্দ্ধচন্দ্রাকারেণ চারূণাং ময়ূরপুচ্ছানাং মণ্ডলেন

সখি, যাঁহার সুধাময় অধর-ফুৎকারে মোহনবংশী মধুরধ্বনিতে মুখরিত, ইতস্ততঃ কটাক্ষবিক্ষেপে যাঁহার মুকুট চঞ্চল এবং কুণ্ডল কপোলদেশে দোদুল্যমান, সেই হরি আজ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে রত হইয়াছেন। আমার মন কিন্তু সেই (পূর্ব্ব) রাসক্রীড়ার কথাই স্মরণ করিতেছে ॥ ২ ॥

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিতলোভম্ ।
বন্ধুজীবমধুরাধর-পল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্ ॥ ৪ ॥
বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্ ।
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥ ৫ ॥

বেষ্টিতাঃ কেশা যস্য তম্। তদেব উৎপ্রেক্ষতে,—বৃহদিন্দ্রধনুষা অনুরঞ্জিত-শ্চিত্রিতো যঃ স্নিগ্ধঃ মেঘঃ তাদৃক্ শোভনো বেশো যস্য তম্ ॥ ৩ ॥

পুনঃ কীদৃশং ? গোপজাতীয়স্ত্রীণাং মুখচুম্বনেন লম্ভিতঃ প্রাপিতো লোভো যস্য তং ময়ীতি শেষঃ। তথা বন্ধূকপুষ্পবৎ অরুণো মধুরশ্চ অধর-পল্লবো যস্য তম্, তথা বিকশিতেন স্মিতেন শোভা যস্য তম্ ॥ ৪ ॥

ইহ রাসে বিহিতবিলাসং হরিং। কীদৃশং ? বিস্তীর্ণঃ পুলকো যয়োস্তাভ্যাং পল্লববৎ কোমলাভ্যাং ভুজাভ্যাং বলয়বৎ বেষ্টিতং বল্লবযুবতীনাং সহস্রং যেন তম্, একদানেকালিঙ্গনাদ্নৈকনিষ্ঠপ্রেমাণমিত্যর্থঃ। তথা করচরণোরসি স্থিতানি মণিগণোপলক্ষিতানি যানি ভূষণানি তেষাং কিরণৈর্নাশিতং অন্ধকারং যেন তম্ ॥ ৫ ॥

কেশদাম অর্দ্ধচন্দ্রসুন্দর ময়ূরপুচ্ছে বেষ্টিত থাকায় যিনি বিশাল ইন্দ্র-ধনু-অনুরঞ্জিত নব জলধরের ন্যায় শোভমান—॥ ৩ ॥

যিনি গোপনিতম্বিনীগণের মুখচুম্বন-লোভে প্রলুব্ধ, যাঁহার বান্ধুলীতুল্য মধুর অধরপল্লব উল্লাসহাস্যে সুন্দর—॥ ৪ ॥

যাঁহার বিপুলপুলকান্বিত ভুজপল্লবে (একত্রে) সহস্র বল্লবযুবতী আলিঙ্গনাবদ্ধ, যাঁহার কর, চরণ, ও বক্ষের মণিময় ভূষণের কিরণচ্ছটায় অন্ধকার অপসারিত—॥ ৫ ॥

জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্ ।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দননির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্ ॥ ৬ ॥
মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্ ।
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্ ॥ ৭ ॥
বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্ ।
মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তম্ ॥ ৮ ॥

পুনঃ পূর্ব্বানুভূতস্ত মেঘসমূহেন বেষ্টিতেন্দোঃ শোভাতিশায়ী চন্দন-তিলকো ললাটে যস্য তম্, তথা পীনপয়োধরয়োঃ পর্য্যন্তভাগস্য মর্দ্দনেন নির্দ্দয়ং হৃদয়কবাটং যস্য তম্ । দৃঢ়ত্ববিস্তীর্ণত্বাভ্যাং অত্র হৃদয়স্য কবাটত্বেন নিরূপণম্ । 'পর্য্যন্তভূঃ পরিসরঃ কবাটমররং সমম্' ইতি কোষঃ ॥ ৬ ॥

পুনঃ কীদৃশং? মণিপ্রচুরাভ্যাং মকরাকারাভ্যাং মনোহরাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতৌ গণ্ডৌ যস্য তং। যদ্যপ্যেতদপ্রস্তুতোপস্কারবর্ণনং তথাপি বিরহিণ্যা গুণোৎকীর্ত্তনত্বাদেবাদূষণং অতএবোদারং তথা পীতং বসনং যস্য তম্ । কিঞ্চ অনুগতঃ সৌন্দর্য্যেণাকৃষ্টঃ মুন্যাদীনাং বরপরিবারঃ পরিগ্রহো যেন তম্ ॥ ৭ ॥

অত্যুৎকণ্ঠায়াঃ স্ফুরিতমাহ।—বিশদকদম্বতলে মিলিতং পুষ্পিতত্বাদ্বিশদত্বং প্রেমকলহোদ্ভূতক্লেশাৎ যদ্ভয়ং তচ্চাটুভিরপনয়ন্তং তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ং

যাঁহার ললাটস্থিত চন্দনতিলক জলদপটল-পরিবেষ্টিত ইন্দুকে নিন্দা করে, যাঁহার হৃদয়কবাট (রমণীগণের) পীনপয়োধরের আমূলমর্দ্দনে মমতাহীন— ॥ ৬ ॥

সুন্দর মণিময় মকরাকৃতি কুণ্ডলে যাঁহার কপোলদেশ পরিশোভিত; মুনি, মানব, দেবতা এবং অসুরকুলের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীগণ যে উদার পীতাম্বরের আনুগত্য করেন— ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর-মোহন-মধুরিপু-রূপম্ ।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ ৯ ॥
গণয়তি গুণগ্রামং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ ।

যথা স্যাত্তথা মামপি মামেব রময়ন্তম্ । কয়া—তরঙ্গ ইব আচরন্ননঙ্গো যত্র তয়া দৃশা মনসা চ ময়া সহ রতিং ধ্যায়ন্তমিত্যর্থঃ । পূর্ব্বদৃষ্টস্ফূর্ত্তিরিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং ভগবদ্ভক্তিবিশেষবতাং হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি ইদানীং যোগ্যং তাদৃশভাগ্যবতামাস্বাদনীয়মিতি ভাবঃ । কীদৃশম্ ? অতিশয়েন সুন্দরং মোহনঞ্চ মধুরিপোঃ রূপং যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

ননু শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং বিহায় অন্যাভিশ্চেদ্বিহরতি তর্হি ত্বং কিমিতি তং স্মরসীতি যোগ্যং স্বাভিপ্রায়ং পরীক্ষমাণাং সখীং প্রত্যাহ গণয়তীতি । মম বামং সুন্দরং বিদগ্ধমিতি যাবৎ বৈদগ্ধ্যঞ্চ বক্ষ্যমাণমধুসূদনশব্দার্থে দর্শয়িতব্যং, তাদৃশং মম মনঃ কৃষ্ণে কামমভিলাষং পুনরপি করোতি । অহং কিং করোমি নিজোৎকর্ষানুভবানন্দোন্মাদং মমায়ত্তং ন ভবতীত্যর্থঃ । কীদৃশে কৃষ্ণে ? পূর্ব্বরীত্যা ময়ি বলবতী তৃষ্ণা যস্য তস্মিন্ । তদর্থমেব যুবতীষু মাং বিনা বিহারিণি অতএব তস্য গুণানাং গ্রামং সমূহং গণয়তি । ভামং ক্রোধং ভ্রমাদপি নেচ্ছতি, দোষং ময়ি সাধারণ্যাচরণং দূরতো

বিকশিত কদম্বতরুতলে মিলিত হইয়া কলি-কলুষ-ভয় প্রশমনপূর্ব্বক অনঙ্গ-তরঙ্গিত আঁখিতে এবং অন্তরে যিনি আমার সঙ্গেই রমণ করেন—॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেব-ভণিত অতিসুন্দর মধুরিপুর এই মোহনরূপ সম্প্রতি পুণ্যবানগণের হরিচরণ-স্মরণেরই অনুরূপ—॥ ৯ ॥

যুবতিষু বলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥ ১০ ॥

গীতম্ ॥ ৩ ॥

মালবরাগৈকতালী-তালাভ্যাং গীয়তে।—

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিত-সকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্ ॥
সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ ১১ ॥ ধ্রুবম্।

বিমুঞ্চতি, পরিতোষঞ্চ বহতি প্রাপ্নোতি। "গ্রামো বৃন্দে শব্দাদিপূর্ব্ব" ইতি বিশ্বঃ ॥ ১০ ॥

অভিলাষানেবাহ নিভৃতেত্যাদিভিঃ। অস্যাপি মালবরাগৈকতালী-তালৌ—"দ্রুতমেকং ভবেদ্‌যত্র সৈকতালীতি সংজ্ঞিতা" ইত্যেকতালীলক্ষণং। উৎকণ্ঠয়া ক্ষণং অপি স্থাতুমশক্নুবতী সখীঃ প্রার্থয়তে। হে সখি! ময়া সহ কেশিমথনং শ্রীকৃষ্ণং রময়। কেশিমথনমিতি প্রথমে নিজভাবাবলম্বন-ভুজস্ফূর্ত্ত্যা ভুজবীর্য্যোদ্বোধকনামনির্দ্দেশঃ। তত্র হেতুমাহ।—মদনেন প্রেম্না যো মনোরথঃ বিবিধসম্ভোগাভিলাষস্তেন যুক্তয়া। এতাবতাপি

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যা যুবতীগণকে লইয়া বিহার করিতেছেন; সখি—তথাপি আমি তাঁহাকেই কামনা করিতেছি। মন ভ্রমেও ক্রোধকে স্থান দিতেছে না, অপিচ তাঁহার গুণগ্রামই গণনা করিতেছে। অন্তর দোষসমূহকে দূরে পরিহার করিয়া তাঁহার স্মরণেই সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেছে। মন আমার বশীভূত নয়, আমি কি করিব? ॥ ১০ ॥

প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটুচাটু-শতৈরনুকূলম্ ॥
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্ ॥ ১২ ॥

কথং তৎসিদ্ধিরিত্যত আহ।—সবিকারং ময়ি মানসভাবেন সহিতং অতএব উদারং মনোরথদাতারম্। এবমন্যোন্যানুরাগঃ কথিতঃ অন্যথা-রসাভাসাপত্তেঃ। যথোক্তং—"অনুরাগোঽনুরক্তায়াং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ। অভাবে ত্বনুরাগস্য রসাভাসং জগুর্বুধাঃ"। ইতিঃ। কীদৃশ্যা? ময়া নিশি নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নির্জ্জনার্থং নিভৃতমিতি কুঞ্জস্য রম্যত্বার্থং গৃহমিতি চ। কীদৃশং তদলাভান্মম বৈকল্যাদিদিদৃক্ষয়া রহসি নিলীয় বসন্তং সংকুচিতমাত্মানং কৃত্বা তিষ্ঠন্তম্। চকিতং যথা স্যাত্তথা কৃষ্ণঃ কুত্র নিলীয়াস্তে ইতি বিলোকিতাঃ সকলা দিশো যয়া তয়া রতিরভসাদুচ্ছলিত-রসেন মদ্বৈকল্যং সমীক্ষ্য হসন্তম্ ॥ ১১ ॥

প্রথমমিলনেন লজ্জিতয়া নিত্যং নবনবানুভবাত্তথোক্তং। মম প্রসাদন-সমর্থানাং বিনয়োক্তীনাং শতৈর্মামনুনয়ন্তং মৃদুমধুরস্মিতেন যুক্তং ভাষিতং যস্যাস্তয়া স্বচাটুভিবপগতসলজ্জবামতাং মাং স্মিতাদিভির্জ্ঞাত্বা শিথিলীকৃতং জঘনস্থং দুকূলং যেন তম্ "চাটুর্নারীপ্রিয়োক্তিঃ স্যা"দিতি হারাবলী ॥ ১২ ॥

আমি রজনীতে নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে উপস্থিত হইলে যিনি গোপনে লুকাইয়া থাকেন, এবং চকিতে চারিদিকে চাহিতেছি দেখিয়া অতিশয় রতিরসে হাসিয়া উঠেন, আমার বিলাস কামনা যাঁহার চিত্তকে লালসাযুক্ত করে, সখি, সেই উদার কেশিমথনের সঙ্গে আমার মিলন করাইয়া দাও ॥ ১১ ॥

প্রথম সমাগম-সময়ে লজ্জিতা দেখিয়া যিনি অতি পটুতার সহিত অনুকূল শত-চাটুবচন প্রয়োগ করেন এবং আমাকে মৃদুমধুর হাসির সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া আমার জঘন-বসন শিথিল করিয়া দেন ॥ ১২ ॥

কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্ ।
কৃতপরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ ১৩ ॥
অলস-নিমীলিত-লোচনয়া পুলকাবলি-ললিতকপোলম্ ।
শ্রমজল-সকল-কলেবরয়া বরমদন-মদাদতিলোলম্ ॥ ১৪ ॥
কোকিল-কলরবকূজিতয়া জিতমনসিজ-তন্ত্রবিচারম্ ।
শ্লথকুসুমাকুল-কুন্তলয়া নখলিখিত-ঘনস্তনভারম্ ॥ ১৫ ॥

পল্লবশয্যায়াং শায়িতয়া চিরকালং ব্যাপ্য মমৈবোরসি শয়ানম্, ততশ্চ কৃতে পরিরম্ভণচুম্বনে যয়া তয়া পরিরভ্য কৃতমধরপানং যেন তম্ ॥ ১৩ ॥

অলসেন নিমীলিতে লোচনে যয়া তয়া পুলকাবলিভির্লিতং কপোলং যস্য তম্ । শ্রমজলং সকলকলেবরে যস্যাস্তয়া । বরমদনমদাদতিলোলং সতৃষ্ণম্ ॥ ১৪ ॥

কোকিলস্য কলরব ইব কূজিতং যস্যাস্তয়া জিতোঽভিভূতঃ কামশাস্ত্রস্য বিচারো যেন তম্ । অতএব তৎশাস্ত্রোক্তক্রিয়াপরিভাবস্য ব্যতিক্রমো ন শঙ্কনীয়ঃ । শ্লথকুসুমৈরাকুলাঃ কুন্তলা যস্যাস্তয়া নখৈরঙ্কিতো ঘনস্তনভারো যেন তম্ "তন্ত্রং প্রধানশাস্ত্রয়ো"রিতি বিশ্বঃ ॥ ১৫ ॥

আমি কিশলয়-শয্যায় শয়ন করিলে যিনি আমার বক্ষঃস্থলে দীর্ঘকাল শয়ন করিয়া থাকেন এবং আমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলে যিনি প্রতি-আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমার অধরসুধা পান করেন ॥ ১৩ ॥

রতিরসালসে আমার লোচন মুদিত হইয়া আসিলে যাঁহার কপোল পুলকাবলীতে ললিত হইয়া উঠে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শ্রমজলে পরিপূর্ণ হইলে যিনি অধিতর মদনমদে চঞ্চল হইয়া উঠেন ॥ ১৪ ॥

চরণরণিত-মণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্ ।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহ-চুম্বনদানম্ ॥ ১৬ ॥
রতিসুখসময়-রসালসয়া দরমুকুলিত-নয়নসরোজম্ ।
নিঃসহনিপতিত-তনুলতয়া মধুসূদনমুদিত-মনোজম্ ॥ ১৭ ॥

চরণয়োঃ রণিতৌ মণিযুক্তমঞ্জীরৌ যস্যাস্তয়া। অনেন লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ। সম্পূর্ণতাং নীতঃ সুরতস্য বিস্তারো যেন তম্। পূর্ব্বং মুখরা পশ্চাৎ বিশৃঙ্খলা ত্রুটিতগুণা কাঞ্চী যস্যাস্তয়া। কেশগ্রহণেন সহ চুম্বনদানং যস্য তম্ ॥ ১৬ ॥

রতিঃ শৃঙ্গাররূপা তয়া যৎ সুখং তস্য যঃ সময়ঃ কালস্তত্র যো রসঃ তেন অলসা তয়া, ঈষন্মুকুলিতে নয়নসরোজে যস্য তম্। নিঃসহোঽসহনমবলত্বং ইতি যাবৎ নিঃসহেন নিপতিতা তনুলতা যস্যাস্তয়া, মধুসূদনমিতি শ্লিষ্টম্ অনেন ভৃঙ্গো যথা অন্যকুসুমাবলীনাং মধু ক্রমেণাস্বাদয়ন্ কমলিন্যুৎকর্ষমনুভূয় তস্যামাসক্তো ভবতি, তদ্বৎ অয়মপীতি স্বমনসো বৈদগ্ধ্যমেব বোধিতং অতএবাবির্ভূতো মনোজঃ কামো মদ্যভিলাষো যস্য তম্ ॥ ১৭ ॥

রতিকালে আমি কোকিল-কলরবে কূজন করিতে থাকিলে যিনি কামশাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য লঙ্ঘন করেন, আমার কেশপাশ আলুলায়িত ও (কবরীর) কুসুম সমূহ শিথিল হইলে যিনি আমার ঘন স্তনভারে নখলেখ অঙ্কিত করিয়া দেন ॥ ১৫ ॥

আমার চরণের মণিময় নূপুর রণিত হইতে থাকিলে যাঁহার সুরত বিতান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আমার মুখর মেখলা বিশৃঙ্খল হইয়া গেলে যিনি কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে চুম্বন করেন ॥ ১৬ ॥

রতিরস-সুখে আমি অলস হইয়া পড়িলে যাঁহার নয়নপঙ্কজ ঈষৎ মুকুলিত হয়, আমার দেহলতা অবসন্ন হইয়া পড়িলে যে মধুসূদনের মনোভব পুনর্জাগ্রৎ হইয়া উঠে ॥ ১৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়-মধুরিপু-নিধুবনশীলম্ ।
সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপবধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলম্ ॥ ১৮ ॥
হস্তস্রস্ত-বিলাসবংশমনৃজু-ভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারি-দৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্ ।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥ ১৯ ॥

ইদং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্তৃ সুখং বিতনোতু। কীদৃশং? উৎকণ্ঠিতায়া গোপবধ্বাঃ শ্রীরাধায়াঃ কথিতং যত্র তৎ। তথা অতিশয়েন মধুরিপোঃ সুরতক্রীড়াং শীলয়তি স্মারয়তীতি ততস্তল্লীলয়া সহ বর্তমানম্। "রতং নিধুবন"মিত্যমরঃ ॥ ১৮ ॥

অথ পূর্ব্বদৃষ্টগোপীমণ্ডলস্থশ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা স্বমনসোঽনুভূতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞানং সাক্ষাদ্দর্শয়ন্তী সাটোপমাহ—হস্তেতি। হে সখি! অহং কাননে গোবিন্দং পশ্যামি হৃষ্যামি চ। কীদৃশং? ব্রজসুন্দরীগণবৃতং। ননু মুগ্ধাসি ত্বং, যতঃ ত্বাং বিহায়ান্যাঙ্গনাভিঃ সহ বিহরন্তং হরিং পশ্যসি, দৃষ্ট্যা চ হৃষ্যসীত্যাশঙ্ক্যাহ;—কুটিলভ্রূলতাযুক্তানাং বল্লবীনাং বৃন্দোৎসারিণা নিজভাবোদ্বোধকেন অপাঙ্গেন বীক্ষিতমপি মামুদ্বীক্ষ্য উদ্‌গ্রীবকো ভূত্বা

শ্রীজয়দেব ভণিত উৎকণ্ঠিতা গোপবধূ-কথিত, অতিশয় বিলাসশালী মধুরিপুর এই চরিত্রগীতি ভক্তগণের হৃদয়ে অনায়াসে সুখ বিস্তার করুক ॥ ১৮ ॥

কুটিলভ্রূযুক্ত গোপাঙ্গনাগণ অনঙ্গবর্দ্ধক অপাঙ্গভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেও আমাকে দেখিয়া যাঁহার গণ্ডস্থল স্বেদার্দ্র হয়, হস্ত হইতে বিলাসবংশী খসিয়া পড়ে, এবং মুগ্ধ-বিস্ময়ে যাঁহার আনন হাস্য-শোভায় শোভিত হইয়া উঠে, আমি ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত সেই গোবিন্দকে দেখিতেছি ও আনন্দিত হইতেছি ॥ ১৯ ॥

দুরালোকঃ স্তোকস্তবক-নবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি।
অপি ভ্রাম্যদ্‌ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥ ২০ ॥
সাকূত-স্মিতমাকুলাকুল-গলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীক-দর্শিতভুজামূলার্দ্ধ-দৃষ্টস্তনম্‌।

বিশেষেণ দৃষ্ট্বা বিলক্ষিতো বিস্ময়ান্বিতো যঃ স স্মিতসুধয়া মুগ্ধমাননং যস্য স চ তম্‌। মদ্বৈশিষ্ট্যানুভবাৎ বিস্ময়হর্ষান্বিতম্‌ ইত্যর্থঃ। অতএব মদ্দর্শনাবেশেন হস্তাৎ স্খলিতো বিলাসবংশো যস্য তং, অতএব অতিস্বেদেনার্দ্রং গণ্ডস্থলং যস্য তম্‌ ॥ ১৯ ॥

এবমুক্ত্বা তৎস্ফূর্ত্ত্যপগমে পুনরত্যন্তার্ত্তিভরেণাহ—দুরালোক ইতি। হে সখি! অল্পো গুচ্ছো যাসাং তাসাং নবকাশোকলতিকানাং বিকাশো দুঃখেনালোক্যতে। কিঞ্চ সরোবরস্য উপবনসম্বন্ধী পবনোঽপি ব্যথয়তি। ভ্রাম্যন্তীনাং ভৃঙ্গীনাং রণিতৈঃ রমণীয়াপি প্রশস্তাগ্রভাগযুক্তাপি চ চূতানাং মুকুলপ্রসূতির্ন সুখয়তি। অশোকোঽপি শোকদায়ী, পবনোঽপি পীড়কঃ, রমণীয়াপি উদ্বেগকরীত্যহো বিরহবৈপরীত্যমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অথ কবিরপি শ্রীরাধয়োন্নীতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং ব্যঞ্জয়ন্নাশাস্তে সাকূতেতি। শ্রীরাধিকোৎকর্ষনিশ্চয়েন নব ইব জাতঃ কেশবঃ বো যুষ্মাকং ক্লেশং হরতু। কীদৃশঃ? গোপীনাং নিভৃতং রহস্যং তদ্ভাবপ্রকাশনং

ঈষদ্বিকশিত নূতন অশোকলতিকা আমার চক্ষুকে পীড়া দিতেছে, বাপীতটস্থিত উদ্যান-সঞ্চালিত পবন আমায় সন্তাপিত করিতেছে; সঞ্চরণশীল ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত এই রমণীয় রসালমুকুল,—হে সখি! ইহা দেখিয়াও আমি আনন্দ পাইতেছি না ॥ ২০ ॥

গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়-
ন্নন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে অক্লেশকেশবো
নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

নিরীক্ষ্য অতুল্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বোত্তমতাং চিরমন্তর্ব্বিচারয়ন্নিরস্তা-ন্যনারীম্বাকাঙ্ক্ষা যস্য সঃ। অতঃ পরা উত্তমা অন্যা নাস্তীত্যর্থঃ। গমিতা তস্যাং প্রাপিতাকাঙ্ক্ষা যেন ইতি বা। ভাবপ্রকাশকরূপাণি নিভৃতস্য বিশেষণান্যাহ। আকূতেন সহ স্মিতং যত্র তৎ তথাকুলাদপ্যাকুলঃ অতি-শিথিলঃ অতএব গলন্ কেশবন্ধো যত্র তৎ। কিঞ্চ উৎক্ষিপ্তং ভ্রূবল্লীকং যত্র তৎ তথৈব। কর্ণকণ্ডূয়নাদিচ্ছলেন দর্শিতভূজামূলার্দ্ধদৃষ্টঃ স্তনো যত্র তৎ অতএব মুগ্ধং মনোহরম্। অতঃ সর্গোঽয়মক্লেশঃ গতঃ শ্রীরাধিকাসম্বন্ধি-মনঃসাধারণ্যাভাসরূপঃ ক্লেশো যস্মাৎ স কেশবো যত্র সঃ ॥ ২১ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

যিনি গোপীগণের আকূতিব্যঞ্জক হাস্য, উল্লসিত কটাক্ষভঙ্গী, এবং শিথিল কেশপাশ বন্ধন-ছলে উত্তোলিত-ভূজমূলে অর্দ্ধপ্রকাশিত পয়োধর দর্শনেও অন্তরে অন্তরে শ্রীরাধার সর্ব্বোত্তমতাই চিন্তা করেন, সেই মনোহর নব কেশব আপনাদের ক্লেশ হরণ করুন ॥ ২ ॥

অক্লেশ-কেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

মুগ্ধ-মধুসূদনঃ

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধ-শৃঙ্খলাম্‌।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১ ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্ন-মানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ ॥

এবং সর্গদ্বয়েন শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রেমোৎকর্ষং নিরূপ্য ইদানীং শ্রীরাধিকোৎকণ্ঠাবর্ণনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ—কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্‌ প্রকারেণ হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ। বহুবচনেন তত্ত্যাগস্য বলবৎপ্রয়োজনতয়া অস্য তস্যামতিগাঢ়ানুরাগো ধ্বনিতঃ হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকং শারদীয়রাসান্তর্ব্বিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং? পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা বাসনা, সম্যক্‌ সারভূতায়াঃ প্রাক্‌ নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূণানিখনন-ন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকচিত্তঃ তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

তদনন্তরকৃত্যমাহ—ইতস্তত ইতি। ন কেবলা সৈব মাধবোঽপি রাধানুরাগভঙ্গচিন্তাকুলো যমুনায়াস্তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং কৃত্বা?

কংসারি শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্যক্‌-সারভূত বাসনার বন্ধন-শৃঙ্খলারূপিণী শ্রীরাধার পরিপূর্ণ অনুধ্যানে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন ॥ ১ ॥

অনঙ্গ-বাণে ব্যথিত-চিত্ত মাধব ইতস্ততঃ অনুসরণে রাধিকার দর্শন না পাইয়া যমুনার তীরবর্ত্তী কুঞ্জে বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

গীতম্ ॥ ৭ ॥

গুর্জ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে ।—

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন ।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন ।
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ ৩ ॥ ধ্রুবম্ ।
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ ।
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥ ৪ ॥

তত্তৎস্থানে তাং ক্ষণমপি বিরহাসহাং শ্রীরাধিকাম্ অন্বিষ্য । কীদৃশঃ ? অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি মন্দধিয়া ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপো যেন সঃ । তত্র হেতুঃ,—অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ । অনেন তৎসদৃশী দশাস্যাপ্যুক্তা ॥ ২ ॥

পশ্চাত্তাপমেবাহ মামিয়মিত্যাদিভিঃ । অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগ-যতিতালৌ । হরি হরীতি খেদে, হা কষ্টং, সা পূর্ব্বানুভূতগুণা শ্রীরাধা স্বস্মিন্ ময়া হতাদরত্বং মত্বা কুপিতেব গতা ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে । কুতো হতাদরত্বমিতি, ইয়ং শ্রীরাধা বধূসমূহেন বৃতং মাং দূরতো বিলোক্য চলিতা, অনেনান্যোন্যাবলোকনং জাতমিতি গম্যতে । কথং তদৈব নানুনীতা ময়া দৃষ্টাপি সাপরাধতয়া তাং বিহায় অন্যাভির্ব্বিহাররূপয়া অস্যৈ কথং দর্শয়ামি মুখমিত্যতিভয়েন ন বারিতা ॥ ৩ ॥

ততঃ সা চিরং বিরহেণ কামবস্থাং প্রাপ্য কমুপায়ং বিধাস্যতি সখীং

রাধা আমাকে গোপীগণে পরিবৃত দেখিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমি নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া অতিশয় ভীতিবশতঃ তাঁহাকে নিবারণ করিলাম না । হরি ! হরি ! তিনি আপনাকে অনাদৃতা মনে করিয়া কোপভরে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৩ ॥

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ ৫ ॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥ ৬ ॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি ॥ ৭ ॥

প্রতি কিং বা বদিষ্যতীত্যহং ন জানে। অতো মম ধনেন গবাং সমূহেন কিং, ব্রজজনেন বা কিং, গৃহেণ বা কিং, জীবিতেন বা কিং, তাং বিনৈতৎ সর্ব্বং অকিঞ্চিৎকরমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অহং তদাননমেব ধ্যানেন পশ্যামি। কীদৃশং? রোষভরেণ কুটিলা ভ্রূর্যত্র তাদৃশম্। তেনৈব লোহিতমিত্যর্থঃ। বাক্যার্থোপমামাহ—উপরি-ভ্রমতা ভ্রমরেণ ব্যাপ্তমরুণপদ্মমিব ॥ ৫ ॥

অথ তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ,—অহং তাং হৃদি সঙ্গতামপি পুরঃ প্রাপ্তাং নিরন্তর-মত্যর্থং রময়ামি বনে কিমর্থং বানুসরামি তামুদ্দিশ্য কিং বৃথা বিলপামি। "ন করকলিতরত্নং মৃগ্যতে নীরমধ্যে" ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমার দীর্ঘ বিরহে তিনি কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন? তাঁহার অভাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে এবং গৃহে কি কাজ? ॥ ৪ ॥

আমি তাঁহার কোপকুটিল ভ্রূ-লতাযুক্ত (আরক্ত নয়ন) মুখমণ্ডল চিন্তা করিতেছি। মনে হইতেছে রক্তপদ্মের উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৫ ॥

আমি ত হৃদিসঙ্গতা তাঁহার সহিত অনুক্ষণ সম্মিলিত রহিয়াছি, তবে কেন এই বনে বনে অনুসরণ এবং কেনই বা বৃথা বিলাপ করিয়া মরিতেছি? ॥ ৬ ॥

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি ॥ ৮ ॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ৯ ॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ ১০ ॥

স্ফূর্ত্ত্যপগমে পুনরাহ—হে তন্বি! তব হৃদয়ং ত্বদুৎকর্ষজ্ঞানায়োগ্যমরূপে গুণে দোষারোপণেন খেদযুক্তমহং বেদ্মি। তৎ কথং নানুনয়ামি কুতো গতাসি তন্ন বেদ্মি। তেন হেতুনা তে তব পাদগ্রহণাদিনাপরাধং ন ক্ষমাপয়ামি ॥ ৭ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যাহ—হে প্রিয়ে! মমাগ্রতস্ত্বং যাতায়াতং বিদধাসীতি দৃশ্যসে। তৎ কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি, পুরস্থিতায়াঃ প্রিয়ায়াঃ নিষ্ঠুরতেদৃশী ন যুক্তেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যপগমে প্রাহ। হে সুন্দরি! ক্ষম্যতামপরাধোঽয়ম্ অপরমীদৃশম্ অপরাধং কদাচিদপি ন করোমি, অতো মম দর্শনং দেহি, যতস্তব প্রিয়োঽহং মন্মথেন মনো মথ্নাতীতি মন্মথো বিরহস্তেন দুনোমি। স্বাধীনে অপরাধিনি দণ্ড এব যুক্তো নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

হে তন্বি! তোমার হৃদয় অসূয়া-খিন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝিতেছি, কিন্তু তুমি কোথায় গিয়াছ জানি না বলিয়া নিকটে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিতেছি না ॥ ৭ ॥

তুমি যেন আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছ দেখিতে পাইতেছি; তবে কেন পূর্ব্বের ন্যায় সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন দান করিতেছ না ॥ ৮ ॥

আমার অপরাধ ক্ষমা কর; এমন অপরাধ আর কখনও করিব না, আমি তোমার বিরহে কাতর হইয়াছি, আমায় দর্শন দাও ॥ ৯ ॥

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥ ১১॥
পাণৌ মা কুরু চূতশায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্ব মূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্।

শ্রীজয়দেবকেন হরেরিদং বিলপনং বর্ণিতম্। স্বার্থে কঃ। কীদৃশেন? প্রবণেন নম্রেণ। পুনঃ কীদৃশেন? কেন্দুবিল্বনামা জয়দেবস্য গ্রামঃ কেন্দুবিল্বমিতি কুলঞ্চ তয়োর্ম্মহত্ত্বাৎ সমুদ্রত্বেন নিরূপণং তদুদ্ভবচন্দ্রেণ, যথা সমুদ্রোদ্ভবশ্চন্দ্রঃ সমুদ্রবৃদ্ধিকরস্তথায়মপি তদ্বৃদ্ধিকর ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

উক্তমন্মথসন্তাপমেব তৎস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষাদিব বিবৃণোতি হৃদীতি। হে অনঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি মদর্থঞ্চেত্তর্হি হরস্য ভ্রান্ত্যা ময়ি প্রহারং মা কুরু। অহং হরো ন ভবামীতি হরভ্রান্তিং বারয়ন্নাহ প্রিয়ারহিতে ময়ীতি। স তু প্রিয়ার্দ্ধাঙ্গযুক্তঃ। তল্লক্ষণানি দৃশ্যন্তে ইতি চেন্ন হৃদি মৃণাললতা-হারোঽয়ং বাসুকির্ন, কণ্ঠে কুবলয়দলশ্রেণীয়ং সা গরলদ্যুতির্ন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনরজঃ ইদং ভস্ম ন, অতো ময়ি হরভ্রান্তির্ন কার্য্যেতি ভাবঃ॥ ১১॥

ন কেবলং মদঙ্গদাহাচ্চিরো মম বৈরী ভবানপ্যুল্লঙ্ঘিতশাসনত্বাৎ অতস্ত্বয্যপি প্রহরিষ্যামীত্যত আহ।—হে মনসিজ! অমুং চূতমুকুলবাণং

কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণীরমণ (কেন্দুবিল্ব গ্রামের পূর্ণচন্দ্র) জয়-দেব অতি বিনয়সহকারে শ্রীহরির এই বিলাপ-বাক্য বর্ণনা করিলেন॥১০॥

হৃদয়ে আমার মৃণালের হার—বাসুকি নয়, গলায় নীলপদ্মের দলশ্রেণী—গরলের আভা নয়, অঙ্গে শ্বেত-চন্দন—ভস্ম নয়, পার্শ্বে আমার প্রিয়াও উপস্থিত নাই। হে অনঙ্গ, তবে কেন তুমি আমাকে হর-ভ্রমে প্রহারের জন্য ক্রোধে ছুটিয়া আসিতেছ? ॥ ১১ ॥

তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সংধুক্ষতে ॥ ১২ ॥

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিত-জগন্তি কিমর্পিতানি ॥ ১৩ ॥

পাণৌ মা কুরু। যদি পাণৌ কৃতবানসি, তদা পাণাবেবাস্তাং চাপং মা রোপয়, চাপারোপিতবাণঃ প্রাণান্ হরিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথমেবং বিধেয়মিত্যত আহ।—ক্রীড়য়া নির্জ্জিতং বিশ্বং যেন হে তথাবিধ! মূর্চ্ছিতজনস্য প্রহারেণ কিং পৌরুষং—ন কিমপি। কথং ত্বং মূর্চ্ছিতঃ তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া এব উচ্ছলন্ত্যা কটাক্ষবাণশ্রেণ্যা জর্জ্জরিতং মম মনোঽল্পমপি অধুনাপি ন সন্ধুক্ষতে ন দীপ্যতে সুস্থং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ কটাক্ষাশুগস্মরণেন তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ ভ্রূপল্লবমিতি। ইত্যনেন প্রকারেণাস্ত্রাণি তস্যাং রাধিকায়াং কিংস্মরেণার্পিতানীতি মন্যে। কুতোঽর্পিতানীত্যাহ। যতো নির্জ্জিতানি জগন্তি যৈস্তানি তৎপ্রসাদলব্ধাস্ত্রৈর্জগন্তি জিত্বা পুনস্তত্রৈবার্পিতানীতি ভাবঃ। কুতস্তস্যামেবার্পিতানি যতোঽনঙ্গস্য জয়জঙ্গম-দেবতায়াং জয়দেবতারূপায়াম্। কান্যস্ত্রাণীত্যাহ।—ভ্রূপল্লবং ধনুঃ অপাঙ্গ-তরঙ্গিতানি কটাক্ষাঃ তান্যেব বাণাঃ শ্রবণপ্রান্তভাগঃ স এব গুণ ইতি ॥ ১৩ ॥

ঐ চূতমুকুল বাণরূপে হাতে তুলিও না; কেন আবার ধনুতে গুণ আরোপণ করিতেছ? ক্রীড়াচ্ছলে বিশ্ব জয় করিয়া—হে মদন! এখন মূর্চ্ছিতজনকে আঘাত করিলে কি পৌরুষ লাভ হইবে? সেই মৃগাক্ষী রাধার কামোদ্দীপ্ত কটাক্ষ-শরনিকরে জর্জ্জরিত, মন আমার এখনও কিছু-মাত্র সুস্থ হয় নাই ॥ ১২ ॥

ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমম্।
মোহস্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদ্‌বৃত্ত-স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্ম্মম ক্রীড়তি ॥ ১৭ ॥

এবং পরোপকারিণ্যাস্তব ময়ি নির্দ্দয়তা ন যুক্তেত্যাহ। ভ্রূচাপারোপিতঃ কটাক্ষবাণো মম মর্ম্মব্যথাং করোতু, নাত্রানৌচিত্যং চাপার্পিতবাণস্য দুঃখজনকস্বভাবত্বাৎ, তথা বক্রঃ শ্যামরূপঃ কেশবেশোঽপি মারণায় পরাক্রমং করোতু, নাত্রাপ্যনৌচিত্যং মলিনস্য কুটিলাত্মনো মারকস্বভাবত্বাৎ। হে তন্বি! বিম্বফলতুল্যোঽয়মধরঃ মূর্চ্ছাং তনুতাং নাত্রাপ্যনৌচিত্যং, যতোঽয়ং রাগবান্ রাগী। ইদন্ত্বনুচিতং সদ্‌বৃত্তঃ সুবর্ত্তুলঃ স্তনমণ্ডলো মম প্রাণহরণরূপাং ক্রীড়াং কিমিতি করোতি। সচ্চরিতস্য তথাচরণমনুচিতমিতি ভাবঃ। "মারো মৃত্যৌ বিষেঽনঙ্গে ইতি বৃত্তে চ বর্ত্তুল" ইতি বিশ্বঃ॥১৪॥

শ্রীরাধার ভ্রূ-পল্লবরূপ ধনু, অপাঙ্গ-তরঙ্গরূপ বাণ এবং নয়নের আকর্ণ-বিশ্রান্ততারূপ গুণ স্মরণপথে উদিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন কাম জগৎ জয় করিয়া স্বীয় জয়শ্রীর সাক্ষাৎ অধিদেবতা শ্রীরাধার নিকট আপনার অস্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

হে তন্বঙ্গি, তোমার ভ্রূ-চাপে নিহিত কটাক্ষশর আমার মর্ম্মকে ব্যথিত করিতেছে ইহা স্বাভাবিক; তোমার কাল কুটিলকেশ আমাকে বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, ইহাতেও অস্বাভাবিকতা নাই; তোমার বিম্বফলতুল্য রাগযুক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করিতেছে তাহাকেও দোষ দিতে পারি না। (কারণ, বাণের তীব্রতা, কুটিলের কুটিলতা এবং রাগবানের মত্ততা স্বভাবসিদ্ধ)। কিন্তু তোমার অই সদ্‌বৃত্তস্তনমণ্ডল কেন আমার প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে? (সদ্‌বৃত্ত—সুগোল, পক্ষান্তরে সদন্তঃকরণযুক্ত, সাধুপ্রকৃতি) ॥ ১৪ ॥

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে॥ ১৫॥
তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্-
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।

অতস্তদ্বিলাসানুভবস্ফূর্ত্ত্যাহ তানীতি। তস্যাং রাধায়াং যদি মনো লগ্নসমাধি, তর্হি বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে। হন্তেতি খেদে, বিযুক্তয়োরেব বিরহঃ স্যাদত্র মনঃসংযোগো বর্ত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ। সত্যপি মনঃসংযোগে চক্ষুরাদীনাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং সংযোগাভাবাৎ বিরহব্যাধির্যুক্ত ইত্যাহ। ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিষয়াসঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়সুখে অনুভূয়মানেঽপীত্যর্থঃ। কোঽসৌ প্রকার ইত্যাহ।—তানি স্পর্শসুখানি পূর্ব্বানুভূতানীত্যর্থঃ। অনেন ত্বগিন্দ্রিয়সুখং। তথা তরলা স্নিগ্ধাশ্চ দৃশোর্বিলাসাঃ, অনেন চক্ষু-রিন্দ্রিয়স্য। তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভমিতি ঘ্রাণস্য, তথা স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমেতি শ্রবণয়োঃ, তথৈব চ সা বিম্বাধরমাধুরীতি রসনায়া ইতি॥ ১৫॥

অথ কবির্ম্মামুদ্বীক্ষ্য ইতি শ্রীরাধিকাবচনং প্রমাণীকৃত্য গোপীমণ্ডলস্থস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বোক্তশ্রীরাধিকাদর্শনপ্রকারমাহ—তির্য্যগিতি। মধুসূদনস্য

রাধার চিন্তায় আমার মন সর্ব্বদাই সমাধি-মগ্ন রহিয়াছে। আমি সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার সেই স্পর্শসুখ, নয়নে সেই তরল স্নিগ্ধ দৃষ্টি-বিভ্রম, নাসিকায় সেই মুখপদ্মের সৌরভ, শ্রবণে সেই সুধাস্যন্দিনী বাণী এবং রসনায় তাঁহার বিম্বাধরের মাধুরী অনুভব করিতেছি। কিন্তু হায়, তথাপি কেন আমার বিরহ-ব্যাধি বর্দ্ধিত হইতেছে? (আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় রাধার অনুভূতি-বিভোর, আমি কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেছি না)॥ ১৫॥

সম্মুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে মুগ্ধমধুসূদনো
নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

কটাক্ষস্য তরঙ্গা বো যুষ্মাকং ক্ষেমং দধতু। পূর্ব্বোক্তমধুসূদনপদতাৎপর্য্যং ব্যনক্তি। কীদৃশাঃ? রাধামুখেন্দৌ ঈষচ্চঞ্চলং সম্মুগ্ধম্ বিলক্ষিতঞ্চ যথা স্যাত্তথা পল্লবিতাঃ অন্যগোপাঙ্গনাবদনোড়ুগণমপহায় তত্রৈবোল্লসিতা ইত্যর্থঃ। কথমনেকাঙ্গনানিকরে তৎসিদ্ধিরিত্যাহ।—বংশোচ্চরদ্গীতি-স্থানেষু স্বরগ্রামমূর্চ্ছনাদিষু সমর্পিতচিত্তবৃত্তিভির্ললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ। যদ্বা গীতিস্থানং মুখম্। অনেন তাদৃশৈরপ্যলক্ষিতত্বেন চাতুর্য্যং সূচিতম্। কীদৃশস্য তির্য্যক্ কণ্ঠো যস্য, বিলোলঃ মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য, তরলং কণ্ঠভূষণং যস্য চ স তস্য, 'কন্দলস্তু নবাঙ্কুরঃ' ইত্যমরঃ। অতএব মুগ্ধমধুসূদনো রসবিশেষাস্বাদচতুরঃ ততো মুগ্ধো মধুসূদনো যত্র ॥ ১৬ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

গ্রীবা বাঁকাইয়া, চূড়া হেলাইয়া, কুণ্ডল দোলাইয়া, মোহন বংশী-রবে গোপাঙ্গনাগণকে অন্যমনা করিয়া তাহাদের অলক্ষিতে রাধার মধুর মুখচন্দ্রোপরি মুগ্ধ মধুসূদনের যে কটাক্ষলহরী আন্দোলিত হয়, সেই তরঙ্গায়িত কটাক্ষ আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১৬ ॥

মুগ্ধমধুসূদন নামক তৃতীয় সর্গ

চতুর্থঃ সর্গঃ

স্নিগ্ধ-মধুসূদনঃ

যমুনাতীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ৮ ॥

কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্।

অথ শ্রীরাধিকাবিরহোৎকণ্ঠিতং শ্রীকৃষ্ণং স্বসখীমাশ্বাস্যাগতা সখী প্রাহ যমুনেতি। শ্রীরাধিকাসখী মাধবং প্রাহ। কীদৃশং শ্রীরাধিকাবিষয়ক-প্রেমাধিক্যেন উদ্‌ভ্রান্তমুন্মত্তম্ অতএব তদন্বেষণং বিহায় যমুনাতীরস্য বেতসীকুঞ্জে মন্দং নিরুদ্যমং যথা স্যাত্তথাসীনম্। 'বেতসে শীতবাণীরবঞ্জুলা' ইত্যমরঃ॥ গীতস্যাস্য কর্ণাটরাগো যথা—'কৃপাণপাণির্গজদন্তপত্রমেকং

যমুনাতটবর্ত্তী বেতসকুঞ্জে বিষণ্ণ-চিত্তে অবস্থিত প্রেমভরে উদ্‌ভ্রান্ত মাধবকে রাধিকার সখী আসিয়া কহিলেন ॥ ১ ॥

রাধা চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহারা স্বভাব-শীতল তাহারা অগ্নিবৎ জ্বালা বিস্তার করিতেছে। তিনি এই দুর্দ্দৈবে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয়পবনকে তিনি চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষময় (সর্প-নিঃশ্বাসে বিষাক্ত) বলিয়া মনে করিতেছেন।

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্ ।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥ ৩ ॥
কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্ ।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥ ৪ ॥

বহন্ দক্ষিণকর্ণপূরম্ । সংস্তূয়মানঃ সুরচারণৌঘৈঃ কর্ণাটরাগঃ শিখিকণ্ঠনীলঃ ॥' ইতি । একতালীতালম্ ॥ ১ ॥

হে মাধব ! সা শ্রীরাধা তব বিরহনিমিত্তং দীনা দুঃখিতা । তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, কামবাণস্য ভয়াৎ ত্বয়ি ধ্যানেন লীনেবাস্তে। বাণপ্রয়োক্তরি কামরূপে ত্বয়ি প্রসন্নে তদ্ভয়ং ন করিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ । ন কেবলমেতচ্চন্দনমিন্দুকিরণঞ্চ নিন্দতি, স্বভাবশীতলৌ যন্মাং দহতস্তন্মমৈব দুর্দ্দৈবমিত্যস্য পশ্চাদধীরং যথা স্যাত্তথা খেদং বিন্দতি। তথা চন্দনতরোঃ সম্পর্কেণ মলয়সমীরং গরলমিব কলয়তি। তত্রস্থসর্পভুক্তোজ্ঝিতো বায়ুর্বিষমিলিতত্বাদ্বিষমিবোৎপ্রেক্ষ্যতে॥২॥

ত্বয্যতিস্নিগ্ধা সা। ত্বং কথং নিষ্ঠুরোঽসীত্যাহ । স্বহৃদয়মর্ম্মস্থানে সজলনলিনীদলজালং পৃথুলং বর্ম্ম কবচং করোতি । তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, নিরন্তরনিপতিতমদনশরভয়াত্তব রক্ষণার্থমেব তস্যা হৃদয়ে ভবাংস্তিষ্ঠতি । হৃদয়ং কামো বিধ্যতি মর্ম্মস্থানত্বাৎ হৃদয়বেধনাচ্চ ভবতোঽপি বেধঃ স্যাদিতি ভবদ্রক্ষণার্থং সা সন্নহ্যত ইত্যর্থঃ । নিপতিত ইতি ভাবে ক্তঃ । অবিরতং নিপতনং যস্যেতি বিগ্রহঃ পতিতবাণবারণাসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

অন্যদপি, সা কুসুমশয্যাং করোতি । কীদৃশং ? অনল্পবিলাসকলয়া

মাধব, তোমার বিরহে রাধা অতিশয় কাতরা হইয়াছেন, এবং মদনের বাণবর্ষণের ভয়েই যেন তোমার ভাবনায় তন্ময় হইয়া গিয়াছেন ॥ ২ ॥

রাধিকা অনবরত বর্ষিত মদন-শরাঘাত হইতে তাঁহার হৃদয়মধ্যস্থিত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ম্মস্বরূপ সজল আয়ত নলিনীপত্রে বক্ষ আচ্ছাদন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্॥ ৫ ॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্॥ ৬ ॥

কমনীয়ং কাঙ্ক্ষণীয়ং, বিরহে তদপি কামশরশয্যায়ত ইত্যুৎপ্রেক্ষ্যতে। কামশরশয্যা ব্রতমিব। নন্বু এতৎ অতিদুষ্করং জীবনসন্দেহোৎপাদকং কিমিতি করোতি, তব পরিরম্ভসুখায়, দুষ্প্রাপং তব পরিরম্ভণসুখমিত্যর্থঃ॥ ৪ ॥

ন কেবলং কুসুমশয়নীয়ং করোতি, অপি চ উদারমাননকমলং ধারয়তি। কীদৃশং? বলিতানি অবিরতং গলিতানি নয়নয়োর্জলানি ধারয়তীতি তৎ। কমিব? বিধুমিব। কীদৃশং বিধুং? করালস্য রাহোর্দন্তস্য চর্ব্বণেন গলিতা অমৃতধারা যস্য তম্। বিকটো বিশালঃ করালয়োরিতি বিশ্বঃ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বদাবেশাৎ ত্বামেবারাধয়তীত্যাহ। সা ভবন্তমেকান্তে সখ্যাঃ অদৃশ্যস্থানে কস্তূর্য্যা বিলিখতি। কীদৃশং কামতুল্যম্। কামাংশসাদৃশ্যমাহ।—মকরমধো বিনিধায় করে চ নবাম্রমুকুলবাণং বিনিধায় লিখিত্বা হে নাথ গৃহীতাম্রমুকুলস্ত্বং কিমিতি প্রহরসীতি প্রণমতি। ত্বদন্যঃ কামো নাস্তীতি মন্বেতি ভাবঃ। স্বচিত্তোন্মাদকত্বাৎ॥ ৬ ॥

তোমার বিলাস-কলায় কমনীয় কুসুম-শয্যা এখন রাধার নিকট মদনের শর-শয্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি পুনরায় তোমার আলিঙ্গন প্রাপ্তির আশায় (তুমি গিয়া শয়ন করিবে বলিয়া) কঠোর ব্রতচারিণীর ন্যায় তিনি সেই কুসুমশয়ন রচনা করিতেছেন॥ ৪ ॥

তাঁহার নয়ন-মেঘ হইতে মনোহর বদনকমলে অবিরল জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে; যেন বিকট রাহুর দন্ত-দলনে চন্দ্র হইতে অমৃত-ধারা গলিতেছে॥ ৫ ॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্ ।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥ ৭ ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপম্ ।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥ ৮ ॥

সা ন কেবলং প্রণমতি, হে মাধব ! মধোঃ সখে ! তব চরণে অহং পতিতা, ইদমপি প্রতিক্ষণং জল্পতি । কথং মচ্চরণে পতসি ? ত্বয়ি বিমুখে সতি তৎক্ষণাদেব অমৃতনিধিশ্চন্দ্রোঽপি ময়ি তনুদাহং তনুতে ॥ ৭ ॥

পুনশ্চাতিব্যগ্রতয়া ধ্যানলয়েন ভবন্তং সাক্ষাদিব কৃত্বা বিলপতি । কথং ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্পয়তি সাক্ষাৎ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যাহ ।—দুরাপং দূতীপ্রেষণাদিনাপি অপ্রাপ্যম্ । ত্বৎপ্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি, পুনরন্তর্দ্ধানে বিষীদতি, রোদিতি চ, পুনঃ স্ফুরন্তং অনুধাবতি, পুনঃ প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

সাক্ষাৎ কন্দর্পবোধে মৃগমদ চিত্রণে নির্জ্জনে তিনি তোমারই মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন । তাহার অধোদেশে মকর আঁকিয়া এবং হস্তে শায়কস্বরূপ রসালমুকুল অর্পণ করিয়া প্রণাম করিতেছেন ॥ ৬ ॥

প্রণাম করিতেছেন, আর বার বার বলিতেছেন—হে মাধব ! এই আমি তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম, তুমি বিমুখ হইলে এখনই সুধা-নিধিও (চন্দ্র) আমায় দগ্ধ করিবে ॥ ৭ ॥

তিনি অতি দুর্লভ তোমাকে ধ্যানে কল্পনা করিয়া সেই ধ্যানকল্পিত মূর্ত্তির সম্মুখে (দুঃখকথা বলিয়া) বিলাপ করিতেছেন, (মিলনের আনন্দে) হাসিতেছেন (আবার হয় তো তুমি চলিয়া যাইবে এই ভাবনায়) বিষণ্ণ হইতেছেন, (আর যদি দেখা না দাও এই দুঃখে) কাঁদিতেছেন পুনর্বিলাসের অনুধ্যানে কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দূর করিতেছেন ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরি-বিরহাকুল-বল্লবযুবতি-সখীবচনং পঠনীয়ম্ ॥ ৯ ॥

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ১০ ॥

যদি মনসা নটনীয়ং নর্ত্তয়িতব্যং, তদা শ্রীজয়দেবভণিতমিদম্ অধিকং যথা স্যাত্তথা পঠনীয়ম্। কুতঃ যতো হরিবিরহাকুলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যা বচনং যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

সা ত্বাং বিনা কুত্রাপি নির্বৃতিং ন লভতে ইত্যাহ আবাস ইতি। হে কৃষ্ণ! সা রাধিকা ত্বদ্বিরহেণ হন্ত ইতি খেদে হরিণীরূপায়তে মৃগীবাচরতি শ্লেষোক্ত্যা পাণ্ডুবর্ণাপীত্যর্থঃ। কথং হরিণীরূপায়তে ইত্যাহ।—বসতি-স্থানং অরণ্যমিবাচরতি প্রিয়সঙ্গমমন্তরেণ দুঃখজনকত্বাৎ প্রিয়সখী-মালাপি জালমিবাচরতি। কুত্রচিদ্গমনশঙ্কয়া জালবৎ বেষ্টিতত্বাৎ। গাত্রসন্তাপোঽপি নিঃশ্বাসেন তথা সন্তাপয়তি। যথা বাতেনাগ্নেরুল্কা নির্দহন্তীত্যর্থঃ। হা ইতি বিষাদে কন্দর্পোঽপি শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং বিরচয়ন্ কিমিতি যম ইবাচরতি মহদেতদনুচিতং প্রাণহরণচেষ্টনাদিত্যভিপ্রায়ঃ। যথা বনে মৃগী দাবজ্বালয়োদ্বিগ্না ব্যাঘ্রত্রাসিতা জালপতিতা ক্বাপি নির্বৃতিং ন লভতে তথেয়মপীত্যর্থঃ। প্রত্যেকেনানেন হরিণ্যা ইব শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়দৃঢ়ানু-রাগো দর্শিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ কাঠিন্যং স্নিগ্ধায়ামস্নেহব্যবসায়ত্বাৎ ॥ ১০ ॥

যদি মনকে আনন্দে নাচাইতে চাহেন, তবে শ্রীজয়দেব-ভণিত হরিবিরহাকুল ব্রজযুবতীর (শ্রীরাধার) এই সখীবচন বার বার পাঠ করুন ॥ ৯ ॥

গীতম্ ॥ ৯ ॥

দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্

সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ॥

রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ ধ্রুবম্ ।

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্ ।

পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥ ১২ ॥

পুনস্তচ্চেষ্টামেব বিশেষতয়া আহ—স্তনেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য দেশাগরাগঃ।—'আস্ফোটনাবিস্কৃতলোমহর্ষো নিবদ্ধসন্নাহবিশালবাহুঃ। প্রাংশুঃ প্রচণ্ডদ্যুতিরিন্দুগৌরো দেশাগরাগঃ কিল মল্লমূর্ত্তিঃ॥' ইতি। তালশ্চৈকতালী। হে কেশব! সা কৃশতনুঃ রাধা তব বিরহে সখীভির্যত্নেন স্তনবিনিহিতং উৎকৃষ্টহারমপি ভারমিব কৃশতনুত্বাৎ মনুতে। তথেয়ং কৃশাভূতা যথা হারবহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং? উদারং মনোহরম্॥ ১১॥

ন কেবলং হারবহনাসামর্থ্যমপি তু তাপশান্ত্যৈ সরসমপি মসৃণং চিক্কণমপি চন্দনপঙ্কং বপুষি সংলগ্নং সশঙ্কং যথা স্যাত্তথা বিষমিব পশ্যতি॥ ১২॥

তোমার বিরহে তিনি আবাসকে অরণ্যসমান, প্রিয়সখীগণকে জালস্বরূপ, নিজের নিঃশ্বাসকে দাবানলতুল্য, এবং কন্দর্পকে বধোদ্যত ক্রীড়াশীল ব্যাঘ্র বলিয়া মনে করিতেছেন। হায়! তাঁহার দশা এখন বনস্থিতা ব্যাধজালবেষ্টিতা দাবানলমধ্যবর্ত্তিনী ব্যাঘ্র-তাড়িতা হরিণীর ন্যায় হইয়াছে॥ ১০॥

কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন যে স্তনবিনিহিত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন॥ ১১॥

গাত্রসংলিপ্ত সরস মসৃণ মলয়জ চন্দনকে বিষ মনে করিয়া তিনি ভীতির চক্ষে দেখিতেছেন॥ ১২॥

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্ ।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম্ ॥ ১৩ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্ ।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥ ১৪ ॥
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্ ।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্ ॥ ১৫ ॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্ ।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ দাহসহিতং নিঃশ্বাসপবনমপি কামাগ্নিমিব বহতীত্যুৎপ্রেক্ষা। সন্তপ্তায়াঃ নিঃশ্বাসোঽপি সন্তপ্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশম্? উপমারহিতং দৈর্ঘ্যং যস্য তম্ ॥ ১৩ ॥

তথা সা নয়ননলিনং ত্বদ্দিদৃক্ষাসম্ভ্রমাৎ দিশি দিশি বিক্ষিপতি। কীদৃশং? জলকণিকাভিঃ সহিতং কিমিব বিচ্ছিন্নং নালং যস্য তদিব বিচ্ছিন্ননালং হি কমলং সস্রবং বিক্ষিপ্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অপরঞ্চ চক্ষুর্গোচরমপি পল্লবশয্যাং বিহিতো বহ্নের্বিকল্পো ভ্রমো যস্মিন্ তৎ যথা স্যাত্তথা পশ্যতি ॥ ১৫ ॥

সা পাণিতলেন কপোলং ন ত্যজতি। তত্রোপমামাহ—সায়মচঞ্চলং

তিনি সর্ব্বদাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন মদনাগ্নি জ্বালা বিস্তার করিতেছে ॥ ১৩ ॥

জলকণালিপ্ত ছিন্ন-নাল কমলের মত তাঁহার অশ্রুসিক্ত আঁখি দিকে দিকে তোমাকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে ॥ ১৪ ॥

নয়নাভিরাম কিশলয়শয্যাও তাঁহার নিকট প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ বোধ হইতেছে ॥ ১৫ ॥

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্ ।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্ ॥ ১৭ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্ ।
সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্ ॥ ১৮ ॥

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্‌ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্‌যাতি মূর্চ্ছত্যপি ।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ ॥ ১৯ ॥

বালশশিনমিব কপোলস্যার্দ্ধভাগদর্শনাদ্‌বালচন্দ্রেণোপমা। আতাম্রত্বাৎ পাণিতলস্য সন্ধ্যয়া বিরহেন পাণ্ডুত্বাৎ কপোলস্য চন্দ্রেণ সাম্যম্ ॥ ১৬ ॥

অপি চ সাভিলাষং যথেষ্টঞ্চ যথা স্যাৎ তথা হরিরিতি হরিরিতি জপতি। "অন্তে মতিঃ সা গতি"রিতি জন্মান্তরেঽপি স এব বল্লভো ভূয়াদিতি সকামম্। কেব—ত্বদ্বিরহেণারব্ধং মরণং যস্যাঃ সেব ॥ ১৭ ॥

ইত্যনেনোক্তপ্রকারেণ শ্রীজয়দেবভণিতং গীতং কেশবপদমুপনীতং তৎপদয়োঃ সমর্পিতচিত্তমিতি যাবৎ তং জনং সুখয়তু অর্থাৎ শ্রোতৄন্ ॥ ১৮ ॥

পুনরতীববৈকল্যং বর্ণয়তি সা রোমাঞ্চতীতি। হে অশ্বিনীকুমারবৎ সুচিকিৎসক! ত্বং যদি প্রসীদসি তদৈতাবত্যতনুজ্বরেঽস্মিন্ননল্পজ্বরে

বিরহপাণ্ডুর কপোল করতলে ন্যস্ত করিয়াছেন, যেন বালচন্দ্র সন্ধ্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তোমার বিরহে মৃত্যু নিশ্চিত, এখন পরজন্মে যাহাতে তোমায় প্রাপ্ত হন, এই কামনায় তোমার হরি, হরিনাম জপ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীজয়দেব-ভণিত গীত, হরিচরণে অর্পিতচিত্ত ভক্তগণের সুখবৃদ্ধি করুক ॥ ১৮ ॥

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য তদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্ ।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥ ২০ ॥

সা বরতনুস্তে রসপ্রয়োগাৎ কিং ন জীবেদপি তু জীবেদিতি ছলোক্তিঃ। বাস্তবঃ কামজ্বরঃ, বরতনুরিতি তৎসমান্যা নাস্তীতি তস্যা রক্ষণং যুক্তমিতি ভাবঃ। জ্বরলক্ষণান্যাহ—তা রোমাঞ্চতি পুলকাঞ্চিতা ভবতি, শীৎকরোতি শীদিতি শব্দং করোতি শীদিত্যনুকরণং বিলপতি, উচ্চৈঃ কম্পতে, গ্লানিমাপ্নোতি কথং লভ্যতে ইতি চিন্তয়তি, উচ্চৈর্ভ্রান্তিমাপ্নোতি, অক্ষিণী সংকোচয়তি ভূমৌ লুঠতি, উত্থাতুমিচ্ছতি, মূর্চ্ছামাপ্নোতি। নন্নু মহাজ্বরস্যাদৌ রসদানং নিষিদ্ধং ইত্যত আহ, অন্যথা অন্যপ্রকারেণ হস্তকঃ হস্তক্রিয়া পাচনা-দ্যৌষধান্তরদানং বৈদ্যৈস্ত্যক্তঃ দানেঽপ্যৌষধস্য বিশেষাপ্রাপ্তেরিত্যভি-প্রায়ঃ। কামজ্বরপক্ষেঽপি হস্তক্রিয়া শীতলাদ্যুপচারঃ সখীভিস্ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। কৃতেঽপ্যুপচারে তদবুদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

তদেব শ্লোকোক্তং সখ্যার্ত্তিস্মরণবৈকল্যাৎ সাক্ষাৎ কথয়তি স্মরেতি। হে দৈবতবৈদ্য! হে দৈবতবৈদ্যাভ্যামপি হৃদ্য নিপুণ! ইন্দ্রবজ্রাদুপ অধি-কম্ উপেন্দ্রবজ্রঃ তদপি চেদ্ভবেত্তস্মাদপি ত্বং দারুণোঽসীতি মন্যে, যতঃ ইন্দ্রক্ষিপ্তো বজ্রোঽঙ্গং সংস্পৃশ্য ব্যথয়তি। ত্বন্তু বিশ্লেষে। তত্রাপি দূরতঃ অতঃ উপ অধিকদারুণোঽসি যতস্ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাং স্মরাতুরাং রাধাং

তোমার বিরহ জ্বরে তাঁহার রোমাঞ্চ, শীৎকার, বিলাপ, কম্প, স্পন্দ-হীনতা, বিহ্বলতা, অক্ষি-সঙ্কোচ, ভূমিতে পতন এবং কখনো কখনো মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতেছে। হে স্বর্গ-বৈদ্য-প্রতিম কৃষ্ণ, এখন তুমি যদি রসদানে (এক পক্ষে প্রেম, অন্য পক্ষে পারদ) কৃপা বিতরণ কর, তবেই তাঁহাকে রক্ষা করা যায়! মুষ্টিযোগে (টোটকা ঔষধ, অর্থাৎ নলিনীদলাদি আচ্ছা-দনে) কোনো ফল হইতেছে না ॥ ১৯ ॥

কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরং
চেতশ্চন্দন-চন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাসু সন্তাম্যতি ।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ২১ ॥

বিমুক্তবাধাং ন কুরুষে, অঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যকর্ম্মাকরণেন কাঠিন্যমেব পর্য্যবসিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণে তস্যা অত্যন্তরাগোদ্রেকং কথয়ন্তী ত্বদঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যত্বমতিশয়েনাহ কন্দর্পেতি। কন্দর্পজ্বরেণ যঃ সন্তাপঃ তেনাতুরতনোরস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ চেতশ্চন্দনাদীনাং সর্ব্বসন্তাপশমকতয়া প্রসিদ্ধানাং স্মরণেষ্বপি চিরং সন্তাম্যতীত্যাশ্চর্য্যং, স্পর্শাদিকন্তু দূরে পরিহৃতমিত্যর্থঃ। যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ। ত্বদাগমনপ্রতীক্ষা ক্ষান্তিস্তত্র যো রসোঽনুরাগস্তেন ত্বামেকমেব প্রিয়ং রহসি স্থিতা ধ্যায়ন্তী ক্ষীণাপি কথমপি জীবতি। একমেবেত্যনন্য-, গতিকত্বং সূচিতম্ অতস্ত্বয়া শীঘ্রং গন্তব্যম্। কীদৃশং শীতলতরং চন্দনাদয়ঃ শীতলাস্ত্বং শীতলতরঃ ত্বৎস্মরণে প্রাণিতি ত্বদ্ধ্যানে জীবতীত্যাশ্চর্য্যতরমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

স্মরাতুরা রাধিকার ব্যাধির একমাত্র ঔষধ তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-রূপ অমৃত। তুমি স্বর্গবৈদ্য অপেক্ষা চিকিৎসানিপুণ, সুতরাং যদি এই ঔষধ প্রয়োগে তাহাকে রোগমুক্ত না কর, তবে তোমাকে ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও অধিকতর কঠিন মনে করিব। (হে উপেন্দ্র, তুমি বজ্র অপেক্ষাও দারুণ !) ॥ ২০ ॥

কদর্পজ্বরে রাধার দেহ বিশেষ কাতর হইলেও তাঁহার মন চন্দ্র, চন্দন, পদ্ম প্রভৃতি শীতল বস্তুর চিন্তাতেও অত্যন্ত অধীর হইতেছে, ইহা আশ্চর্য্য। কিন্তু তোমার আগমন-প্রতীক্ষার অনুরাগে একমাত্র প্রিয়তম শীতলতর তুমি, নির্জ্জনে তোমার ধ্যান করিয়া এখনো পর্য্যন্ত যে তিনি জীবিতা আছেন, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্য।

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ন-নিমীলন-খিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ ২২ ॥

বৃষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্বল্লব-বল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।

অতিব্যাকুলতয়া সদৈন্যমাহ—ক্ষণমিতি। হে মাধব! নয়নয়োর্নিমেষ-মাত্রেণ হা কথং নয়নে নিমেষো নির্ম্মিতঃ যেন ক্ষণং কান্তদর্শনং বিহন্যতে ইতি নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া শ্রীরাধয়া পুরা তে তব বিরহঃ ক্ষণমপি ন সেহে ন সোঢ়ঃ, অসৌ চিরবিহরেণ মুকুলিতাগ্রভাগযুক্তাং রসালশাখাং বিলোক্য কথং জীবতি ইদমপ্যাশ্চর্য্যং নিমেষবিরহাসহনশীলায়াশ্চিরবিরহ-সহনমপ্যাশ্চর্য্যমেব ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অবশ্যমেবাস্মদ্গোকুলজনরক্ষণব্রতী শ্রীগোপেশকুমারোঽয়ং মম সখ্যা বিরহতাপমপি নিবারয়িষ্যতীতি নিশ্চিত্য শ্রীরাধাসখী গোবর্দ্ধনধারণলীলাং স্মরন্তী স্বসখীসান্ত্বনায় চলিতেতি স্মরন্ তল্লীলৈকাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণবাহুং বর্ণয়ন্ কবিরাশিষমাশাস্তে বৃষ্টীতি। গোপেন্দ্রসূনোর্ব্বাহুর্ভবতাং শ্রেয়াংসি তনোতু। কীদৃশঃ? দর্পেণাহঙ্কারেণৈব অর্থাদিন্দ্রস্য বিজিগীষয়া গোবর্দ্ধনাচলমুদ্ধৃত্য বিভ্রৎ। তত্র হেতুঃ, বৃষ্ট্যা ব্যাকুলস্য গোকুলস্য রক্ষণে যো রসঃ বীররস-স্তস্মাৎ। পুনঃ কীদৃশঃ? গোপাঙ্গনাভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিক-

---

যিনি পূর্ব্বে ক্ষণকালের জন্যও তোমার বিরহ সহ্য করেন নাই, নয়নের পলক পড়িলে যিনি ক্ষুণ্ণ হইতেন, সেই রাধা মুকুলিতাগ্র রসাল-শাখা দর্শনে তোমার বিরহে এখন কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন ॥ ২২ ॥

দর্পেণৈব তদর্পিতাধরতটী-সিন্দূরমুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্নিগ্ধমধুসূদনো
নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

মুদ্বীক্ষ্যাধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—তচ্চুম্বনাল্লগ্নললাটস্থ-সিন্দূরেণ মুদ্রয়াঙ্কিত ইব অতএব শ্রীরাধাবৈকল্যশ্রবণেন স্নিগ্ধশ্চেষ্টারহিতো মধুসূদনো যত্র স ইতি ॥ ২৩ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

বৃষ্টিব্যাকুল গোকুলবাসিগণের রক্ষার জন্য কৃষ্ণের যে বাহু দর্পের সহিত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই সময় গোপীগণের আনন্দচুম্বনে যে বাহু তাঁহাদের ললাটস্থিত সিন্দূরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, কংসারির সেই বাহু আপনাদিগকে মঙ্গল দান করুন ॥ ২৩ ॥

ইতি স্নিগ্ধমধুসূদন নামক চতুর্থ সর্গ

পঞ্চমঃ সর্গঃ

সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষঃ

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্ ॥১॥

গীতম্ ॥ ১০ ॥

দেশ-বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।—

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়।
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥২॥ ধ্রুবম্।

অথ তদার্ত্তিশ্রবণব্যাকুলোঽপি স্বাপরাধচিন্তয়া অতিভীতঃ স্বয়মগচ্ছন্নাত্ম-দুঃখনিবেদনপূর্ব্বকানুনয়েন তৎকোপশিথিলীকরণায় সখীমেব প্রেষিতবানি-ত্যাহ—অহমিতি। মধুরিপুণা নিযুক্তা সখী স্বয়মেত্য রাধিকাং পুনরিদ-মুবাচ। কিমুক্তবানিত্যাহ—অহমিহৈব নিবসামি, ত্বং রাধাং যাহি। গত্বা কিং করোমি? মদ্বচনেন তামনুনয়। যদি ত্বয়ৈব তন্মানমপনেতুং শক্যতে তদা আনয়েথাঃ ইত্যুক্ত্বা। সহসা মম গমনেন মানোঽতিগাঢ়ো ভবেদিত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১ ॥

গীতস্যাস্য বরাড়ীরাগঃ রূপকতালঃ। "বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী সুকঙ্কণা চামরচালনেন। কর্ণে দধানা সুরপুষ্পগুচ্ছম্ বরাঙ্গনেয়ং কথিতা

সখি! আমি এইখানেই রহিলাম, তুমি যাও, আমার অনুনয়বচন নিবেদন করিয়া রাধাকে এইখানে লইয়া আইস। এইরূপে মধুরিপু কর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া সখী রাধিকার নিকট গিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি ।
পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥ ৩॥
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি ।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪ ॥

বরাড়ী”তি রাগলক্ষণম্। হে সখি! তব বিরহে বনমালী সীদতি ত্বৎকরকল্পিতবনমালাবলম্বনেনৈব জীবতীতি বনমালিশব্দোপন্যাসঃ। কদা সীদতীত্যাহ।—মদনং সন্নিহিতং কৃত্বা মলয়সমীরে বহতি সতি বিরহিণাং মর্ম্মপীড়নায় কুসুমসমূহে চ স্ফুটতি সতি ॥ ২ ॥

কিঞ্চ চন্দ্রে দহতি সতি মরণমনুকরোতি নিশ্চেষ্টো ভবতি মূর্চ্ছতীতি যাবৎ। কামবাণে চ পততি সতি অতিবিহ্বলো বিলপতি, কুসুমপতনে হৃদি বিধ্যৎকামবাণভ্রমাদাক্রোশতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ভ্রমরনিচয়ে শব্দায়মানে সতি কর্ণৌ করাভ্যামাচ্ছাদয়তি। অত্যুদ্রিক্ত-বিরহে মনসি সতি নিশায়াং ক্ষণে ক্ষণে রুজমধিকমাপ্নোতি, নিশায়াস্ত্বৎ-প্রাপ্তিকালত্বাৎ ত্বদপ্রাপ্ত্যা মধুপধ্বনিশ্রবণাৎ পীড়ামনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সখি! তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, (তাহার উপর) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের বেদনাদায়ক কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, মদনবাণে অতিশয় বিকল হইয়া বিলাপ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

তিনি অলিগুঞ্জন শুনিয়া হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন এবং বিরহজনিত মনোবেদনায় ক্ষণে ক্ষণে যাতনাভোগ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ ৫ ॥
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥ ৬ ॥
পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্ম্মাধবঃ।

বসতীতি রুচিরমপি গৃহং ত্যক্ত্বা অরণ্যমধ্যে ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া বসতীত্যর্থঃ। বিরহবৈকল্যাদেকত্র স্থিত্যভাবাৎ বিতানশব্দোপাদানম্। ত্বদপ্রাপ্ত্যা ভূমৌ লুঠতি বহু যথা স্যাত্তথা তব নাম বিলপতি, তব নামধেয়াদন্যত্তস্য মুখে ন নিঃসরতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

কবিজয়দেবে ভণতি সতি হরিবিরহবিলসিতেন সুকৃতেন মনসি হরিরুদয়তু। হরিবিরহবিলসিতেন হেতুনা যদুৎপন্নং সুকৃতং তেন গায়তাং শৃণ্বতাঞ্চ হৃদি হরিরুদিতো ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে মনসি? রভসস্য প্রেমোৎসাহস্য বিভবো যত্র তস্মিন্ এবং প্রাণপরার্দ্ধনির্ম্মঞ্ছনীয়চরণস্য নিজপ্রাণনাথস্য বিরহবৈকল্যশ্রবণেন মূর্চ্ছিতায়াং স্বসখ্যাং তস্যা অপি বাক্‌স্তম্ভো জাত ইতি পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ৬ ॥

অথ তন্মূর্চ্ছাবিঘটনায়োপায়ান্তরমনবেক্ষ্য সখী শ্রীকৃষ্ণচরিতমেব পুনর্বর্ণয়িতুমারব্ধেতি শ্রীরাধিকায়া অভিসারিকাবস্থাং সখীবচনেনৈব বর্ণয়িষ্যন্নাহ পূর্ব্বমিতি। হে সখি! পূর্ব্বং যত্র কুঞ্জে কন্দর্পস্য সিদ্ধয়ঃ আশ্লেষাদিকা-

মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার জন্য তিনি বনবাসী হইয়াছেন এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন ॥ ৫ ॥

কবি জয়দেব-ভণিত এই হরিবিরহবিলসিত পুণ্যবান্‌গণের প্রেমবৈভবযুক্ত মনে হরি উদিত হউন ॥ ৬ ॥

ধ্যায়ংস্তামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ ৭ ॥

গীতম্ ॥ ১১ ॥

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে ।—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্ ।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ।। ৮ ।।
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী ।। ৯ ॥ ধ্রুবম্ ।

ত্বয়া সহ প্রাপ্তাস্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জে মন্মথকেলিসিদ্ধক্ষেত্রে তস্মিন্ পুনর্মাধবঃ তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং ভূয়ঃ প্রচুরং বাঞ্ছতি। নন্বেতদতিদুর্ল্লভং তীর্থাগমনমাত্রেণ ইষ্টদেবতারাধনং বিনা কথং সিধ্যতি তত্রাহ ।—নিরন্তরং ত্বামেব ধ্যায়ন্ ত্বমেব ইষ্টদেবতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। মন্ত্রজপমন্তরেণ ইষ্টদেবতা নাচিরাৎ প্রত্যক্ষা ভবতীত্যত আহ—নিরন্তরং তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং জপন্ ॥ ৭ ॥

এবং তচ্চরিতশ্রবণেন কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিতায়াং তস্যামত্যুৎসুকতয়া তদ্বর্ত্ম-নিরীক্ষকঃ স আস্তে, অতস্তদভিসরণং যুক্তমিত্যভিসারায় প্রার্থয়তে রতি-সুখেত্যাদিনা। অভিসারিকালক্ষণং যথা—'যাঽভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥' অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগ একতালী তালঃ। যমুনাতীরে বনে বনমালী বসতি। কীদৃশে মন্দঃ সমীরো যত্র তস্মিন্। অনেন সুখদত্বং নিবিড়ত্বাৎ নির্জ্জনত্বঞ্চোক্তম্।

হে সখি! পূর্ব্বে যে নিকুঞ্জে তোমার সহিত মিলনে মাধব রতিক্রীড়ায় পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, সেই মন্মথমহাতীর্থে তোমার কুচকুম্ভের আলি-ঙ্গন রূপ অমৃতলাভের আশায় তিনি অনুক্ষণ তোমাকে ধ্যান এবং পূর্ব্ব-শ্রুত তব বাক্যাবলী মন্ত্ররূপে জপ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মন্যতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্॥ ১০ ॥

বনে ত্বদ্গমনং সহজমেব স্যাদত আহ।—অভিসারে গতং প্রাপ্তমভিসৃত-মিত্যর্থঃ। কীদৃশে? রতিসুখস্য ফলরূপে। কদাচিৎ কার্য্যান্তরার্থং গতঃ স্যাৎ ন। মদনেন মনোহরো বেশো যস্য তম্, অতো হে নিতম্বিনি! গমনবিলম্বনং ন কুরু। প্রশস্তনিতম্বতয়া সহজগমনবৈলম্ব্যাদিদমুক্তম্। তর্হি কিং করোমি? তম্ অনুসর। কীদৃশং হৃদয়েশং? অতস্ত্বদ্বিরহে দুঃখিতস্যানুসরণে বিলম্বো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ॥ ৮॥ ৯॥

কদাচিদন্যাসক্তঃ স্যাদত আহ। কৃতঃ সঙ্কেতো যত্র তং বেণুং তব নামসমেতং মৃদুবচনং যথা স্যাত্তথা বাদয়তে, কদাচিৎ প্রতারণায়ৈবং করোতি ন। তব তনুসঙ্গতবায়ুনা যুক্তং রেণুং বহু মন্যতে। ধন্যোঽয়ং রেণুঃ যস্তস্যাঃ শরীরস্পৃষ্টবায়োঃ স্পর্শসুখমন্বভূন্মমেদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি বহুমানার্থঃ। নামসমেতং যথা স্যাৎ এবং কৃতসঙ্কেতং বেণুং স কৃষ্ণঃ মৃদু যথা স্যাদেবং বাদয়তে ইত্যেব বাক্যার্থঃ। কৃতসঙ্কেতো যেনেতি বিগ্রহঃ ইহাহং তিষ্ঠামি ত্বমত্রাগচ্ছেতি নামসমেতকৃতসঙ্কেতার্থ ইতি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী॥ ১০॥

হে সখি! তোমার হৃদয়েশ্বর মদনমনোহর-বেশে রতিসুখসারভূত অভিসারে গমন করিয়াছেন। নিতম্বিনি! গমনে বিলম্ব করিও না; তাঁহার অনুসরণ কর। তোমার পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দ্দনের জন্য যাঁহার করযুগল সর্ব্বদা চঞ্চল, সেই বনমালী ধীরসমীর-সেবিত যমুনাতীরবর্ত্তী বনে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৮-৯॥

তিনি তোমার নাম লইয়া সঙ্কেতপূর্ব্বক মৃদু মৃদু বেণু বাদন করিতে-ছেন, বায়ু তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাই তাঁহার নিকট সেই বায়ু-তাড়িত ধূলিকণাও ধন্য মনে হইতেছে॥ ১০॥

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥ ১১ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥ ১২ ॥
উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥১৩॥

ত্বদেকপর এব স ইত্যাহ। পক্ষিণি পততি সতি বৃক্ষাদ্ভূমৌ ইত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম্। পত্রে চ বাতেন বিচলতি সতি শঙ্কিতং ভবত্যা উপগমনং যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা শয্যাং নির্ম্মিমীতে। তথা সচকিতনয়নং যথা স্যাত্তথা পন্থানং পশ্যতি অত্র ন্যাগতা কেন পথা গত ইতি পথাবলোকনমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অতো হে সখি! মঞ্জীরং ত্যজ কুঞ্জং চল। কথং মঞ্জীরস্ত্যাজ্যঃ যতোঽধীরম্ অতো মুখরং সশব্দং তথা কেলিষু অতিচঞ্চলম্ অতোঽভীষ্ট-বিরুদ্ধত্বাৎ রিপুমিব। কীদৃশং কুঞ্জং? তিমিরপুঞ্জেন সহ বর্ত্তমানম্। গৌরাঙ্গ্যা মম কথং গমনং স্যাদিতি তমস্যভিসারিকোচিতবেশমাহ।—নীলং নিচোলং নীলপ্রচ্ছদপটং পিধেহি ॥ ১২ ॥

তত্র গমনে কিং স্যাদত আহ।—হে গৌরাঙ্গি! বিপরীতরতৌ মুরারেরুরসি রাজসি রাজিষ্যসি, বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। কীদৃশে? উপহিতো

পাখী, উড়িয়া বসিতেছে, গাছের পাতা নড়িতেছে, তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অমনি তিনি শয্যারচনা করিতেছেন, এবং সচকিতদৃষ্টিতে তোমার পথপানে চাহিতেছেন ॥ ১১ ॥

সখি! ঐ তোমার মুখর চঞ্চল নূপুর ত্যাগ করিয়া চল, কারণ উহা বিহারের সময় চাঞ্চল্য প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুতা করে। নীল নিচোল পরিধান করিয়া অন্ধকারাছন্ন কুঞ্জে গমন কর ॥ ১২ ॥

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্ ।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥ ১৪ ॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্ ।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥ ১৫ ॥

অর্পিতো হারো যত্র তস্মিন্, তথা সুকৃতস্য বিপাকে ফলস্বরূপে। কস্মিন্ কেব ? চঞ্চলা বকপঙ্‌ক্তির্যত্র তস্মিন্ ঘনে বিদ্যুদিব, উরসো ঘনেন, হারস্য বলাকয়া, গৌর্য্যাস্তড়িতা সাম্যম্ ॥ ১৩ ॥

অতো গত্বা হে পঙ্কজনয়নে ! কিশলয়শয়নে জঘনং ঘটয় । কীদৃশং ? শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বিগলিতং বসনং যস্মাত্তৎ তেনৈব দূরীকৃতা রসনা যস্মাত্তৎ অতএবাপিধানম্ আবরণরহিতং ততশ্চ তস্যৈব হর্ষনিধানম্। কমিব নিধিমিব গতাবরণস্য নিধের্দর্শনেন হর্ষো জায়ত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কিঞ্চ, হরিরতিশয়েন ত্বাং মানয়িতুং শীলং যস্য সঃ ত্বদেকপর ইত্যর্থঃ। অভিমানীতি অন্যাভিসারশঙ্কামপ্যাপাদয়তি। ইয়ং প্রত্যক্ষং দৃশ্যমানা রজনিরেবাবসানং যাতীতি ভাবয়তি তস্মান্মম বচনং সত্বরা রচনা পরিপাটী যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা কুরু। কিন্তদিত্যাহ—মধুরিপোর্ম্মনোরথং পূরয় ॥ ১৫ ॥

মেঘে বকপঙ্‌ক্তিসদৃশ হারশোভিত মুরারির বক্ষঃস্থলে কৃতপুণ্যের ফলস্বরূপ বিপরীত-রতিকালে তুমি স্থিরতড়িতের ন্যায় শোভা পাইবে ॥ ১২ ॥

হে পঙ্কজাক্ষি ! পল্লবশয্যাস্থিত তোমার মেখলামুক্ত বসনহীন জঘনদেশ দর্শনে শ্রীহরি অনাবৃত নিধিদর্শনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইবেন ॥ ১৪ ॥

হরি তোমারই অনুরাগী, রজনীও অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে ; অতএব আমার কথা রাখ, অবিলম্বে মধুরিপুর কামনা পূর্ণ কর ॥ ১৫ ॥

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্ ।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্ ।। ১৬
বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষ্যতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্মুহুর্বহু তাম্যতি ।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষ্যতে
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে ।। ১৭ ।।

কৃতহরিসেবে শ্রীজয়দেবে ভণতি সতি ভোঃ সাধবঃ! প্রমুদিতহৃদয়ং যথা স্যাত্তথা হরিং নমত। কীদৃশম্? অতিসদয়ং তথা পরমরমণীয়ং যতঃ সুকৃতেন শোভনচরিতেন কমনীয়ং সর্ব্বৈর্বিশেষেণ বাঞ্ছনীয়ম্ ॥ ১৬ ॥

তথাতিশীঘ্রমভিসারয়িতুং প্রিয়দুঃখমেব বর্ণয়তি বিকিরতীতি। হে কান্তে! তব প্রিয়ঃ মদনকদনক্লান্তঃ সন্ বর্ত্ততে। ক্লান্ততামাহ—নাগতৈব সা প্রিয়েতি কৃত্বা মুহুর্বারং বারং শ্বাসান্ বিশেষেণোচ্চৈঃ কিরতীত্যর্থঃ। অধুনা আগমিষ্যতীতি শ্রুত্বা অগ্রে দিশো মুহুরীক্ষ্যতে। কদাচিদন্যেন পথাগত্য তিষ্ঠতীতি মুহুঃ কুঞ্জং প্রবিশতি, কুঞ্জং প্রবিশ্য ত্বামপশ্যন্ কথং নাগতেতি মুহুরব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্ বহু যথা স্যাত্তথা গ্লায়তি, ময়ি মূঢ়ানুরাগৈব সা সাম্প্রতমেবাগমিষ্যতীতি মুহুঃ শয্যাং রচয়তি। মচ্চিত্তজিজ্ঞাসার্থং কদাচিদিতো নির্গত্য তিষ্ঠতীতি পর্য্যাকুলং যথা স্যাত্তথা মুহুরীক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥

শ্রীহরির সেবক জয়দেবভণিত এই গান পরমরমণীয়। (ইহা শ্রবণ করিয়া) আহ্লাদিত-হৃদয়ে সেই সুকৃতবাঞ্ছিত করুণাময় হরিকে বন্দনা করুন ॥ ১৬ ॥

ত্বদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্ ।
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ সম্প্রত্যেব গমনং সাম্প্রতমিতি গমনসময়ানুকূল্যমাহ ত্বদিতি। তব বক্রতয়া সহ অধুনা সূর্য্যঃ সমগ্রমস্তং গতঃ, গোবিন্দস্য মনোরথেন অবিচ্ছিন্নস্মর্য্যমাণতয়া ধৈর্য্যোন্মূলকাভিলাষেণ চ সহ তমোঽন্ধকারং নিবিড়তাং প্রাপ্তং, চক্রবাকানাং করুণস্বনেন তুল্যা মদভ্যর্থনা যুবয়োর্দশাং বিলোক্য প্রাপ্তদৈন্যা দীর্ঘা জাতা। তত্তস্মাৎ হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে! বিলম্বনং বিফলম্। যতেঽসৌ ক্ষণোঽভিসারে রম্যঃ। প্রিয়তমঃ উৎকণ্ঠিতো রম্যশ্চাভিসারক্ষণশ্চিরমভ্যর্থনপরা সখী তথাপি বেশাদিব্যাজেন গমনবিলম্বনমিতি অহো মৌগ্ধ্যম্ ॥ ১৮ ॥

সখি, তোমার প্রিয়তম মদন-বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ ও পুনঃ পুনঃ সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বার বার কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন এবং তোমায় দেখিতে না পাইয়া অস্ফুট শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক বিষাদিত হইতেছেন। পুনঃ পুনঃ শয্যা রচনা করিতেছেন, কিন্তু শয্যা শূন্য দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে পুনরায় চারি-দিক্ দেখিতেছেন ॥ ১৭ ॥

সখি, ঐ দেখ, তোমার প্রতিকূলতার সঙ্গে দিবাকর অস্তমিত হই-লেন, গোবিন্দের মনোরথের মত অন্ধকারও গাঢ়তর হইয়া উঠিল। চক্রবাকীর ন্যায় করুণস্বরে আমিও তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি। অতএব হে মুগ্ধে, আর বিলম্ব করিয়া এই সুন্দর অভিসার-ক্ষণ বিফল করিও না ॥ ১৮ ॥

আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনু স্বান্তজ-
প্রোদ্বোধাদনু সংভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো-
র্দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ
॥ ১৯ ॥

অথোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং তন্মনোরথমেব বিবৃত্যাহ আশ্লেষাদিতি। ইহ তমসি দম্পত্যোরাবয়োর্ব্রীড়য়া কথং সহসৈবং কর্ত্তুমারব্ধমিত্যেবম্ভূতয়া লজ্জয়া মিশ্রিতো রসঃ শৃঙ্গাররূপঃ কো ন কো ন অভূদপি তু সর্ব্বত্রৈবাভূদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বকালীনে মেঘৈর্মেদুরমিত্যাদ্যুক্তগাঢ়ান্ধকারে যথাভূৎ তথা ইব গোবিন্দস্য মনোরথকথনেন অভিসর্ত্তুং শ্রীরাধিকাপ্রোৎসাহনমুক্তম্। পূর্ব্বকালীনানুভবমেবাহ। কীদৃশোরন্যার্থম্ অন্যোন্যপ্রাপ্ত্যার্ত্তিভরেণ অবস্থাবিশেষবিধানার্থং গতয়োঃ। কীদৃশোঃ পুনঃ ভ্রমদ্ভ্রমণং বিধায় মিলিতয়োঃ, তর্হি কথং ব্রীড়াবিমিশ্রিতস্য রসস্য সম্ভাষণৈর্জানতোঃ, ততঃ প্রথমমাশ্লেষাত্তদনু চুম্বনাত্তদনু নখোল্লেখাত্তদনু কামস্য প্রকাশনাত্তদনু সংভ্রমাত্তৎকালোচিতবেগাত্তদনু রতারম্ভাত্তদনু প্রীতয়োঃ তস্মাদীদৃশোৎকণ্ঠিতে তস্মিন্ তব গমনবিলম্বো ন যুক্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ, পূর্ব্বানুভূতস্ফূর্ত্ত্যাসৌ মনোরথঃ॥ ১৯ ॥

পরস্পরের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা উভয়ে যখন মিলিত হইবে, এবং সম্ভাষণ দ্বারা উভয়ে উভয়কে পরিজ্ঞাত হইলে, প্রথমে আলিঙ্গন, পরে চুম্বন, তৎপরে নখাঘাত, কামাভিব্যক্তি, এবং রসাবেশে রতিক্রীড়ায় যখন প্রীতিলাভ করিবে, তখন সেই অন্ধকারে দম্পতীর লজ্জাবিমিশ্র কি অপূর্ব্ব রসই না উদ্ভূত হইবে!॥ ১৯ ॥

সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্।
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥ ২০ ॥
রাধা-মুগ্ধ-মুখারবিন্দ-মধুপস্ত্রৈলোক্য-মৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিত-নীলরত্নমবনী-ভারাবতারান্তকঃ।

অথৈতৎশ্রবণব্যগ্রতয়া গমনসম্মতিমালোক্য গমনপ্রকারমাহ সভয়েতি। হে সুমুখি! ভাগ্যবান্ স কৃষ্ণঃ ত্বাং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতু। কীদৃশীং? সভয়চকিতং যথা স্যাত্তথা তিমিরে পথি নেত্রে বিন্যস্যন্তীং কেনচিৎ কুত্রচিৎ তিষ্ঠতা দ্রক্ষ্যেঽহমিতি নেত্রস্য সভয়চকিতত্বম্। তথা প্রতিতরু তরৌ তরাবিত্যর্থঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীং দৌর্ব্বল্যাৎ শীঘ্রগমনাশক্ত্যা পাদয়োর্মন্দবিন্যাসত্বম্। অতঃ কথমপি রহঃপ্রাপ্তাং যতোঽনঙ্গতরঙ্গিভিরঙ্গৈরুপলক্ষিতামুৎকণ্ঠয়ানঙ্গতরঙ্গিত্বমঙ্গনানাম্ ॥ ২০ ॥

অথ বিরহবর্ণনব্যাকুলঃ কবিস্তয়োর্মিথো মিলনকালস্মরণজাতহর্ষঃ আশিষমাতনোতি রাধেতি। দেবকী শ্রীযশোদা তস্যা নন্দনস্ত্বাং চিরমবতু। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকী চেতি পুরাণপ্রসিদ্ধেঃ। যতঃ শ্রীরাধায়াঃ মনোহরমুখকমলস্য মধুপঃ যতস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থল্যাং শ্রীবৃন্দাবনস্যালঙ্কারায় যোগ্যং নীলরত্নং অতএব ব্রজসুন্দরীজনস্য মনঃসন্তোষায় রজনীমুখং, কিঞ্চ কংসধ্বংসনায় ধূমকেতুঃ যতোঽবনের্ভারাবতারান্তকঃ

সুমুখি, অন্যের অলক্ষিতে, সভয়-চকিত-দৃষ্টিপাতে, অন্ধকার পথে প্রতিতরুতলে বিশ্রাম করিতে করিতে মন্দ-পাদক্ষেপে তুমি শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন কর, সেই নির্জ্জনে তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গান্বিত তনু দর্শনে তিনি কৃতার্থতা লাভ করুন ॥ ২০ ॥

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বংসন-ধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যেঽভিসারিকাবর্ণনে
সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

অতএব শ্রীরাধায়াঃ গমনাকাঙ্ক্ষাসহিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষো যত্র স ইতি ॥ ২১ ॥
ইতি বালবোধিন্যাং পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীরাধার মনোহর মুখকমলের মধুকর, ত্রিলোকের মৌলিস্থলীর (শিরোমুকুটস্বরূপ বৃন্দাবনের) প্রসাধনযোগ্য নীলরত্ন, ধরাভারহরণে কৃতান্ততুল্য, প্রদোষের ন্যায় অনায়াসে ব্রজসুন্দরীগণের সন্তোষ-বিধায়ক, কংসধ্বংসকারি-ধূমকেতু দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষনামক পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

ধৃষ্টবৈকুণ্ঠঃ

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১২ ॥

গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।—

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ॥

এবং প্রিয়তমবৈকল্যশ্রবণেন দশমদশোন্মুখীমিব তামালক্ষ্য অতিব্যগ্রা সখা পুনরাগত্য শ্রীকৃষ্ণং প্রাহেতি তস্যা বাসকসজ্জাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্নাহ অথেতি। অথানন্তরং তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা তচ্চরিতং গোবিন্দে সখী প্রাহ।—কীদৃশীং? চিরমনুরক্তাম্। যদ্যেবং তর্হি কথং নাগচ্ছতি গন্তুমশক্তাম্। তর্হি কৃষ্ণঃ কথং নাগতঃ মনসিজেন প্রিয়ার্ত্তিশ্রবণজমনোদুঃখেন মন্দে নিরুৎসাহীকৃতে ॥ ১ ॥

'স্ববাসকবশাৎ কান্তঃ সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥'

ইতি বাসকসজ্জালক্ষণম্।

গীতস্যাস্য গোণ্ডকিরীরাগঃ। যথা—"রতোৎসুকা কান্তপথপ্রতীক্ষণং সম্পাদয়ন্তী মৃদুপুষ্পতল্পম্। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্ত্তা শ্যামতনুর্গোণ্ডকিরী

শ্রীকৃষ্ণে চিরানুরাগিণী লতাগৃহস্থিতা রাধাকে অভিসারে অশক্তা দেখিয়া সখী মদনসন্তপ্ত গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী ।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ৩ ॥
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া ।
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৪ ॥

প্রদিষ্টা ॥" রূপকতালঃ। হে নাথ! হে হরে! বাসগৃহে রাধা সীদতি, প্রতিক্ষণম্ আকুলা ভবতি। ত্বয্যনুরক্ততয়া সন্তাপ এবানুভূতস্তবেতি নাথশব্দঃ। ত্বয়া তস্য লজ্জাধৈর্য্যাদিকহরণাৎ হরিশব্দোঽপি নির্দ্দিষ্টঃ। তৎপ্রকারমাহ ॥—দিশি দিশি রহসি সা ভবন্তমেব পশ্যতি, ত্বন্ময়ং জগদভূত্তথাপি ত্বং মনসাপি তাং ন স্মরসীতি সন্তাপকত্বমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশং? তস্যা অধরস্য মধুরাণি যন্মধুনি তানি পিবন্তম্। তদধরেতি পাঠে তচ্ছব্দোঽন্যার্থঃ। অন্যাধরমধুনি পিবন্তমিত্যর্থঃ। অনেনাপি লোভহর্ষোৎপাদকতয়া তথৈবার্থঃ ॥ ২ ॥

যদ্যেতাদৃশী সা তৎ কথং নাগচ্ছতীত্যাহ।—ত্বদভিসারোৎসাহে বলন্তী বলযুক্তা কিয়ন্তি পদানি চলন্তী পততি আগন্তুমসমর্থেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ। সা কেবলং তব রতিকলয়া ত্বৎকর্ত্তৃক রমণাবেশেন জীবতি। কীদৃশীং? কৃতা বিশদানাং মৃণালানাং পল্লবানাঞ্চ বলয়াঃ কঙ্কণানি যয়া সা ॥ ৪ ॥

নাথ! হরে! রাধা লতাকুঞ্জে বিষাদে (ব্যাকুলভাবে) অবস্থিতি করিতেছেন।

তিনি নির্জ্জনে তাঁহার মধুর অধরমধুপানকুশল—তোমাকেই দিকে দিকে দেখিতেছেন ॥ ২ ॥

(দেখিলাম) তিনি অতিশয় উৎসাহে অভিসারে অগ্রসর হইয়া কয়েক পদ চলিয়াই ভূমিতে পতিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

তিনি (তাপ-নিবারণ জন্য) বিশদ মৃণাল ও পল্লব বলয় ধারণ করিয়া তোমার রতিলাভের আশাতেই যেন বাঁচিয়া আছেন ॥ ৪ ॥

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা ।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ ৫ ॥
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্ ।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ॥ ৬ ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্ ।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ॥ ৭ ॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা ।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ৮ ॥

তৎপ্রকারমেবাহ। মুহুর্বারং বারম্ অবলোকিতমণ্ডনেন স্বস্মিন্ বর্হগুঞ্জাদিভিঃ কৃতত্বৎসদৃশবেশেন তবানুকৃতির্যয়া সা। অতএবাহং মধুরিপুরিতি ভাবনপরা ত্বন্ময়াত্মকস্ফূর্ত্যেত্যর্থঃ। প্রিয়স্যানুকৃতির্লীলেতি চ নাট্যালোচনম্ ॥ ৫ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যপগমে ত্বত্ত আত্মানং পৃথগ্মত্বা দ্রুতমভিসারং হরিঃ কথং নোপৈতীত্যনুবারং সখীং মাং প্রতি বদতি ॥ ৬ ॥

পুনশ্চ অত্যাবেশেন ত্বয়ি চ স্ফুরতি সতি শ্রীকৃষ্ণ আগত ইতি কৃত্বা মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং শ্লিষ্যতি চুম্বতি চ ॥ ৭ ॥

পুনস্তদপগমে ত্বয়ি বিলম্বিনি সতি বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি রোদিতি চ। কীদৃশী? বাসকসজ্জাবস্থাং প্রাপ্তা ॥ ৮ ॥

রাধা তোমার ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া অবিরত তাহাই দেখিতেছেন এবং আমিই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপই মনে করিতেছেন ॥ ৫ ॥

হরি কেন শীঘ্র অভিসারে আসিতেছেন না, সখীকে বারবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

(কখন) হরি আসিয়াছেন এই বলিয়া জলদসদৃশ গাঢ় অন্ধকারকেই আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্ ।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্॥ ৯ ॥
বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী ।
তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং শৃঙ্গাররসভাবিতান্তঃকরণং অতিশয়েন মুদিতং করোতু। অনেন শৃঙ্গাররসাবিষ্টভক্তৈরিদমাস্বাদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্বসখ্যার্ত্তিস্মরণেন অতিব্যাকুলা সা সের্ষ্যমিব পুনরাহ বিপুলেতি। হে ধূর্ত্ত! কণ্ঠগতপ্রাণাং তাং বনমানীয় নিশ্চিন্তোঽসীতি ধূর্ত্ততয়া সম্বোধনম্। অনল্পকন্দর্পচিন্তাং হৃদিকৃত্বা মৃগাক্ষী সরলচিত্তা শ্রীরাধা তব রসসমুদ্রে নিমগ্না বভূব চেৎ সমুদ্রমগ্না অবলম্বনং বিনা কথং জীবতি তবেত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ং, সমুদ্রমগ্নো যথা কাষ্ঠাদিকমেবাবলম্বতে তথেয়মপ্যু-পায়ান্তরাভাবাৎ তব ধ্যানে লগ্নেত্যর্থঃ। ধ্যানপ্রাপ্তসঙ্গমবিকারমাহ।— বিপুলা রোমাঞ্চপঙ্ক্তির্যস্যাঃ সা তথা স্ফীতশীৎকারং যথা স্যাত্তথা ব্যাহরন্তী, অভ্যন্তরে জনিতো যোঽসৌ জড়িমা জাড্যং তেন জাতা যা কাকুস্তয়া ব্যাকুলমিত্যপি ক্রিয়াবিশেষণম্। জলধিমগ্নস্যাপি জাড্যাদয়ো ভবন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

(আবার জ্ঞান হওয়ায়) তোমার বিলম্ব দেখিয়া (বাসকসজ্জা) প্রতীক্ষমাণা শ্রীরাধা লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ ও রোদন করিতেছেন ॥ ৮॥

শ্রীজয়দেব বিরচিত এই গানে রসিকজনের হর্ষাতিশয় উদ্রিক্ত হউক ॥ ৯ ॥

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ১১ ॥

পুনরতিশীঘ্রগমনায় তস্যা বাসকসজ্জাচেষ্টিতমাহ অঙ্গেষ্বিতি। শ্রীকৃষ্ণঃ মামেকাং পশ্যন্ মন্দমনা ভবিষ্যতি ইত্যঙ্গেষ্বাভরণং বহুশঃ করোতি, নাগত ইতি ত্যজতি, পুনঃ করোতি ইত্যনেনাকল্পবাহুল্যমিত্যাকল্পঃ, পত্রেঽপি পক্ষ্যাদিনা সঞ্চারিণি সতি প্রাপ্তমাগতং ত্বাং পরিশঙ্কতে, অনেন বিকল্পঃ। আগত্য শ্রীকৃষ্ণোঽত্র শয়িষ্যতে ইতি শয্যাং বিতনুতে, অনেন তল্পরচনা। চিরং ধ্যায়তি তব সঙ্গমরসং স্মরতি, অনেন সংকল্পলীলাশতমিত্যনেন প্রকারেণ আকল্পবিকল্পতল্পরচনাসংকল্পলীলাশতব্যাসক্তাপি বরতনুরেষা ত্বয়া বিনা নিশাং ন নেষ্যতি ॥ ১১ ॥

কপট! প্রবল কন্দর্প-চিন্তায় তোমার প্রেমরস সমুদ্রে নিমগ্না সেই হরিণনয়না কেবল তোমার ধ্যানাবলম্বনেই জীবিতা আছেন। তিনি কখনো রোমাঞ্চিতা হইতেছেন, কখনো শীৎকার করিয়া উঠিতেছেন, কখনো বা অন্তর্বেদনায় ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অঙ্গে অলঙ্কার পরিতেছেন, আসিলে না দেখিয়া তখনি সে সব খুলিয়া রাখিতেছেন। বৃক্ষ-পত্র সঞ্চারিত হইলে (আবার) আসিতেছ মনে করিয়া তোমার জন্য শয্যারচনা করিতেছেন, কখনো বা (তোমার) ধ্যানে নিমগ্না হইতেছেন। এইরূপে বেশ বিন্যাস, আগমন কল্পনা, শয্যা রচনা, এবং (আলাপের জন্য) সংকল্প-নিরতা রাধিকা তোমার অদর্শনে কিছুতেই রাত্রিযাপন করিতে পারিবেন না ॥ ১১ ॥

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহি
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্ ।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে
ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

অথ কবিরেতদ্বর্ণনব্যাকুলস্তস্যাভিসারানন্তরপূর্ব্বচরিতং কথয়ন্নাহ কিমিতি। গোবিন্দস্য গিরো জয়ন্তি, শ্রীরাধিকায়া মনোরথং পূরয়ন্তি ইত্যর্থঃ। কীদৃশস্য শ্রীনন্দস্য সমীপে পথিকস্য মুখাৎ শ্রীরাধায়াস্তদ্বচনং গোপতঃ গোপয়তঃ। কিং তদ্বচনং? হে ভ্রাতঃ পথিক! ভাণ্ডীরনাম-তরুতলে কিং বিশ্রাম্যসি বিশ্রামং মা কুরু ইত্যর্থঃ। কথং কৃষ্ণভোগিনঃ কালসর্পস্য শয়নস্থানে, পক্ষে সম্ভোগবিশিষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। তর্হি ইদানীং ক যামি? নন্দস্যাস্পদং গৃহং কিং ন যাসি, কাদৃশং আনন্দেন সহ বর্ত্তমানং। কিয়তি দূরে? ইতঃ স্থানাৎ দৃষ্টিগোচরমিতো দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। কীদৃশ্যো গিরঃ? সায়ংকালে অতিথিস্তস্যৈব প্রাশস্ত্যং প্রশংসাদিরূপং তদেব গর্ভোঽভিপ্রায়ো যাসাং তাঃ। অতএব ধৃষ্টঃ প্রগল্ভো বৈকুণ্ঠো যত্র সঃ ॥ ১২ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

এই কৃষ্ণভোগিভবনে (এক পক্ষে কালসর্প, অন্য পক্ষে ভোগী কৃষ্ণ) বট-তরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ? ভাই পথিক! অদূরে আনন্দ-ময় নন্দালয় দেখিতে পাইতেছ না? ঐখানে যাও।—সন্ধ্যাকালে পথিকের মুখে শ্রীরাধার এই কথাগুলি শুনিয়া নন্দের নিকট তাহার প্রকৃত অর্থ গোপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ (যে অভিপ্রায়ে) পথিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন সেই (অভিপ্রায়যুক্ত) প্রশংসাবাণী জয়যুক্ত হউক ॥ ১২ ॥

ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ নামক ষষ্ঠ সর্গ

সপ্তমঃ সর্গঃ

নাগর-নারায়ণঃ

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥

প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ ॥ ২ ॥

পুনরুৎকণ্ঠিতাচরিতং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীকৃষ্ণস্যানাগমনকারণমাহ অত্র ইতি। অস্মিন্নবসরে ইন্দুঃ কিরণসমূহৈঃ বৃন্দাবনান্তরমদীপয়ৎ। কীদৃশঃ? দিক্ পূর্ব্বাসৈব সুন্দরী তস্যা বদনে চন্দনবিন্দুরিবেতি লুপ্তোপমা। পুনঃ কীদৃশঃ? প্রকটীভূতা কলঙ্কস্য শ্রীঃ শোভা যস্মিন্। অনেন চন্দ্রস্য পূর্ণপ্রায়তা উক্তা। অত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—কুলটানাং কুলস্য বর্ত্মবিরোধেন সংজ্ঞাতং যৎ পাতকং তস্মাজ্জাতো রোগবিশেষো যস্য, সঃ খলু পাতকী ভবতি স রোগবিশেষচিহ্নিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তামেবাবস্থামাহ প্রসরতীত্যাদিনা। সা উচ্চৈঃ কৃতো নানাপ্রকারো বিলাপো বিবিধশঙ্কারূপো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা পরিতাপং চকার। কীদৃশী কদা? ইত্যত আহ।—শশধরবিম্বে প্রসরতি সতি মাধবে চ বিহিতবিলম্বে সতি বিধুরা ব্যাকুলা ॥ ২ ॥

পরকীয়া নায়িকাগণের অভিসারে বিঘ্ন সংঘটন জনিত পাপের প্রতিফলস্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করিয়া দিগ্‌বধূ-বদনের চন্দনবিন্দু সদৃশ শশধর কিরণজালে বৃন্দাবন আলোকিত করিয়া উদিত হইলেন ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১৩ ॥

মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্ ।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্ ।
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥৩॥ ধ্রুবম্ ।
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্ ।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ ॥ ৪ ॥

পরিতাপমেবাহ কথিতেত্যাদিনা। হে ইতি স্বাগতসম্বোধনম্। ইহ সময়ে কং শরণং যামি ? সখীং শরণং যাহি। সখীজনস্ত তেনাশ্বাসবচনেনৈব বঞ্চিতা তর্হি সময়ঃ প্রতীক্ষ্যতাং, যাবৎ স্বয়মায়াতি হরিঃ কথিতসময়ে চন্দ্রানুদয়কালে যস্মাৎ অহহ হরির্ম্মম মনোহরঃ মন্মনো হৃত্বা ইত্যর্থঃ। বনমপি ন যযৌ কুতোঽত্র আগমিষ্যতীত্যর্থঃ। তস্মান্মমেদং যৌবনং নির্ম্মলং রূপমপি বিফলং ব্যর্থম্ ॥ ৩ ॥ ধ্রুবম্।

কিঞ্চ ইতস্ততো ভ্রষ্টাস্মীত্যাহ। যস্যানুগমনায় নিরন্তরং সঙ্গমায় রাত্রৌ বনমপি সেবিতং, তেন শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা মমেদং হৃদয়ং কামবাণেন বিদ্ধং মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

চন্দ্রমণ্ডল ক্রমে উর্দ্ধ-গগনে উঠিতে লাগিল, এবং মাধবও আসিলেন না। সুতরাং রাধা উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

কথিত সময় বহিয়া গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে ; হায় ! আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব ॥ ৩ ॥

যাঁহার জন্য রাত্রে আমি এই গহনবনে আসিলাম ; তিনিই আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ ৫ ॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ৬ ॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥ ৭ ॥

অতো মরণমেব মম বরং শ্রেষ্ঠং যতোঽতিবিতথং ব্যর্থং কেতনং দেহো যস্যাঃ সা অচেতনাহং বিরহানলমিহ সময়ে কিমর্থং বিষহামি ॥ ৫ ॥

ন কেবলমত্র নাগত ইতি চঞ্চলচিত্তোঽয়ং কামপ্যন্যামভিসৃত ইত্যাহ। কাপি কৃতসুকৃতকামিনী হরিমনুভবতি তেন সহ কেলিসুখমিত্যর্থঃ। মাং তু পরমসুখরূপা বসন্তনিশা, অহহ খেদে, বিকলয়তি, যা নিশা দুবস্থমপি প্রিয়ং সঙ্গময়তি, সৈব সুকৃতাভাবাৎ মাং বিধুরয়তি। কথং সা অনুভবতি কৃতং সুকৃতং যয়া সা মম তাদৃক্ সুকৃতং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ততোঽস্যাপি, অহহ খেদে, তৎকরকল্পিতবলয়াদিমণিভূষণং ধারয়ামি। তত্র কথং খেদঃ? হরিবিরহ এব বহ্নিস্তস্য ধারণেন বহূনি দূষণানি যস্য তৎ দেহোষ্মণা দৌষ্যাদিত্যর্থঃ প্রিয়াবলোকনফলো হি স্ত্রীণাং বেশ ইত্যুক্তেঃ ॥৭॥

এখন আমার মরণই ভাল, ব্যর্থ দেহে অচেতনে এই বিরহানল সহ্য করিয়া কি ফল ॥ ৫ ॥

এই মধুর বসন্তরজনী আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু না জানি কোন্ পুণ্যবতী (এই মধুযামিনীতে) শ্রীহরির মিলনসুখ অনুভব করিতেছেন ॥৬॥

তিনি আসিবেন বলিয়া আমি এই বলয়াদি মণিভূষণ ধারণ করিলাম, কিন্তু এসব তাঁহারই বিরহানল বহিয়া আনিয়া এখন আমার যন্ত্রণার কারণ হইল ॥ ৭ ॥

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ॥
অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ৯ ॥
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ১০ ॥

কিং বক্তব্যমন্যভূষণানাং তৎপ্রীত্যৈ হৃদি ধৃতাপি পুষ্পমালা কামবাণ-বিলাসেন মাং হন্তি। কীদৃশীং? সহস্রকুসুমতঃ সুকুমারা তনুর্যস্যাস্তাং মম তৎসহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ।—কীদৃশ্যা অতিবিষমং শীলং স্বভাবো যস্যাস্তয়া, অন্যো হি বাণঃ ক্ষতং কৃত্বা ব্যথয়তি কামবাণস্তু বিধ্যন্নন্ত-র্ভিনত্তীতি বিষমশীলত্বম্ ॥ ৮ ॥

অহমিহ নিবসামি মম মূর্খতৈবাবশিষ্টেত্যাহ। ভীতিমপ্যগণয্য ভয়ঙ্করবনে তৎসমাগমাকাঙ্ক্ষয়া তিষ্ঠামি, মধুসূদনোঽস্থিরসৌহৃদো মাং চেতসা ন স্মরতি। কীদৃশী? ন গণিতং বনং বেতসশ্চ যয়া সা ॥ ৯ ॥

হরিচরণে শরণে যস্য তস্য জয়দেবকবের্ভারতী হৃদয়ে বসতু ভক্তানা-মিত্যর্থঃ। কস্মিন্ কেব? যূনাং হৃদি যুবতিরিব। কীদৃশী? কোমলা মাধুর্য্যগুণযুক্তা পক্ষে মৃদ্বঙ্গী কলাবতী কবিত্বশালিনী, পক্ষে রতিকলাযুক্তা, ॥ ১০ ॥

অন্যে পরে কা কথা, আমার কুসুমকোমল দেহ দেখিয়া এই বক্ষঃস্থিত ফুলহারও বিষম মদনশরের ন্যায় জ্বালা বিস্তার করিতেছে ॥ ৮ ॥

এই ভয়ানক বেতস বনকেও ভয় না করিয়া আমি যাঁহার জন্য এখানে বসিয়া আছি, সেই মধুসূদন আমার কথা মনেও স্থান দিলেন না ॥ ৯ ॥

হরিচরণে শরণাগত জয়দেব কবির এই গান কোমলা কলাবতী যুবতীর ন্যায় ভক্তগণের হৃদয়ে বাস করুক ॥ ১০ ॥

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিম্বা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥ ১১ ॥
অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তং বিকল্পং বিবৃণোতি তৎ কিমিতি। সঙ্কেতীকৃতমনোহরে বানীরলতাকুঞ্জেঽপি যৎ যস্মাৎ কান্তো ন আগতস্তস্মাৎ কিং কামপি অভিনবপ্রেমবন্ধুরাং কামিনীমভিসৃত ইতি শঙ্কে। ময্যেব দৃঢ়ানুরাগোঽসৌ কথমন্যামভিসরিষ্যতীতি বিতর্কান্তরমাহ—কিম্বা মিত্রৈঃ ক্রীড়াকৌশলৈ-র্নিরুদ্ধঃ কৃতাভিসারসময়ে অস্মিংস্তদপি ন সম্ভবতীতি বিচিন্ত্য বিতর্কান্তরমাহ—মামভিসরন্নীরন্ধ্রতরুতয়া গাঢ়ান্ধকারিণি বনসমীপে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি পন্থানমবিদিত্বেত্যর্থঃ। চতুরশিরোমণেঃ সহস্রশোঽনুভূতস্থলে ভ্রমঃ কথং স্যাদিতি বিচিন্ত্য নিশ্চিনোতি, ক্লান্তং মদ্বিশ্লেষদুঃখেন চন্দ্রোদয়া-নন্তরং তস্যাঃ কা দশা ভবেদিতি চিন্তয়া চোপতপ্তং মনো যস্য সঃ। পথি অল্পমপি প্রস্থাতুমসমর্থ এব নাগত ইতি ॥ ১১ ॥

চন্দ্রোদয়েন শ্রীকৃষ্ণাগমনপ্রতিবন্ধে সতি তং বিনা সখ্যা আগমনে তস্যা বিপ্রলব্ধাবস্থাং বর্ণয়িতুমাহ অথেতি। অথানন্তরং মাধবং বিনা আগতাং সখীং বীক্ষ্য শ্রীরাধা এতদক্ষ্যমাণমাহ। কীদৃশীং? দুঃখাতিশয়েন

হরি কি অন্যা নায়িকার অনুসরণে অভিসারে গমন করিয়াছেন? অথবা, বন্ধুগণ তাঁহাকে ক্রীড়াচ্ছলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন? কিম্বা তিনি অন্ধকারময় বনপথে পথ হারাইয়াছেন? হয়তো অবসন্নচিত্তে পথপর্য্যটনে অক্ষম হইয়াছেন। এই সঙ্কেতনির্দ্দিষ্ট মনোহর বেতসলতাকুঞ্জে কেন তিনি আসিলেন না? ॥ ১১ ॥

গীতম্ ॥ ১৪ ॥

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা ।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিককগুণা ॥১৩॥ ধ্রুবম্ ।

বক্তুমসমর্থাং অকৃতকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ। কীদৃশং জনার্দ্দনং কয়াপি কর্ত্তৃভূতয়া রমিতং দৃষ্টবদ্বিশঙ্কমানা। বিপ্রলব্ধালক্ষণং যথা,—"অহরহরনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং সরভসমভিধায় ক্বাপি সাঙ্কেতিকং যা। ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ, বদতি হি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধা" মিতি ॥ ১ ॥

গীতস্যাস্য বসন্তরাগ-যতিতালৌ। কিমেতদিত্যাহ। হে সখি! কাপি যুবতির্ম্মধুরিপুণা সহ বিলসতি। যতঃ মত্তোঽপ্যধিকা গুণা যস্যা ইতি। অধিকেত্যনেন মৎসঙ্কেতমাগতং তং বশীকৃত্য বিলসতীতি গুণাধিক্যং তেন সহ ইত্যনেন তৎকর্ত্তৃকরণঞ্চ ধ্বনিতম্। গুণানেবাহ স্মরেত্যাদিনা,—কামসংগ্রামস্য বাহুযুদ্ধস্য উচিতো বিরচিতো বেশো যয়া সা। ততশ্চ রণাবেশেন গলিতানি কুসুমানি যেভ্যস্তে। দরবিগলিতাঃ কেশা যস্যাঃ সা। অনেন লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১৩ ॥

(শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন) এমন সময়ে মাধবের নিকট হইতে বিষাদে নির্ব্বাক সখীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা আশঙ্কা করিলেন, জনার্দ্দন বুঝি অপর নায়িকার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি যেন চক্ষের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতেছেন, এইভাবে বলিতে লাগিলেন—॥ ১২ ॥

কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহা হইতে ফুল দল খসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ রতিরণোচিত বেশে সজ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণ-শালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে ॥ ১৩ ॥

হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪ ॥
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা ।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥ ১৫ ॥
চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা।
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ১৬ ॥
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ ১৭ ॥

ন কেবলমেবং কিঞ্চ হরেঃ পরিরম্ভণেন বলিতো রচিতো রোমাঞ্চাদিবিকারো যস্যাঃ সা, ততশ্চ কুচকলসোপরি তরলিতশ্চঞ্চলিতো হারো যস্যাঃ সা। অনেনাপি লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

তথা তৎসম্ভ্রমশিরোধূননেন বিচলদলকৈর্ললিতঃ সুন্দর আননচন্দ্রো যস্যাঃ সা, ততশ্চ কৃষ্ণস্যাধরপানরভসেন কৃতা তন্দ্রা আনন্দনিমীলনং যয়া সা ॥ ৫॥

তথা তদধরপানাবেশাৎ চঞ্চলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং ললিতৌ কপোলৌ যস্যাঃ সা, কিঞ্চ মুখরিতা রসনা যত্র তস্য জঘনস্য গত্যা লোলা চঞ্চলা ॥ ১৬ ॥

ততশ্চ দয়িতস্য বিলোকিতেন বীক্ষণেন লজ্জিতা হসিতা চ, তথা বহুবিধং দাত্যূহপারাবতাদিকূজিতবৎ রতিরসে রসিতং শব্দিতং যয়া সা ॥১৭॥

শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার লীলায়িত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

তাহার ললিত মুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির চুম্বন-রভসে আঁখি দুটী মুদিয়া আসিতেছে ॥ ১৫ ॥

ললিতকপোলে কুণ্ডল দুলিতেছে এবং জঘন-চাঞ্চল্যে মেখলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৬ ॥

বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥ ১৮ ॥
শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ১৯ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ ২০ ॥

অতএব বিপুলাঃ পুলকাঃ পৃথু বেপথুশ্চ তেসাং ভঙ্গাস্তরঙ্গা যস্তাঃ সা; তথা শ্বসিতনিমীলিতাভ্যাং পুনর্ব্বিকসন্ আাভর্ভবন্ অনঙ্গো যস্যাঃ সা ॥ ১৮॥

তথা শ্রমজলকণভরেণ সুন্দরং কলেবরং যস্যাঃ সা। তথা নিঃসহতাবিস্মৃতস্বাঙ্গ'নুসন্ধানতয়া প্রিয়স্য বক্ষসি পরিপতিতা যতঃ সুরতসংগ্রামে পণ্ডিতা ॥ ১৯ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরেঃ রমিতং বিক্রীড়িতং কলিকলুষং কামাদিকং শমিতং জনয়তু নাশয়ত্বিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং স্বস্যাং তৎপূর্ব্বচরিত-স্ফূর্ত্ত্যাত্তিজয়া ঈর্ষ্যয়া অন্যত্রারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

প্রিয় দয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লজ্জিতা হইতেছে। কখনও হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে ॥ ১৭ ॥

কখনও বিপুলপুলকে কম্পান্বিতা হইতেছে এবং ঘনশ্বাসে ও নিমীলিত নয়নে অনঙ্গরঙ্গ প্রকাশ করিতেছে ॥ ৮ ॥

ভাগ্যবতীর দেহ শ্রমজলে পূর্ণ হইয়াছে এবং সেই রতিরণকুশলা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লুটাইয়া পড়িতেছে ॥ ১৯ ॥

শ্রীজয়দেব-ভণিত শ্রীহরির এই বিহারলীলা কলিকলুষের বিনাশসাধন করুক ॥ ২০ ॥

বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-
দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্।
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ
সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ২১ ॥

গীতম্ ॥ ১৩ ॥

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।—

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে॥
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ ধ্রুবম্।

অথ চন্দ্রং পশ্যন্তী তং শ্রীকৃষ্ণমুখত্বেনোদ্ভাব্য তত্র অন্যয়া সহ বর্ত্তমানস্যাপি মদ্বিরহেণ পাণ্ডুত্বস্ফূর্ত্ত্যা স্বস্মিন্ তস্যাতিপ্রণয়িতাং স্মরন্তী চন্দ্রমাক্ষিপতি বিরহেতি। অয়ং বিধুঃ সন্তপ্তানাং বেদনাং তিরয়ন্ নাশয়ন্নপি মম হৃদয়ে, অয়ে খেদে, মদনব্যথাং অতীব তনোতি। কথং তদাহ— অন্যয়া সহ রমমাণস্যাপি মদ্বিরহে পাণ্ডুবন্মুরারিমুখাম্বুজং তদ্বৎ দ্যুতির্যস্য সঃ বেদনাং নাশয়ন্নপি। কুতস্তাং ব্যথয়তি মনোভুবঃ সুহৃৎ মদনস্তত্র তাং ব্যথয়তি। মদনসুহৃত্ত্বেন তন্মুখস্মারকতয়া চন্দ্রো মাং ব্যথয়তীত্যভিপ্রায়ঃ। অয়ে কোপে বিষাদে চেতি বিশ্বঃ ॥ ২১ ॥

পুনস্তস্যা এব স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বসূচনপূর্ব্বকং তল্লীলাবিশেষমাহ সমুদিতে-

---

(শ্রীরাধা বলিলেন) অনঙ্গসখা চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে দেখিয়া আমার মনোবেদনা দূরীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু এই পাণ্ডুরশশী মুরারিমুখপদ্মের ম্লানচ্ছবি স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় হৃদয় পুনরায় মদনে ব্যথিত হইতেছে ॥ ২১ ॥

যমুনা পুলিনবনে বিজয়ী মুরারি অধুনা বিহার করিতেছেন। তিনি নায়িকার মদনোদ্দীপক মুখচন্দ্রে পুলকে মৃগলাঞ্ছনসদৃশ মৃগমদতিলক অঙ্কিত করিয়া চুম্বনের জন্য অধরে অধর মিলাইতেছেন ॥ ২২ ॥

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে ॥ ২৩ ॥
ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে ॥ ২৪ ॥

ত্যাদিনা। অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগৈকতালিতালৌ। যমুনায়াঃ পুলিনস্থবনে মধুরিপুরধুনা ক্রীড়তি। কীদৃশঃ? বিজয়ী মণ্ডনাদিকৌশলেন সর্ব্বাতিশায়ী। রমণপ্রকারমাহ,—রমণ্যা বদনে সপুলকং যথা স্যাৎ তথা মৃগমদতিলকং লিখতি। কস্মিন্ কমিব? চন্দ্রে মৃগমিব। অত্র মুখস্য চন্দ্রেণ তিলকস্য মৃগেণ সাম্যম্। কীদৃশে? সম্যগুদিতঃ কামো যস্মাৎ তস্মিন্ অর্থাৎ তস্যৈব। চন্দ্রপক্ষে তথৈবার্থঃ। সর্ব্বেষামিতি বিশেষঃ চন্দ্রোদয়ে কামোদ্দীপনাৎ। পুনঃ কীদৃশে? বদনপক্ষে—তিলকং লিখিত্বা সাধ্বিদং বদনমিত্যুক্ত্বা চুম্বনায় বলিতো বিন্যস্তোঽধরো যত্র, চন্দ্রপক্ষে—চুম্বনেন বলিতো যুক্তোঽধরো যস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ন কেবলং তিলকং চিকুরে রক্তঝিণ্টীপুষ্পঞ্চ রচয়তি। তৎপুষ্পৈঃ কবরীং গ্রথ্নাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? চপলা বিদ্যুত ইব সুষমা পরমা শোভা যস্য তস্মিন্। পুনঃ কীদৃশে? মেঘপুঞ্জবৎ সুন্দরে অতএব তদ্গুণবর্ণনেন মুখরীকৃতং তরুণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আননং যেন তত্র, যতো রতিপতিরেব মৃগস্তেন সদাশ্রিতত্বাৎ তস্য কাননে ॥ ২৩ ॥

তথা কুচযুগগগনে মণিসরমেব তারকপটলং যোজয়তি, মণিসরো মুক্তা-হারঃ অসমস্তরূপকমিদং কুচযুগমেব গগনং বৃহত্ত্বাৎ। কীদৃশে? সুনিবিড়ে; গগনপক্ষে—শোভনমেঘযুক্তে। তথা মৃগমদরুচিভির্ম্রক্ষিতে; কুচপক্ষে—কস্তুরীদীপ্ত্যৈব ম্রক্ষিতে। কিঞ্চ নখাঙ্ক এব শশী তেন ভূষিতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীহরি প্রফুল্লবদনে রতিপতির বিহারকাননরূপ সেই রমণীর মেঘপুঞ্জ-সদৃশ কেশজালে বিদ্যুদ্দামতুল্য কুরুবক পুষ্প (রক্তঝিণ্টী) সাজাইয়া দিতেছেন ॥ ২৩ ॥

জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫ ॥
রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে ॥ ২৬ ॥
চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে ॥ ২৭ ॥

অপরঞ্চ মৃদুভুজযুগলে মরকতবলয়মেব মধুকরনিচয়ং বিতরতি অর্পয়তি। কীদৃশে? জিতানি মৃণালখণ্ডানি যেন তস্মিন্ করতলমেব নলিনীদলং যত্র তস্মিন্ অতএব হিমবচ্ছীতলে সম্ভোগিন্যাঃ কামতাপরাহিত্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ মৃণালে ভ্রমরার্পণেনাদ্ভুতকুঞ্জত্বম্ ॥ ২৫ ॥

তথা চ রতের্গৃহে আশ্রয়ে জঘনে মণিময়রসনং নিক্ষিপতি তৎস্পর্শজাতকম্পতয়া অযথাতথং বিন্যস্যতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? তোরণস্য মাঙ্গল্যস্রজো হসনমুপহাসো যস্মাৎ তৎ। কীদৃশে? বিস্তীর্ণমপঘনমঙ্গং যস্য তস্মিন্, যথা কামস্য স্বর্ণপীঠে অতঃ কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাবিশেষবাসনা যেন তস্মিন্ ॥ ২৬ ॥

তথা বক্ষসি ধৃতে চরণপল্লবে যাবকাভরণং বহিরাবরণং করোতি। যতঃ শ্রিয়ো নিবাসঃ অতো নখা এব মণিগণাস্তৈঃ পূজিতে শ্রীনিবাসস্য মণিযুতস্য চ বহিরাবৃতিযু ক্তৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তিনি সেই রমণীর মৃগমদশোভিত নখাঙ্ক-শশিভূষিত কুচযুগ-গগনে নির্ম্মল মুক্তাহাররূপ তারকাবলী সন্নিবেশিত করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

হরি সেই রমণীর হিমশীতল-করতলরূপ নলিনীদল-শোভিত মৃণাল-নিন্দিত ভুজযুগলে মরকতবলয়রূপ ভ্রমরাবলী অর্পণ করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

তিনি কামদেবের কনকাসনসদৃশ সেই রমণীর রতিগৃহরূপ সুবিস্তৃত জঘনদেশে তোরণশোভী মঙ্গলমাল্য-বিনিন্দিত কাঞ্চীযোজনা করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ২৮ ॥
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥
নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্।

কিঞ্চ পরবঞ্চকে হলধরস্যাবিদগ্ধস্য সোদরে সদৃশে শ্রীকৃষ্ণে কামপি সুদৃশং সুভৃশং যথা স্যাৎ তথা রময়তি সতি ইহ বনমধ্যে বিরসং বিফলং যথা স্যাৎ তথা কিমহমবসমিত্যেতৎ সখি বদ, মামভিসার্য্য অন্যয়া সহ রমণাদ্ধরেঃ খলত্বম্ ॥ ২৮ ॥

ইহৈতৎকাব্যকর্ত্তরি কবীনাং নৃপে জয়দেবকে কলিযুগচরিতং দুরিতং ন বসতু। কুতঃ যতো মধুরিপোঃ পদসেবকে অতএব কৃতং হরেগু্ণানাং চিন্তনং যেন তস্মিন্ তত্রাপি রসস্য শৃঙ্গাররসস্য ভণনং কথনং যত্র তস্মিন্। হৃদ্রোগম্ আশু অপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য অনাগমনেন বিষণ্ণবদনাং সখীং প্রতি অতিনির্ব্বেদমাহ নায়াত ইতি। হে সখি! হে দূতি! সখী ভূত্বাপি মৎপ্রীত্যৈ দৌত্য-

তিনি সেই রমণীর নখমণিগণ-পূজিত সুন্দর চরণপল্লব বক্ষে রাখিয়া অলক্তক দ্বারা তাহার প্রান্তদেশ রঞ্জিত করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

হে সখি! সেই হলধর-সোদর খল কৃষ্ণ যদি অপরা নায়িকার সহিত বিহারে রত রহিলেন, তবে বিরসভাবে এই কুঞ্জে বসিয়া থাকিয়া আর কি ফল হইবে বল ॥ ২৮ ॥

মধুরিপুর পদসেবক কবিরাজ জয়দেববর্ণিত হরিগুণ-লীলাত্মক সঙ্গীতে কলিযুগোচিত পাপ স্থান পায় না ॥ ২৯ ॥

পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৩০ ॥

গীতম্ ॥ ১৬ ॥

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।—

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন ।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ ৩১ ॥ ধ্রুবম্ ।

কর্ম্মণি প্রবৃত্তেঃ । দয়ারহিতঃ নিজৈকাশ্রয়প্রাণরক্ষাপরাঙ্মুখঃ শঠোঽন্তরন্যদ্ বহিরন্যৎকারী যদি নায়াতঃ, তর্হি ত্বং কিং দূয়সে মা ব্যথস্বেতি । শঠতামাহ —বহুবল্লভঃ স নিঃশঙ্কং রমতে, তত্র কার্য্যে তে তব কিং দূষণং ন কিমপি । ইত্থং সখীমনূদ্য নির্ব্বেদভঙ্গ্যা আত্মনো দশমীং দশামাহ । পশ্যাদ্যেদানীমেব দয়িতস্য মিলনায় ইদং তদপ্রাপ্তিতাপোন্মূলিতধৈর্য্যং মমেদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি । কেন প্রকারেণ তদাহ ।—উৎকণ্ঠায়া আধিক্যেন স্ফুটদিব তদপি কথং গুণৈরাকৃষ্যমাণম্ অন্যোঽপি রজ্জ্বাকৃষ্টঃ সন্ যাতীত্যর্থঃ । শ্লিষ্টগুণশব্দো-ক্তির্ব্বিষয়াবিরোধিলক্ষণায়ৈব দয়িতশব্দোঽপি তথা ॥ ৩০ ॥

তদ্গুণৈরন্যস্যাঃ সুখং বর্ণয়ন্তী স্বস্যাস্তদলাভাৎ নির্ব্বেদেন শ্লোকার্থমেব নিশ্চিনোতি অনিলেত্যাদিনা । গীতস্যাস্য দেশবরাড়ীরাগরূপকতালৌ ॥ হে সখি ! যা বনমালিনা রমিতা বিবিধসম্ভোগকেলিভির্নন্দিতা সা

হে সখি ! হে দূতি ! সেই নির্দ্দয় যদি শঠতাপূর্ব্বক না-ই আসিলেন, তাহাতে তুমি কেন ব্যথিতা হইতেছ ? তিনি বহুবল্লভ, স্বচ্ছন্দে বহু নায়িকা সঙ্গে বিহার করিতেছেন—তাহাতেই বা তোমার দোষ কি ? দেখ, দয়িতের গুণে (রজ্জুবদ্ধবৎ) আকৃষ্ট হইয়া উৎকণ্ঠায় বিদীর্ণ আমার এই অন্তর প্রিয়সঙ্গম-লালসায় আপনিই অভিসার করিবে (এখনই আমার প্রাণ বাহির হইবে) ॥ ৩০ ॥

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন ।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২ ॥
অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন ।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩৩ ॥
স্থল-জলরুহ-রুচিকর-চরণেন ।
লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪ ॥

সম্ভোগকেলিভির্নন্দিতা সা কিশলয়শয়নেন ন তপতি পল্লবশয্যায়াং সুখয়ত্যেবেত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র যোজ্যম্। কীদৃশেন অনিলেন তরলে যে নীলোৎপলে তদ্বন্নয়নে যস্য তেন, উৎপলবৎ শৈত্যগুণেন তাপোপশমনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

যা রমিতা বনমালিনেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। বিকসিতসরসিজবৎ সুন্দরং মুখং যস্য তেন। যা রমিতা সা কামশরেণ বিদ্ধা ন ভবতি অহমেব তেন বিদ্ধাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

অমৃতাদপি মধুরতরমতিকোমলঞ্চ বচনং যস্য তেন যা রমিতা সা মলয়জপবনেন ন জ্বলতি অহমেব তেন জ্বলিতাস্মীতি অমৃতসিক্তায়া জ্বালাতিশয়ানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

স্থলকমলবদ্রুচিরৌ করৌ চরণৌ চ যস্য তেন যা রমিতা সা চন্দ্রস্য

হে সখি! পবন-সঞ্চালিত নীলোৎপলের ন্যায় চঞ্চলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, সে আর পল্লবশয্যায় তাপিত হয় না ॥ ৩১ ॥

বিকসিত পদ্মের মত সুন্দর মুখে তিনি যাহাকে চুম্বন করিয়াছেন, মদনের বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

তাঁহার অমৃতমধুর মৃদুতর বচনে যে অভিষিক্ত হইয়াছে, মলয়-পবন তাহাকে জ্বালা দিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

সজলজলদসমুদয়-রুচিরেণ ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন ।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥
সকলভুবন-জন-বর-তরুণেন ।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ৩৭ ॥

কিরণেন ভূমৌ ন পরিবর্ত্ততে অহমেব জালবন্ধপ্রবিষ্টেব তপ্তাস্মি স্থলকমলবৎ শীতলকরচরণস্পর্শসুখেন উজ্জ্বলতয়া ইন্দুকিরণানাং তাপকত্বাবগমাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

সজলজলদানাং সমূহাদপি রুচিরেণ যা রমিতা সা বিরহভরেণ হৃদি ন বিদীর্য্যতে জলদবদার্দ্রতয়া বিদারাসম্ভবাদিতি অহমেব তেন বিদীর্ণ-হৃদয়াস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

কনকস্য নিকষপাষাণেষু যা রুচিস্তদ্বসনং যস্য, তেন যা রমিতা সা পরিতো জনানাং হসনেন ন শ্বসিতি সৌভাগ্যগর্ব্বেণ কাশ্চিদপি ন গণয়-তীত্যর্থঃ। অহমেব তৎপরিহাসৈর্নিশ্বাসযুক্তাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

সকলভুবনেষু যে জনা যুবানস্তেভ্যো বরঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কিশোরস্তেন যা

শ্রীহরির স্থলপদ্মের ন্যায় কর-চরণ যে স্পর্শ করিয়াছে, সে চন্দ্রকিরণের সন্তাপে ভূলুণ্ঠিত হয় না ॥ ৩৪ ॥

সেই সজল-জলদ-কান্তি যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তাহার হৃদয় বিরহভারে বিদলিত হয় না ॥ ৩৫ ॥

সেই পীতাম্বরধারী যাহার সহিত বিহার করিয়াছেন, পরিজনের পরিহাসে তাহাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হয় না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন ।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥
মনোভবানন্দনচন্দনানিল
প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্ ।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

রমিতা সা অতিকরুণরসেন পীড়াং ন প্রাপ্নোতি । জগদ্বল্লভতরুণপ্রাপ্ত্যা করুণানুপপত্তিরিতি অহমেব রোদনাদিনা সখীং কদর্থয়ামি ॥ ৩৭ ॥

অনেন শ্রীজয়দেবভণিতেন শ্রীরাধায়া মাধবমুদ্দিশ্য বচনেন হরিরপি হৃদয়ং প্রবিশতু । "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহ"-মিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

অত্যাবেশেন মনোবাষ্পমুদ্গিরতি দৈন্যেনাদৌ সবিনয়মাহ—হে মনোভবস্যানন্দদায়ক চন্দনানিল ! পরোপকারিন্নিত্যর্থঃ, প্রসন্নো ভব। পুনরীর্ষ্যোদয়াদেতদাহ—রে দক্ষিণ সর্ব্বানুকূল ! বামতাং প্রতিকূলতাং মুঞ্চ । দক্ষিণপথপ্রবৃত্তস্য বামপথপ্রবৃত্তেরযুক্তত্বাদ্বামতা ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ । তর্হি কিং বিধেয়ং তত্রাহ ।—হে জগৎপ্রাণ ! জগদ্ধিতোঽপি ত্বং মনোভবানন্দনায় চন্দনতরুসম্পর্কাৎ বিষমশ্চেন্মাং মারয়সি, তদা ক্ষণমপি মাধবং পুরঃ কৃত্বা পশ্চান্মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

সকল ভুবনের যুবজন-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিয়াছেন, করুণভাবে তাহাকে কাঁদিতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীজয়দেবভণিত শ্রীরাধার এই বিলাপবচনের সহিত হরি আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন ॥ ৩৮ ॥

রিপুরিব সখীসম্বাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্ব্বলতে বলাৎ
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৪০ ॥
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।

অথ নীরোগে দয়িতে সানুরাগং চিত্তং নিন্দতি মমৈবায়মপরাধো নান্যস্যেত্যাহ রিপুরিতি। যস্মিন্ হরৌ চিত্তারূঢ়েঽপি সখীভিঃ সহৈকত্র-বাসোঽপি রিপুরিব দুনোতি স্বচ্ছন্দগমন-প্রতিরোধকত্বাৎ শীতলবায়ুর-প্যগ্নিরিব তাপকত্বাৎ চন্দ্রেঽপি বিষমিব দাহকত্বাৎ তস্মিন্নির্দ্দয়ে কান্তে পুনর্যদি হৃদয়মেবমুক্তপ্রকারেণ বার্য্যমাণমপি বলাৎ সংভক্তুং স্যাত্তর্হি স্ত্রীণামভিলাষঃ অত্যর্থমযন্ত্রিতঃ অতো বামঃ প্রতিকূল এব হিতাহিত-বিচারাপগমাৎ ॥ ৪০ ॥

সম্প্রতি বিরহোত্তপ্তা প্রাণোৎসর্গং কৃতমেবাহ বাধামিতি। হে মলয়ানিল! পীড়াং বিধেহি কুরু, বিষয়ত্বেন বাধাবিধানসামর্থ্যাৎ। হে

কামদেবের আনন্দদায়ক, হে মলয়ানিল! তুমি প্রতিকূলতা ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে জগৎপ্রাণ! মাধবকে ক্ষণকালের জন্য আমার সম্মুখে আনিয়া দাও, তাহার পরে প্রাণ হরণ করিও, ক্ষতি নাই ॥ ৩৯ ॥

যে কৃষ্ণে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সখীসঙ্গ রিপুসংসর্গবৎ, হিমানিল অনল তুল্য, এবং চন্দ্রকিরণ বিষসদৃশ কষ্টদায়ক হইয়াছে,—আমার হৃদয় এখনও তাঁহারই দিকে ধাবিত হইতেছে, বুঝিলাম কামিনীগণের প্রিয়সমাগম-লালসা অত্যন্ত দুর্বার ॥ ৪০ ॥

কিন্তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১ ॥
প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সম্বীতপীতাংশুকং
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।

পঞ্চবাণ! প্রাণান্ গৃহাণ পঞ্চবাণধারিণঃ পঞ্চপ্রাণগ্রহণযোগ্যত্বাৎ। হে যমস্য ভগিনি! তে ক্ষময়া কিং, ত্বং কথং ক্ষমসে, যমানুজায়াঃ ক্ষমা ন যুক্তা। তর্হি কিং কর্ত্তব্যং তরঙ্গৈরঙ্গানি সিঞ্চ। তেন কিং স্যাৎ? মম দেহদাহঃ শাম্যতু দশমীং দশাং বিধেহীত্যর্থঃ। কৃষ্ণেন চেদুপেক্ষিতাসি তর্হি গৃহমেব কিং ন যাসি ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে তেন বিনা গৃহমপি সন্তাপকমেব স্যাদতো মরণং যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৪১ ॥

অথৈতৎ দুঃখবর্ণনমসহিষ্ণুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্যায়েন সাধারণ-কেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খণ্ডিতাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রাক্তনকেল্যনন্তরাবস্থিতিমাহ প্রাতরিতি। নন্দাত্মজো জগদানন্দায়াস্তু। কীদৃশঃ? স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা সখীমণ্ডলে হসতি সতি ব্রীড়াচঞ্চলং নয়নয়োরঞ্চলং রাধাননে আধায় স্মেরমুখঃ। কুতঃ সখীহাসঃ? প্রভাতে অচ্যুতং নীলনিচোলং চকিতং বীক্ষ্য শ্রীরাধায়া উরশ্চ সম্বীতমুত্তরীকৃতং পীতাংশুকং যত্র, এতাদৃশং বীক্ষ্য, অতঃ

হে মলয়ানিল! তুমি আমাকে ব্যথিত কর। পঞ্চবাণ তুমি আমার প্রাণ গ্রহণ কর, আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না। হে যমভগিনি! তুমিই বা কেন ক্ষমা করিবে, তোমার তরঙ্গরঙ্গে এ দেহ সিক্ত কর (আমাকে ডুবাইয়া দাও) তবেই আমার দেহজ্বালা প্রশমিত হইবে॥ ৪১ ॥

ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে নাগরনারায়ণো
নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

সর্গোঽয়ং নাগরা এব নরা নরসমূহাস্তেষাময়নং মূলভূতং সঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র সঃ॥ ৪২ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

একদিন প্রভাতে সখীগণ চকিতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে নীলাম্বর পরিহিত এবং শ্রীরাধার বক্ষঃস্থল পীতাম্বর-পরিবৃত দেখিয়া হাস্য করায় যিনি রাধিকার লজ্জাবনত আননে সহাস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই নন্দনন্দন জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করুন॥ ৪২ ॥

নাগর-নারায়ণ নামক সপ্তম সর্গ

অষ্টমঃ সর্গঃ

বিলক্ষলক্ষ্মীপতিঃ

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বচনং বদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্ ॥ ১ ॥

খণ্ডিতাবস্থামেব বর্ণয়তি অথেত্যাদিনা। খণ্ডিতালক্ষণং যথা—"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতে"তি। অথ বহুবিধপ্রলাপানন্তরং হরিবিরহবর্ণনোঽপদর্শকললিতলবঙ্গেত্যাদি সখীবচনশ্রবণেন সঞ্চরদধরেত্যাদি স্ব-মনোরথকথনেন চ অতিকষ্টেন রাত্রিং নীত্বা সা শ্রীরাধা প্রভাতে প্রণতমপি প্রিয়ং সাভ্যসূয়ম্ অভিতঃ অসূয়াসহিতং যথা স্যাত্তথা আহ। কীদৃশী? স্মরশরেণ জর্জ্জরিতা ক্ষণমাত্রমতিবাহয়িতুম্ অশক্তাপি। কীদৃশম্? অগ্রে অনুনয়বচনম্ স্বাপরাধজনিতকোপোপশমনবাক্যং বদন্তং ততোঽপি প্রসাদমনালোচ্য প্রণতম্। অনেন প্রেম্নঃ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিতা, কণ্ঠগতপ্রাণায়া অপি প্রিয়দর্শনমাত্রেণাসূয়োদয়াৎ ॥ ১ ॥

শ্রীরাধা অতিকষ্টে কোনোরূপে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা যদিও মদনশরে জর্জ্জরিতা হইতেছিলেন, তথাপি (দয়িত-দেহে অন্যা নায়িকার ভোগচিহ্ন দর্শনে) প্রবল অসূয়া বশে প্রিয়তমকে কহিলেন ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১৭ ॥

ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্ ।
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্ ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ।

গীতস্যাস্য ভৈরবীরাগযতিতালৌ । যথা—"সরোবরস্থে স্ফটিকস্য মণ্ডপে সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চ্চয়ন্তী । তালপ্রয়োগে প্রতিবদ্ধগীতা গৌরীতনুর্নারদ ভৈরবীয়ম্" ইতি । হরি হরীতি খেদে । হে মাধব ! হে কেশব ! ত্বং যাহি, ইতো গচ্ছ, ক্ব যামি ? হে সরসীরুহলোচন ! চক্ষুঃপ্রীতিমাত্রেণ মুগ্ধস্ত্রীজন-বঞ্চন ! যা ত্বত্তোঽপি বঞ্চনচতুরা সহজপ্রেমানভিজ্ঞস্য তব বিষাদং কাপট্যা-পাদিতবৈমনস্যং হরতি তাং চিত্তানুরূপচতুরব্যাপারাম্ অনুগচ্ছ লোট্-প্রয়োগঃ । তৎস্ফূর্ত্তিসম্ভাবনয়া মাধবেতি, ধবো ন ভবসীত্যনিয়তপ্রিয়ত্বং কেশবেতি প্রকৃষ্টকেশদ্বারোন্মুক্তকেশত্বং সরসীরুহলোচনেত্যর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রত্বঞ্চ ধ্বনিতম্ । ত্বদেকপরায়ণোঽহমিতি বদস্তং কপটবাদং মা বদ, ন কৈতবং ব্রূহি, সত্যমেব নান্যাঙ্গনাসঙ্গতোঽহমিতি প্রতিবচনমাশঙ্ক্যাহ—রজনিজনি-তেন গুরুজাগররাগেণ কষায়িতং লোহিতীকৃতং তব নয়নম্ অনুরাগং বহতীত্যুৎপ্রেক্ষে তাং প্রত্যনুরাগপ্রাচুর্য্যাৎ তব হৃদি স্থিতমরবিন্দচক্ষুষা নির্গত ইত্যুৎপ্রেক্ষার্থঃ সহজমেবারুণং মে নয়নং ন জাগরাদিত্যাহ ।—অল-সেন নিমীলনং যত্র তম্ অনুভূতত্বাদ্বচনচিন্তয়া নিমীলিতে লোচনে ন জাগরা-দিতি কথিতো রসস্যাভিনিবেশো যেন তৎ । যদি ত্বং নান্যাঙ্গনাসঙ্গত-স্তর্হি কথমেতদিত্যর্থঃ । অগ্রেঽপ্যেবমুন্নেয়ম্ ॥ ২ ॥

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্॥ ৩॥
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্।
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্॥ ৪॥

ত্বচ্চিন্তাজাগরান্নেত্রে রাগঃ ন রতিরাগাদিত্যাহ। হে কৃষ্ণ! সহজারুণং তব দশনবসনং অধরঃ সংপ্রতি তনোরনুরূপং অনু সাদৃশ্যে সদৃশরূপং শ্যামতামিত্যর্থঃ তনোতি। কুতোহনুরূপম্? কজ্জলেন মলিনয়োর্ব্বিলোচনয়োশ্চুম্বনেন বিরচিতং নীলিমরূপং যত্র তৎ, মলিনশব্দস্তীর্ষ্যয়া তবাধরচরিতং ব্যনক্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

ত্বচ্চিন্তাশোকেন মলিনোহয়মধরো ন নাগরীচুম্বনাদিত্যাহ। তব বপুঃ রতিজয়লেখম্ অনুহরতি সদৃশীকরোতি। কীদৃশম্? অনঙ্গবাণতীক্ষ্ণা নখক্ষতরূপা রেখা যত্র তৎ। কস্যা ইব মরকতমণিখণ্ডে অর্পিতায়াঃ কাঞ্চনদ্রবলিখিতাক্ষরপঙ্‌ক্তেরিব বপুষঃ কৃষ্ণত্বাৎ নখক্ষতস্য রক্তত্বাৎ মরকতার্পিতলিপেঃ সাম্যম্॥ ৪॥

গত রজনীর গুরু-জাগরণ-জনিত-আলস্যে তোমার লোহিত-নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। রসালসে অর্দ্ধনিমীলিত আঁখির ঐ আরক্তিমা অন্যা নায়িকার প্রতি তোমার অনুরাগেরই অভিব্যক্তি।

হরি! হরি! মাধব, তুমি যাও, কেশব, তুমি যাও। কপট-বাক্য আর বলিও না। পুণ্ডরীকাক্ষ, যে তোমার বিষাদ দূর করিবে, তাহারই অনুসরণ কর॥ ২॥

সেই রমণীর কজ্জল-মলিন-নয়ন-চুম্বনে নীলিম-রূপ ধারণ করিয়া তোমার অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ৩॥

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্॥ ৫ ॥
দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্॥ ৬ ॥

তবান্বেষণে ভ্রমণাদ্বনে মমেদং বপুঃ কণ্টকৈঃ ক্ষতং ন নাগরীনখৈরিত্যত্র সোল্লুণ্ঠমাহ।—ইদং বিদ্যমানং তব হৃদয়ম্ উদারং মনোহরং দর্শনীয়মিত্যর্থঃ। ঔদার্য্যমেবাহ—প্রেমোল্লাসতো হৃদি ধৃতচরণকমল-গলদলক্তকেন সিক্তং শ্যামে উরসি অরুণযাবকেন শোভিতমিত্যর্থঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষে,—মদনদ্রুমস্য হৃদয়ানুগতনবপল্লবসমূহং বহির্দ্দর্শয়তীব॥ ৫॥

গৈরিকচিত্রিতং নান্যাঙ্গনাচরণালক্তকসিক্তমিত্যাহ।—হে শ্রীকৃষ্ণ! এতৎ প্রত্যক্ষ্যং তব বপুঃ কর্ত্তৃ অধুনাপি ময়া সহ ঐক্যং নাবয়োর্ভেদ ইতি কথং কথয়তি। তৎকথনপ্রকারমাহ,—তবাধরগতং দশনক্ষতং মম চেতসি খেদং দুঃখং জনয়তি ইতি ব্যঙ্গোক্তিঃ। ত্বদধরস্থিতস্য মচ্চিত্তব্যথাজনকত্বাৎ অভেদো জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। নয়নরাগাদিকং ছদ্মনাচ্ছাদিতমিদন্তূদিতচন্দ্রকলাবৎ প্রকাশমানমিতি ভাবঃ॥ ৬॥

মদন-যুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ্ণ-নখরেখায় চিহ্নিত তোমার শ্যামলাঙ্গ—মরকত-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাহার রতি-জয়পত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে॥ ৪॥

সেই রমণীর চরণকমলের অলক্তক-রাগে রঞ্জিত হওয়ায় তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল মদন-তরুর বহিঃপ্রকাশিত নব-পল্লব-জালের মত দর্শনীয় হইয়াছে॥ ৫॥

সেই রমণীর দশন-দংশন-চিহ্ন তোমার অধরে থাকিয়াই আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। এখনও কি বলিবে তোমার এবং আমার দেহ অভিন্ন নয়?॥ ৬॥

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্॥ ৭॥
ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্॥ ৮॥
শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্॥ ৯॥

সৌরভলুব্ধভ্রমরেণ দষ্টোঽয়মধরো নান্যাঙ্গনাচুম্বনত ইত্যাহ—হে কৃষ্ণ! মলিনাত্মকং তব মনোঽপি বহিরিব মলিনতরং ভবিষ্যতীতি নূনমুৎপ্রেক্ষে। কথং প্রশ্নে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ অথশব্দোঽন্যথাবাচী কথমন্যথা কামশরজ্বরপীড়িতমনুগতমনুকূলং জনং বঞ্চয়সে শুদ্ধান্তঃকরণস্য নেয়ং রীতিরিত্যর্থঃ॥ ৭॥

ন বঞ্চয়াম্যহং ত্বমেব মুধা শঙ্কসে ইত্যাহ।—ভবান্ অবলাগ্রাসায় কান্তাবধায় বনেষু ভ্রমতি, অত্র কিং বিচিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। অত্রোদাহরণমাহ।—স্ত্রীবধে তব নির্দ্দয়বালচরিত্রং পূতনিকৈব কিয়ৎ প্রথয়তি বিস্তারয়তি, ন তু সর্ব্বং বাল্যে চেদেবং তদধুনা কৈশোরে কিং চিত্রমিতি ভাবঃ॥ ৮॥

হে বিবুধাঃ শ্রীকৃষ্ণমধুরলীলাস্বাদনচতুরাঃ! শ্রীজয়দেবভণিতং রতিবঞ্চিতায়াঃ খণ্ডিতায়া যুবত্যাঃ শ্রীরাধায়া বিলাপঃ যত্র তৎ শৃণুত। যতঃ সুধায়া

হে কৃষ্ণ, তোমার মলিন-দেহের বাহির অপেক্ষা মন আরো মলিন, অন্যথা মদনশর-পীড়িতা আমার ন্যায় অনুগতাকে এখনো বঞ্চনা করিতেছ কেন?॥ ৭॥

তুমি অবলা-বধ করিবার জন্যই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, ইহা আর বিচিত্র কি? পূতনা তোমার বধূবধে নির্দ্দয়-শিশু-চরিত্র প্রচার করিয়া গিয়াছে (পূতনা-বধে বাল্যকালেই তাহার পরিচয় দিয়াছ)॥ ৮॥

তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥১০॥
অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তব্ধাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।

অপি মধুরম্ অতএব বিবুধয়ালয়তোঽপি স্বর্গাদপি দুর্লভং, সপ্তম্যাস্তসিঃ। রাধাকৃষ্ণোপাসনালভ্যত্বাৎ তত্রেদং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

তথৈব পুনরাহ—তবেতি। হে কিতব! ত্বদালোকোঽপি ত্বদাগমনপ্রতীক্ষিণ্যাঃ মম প্রসিদ্ধপ্রেমাতিশয়ভঙ্গেন ত্বদ্বিয়োগদুঃখাদপ্যনির্ব্বচনীয়াং জীবনমরণয়োঃ সন্দেহাপাদিকাং লজ্জাং জনয়তি। কুতো লজ্জাজননম্ তবেদমরুণদ্যুতিহৃদয়ং পশ্যন্ত্যাঃ ততোঽপি কুতঃ প্রিয়ায়াস্তস্যাঃ পাদালক্তেন ব্যাপ্তং, তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—প্রসরদনুরাং বহির্গতমিব প্রবৃদ্ধিং গচ্ছন্ননুরাগো হৃদয়ং ভিত্ত্বা বহির্নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়া অতিগাঢ়মাননির্ব্বন্ধমভিপ্রেত্য আত্মপ্রযত্নে শিথিলেঽপি বংশীসাহায্যেনাবশ্যং মানোঽপযাস্যতীতি। সখী তদনুনয়ে প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি স্মরন্ কবির্ব্বংশীধ্বনিং বর্ণয়ন্নাশিষমাতনোতি অন্তরিতি। কংসরিপোর্ব্বংশীরবো বো যুষ্মাকং শ্রেয়াংসি ব্যপোহয়তু বিগতবিঘ্নানি করোতু নিত্যং

সুধীগণ, আপনারা শ্রীজয়দেবভণিত রতিবঞ্চিতা খণ্ডিতা-যুবতীর বিলাপ-স্বরূপ—সুধামধুর স্বর্গদুর্লভ এই সঙ্গীত শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥

হে ধূর্ত্ত, প্রিয়ার চরণালক্তকে রঞ্জিত তোমার বক্ষঃস্থল হৃদয়ের অনুরাগ বাহিরে প্রকাশ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমাদের চিরন্তন প্রণয় ভঙ্গ হইল বলিয়া আমি শোক করিতেছি না, আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১০ ॥

দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্ব্বারদুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥১১॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্ষ্মীপতি-
র্নামাষ্টমঃ সর্গঃ

দদাত্বিত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? কুরঙ্গীদৃশাং মনোমোহনে মৌলিঘূর্ণনে চলন্মন্দার-কুসুমানাং বিস্রংসনে স্তম্ভনে আকর্ষণে দৃষ্টিহর্ষণে বশীকরণে মহামন্ত্রঃ। কীদৃশঃ? দর্পযুক্তৈর্দ্দানবৈর্দূয়মানানাং দেবানামনিবার্য্যদুঃখপঙ্ক্তীনাং ধ্বংসো ভ্রংশনরূপঃ নাশক ইত্যর্থঃ। যচ্ছ্রবণমাত্রেণ দেবা দৈত্যভয়ান্মুচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অতএব বিলক্ষো গাঢ়মানবিলোকাদ্বিস্ময়ান্বিতো লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীরাধাপতির্যত্র সঃ ॥ ১১ ॥

ইতি বালবোধিন্যাম্ অষ্টমঃ সর্গঃ

কংসারির যে বংশীরব, গীতি-মুগ্ধা মৃগনয়নাগণের শিরোঘূর্ণনে এলায়িত কবঁরী হইতে মন্দারকুসুম বিস্রস্ত করিয়া দেয়, যে বংশীরব তাহাদের স্তম্ভন, আকর্ষণ, দৃষ্টি হর্ষণ ও বশীকরণের মহামন্ত্রস্বরূপ, অপিচ দানবগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেবগণের দুর্ব্বার দুঃখরাশি বিনাশে দক্ষ, সেই বংশীরব আপনাদের কল্যাণ বিধান করুক ॥ ১১ ॥

বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি নামক অষ্টম সর্গ

নবমঃ সর্গঃ

মুগ্ধ-মুকুন্দঃ

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্ ।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১৮ ॥

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে ।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ॥

অথ প্রণত্যাপি মানাপগমাৎ উপেক্ষামাহ। হরৌ অন্তর্হিতে সতি অন্তরুৎসুকামপি বহির্ম্মানাবকুণ্ঠিতামালক্ষ্য সখী প্রাহ তামথেতি। অথ কৃষ্ণান্তর্দ্ধানানন্তরং শ্রীরাধাং সখী রহ একান্তে উবাচ। কীদৃশীং ? মন্মথেন খিন্নাং যতঃ কলহান্তরিতাং তদবস্থাং প্রাপ্তাং, অতএব রতিরসেন খণ্ডিতাং অতো বিষাদযুক্তাম্ অতোঽনুবারং চিন্তিতং হরিচরিতং চাটূক্তিপাদ-প্রপতনাদি যয়া তাম্। "যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সে"তি কলহান্তরিতালক্ষণম্ ॥ ১ ॥

অস্যাপি রামকিরীরাগযতিতালৌ। কিমুবাচেত্যাহ—মাধবেত্যাদিনা। অয়ে ইতি সম্বোধনম্। হে মানিনি! মাধবে মানং মা কুরু, মাধব ইতি

শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে কলহান্তরিতা, কন্দর্পক্লিষ্টা, রতিরসবঞ্চিতা বিষাদিতা রাধা হরিচরিত অনুচিন্তনে মগ্না হইলেন। এমন সময় সখী আসিয়া একান্তে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্॥ ৩॥
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্॥ ৪॥

মধুবংশোদ্ভবে শ্রিয়া মহাসম্পত্তেঃ পত্যৌ চেতি মানানর্হত্বমুক্তম্। কথং? বঞ্চকেঽস্মিন্ মানো ন বিধেয় ইত্যাহ। মৃদুপবনে বহতি সতি হরিরভিসরতি। হে সখি! ভবনে অতঃপরম্ অপরং সুখং কিমস্তি? মাধবাভিসরণাদন্যৎ সুখং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ॥ ২॥

সুখমস্তু তেন মম কিমিতি চেৎ স্তনাভ্যামাভ্যাং কিমপরাদ্ধমিতি সোৎপ্রাসমাহ। কুচকলসং কিমর্থং বিফলীকুরুষে যতস্তালফলাদপি গুরুং শ্রেষ্ঠং তথা সরসং রসশাস্ত্রোক্তলক্ষণসহিতং অতস্তদনুভবং বিনা অস্য বিফলীকরণং ন যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

তদুপদেশং বিনা ইত্থং ক্রিয়তে ইত্যাহ। ইদমচিরমধুনৈবানুক্ষণং কিয়দ্বা ন কথিতং হরিং মনোহরণশীলং মা পরিহর মা ত্যজ, যতোঽতিশয়েন সুন্দরম্॥ ৪॥

পবন ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, হরি অভিসারে আসিতেছেন। সখি, ইহা অপেক্ষা গৃহে আর কি অধিক সুখ পাইবে? অয়ি মানিনি! মাধবের প্রতি মান করিও না॥ ২॥

তালফলের মত গুরু এবং সরস মনোহর কুচকলস কি জন্য বিফল করিতেছ?॥ ৩॥

তোমাকে তো কতবারই বলিয়াছি, চিরসুন্দর হরিকে কখনো পরিত্যাগ করিও না॥ ৪॥

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ৫ ॥
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬ ॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ ৭ ॥

এতৎ শ্রুত্বাশ্রুমুখীং প্রত্যাহ। ত্বমধুনা কিমিতি বিষীদসি বিকলা সতী রোদিষি মা বিষীদ মা রোদ ইত্যর্থঃ। কথং তব সকলা প্রতিপক্ষযুবতিসভা ত্বন্মৌগ্ধ্যদর্শনেন বিশেষেণ হসতি ॥ ৫ ॥

যথেয়ং ন বিহসতি তথোপদিশ ইত্যাহ। সাম্বুপদ্মপত্রৈঃ রচিতশয্যায়াং হরিমবলোকয়। ততঃ কিং স্যাৎ নয়নে সফলয়, ত্রিভুবনে নয়নমহোৎসবালোকনাদন্যৎ ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এতৎ শ্রুত্বাপি খিদ্যন্তীং প্রাহ। মনসি গুরুখেদং কিমিতি জনয়সি নৈবং বিধেয়ম্। মম বচনং শৃণু। কীদৃশম্। অনীহিতমচেষ্টিতমনভিলষিতমিতি যাবৎ। প্রকৃতে তু অনীহিতং বিরহদুঃখমেব তস্য ভেদো যস্মাত্তৎ ॥ ৭ ॥

তুমি কেন দুঃখ করিতেছ, কাঁদিয়া আকুল হইতেছ? দেখিতেছ না তোমার এই দশা দেখিয়া যুবতী সকল হাসিতেছে? ॥ ৫ ॥

ইহা অপেক্ষা চল, সজল পদ্মদলরচিত শয্যায় শায়িত হরিকে দেখিয়া নয়ন সফল করিবে ॥ ৬ ॥

কেন গুরুতর দুঃখে মনকে ক্লিষ্ট করিতেছ? যাহাতে দুঃখ দূর হইবে, তাহাই বলিতেছি শুন ॥ ৭ ॥

হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ ৯ ॥
স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চা বিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রোতব্যমেবাহ। হরিরুপ সমীপং যাতু, বহু চাটু করোতু, হৃদয়মতিবঞ্চিতং কিমিতি করোষি, শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরবচনেন মোদয়স্ব চিত্তং মা খেদয় ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং রসিকজনং সুখয়তু। যতঃ হরেশ্চরিতং যত্র তৎ অতএবাতিললিতম্ ॥ ৯ ॥

অথ তস্যামনুত্তরায়াং সের্ষ্যমেবাহ—স্নিগ্ধে ইতি। তস্মিন্ প্রিয়ে নিরুপাধিপ্রেমানুবন্ধবন্ধুরে স্নিগ্ধে চাটুবাক্প্রয়োক্তরি যৎ পরুষাসি নিষ্ঠুরাসি প্রণমতি প্রণতে স্তব্ধাসি দণ্ডবৎ স্থিতাসি যদ্রাগিণ্যনুরাগযুক্তে দ্বেষস্থাসি বিরক্তাসি যদুন্মুখেত্বন্মুখাবলোকনোৎসুকে বিমুখতাং যাতাসি বিমুখীভূতাসি, হে বিপরীতকারিণি! তদেতত্তে যদ্বিপরীতং জাতং তদ্যুক্তমেব। তৎ কিমিত্যাহ।—চন্দনলেপো বিষমিবোদ্বেজকঃ তাপাপহারী চন্দ্রঃ সূর্য্যবত্তাপকঃ হিমং বহ্নিবদ্দাহকং রতিজনিতহর্ষাস্তীব্রবেদনাঃ বিপরীতকৃতে বিপরীতমেব ফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হরি আসিয়া তোমাকে কত মিষ্ট কথা বলিবেন। কেন হৃদয়কে এমন করিয়া ব্যথিত করিতেছ? ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেবভণিত অতিমধুর এই শ্রীহরিচরিত রসিকজনের সুখোৎপাদন করুক ॥ ৯ ॥

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্‌বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্ম্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে
মুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রাধিকাং প্রতি বক্ষ্যমাণচাটূক্তিস্মরণেন শ্রীরাধিকা-মহিমস্ফূর্ত্ত্যানন্দাবিষ্টঃ তৎসৌভাগ্যদ্যোতনায় শ্রীকৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যমাহ সান্দ্রেতি। শ্রীগোবিন্দস্য পদারবিন্দমশুভানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকানাং বিনাশায় বন্দামহে। কীদৃশং বলেনিয়মান্নিবিড় আনন্দো যেষাং তেষামিন্দ্রাদিদেবানাং বৃন্দৈরধিকাদরাদানম্রৈঃ মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতঃ ইন্দিন্দিরো ভ্রমরো যত্র। তৎ কুতঃ যতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা মকরন্দবৎ সুন্দরং যথা স্যাত্তথা গলন্ত্যা আকাশগঙ্গয়া স্নিগ্ধং যস্যৈকাংশস্যেদৃঙ্‌মহিমা তেন শ্রীকৃষ্ণেন যচ্চরণ-শিরোধারণং প্রার্থ্যতে, তৎ সৌভাগ্যং কেন বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। অতএব শ্রীরাধিকামানোপশমনচিন্তয়া মুগ্ধো মুকুন্দো যত্র সঃ ॥ ১১ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং নবমঃ সর্গঃ ॥

যে প্রিয়ংবদের প্রতি কঠোর, প্রণতের প্রতি উদাসিনী, অনুরক্তের প্রতি বিরক্ত এবং উন্মুখের প্রতি বিমুখ, সেই বিপরীতকারিণীর পক্ষে চন্দনানুলেপন বিষ-তুল্য, চন্দ্র সূর্য্যসদৃশ, হিমকণা বহ্নিবৎ এবং রতিক্রীড়া যাতনাদায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ১০ ॥

পুরন্দরাদি দেবগণ, অশেষ আদরে ও প্রগাঢ় আনন্দে প্রণত হইলে নমিত মুকুটের ইন্দ্রনীলমণিসমূহ যে চরণে ভ্রমরাবলীর শোভা ধারণ করে, এবং বিগলিত মকরন্দ-সুন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেদুর অর্থাৎ শীতল হয়, অশুভ নাশের জন্য সেই গোবিন্দ-পদারবিন্দের বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

মুগ্ধ মুকুন্দনামক নবম সর্গ

দশমঃ সর্গঃ

মুগ্ধ-মাধবঃ

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্‌গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ১৯ ॥

দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালাভ্যাং গীয়তে।—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

ততঃ প্রাতরারভ্যোক্তপ্রকারেণ দিবসে প্রবৃত্তে সত্যুপাক্রান্তাম্বুদাবৃতেন্দু-নিশাদিবৃত্তমাহ অত্রেত্যাদিনা। অস্মিন্নবসরে প্রদোষসময়ে কিঞ্চিৎ কোপোপশমনেন প্রসন্নবদনাং শ্রীরাধাং সমীপমাগত্যানন্দেন গলদক্ষরপদ-সহিতং যথা স্যাত্তথা হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশম্? অতিনিঃশ্বাসেন নিঃসহকান্তবচনাদিরহিতং মুখং যস্যাস্তাম্। যতঃ শিথিলমানেন সখ্যায়ত্তাং অতএব কিমধুনা বিধেয়মিতি সব্রীড়ং যথা স্যাত্তথেক্ষিতং সখীবদনং যয়া তাম্ ॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ বদসীত্যাদিনা। অস্য দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালৌ

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মলিনবদনা শ্রীরাধার ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও (কৃষ্ণবিরহে) দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি সলজ্জভাবে সখীগণের মুখের দিকে চাহিলেন। রাধার এই ভাব দেখিয়া শ্রীহরি আনন্দগদ্‌গদ-বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥ ২ ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্ ।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্
দেহি মুখকমলমধুপানম্ ॥ ৩ ॥

"লঘুদ্রু'তো লঘুশ্চেতি অষ্ট তালী প্রকীর্ত্তিতে"তি তাললক্ষণং । হে প্রিয়ে ! চারুশীলে ! ময়ি মানং মুঞ্চ । কীদৃশং অনিদানমকারণং । চারুশীলায়া অকারণমানস্যাযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ । যতঃ সপদি তৎক্ষণং ত্বন্মানসমকালমেব কামাগ্নির্ম্ম মানসং দহতি, ততো মুখকমলমধুপানং দেহি, অন্তর্দাহস্য পানেনৈব শান্তিরিত্যর্থঃ । ত্বরাপমিদং দূরেঽস্তু । হে প্রিয়ে ! ত্বং যদি কিঞ্চিদপি বদসি তদা দন্তরুচিকৌমুদী মমাতিঘোরং ভয়জনকং তিমিরং হরতি তথা তব বদনচন্দ্রমাশ্চ মম লোচনচকোরং স্ফুরদধরসীধবে উচ্ছলিতাধরসুধাপানার্থং সাভিলাষং করোতি, নয়নস্য চকোরত্বেন ত্বদেকজীবনত্বমুক্তম্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

তুমি যদি একটী কথাও কও, তাহা হইলেই তোমার দশন-পঙ্‌ক্তির জ্যোৎস্নাচ্ছটায় আমার অন্তরের (ভীতিরূপ) অতিঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয় । তোমার বদন-চন্দ্র-উচ্ছলিত অধরসুধা পানের জন্য আমার নয়ন-চকোর অত্যন্ত পিপাসিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

প্রিয়ে, চারুশীলে ! (আমার প্রতি) অকারণ মান পরিত্যাগ কর, যখন হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতেই আমার চিত্ত মদনানলে দগ্ধ হইতেছে । তোমার মুখকমলের মধুদানে সেই জ্বালা নির্ব্বাপিত কর ॥ ৩ ॥

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্ ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনম্
যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥ ৪ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥ ৫ ॥

ত্বদেকজীবনে ময়ি রোষো ন সম্ভবতি চেত্তর্হি এবং কুর্ব্বিত্যাহ। হে সুদতি! প্রসন্নবদনে! যদি সত্যমেব ময়ি কোপিন্যসি, তদা খরা এব নয়নশরাস্তৈঃ প্রহারং কুরু, তেন চেন্ন তুষ্যসি, তদা ভুজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয়, তেনাপি অসন্তোষস্তদা রদৈর্দ্দশনৈঃ খণ্ডনং জনয়। কিং বহুনোক্তেন, যেন বা সুখজাতং ভবতি সুখমুৎপদ্যতে তদেব কুরু। অত্র গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ স্বীয়েঽপরাধিনি দণ্ড এবোচিতো নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

নন্বু ত্বয়ি মম কোপস্য কঃ প্রসঙ্গঃ দণ্ডস্য বা। যা তব প্রিয়া সৈব দণ্ডং করোত্বিতি চেত্তত্রাহ। ত্বমেব মম জীবনম্ অসি ত্বমেব মম ভূষণমসি, তদ্ব্যতিরেকেণান্যজীবনাদিকমপি চেন্নাস্তি তর্হ্যন্যাঙ্গনানাং কা বার্ত্তেত্যর্থঃ। যতো ভবঃ সংসারঃ স এব জলধিস্তত্র ত্বং রত্নরূপা সর্ব্বপ্রেয়সী-শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। যথা কশ্চিৎ রত্নাকরাৎ বিচিত্ররত্নং লব্ধ্বা আত্মানং পূর্ণং মনুতে তথাস্মিন্

প্রসন্নবদনে! যদি সত্যই আমার উপর কোপ করিয়া থাক, তবে তোমার তীক্ষ্ণ কটাক্ষশরে আমাকে আঘাত কর। ভুজলতায় পাশবদ্ধ করিয়া, চুম্বনে অধর দংশন করিয়া, যাহাতে তোমার সুখ হয়, সেইভাবেই আমার শাস্তি বিধান কর ॥ ৪ ॥

নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥ ৬ ॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।

লোকে স্ত্রীরত্নং ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্থোঽস্মীতি ভাবঃ। অতএব ভবতীহ নিরন্তরং ময্যনুকূলা ভবত্বিত্যর্থঃ। মম হৃদয়মতিশয়েন যত্নো যস্য তৎ ॥ ৫ ॥

স্বগুণপরীক্ষণোপকরণত্বেন চেন্মামঙ্গীকরোষি, তথাপি চরিতার্থঃ স্যামিত্যাহ। হে তন্বি! তব লোচনং নীলনলিনাভমপি সংপ্রতি রক্তোৎপলরূপং ধারয়তি, তদেতেন ত্বয্যনুরঞ্জনবিদ্যাঽস্তি ইত্যবধারিতং, এষানুরঞ্জনবিদ্যা ময়ি পরীক্ষ্যতাম্। পরীক্ষাপ্রকারমাহ, ত্বং যদি কৃষ্ণং কৃষ্ণরূপং মাং তেন লোচনেন কুসুমশরবাণভাবেন সানুরাগদৃষ্ট্যা রঞ্জয়সি, তদিদমেব তস্য যোগ্যং ভবতি শিক্ষিতা বিদ্যা প্রয়োগেণৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এতচ্ছ্রবণেন কিঞ্চিৎ প্রসন্নাং বীক্ষ্য চাতুর্য্যেণাভীষ্টং প্রার্থয়তে। ততশ্চ

তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার-সাগরের রত্নস্বরূপ, হৃদয় শুধু এই কামনাই করে যে, তুমি যেন আমার প্রতি চির-অনুকূল থাকিও ॥ ৫ ॥

হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন সম্প্রতি (কোপে আরক্ত হইয়া) কোকনদ (রক্তপদ্ম) রূপ ধারণ করিয়াছে। মদনের বাণরূপে ঐ আঁখি যদি আমার এই কৃষ্ণ-দেহকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে (ঐ আঁখির সানুরাগ-দৃষ্টিতে যদি আমাকে প্রসাদিত কর) তবেই উহার রূপান্তর গ্রহণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥ ৭ ॥
স্থল-কমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্ ।
ভণ মসৃণ-বাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্
সরস-লসদলক্তক-রাগম্ ॥ ৮ ॥
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ ।

মণিমালা কুচকুম্ভয়োরুপরি চঞ্চলা ভবতু, তেন কিং স্যাত্তব হৃদয়দেশং শোভয়তু, কাঞ্চ্যপি ঘনজঘনমণ্ডলে শব্দায়তাম্ শব্দং কুরুতাং। কীদৃশং—মন্মথস্যাজ্ঞাং ঘোষয়তু, বচনভঙ্গ্যা প্রার্থনাবিশেষোঽয়ম্ ॥ ৭ ॥

তথাপ্যনুত্তরামাহ। হে স্নিগ্ধবচনে! ভণ আজ্ঞাপয়। কিমাজ্ঞাপয়ামি? তব চরণদ্বয়ম্ সরসেন লসতালক্তকেন রাগো যত্র তাদৃশং করবাণি; যতঃ স্থলকমলগঞ্জনং গঞ্জয়তীতি গঞ্জনং তত্তিরস্কারকমিত্যর্থঃ। আরক্তত্বাৎ কোমল্যাচ্চ; অতএব মম হৃদয়রঞ্জনং, যতো জনিতো রতিরঙ্গে পরভাগঃ পরমশোভা যেন তৎ ॥ ৮ ॥

অতস্তদঙ্গীকারেণৈব মম তাপোপশমনমিতি সর্ব্ববিজ্ঞপ্তিতদগ্রস্ফূর্ত্তিপর-

(ক্রীড়াকালে) কুচকুম্ভের উপর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত মণিমালায় তোমার হৃদয়-দেশ শোভিত হউক। এবং তোমার ঘন-জঘন-মণ্ডলস্থিত মেখলা শব্দায়-মান হইয়া মন্মথনিদেশ ঘোষণা করুক ॥ ৭ ॥

তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্দ্ধক, স্থল-কমলের শোভা-হারী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার ঐ চরণ-কমল সরস-অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি ॥ ৮ ॥

জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো-
হরতু তদুপাহিত-বিকারম্ ॥ ৯ ॥
ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবৈরিণো-
রাধিকামধি বচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতম্ ॥ ১০ ॥

বশঃ সন্ প্রার্থয়তে। হে প্রিয়ে! মম শিরসি পদপল্লবমর্পয়। কীদৃশমুদারং বাঞ্ছিতপ্রদম্ অতো মহৎ। কিমর্থং স্মরগরলং খণ্ডয়তীতি তৎ। ন কেবলমিদং খণ্ডনং ভূষণঞ্চ। কথমেবঃ প্রার্থয়সে ইত্যাহ। কামক্লেশ এব দারুণোঽরুণঃ সূর্যঃ ময়ি জ্বলতি, অতস্তেনোপাহিতবিকারং হরতু, তদ্ধারণমাত্রেণ তাপোঽপযাস্যতীত্যর্থঃ॥ 'অরুণঃ স্ফুটরাগে স্যাৎ সূর্যে সূর্য্যস্য সারথৌ' ইতি বিশ্বঃ॥ ৯॥

ইত্যুক্তপ্রকারং মুরবৈরিণো রাধিকাং লক্ষ্যীকৃত্য বচনসমূহো জয়তি, সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। পরমপ্রেয়সীবিষয়ত্বাদিতি। কীদৃশং চটুলং চঞ্চলং অনেকপ্রকারমিতি যাবৎ। চটুলচাটুনা পটু মানাপনয়নসমর্থং চারু অনুরাগশোভনম্। পুনঃ কীদৃশং—অতিশাতং পরমসুখপ্রদমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং পদ্মাবতী শ্রীরাধিকা তৎপরতয়া তথানাম্নী শ্রীজয়দেবপত্নী তদ্গুণবর্ণনাদিনা তস্যা রমণস্য জয়দেবকবের্ভারত্যা ভণিতম্॥ ১০॥

হে প্রিয়ে! কামবিষবিনাশক তোমার ঐ মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক॥ ৯॥

রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারির সুন্দর অনুরাগবাক্য-সম্বলিত পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক॥ ১০॥

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তন-জঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং
প্রণয়িনি পরীরম্ভারম্ভে বিধেহি বিধেয়তাম্ ॥ ১১ ॥
মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয়-দন্তদংশ-
দোর্ব্বল্লিবন্ধ-নিবিড়-স্তনপীড়নানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ-
চাণ্ডালকাণ্ড-দলনাদসবঃ প্রয়ান্তু ॥ ১২ ॥

অথ তদর্থং স্বপরং কৃত্যং বিজ্ঞাপয়িতুমাহ পরীতি। অন্যস্ত্রীসম্ভোগ-বিতর্কঃ শঙ্কাকৃতঃ আতঙ্কঃ শঙ্কা যয়া হে তাদৃশি, শঙ্কাং পরিহর। কথং ত্বয়া নিরন্তরং ব্যাপ্তে মনসি অন্তরমভ্যন্তরং বিতনোস্তনুশূন্যাৎ কামাদন্যো ধন্যস্তাদৃক্ সৌভাগ্যবান্ জনঃ কোঽপি ন প্রবিশতি। মনোদ্বারেণৈব এতদভ্যন্তরং প্রবিশতি মে মনঃ চেতঃ ত্বয়া ব্যাপ্তং কেন পথা প্রবেষ্টব্য-মিত্যর্থঃ। অতএবাবকাশশূন্যে ইতরাবকাশাবসরো ন চেন্মনসি আস্তাং তৎ কথং ত্বয়ি সাধারণদৃষ্টিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাং ত্যক্ত্বা চ কিং কর্ত্তব্যং হে প্রণয়িনি! পরিরম্ভস্যারম্ভে ইতি কর্ত্তব্যতাং কুরু ॥ ১১ ॥

যদি মদ্বচনান্ন প্রত্যেষি, তর্হি স্বয়মেব দণ্ডমাচরেত্যাহ মুগ্ধ ইতি। স্বীয়ে দণ্ডমকুর্ব্বাণে ইতি সম্বোধনং কোপাবেশান্নৈতদ্বুধ্যস্ব ইতি চণ্ডীতি, ত্বমেব

হে ভীতিপ্রবণে! আমাকে অন্য নায়িকাসক্ত বলিয়া যে আশঙ্কা করিতেছ তাহা পরিহার কর। ঘন-স্তন-জঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়া আছ। সুতরাং সেখানে অন্যের অবস্থিতির অবকাশ কোথায়? অতনু কামদেব ভিন্ন (দেহধারী) কে এমন ভাগ্যবান্ যে, আমার অন্তরে প্রবেশ করিবে? অতএব হে প্রণয়িনি! আলিঙ্গনে অনুমতি দাও ॥ ১১ ॥

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুর-ভ্রূ-
র্যুবজন-মোহ-করাল-কালসর্পী।
তদুদিত-ভয়ভঞ্জনায় যূনাম্
ত্বদধর-সীধু-সুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ॥ ১৩॥

মুদমঞ্চ সুখং প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। তৎপ্রকারমাহ। ময়ি নির্দ্দয়দন্তদংশদোর্ব্বল্লি-বন্ধনিবিড়স্তনপ্রহরণানি বিধেহি। এতানি বিধায় মুদমাপ্নুহীত্যর্থঃ। কিমেতাবতা সেৎস্যতি পঞ্চবাণএব চাণ্ডালঃ দুষ্টচেষ্টত্বাত্তস্য বাণপ্রহরণাৎ মম প্রাণাঃ ন প্রয়ান্ত॥ ১২॥

মম কোপো নাস্ত্যেবেতি চেত্তত্রাহ শশীতি। হে শশিমুখি! তব ভঙ্গুরভ্রূর্ভাতি, কোপিনী চেন্নাসি তৎ কুতো ভ্রুবোর্ভঙ্গুরত্বামিতিঃ ভাবঃ। সহজৈব ভ্রূর্ভঙ্গুরা ন কোপাৎ ইতি চেত্তত্রাহ। যুবজনস্য মম মোহনায় ভয়ঙ্করী কালসর্পী ভীত্যুৎপাদনং কোপাদেবেত্যর্থঃ। তর্হি তস্যা দষ্টস্য তবৌষধাভাবাদনর্থাপত্তিরেব স্যাদত আহ। তস্যা উদিতস্য ভয়স্য নাশায় যূনামস্মাকং। বহুবচনং তস্যাঃ প্রসন্নতামালক্ষ্যাত্মনো বহুমানিত্বাৎ। ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ। নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেব শব্দার্থঃ। মাদকত্বাৎ সীধু ইতি মধুরত্বাৎ সুধেত্যুক্তম্। কালসর্পদষ্টস্যামৃতাদেব জীবনং নান্যথেত্যনন্যগতিকত্বঞ্চ বোধিতম্॥ ১৩॥

হে মুগ্ধে! তুমি নির্দ্দয়ভাবে দশনদংশনে, ভুজলতার বন্ধনে, এবং নিবিড় স্তনভার পীড়নে আমার দণ্ডবিধানপূর্ব্বক সুখানুভব কর। কিন্তু হে চণ্ডি! চণ্ডাল মদনের বাণে যেন আমার প্রাণ না যায়॥ ১২॥

হে চন্দ্রাননে! করাল কালসর্পীর ন্যায় তোমার ভ্রূ-ভঙ্গী আমার মোহ জন্মাইতেছে। তোমার মদির অধরসুধাই সে ভয় বিনাশের একমাত্র সিদ্ধমন্ত্র॥ ১৩॥

ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভাবং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
স্বয়মতিশয়-স্নিগ্ধো মুগ্ধে প্রিয়োঽয়মুপস্থিতঃ॥ ১৪॥
বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।

এবমুক্তেঽপ্যনুত্তরামাহ ব্যথয়তীতি। হে তন্বি! মদলাভাৎ ত্বমপি কৃশাসীত্যর্থঃ। যস্মাদ্বৃথা মৌনং মাং ব্যথয়তি তস্মাৎ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং প্রপঞ্চয় বিস্তারয়, মধুরং বদেত্যর্থঃ। তেন কিং স্যাৎ হে তরুণি! মধুরালাপৈস্তাপমপসারয়। কিঞ্চ হে সুমুখি! কৃপাবলোকৈস্তাবদৌদাস্যং ত্যজ, মাং ন মুঞ্চ, সুমুখ্যা বিমুখীভাবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। কথমেবং করোমি তত্রাহ। হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে! প্রিয়োঽয়মতিশয়স্নিগ্ধঃ কথং স্নিগ্ধজ্ঞানং স্বয়মনাহূত এবাগতঃ অতস্তত্ত্যাগে মূঢ়তৈবেত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অতঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্চিতমাস্যং তে অনঙ্গঃ পুষ্পায়ুধবিলাসেন মাং দুনোতীতি ভঙ্গ্যা তদঙ্গানি স্তৌতি বন্ধূকেতি। হে চণ্ডি! হে প্রিয়ে! স প্রসিদ্ধঃ পুষ্পায়ুধঃ প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিশ্বং বিজয়তে অভিভবতি। এতদহমুৎপ্রেক্ষে। পুষ্পাণি ত্বন্মুখে সন্তীতি পুষ্পায়ুধস্য ত্বন্মুখসেবোৎপ্রেক্ষিতা। কানি পুষ্পাণি তবায়মধরো বন্ধূকপুষ্পস্য দ্যুতের্বান্ধবঃ লোহিতত্বাৎ সাম্যং। গণ্ডে মধূক-

---

হে তন্বি! তোমার অকারণ মৌনভাব আমাকে ব্যথিত করিতেছে, কথা কও; মধুর আলাপে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত হউক। কৃপাদৃষ্টিপাতে প্রসাদিত কর। হে সুমুখি! আমার প্রতি বিমুখ হইও না। সকল জ্বালার অবসান হইবে বলিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে পরিত্যাগ করিও না॥ ১৪॥

নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৫ ॥
দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জন-মনোরমা বিজিত-রম্ভমূরুদ্বয়ম্ ॥
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥ ১৬ ॥

পুষ্পস্য ছবিশ্চকান্তি পাণ্ডুত্বাদত্র সাম্যং। নীলনলিনশ্রীমোচনে লোচনে কার্ষ্ণ্যাদত্রসাম্যম্। নাসা তিলপ্রসূনপদবীমন্বেতি অত্রাকৃত্যা সাম্যম্। হে কুন্দাভদন্তি! অত্র শৌক্ল্যাৎ সাম্যং। ত্বন্মুখসেবয়ৈতানি পুষ্পাণি লব্ধা তৈরেবায়ুধৈর্বিশ্বং জয়তীত্যর্থঃ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ হে তন্বি! ক্ষীণাপি ত্বং পৃথিবীগতাপি অতিদুর্ল্লভং দেবযুবতি সমূহং বহসীত্যহো আশ্চর্য্যম্। তৎপ্রকারমাহ।—তব দৃশৌ মদালসে মদ-জন্যহর্ষেণ অলসে স্বর্গে তু একৈব মদালসানাম্নী অঙ্গনা ত্বং মদালসে দ্বে দৃশৌ ধারয়সীত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। তবেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। তথা বদনমিন্দুং সন্দীপয়তীতি তৎ তত্রেন্দুসন্দীপনীনাম্নী। কিঞ্চ গতির্জ্জনস্য মম মনোরমা তত্র মনোরমানাম্নী। অপরঞ্চ উরুদ্বয়ং তিরস্কৃতা কদলী যেন তৎ তত্র রম্ভা-নাম্নী। রতি-কৌশলবতী তত্র কলাবতীনাম্নী। ভ্রুবৌ রুচিরে চিত্রলেখে ইব তত্রৈকা চিত্রলেখা ইতি॥ ১৬ ॥

তোমার অধর বন্ধূকপুষ্পের মত রক্তবর্ণ, কপোল মধুক কুসুমের মত স্নিগ্ধপাণ্ডুর, নয়ন নীলপদ্মের শোভাকে তুচ্ছ করে, নাসা তিলফুলসদৃশ, এবং দন্তপঙ্‌ক্তি কুন্দপ্রসূনের ন্যায় আভাবিশিষ্ট (তোমার আনন পঞ্চ-বাণের তূণীরতুল্য) আমার মনে হয় মদন তোমার শ্রীমুখপ্রসাদেই বিশ্ব জয় করিয়াছে॥ ১৫ ॥

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ
কংসস্যালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে মুগ্ধমাধবো নাম দশমঃ সর্গঃ।

এবং স্বপ্রিয়াগুণকীর্ত্তনাবেশান্মহাসঙ্কটস্থানেষু তৎস্পর্শসুখস্মরণপরবশং শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়ন্নাশাস্তে প্রীতিমিতি। হরির্বো যুষ্মাকং প্রীতিং তনুতাম্। কীদৃশঃ রণে কুবলয়াপীড়েন সম্ভেদবান্ আসঙ্গবান্। কীদৃশেন ? শ্রীরাধায়াঃ পীনপয়োধরয়োঃ স্মরণকৃতৌ সাদৃশ্যেন সংস্কারোদ্বোধকতয়া স্মারকৌ কুম্ভৌ যস্য তেন। যত্র সম্ভেদে তৎ স্পর্শসুখেন সাত্ত্বিকোদয়াৎ শ্রীকৃষ্ণে ক্ষণং স্বিদ্যতি সতি মীলতি চ সতি কংসস্যাস্মাভির্জ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহ-কোলাহলোঽভূৎ ; তেনাবহিতেন শ্রীকৃষ্ণেন ক্ষিপ্তে দ্বিপে সতি তৎক্ষণাৎ অনেন জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোঽভূৎ ইতি পূর্ব্বত্র ব্যামোহ আনন্দেন উত্তরত্র তু শোকেনেতি জ্ঞেয়ম্। অতএব সর্গোঽয়ং শ্রীরাধা-স্মরণবিকারবর্ণনেন মুগ্ধো মনোহরো মাধবো যত্র সঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং দশমঃ সর্গঃ।

দৃষ্টি তোমার মদালসা, বদন ইন্দু-সন্দীপনী, গতি জন মনোরমা, উরুদ্বয় রম্ভাবিজয়ী, তুমি রতিক্রীড়ায় কলাবতী, এবং তোমার ভ্রূ চিত্রলেখার ন্যায় সুন্দর। হে তন্বি, তুমি মর্ত্ত্যতলে থাকিয়াও অমর-যুবতীগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছ ॥ ১৬ ॥

কুবলয়াপীড় হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে, তাহার কুম্ভ সম্ভেদকালে রাধার পীন পয়োধরের স্মৃতি জাগরিত হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য যাঁহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত এবং নয়ন নিমীলিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কংসপক্ষীয়গণ আনন্দধ্বনি করিলে যিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া গতপ্রাণ হস্তীকে দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের শোক-কোলাহলের হেতু হইয়াছিলেন ; সেই শ্রীহরি আপনাদের প্রীতিবিধান করুন ॥ ১৭ ॥ মুগ্ধমাধব নামক দশম সর্গ

একাদশঃ সর্গঃ

সানন্দ-গোবিন্দঃ

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥

গীতম্ ॥ ২০ ॥

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।—

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্ ॥
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥ ২ ॥ ধ্রুবম্ ॥

এবং প্রিয়াং প্রসাদ্য মেঘৈর্মেদুর মিত্যুপক্রান্তবচনাৎ সখীসম্মতিঞ্চালক্ষ্য কুঞ্জশয্যাং শ্রীকৃষ্ণে গতবতি সতি সখী শ্রীরাধামাহ সুচিরমিতি। দৃষ্টিং মুষ্ণাতি তমসাবৃণোতি দৃষ্টিমোষস্তস্মিন্ প্রদোষে স্ফুরতি সতি কেশবে চ কুঞ্জশয্যাং গতবতি সতি কাপি রাধাং জগাদ। কিং কৃত্বা? বহুকালং ব্যাপ্য অনুনয়েন মৃগাক্ষীং প্রীণয়িত্বা। কীদৃশীং রচিতা প্রিয়রুচিকরী ভূষা যয়া তাম্। পুনঃ কীদৃশীং? নিরবসাদাং প্রিয়াপ্রাপ্তিজন্যাৎ দুঃখান্নির্গতাম্। কীদৃশে? কৃতঃ প্রিয়ামনোহরো বেশো যেন তস্মিন্ ॥ ১ ॥

কিং জগাদ তদাহ বিরচিতেত্যাদিনা। অস্যাপি বসন্তরাগযতি-

বহুক্ষণ যাবৎ অনুনয়বাক্য প্রয়োগে সেই মৃগাক্ষীকে প্রসন্না করিয়া নিবিড়ান্ধকারময় প্রদোষে শ্রীকৃষ্ণ সময়োচিত বেশে কুঞ্জ-শয্যায় গমন করিলে,—সখী অবসাদমুক্তা রুচির সাজে সজ্জিতা উৎফুল্লা রাধাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ঘন-জঘন-স্তন-ভারভরে দর-মন্থর-চরণবিহারম্‌।
মুখরিতমণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্‌॥ ৩॥
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুরিপু-রাবম্‌।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্‌॥ ৪॥

তালৌ। হে মুগ্ধে! সম্প্রতি অনুগতং মধুমথনমনুগচ্ছ অনুগতানুগমন-শৈথিল্যান্মুগ্ধে ইতি সম্বোধনম্‌। অনুগতিমাহ—বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতি-পাদিতা চাটুবচনানাং রচনা যেন তম্‌। চাটুবচনমাত্রেণ কথং জ্ঞেয়ানুগতিঃ চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ প্রণতির্যেন তং ত্বৎসমীপস্থিতায়াং ময়ি কথং প্রার্থ্যতে সংপ্রতি তব প্রসাদমালক্ষ্য মনোহরবঞ্জুলকুঞ্জস্য সীমনি মধ্যভাগে যৎ কেলিশয়নং তত্র গতম্‌॥ ২॥

এতন্নিশম্য মৌনেন সম্মতিমূহমানা শীঘ্রং গমনপ্রকারমাহ—ঘনে-ত্যাদিনা। জঘনে চ স্তনৌ চ জঘনস্তনং ঘনং সঙ্গতং যজ্জঘনস্তনং তস্য ভারস্য ভরোঽতিশয়ো যস্যাঃ হে তাদৃশি! অতএব দরমন্থরচরণবিহারং যথা স্যাত্তথা প্রিয়সমীপং গচ্ছ, তথা মুখরিতৌ মণিমঞ্জীরৌ যত্র তচ্চ যথা স্যাত্তথা তেন হংসপরিভবং কুরু। নূপুরধ্বনের্হংসরবপরিভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। মরালো হংস পক্ষিণি, নিকারঃ স্যাৎ পরিভবেতি বিশ্বঃ॥ ৩॥

তত্র গত্বা কিং করোমি, মধুরিপো রাবং শৃণু। কীদৃশমতিরমণীয়ং অতএব তরুণীজনানাং মোহজনকম্‌। ততঃ কোকিলসমূহে কৃতং দ্বেষং

বিবিধ চাটু-বচনে এবং পাদবন্দনে আনুগত্য প্রকাশপূর্ব্বক তোমার অনুগত মধুমথন সম্প্রতি মনোহর বেতস-লতাকুঞ্জস্থিত কেলি-শয্যায় গমন করিয়াছেন। অতএব হে মুগ্ধে রাধিকে! তাঁহার অনুসরণ কর॥ ২॥

ঘন জঘন এবং স্তনভার হেতু ঈষৎ মন্থর চরণে মণিময় নূপুরকে মুখর করিয়া মরাল-বিনিন্দি গতিতে অগ্রসর হও॥ ৩॥

অনিল-তরল-কিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্ ।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্ ॥৫॥
স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-বশাদিব সূচিত-হরি-পরিরম্ভম্ ।
পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমল-জলধারমমুং কুচকুম্ভম্ ॥ ৬ ॥

ত্যক্ত্বা ভাবং প্রীতিং কুরু। কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি হে যুবত্যঃ! কান্তসন্নাহমন্তরেণ মদ্বাণাদন্যো রক্ষিতা নাস্ত্যতো মানং ত্যজত, ইতি কামাজ্ঞা তস্যাঃ স্তাবকে ॥ ৪ ॥

মদ্বচনমনুমোদমানা অচেতনাপি লতাততিঃ ত্বাং প্রেরয়তীত্যাহ। হে করভোরু! লতাসমূহোঽপ্যনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ তব প্রেরণং করোতি, তস্মাদ্গতিং প্রতি বিলম্বং মুঞ্চ। অচেতনানুকূল্যেনাপি ত্বচ্চেতো ন দ্রবতীত্যভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু উদ্দীপনমেবৈতৎ সর্ব্বম্ ॥ ৫ ॥

এবং ভাবমুদ্দীপ্য বিকারান্ দর্শয়তি। যদি মদ্বচনমনাত্মীয়মিতি মন্যসে, হে সখি! তদাত্মীয়মমুং কুচকুম্ভং পৃচ্ছ। কীদৃশং? অনঙ্গতরঙ্গবশাৎ কম্পিতমিব। পুনঃ কীদৃশং মনোহরো হার এব বিমলা জলধারা যত্র তম্ কুচোঽয়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ। কম্পিতশ্চানঙ্গতরঙ্গবশাৎ তস্মাদ্ধারোঽপি জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষতে সূচিতং হরিপরিরম্ভমিবেতি।

(মান পরিত্যাগপূর্ব্বক কুঞ্জে গিয়া) “তরুণী-জন-মোহন মধুরিপুর রমণীয়তর বাক্যাবলী শ্রবণ কর”, কামদেবের স্তুতি-পাঠক কোকিল-কুল এই আদেশ ঘোষণা করিতেছে, অতএব তাহাদের উপর বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর ॥ ৪ ॥

হে করভোরু, অনিল-সঞ্চালিত করপল্লবে লতা-সমূহ তোমায় অভিসারে ইঙ্গিত করিতেছে, অতএব গমনে আর বিলম্ব করিও না ॥ ৫ ॥

অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্ ।
চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্ ॥ ৭ ॥
স্মর-শরসুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্ ।
চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্ ॥ ৮ ॥

বামস্তনকম্পনং হি নার্য্যাঃ প্রিয়সঙ্গমং সূচয়তীতি প্রসিদ্ধেরয়মেব জিজ্ঞাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

সম্প্রতি মাধবানুসরণে কাঞ্চ্যাদিভূষণমেব ত্বাং বাদ্যং ব্যনক্তীত্যাহ। তবেদং বপুরপি রতিরণসজ্জমিত্যখিলসখীভিরপি জ্ঞাতম্। কথমন্যথা কাঞ্চ্যাদিগ্রহণমিতি ভাবঃ। ন কেবলং মন এব বপুরপীত্যর্থঃ। ততো হে চণ্ডি! রণপ্রবীণে! অলজ্জং লজ্জারহিতং সরসং সোৎসাহং রসিতা রসনা সৈব রবডিণ্ডিমো বাদ্যভাণ্ডবিশেষো যত্র তচ্চ যথা স্যাত্তথাভিসর প্রিয়াভিমুখমনঙ্গরঙ্গং যাহি, রণসজ্জিতস্য বিলম্বো ভয়শঙ্কামাসঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অথ গমনপ্রকারমাহ। হে সখি! করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং যথা স্যাত্তথা চল। কীদৃশেন স্মরশরসুভগনখেন সংগ্রামার্থং পঞ্চনখা এব মোহনাদিকামাস্ত্রাণি তানি গৃহীত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ। গত্বা চ বলয়ক্বণিতৈর্হরিমপি

(আমার কথা বিশ্বাস না হয়) তোমার ঐ মনোহর-হাররূপ বিমল-জলধার-শোভিত কুচকুম্ভকে জিজ্ঞাসা কর। অনঙ্গ-তরঙ্গবেগে কম্পিত হইয়া তোমার বক্ষঃস্থল শ্রীহরির আলিঙ্গন-লাভেরই সূচনা করিতেছে ॥ ৬ ॥

তোমার দেহ যে রতিরণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে, ইহা সকল সখীই জানিয়াছে। অতএব হে রণপ্রবীণে! লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক মেখলারূপ ডিণ্ডিম বাদ্য করিতে করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হও ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-বামম্।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠ-তটীমবিরামম্॥ ॥
সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ॥ ১০॥

অববোধয় রণায় সাবধানং কুরু। কীদৃশং নিজগতৌ ত্বৎপ্রাপ্তৌ শীলং সমাধির্যস্য। সমীচীনো হি যোদ্ধা প্রতিভটম্ অবহিতং কৃত্বৈব যুধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরিবিনিহিতমনসাং জনানাং কণ্ঠতটীমবিরামং যথা স্যাত্তথা অধিতিষ্ঠতু। হারাদেঃ সদ্ভাবে কথমস্যাবিরামতাসিদ্ধিস্তত্রাহ। অধরীকৃতো হারো যেন তৎ ইদমেব পরমং কণ্ঠভূষণমিত্যর্থঃ। ভূষণবৈতৃষ্ণ্যেণ বামাসক্ত্যা বিচ্ছেদঃ স্যাৎ তত্রাহ।—দূরীকৃতা বামা প্রকৃষ্টা রমণী যেন তৎ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতীত্যুক্তেঃ॥ ৯॥

পুনঃ ত্বরয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাত্যুৎকণ্ঠামাহ—সা মামিতি। সা প্রিয়া সমাগত্য মাং দ্রক্ষ্যতি, দৃষ্ট্বা চ স্মরকথাং বক্ষ্যতি, প্রেমালাপং কৃত্বা চ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ প্রীতিং প্রাপ্স্যতি, প্রীতিযুক্তা সতী ময়া সহ রংস্যতে ইতি

কামশররূপ-নখশোভিত-করে সখীকে অবলম্বনপূর্ব্বক লীলান্বিত ভঙ্গিমায় কুঞ্জে উপস্থিত হও এবং বলয়নিক্কণে আপনার আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া হরিকে রতিরণে অবহিত কর॥ ৮॥

শ্রীজয়দেবভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহর, রমণী অপেক্ষাও মনোমোহন, এই সঙ্গীত কৃষ্ণার্পিতচিত্ত-ভক্তগণের কণ্ঠ-তটে অবিরাম অধিষ্ঠিত থাকুক॥ ৯॥

অক্ষোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্ছগুচ্ছাবলীং
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষ্বঙ্নিকুঞ্জে সখি
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥

সঞ্চিন্তয়ন্ স্থিরতমঃপুঞ্জে তমালবনান্ধকারান্ধনিবিড়ে তরুচ্ছায়ান্ধকারস্যৈব স্থিতত্বাৎ "তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্যে"তি শ্রীশুকোক্তিবৎ নিকুঞ্জে স প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং পশ্যতি, দৃষ্ট্বা চ মুদা বেপতে পুলকয়তি, আনন্দতি, স্বিদ্যতি, সৈষা প্রিয়া আগতেতি প্রত্যুদ্গচ্ছতি, ততশ্চানন্দাবেশেন মূর্চ্ছতি ॥ ১০ ॥

অথান্ধকারাভিসারোচিতবেশোপকরণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষোরিতি। হে সখি! সর্ব্বতো ব্যাপি ধ্বান্তং সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি, প্রিয়াভিসারানুকূল্যেন সুখং দদাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? নীলনিচোলাদপি চারু সর্ব্বাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনমুৎপ্রেক্ষিতম্। কীদৃশীনাং? ধূর্ত্তানাং পরবঞ্চকানাম্ অতএবাভিসারে সত্বরং হৃদয়ং যাসাং, পরবঞ্চকতয়া কাচিৎ কদাচিৎ সত্বরমভিসরেদিত্যতো বিলম্বো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বৎ? অক্ষোরঞ্জনং শ্রবণয়োস্তমালস্তবকশ্রেণীং মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজানাং দাম কুচয়োঃ কস্তূরিকা-পত্রকং পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দূরং প্রেরয়ৎ ॥ ১১ ॥

আমার প্রিয়া আসিয়া আমায় দেখিবেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমালাপ ও আলিঙ্গনে প্রীতিলাভপূর্ব্বক রমণ করিবেন, এই প্রকার চিন্তায় গাঢ়-অন্ধকারাবৃত নিকুঞ্জে হরি যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আনন্দে কম্পিত, পুলকিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছেন। কখনও বা তোমার প্রত্যুদ্গমন করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন ॥ ১০ ॥

কাশ্মীর-গৌরব-পুষামভিসারিকাণা-
মাবদ্ধ-রেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতত্তমাল-দল-নীলতমং তমিস্রং
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ১২ ॥
হারাবলী-তরল-কাঞ্চন-কাঞ্চিদাম-
মঞ্জীর-কঙ্কণমণি-দ্যুতিদীপিতস্য।

কিঞ্চ প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাহ—কাশ্মীরেতি। এতত্তমিস্রম্ অভিতঃ অভিসারিকানাং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখং সৎ প্রেমহেম্নো নিকষ-পাষাণতাং তনোতি। কীদৃশীনাং? কাশ্মীরগৌরবৎ গৌরং বপুর্যাসাং তাসাম্। যথা নিকষপাষাণে সুবর্ণশুদ্ধিজিজ্ঞাসা তথা তাসাং ঘনান্ধকারে নিঃসাধ্বসতয়া গমন-জিজ্ঞাসেতি ভাবঃ। কীদৃশং? তমালদলবন্নীলতমং। এতেনান্ধকারস্য নৈবিড্যং প্রতিপাদিতং তমালবনবিহারঞ্চ ॥ ১২ ॥

ইদানীং তন্নিকটং গত্বা অত্যুৎসুকং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য গন্তুমুদ্যতামপি লজ্জয়া তৎপার্শ্বমভজমানাং সখী প্রাহ হারেতি নিকুঞ্জনিলয়স্য দ্বারে

আঁখিতে অঞ্জন, কর্ণে তমাল-স্তবক, মস্তকে নীলোৎপলমালা, স্তনে মৃগমদ-চিত্র এবং পরিধানে নীলাম্বর,—এইরূপ বেশে চতুরা অভি-সারিকাগণ উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে যখন নিকুঞ্জে গমন করে, তখন মনে হয় অন্ধকার যেন তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া চলিয়াছে ॥ ১১ ॥

(অভিসারকালে) তোমার ন্যায় কুঙ্কুম-গৌরাঙ্গী অভিসারিকাগণের দেহজ্যোতি ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় তমালদল-সুনীল-গাঢ়-অন্ধকার,—তাহাদের প্রেম-স্বর্ণের নিকষ-পাষাণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। (নিকষে যেমন স্বর্ণ পরীক্ষিত হয়, অন্ধকার-অভিসারে তেমনি প্রেমের পরীক্ষা হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ১৩ ॥

গীতম্ ॥ ২১ ॥

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।—

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।
বিলস রতি-রভসহসিতবদনে ॥ ১৪ ॥
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ॥ ধ্রুবম্
নব-ভবদশোকদল-শয়নসারে।
বিলস কুচকলস-তরলহারে ॥ ১৫ ॥

হরিং বিলোক্য অথানন্তরমিয়ং সখী লজ্জাবতীং সখীমিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশস্য? হারাবলের্ম্মধ্যগানাং মণীনাং কাঞ্চনকাঞ্চিদাম্নো মঞ্জীরয়োঃ কঙ্কণয়োশ্চ মণীনাং দ্যুতিভির্দীপিতস্য ॥ ১৩ ॥

কিমুবাচ সখীত্যাহ—মঞ্জুতরেত্যাদিনা। হে রাধে! মাধবসমীপং প্রবিশ, প্রবিশ্য চ ইহ মঞ্জুতরকুঞ্জতলমেব কেলিসদনং তত্র বিলস, রতিরভসেন হসিতং বদনং যস্যা হে তাদৃশি! তব উচ্ছলিতং মনঃ অত্যুৎসুকতয়া হাস্যমিষেণ প্রিয়মিলনায় বহির্নির্গতমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

ন মন্মন উচ্ছলিতং, কিন্তু অস্য তব নাগরস্য বৈকল্যমাকলয্য মদ্বদনং হসিতং তত্রাহ। সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুখবন্ধযোজনা প্রতিপদে শেষার্দ্ধং ধ্রুবম্। কেলিসদনে কীদৃশে নবভবদশোকদলৈঃ পল্লবৈঃ রচিতং শয়নশ্রেষ্ঠং যত্র

অতঃপর মণিহার, স্বর্ণমেখলা, মঞ্জীর ও মণিকঙ্কণ-প্রভায় আলোকিত কুঞ্জগৃহদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে লজ্জিতা রাধাকে সখী বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রাধে! মনোহর কুঞ্জতলে কেলিশয্যায় মাধবের নিকট গমন কর এবং রতিরসাবেশে হাস্যমুখে বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৪ ॥

কুসুমচয়রচিত-শুচিবাসগেহে।
বিলস কুসুম-সুকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥
চলমলয়বনপবন-সুরভি-শীতে।
বিলস রতিবলিত-ললিতগীতে ॥ ১৭ ॥
বিতত-বহুবল্লি-নবপল্লব-ঘনে।
বিলস চিরমলস-পীন-জঘনে ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্। কুচকলসয়োঃ কম্পেন তরলো হারো যস্যাঃ হে তাদৃশি! কুচকম্পেনান্তর্বৃত্তির্ব্যক্তা অতো বাম্যং ন কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

অস্যাভিপ্রায়বিশেষাবকলনাৎ কম্পোঽয়মিত্যাহ। পুনঃ কীদৃশে? কুসুমচয়েন রচিতং শুচেঃ শৃঙ্গারস্য বাসগেহং যত্র তস্মিন্। নিকুঞ্জাভ্যন্তরে পুষ্পগৃহরচনাবিশেষ ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। কুসুমেভ্যোঽপি সুকুমারো দেহো যস্যাঃ হে তাদৃশি! নিকুঞ্জদ্বারগতঃ প্রিয়স্ত্বাং প্রতীক্ষতে, ত্বং কুসুমসুকুমারতনুরতো বাম্যমযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অথোদ্দীপনাতিশয়েন কেলিসদনমেব বর্ণয়তি। চলেন মলয়বনস্য পবনেন সুরভি শীতলঞ্চ যত্তস্মিন্ রতৌ বলিতং রতিযোগ্যং ললিতং গীতং যস্যাঃ হে তাদৃশি! অতোঽস্মিন্ প্রবিশ্য তদাচরেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পুনঃ কীদৃশে? বিততানাং বহুবল্লীনাং নবপল্লবৈর্ঘনে নিবিড়ে অলসঞ্চ

নবজাত অশোক-পল্লব রচিত শয্যায় (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) হার-তরঙ্গিত-বক্ষে বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৫ ॥

হে কুসুম-কোমলাঙ্গি! কুসুমচয়-রচিত পবিত্র কেলিগৃহে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৬ ॥

রতিবলিত ললিত-সঙ্গীতে মাতিয়া মলয়ান্দোলিত সুরভি-শীতল-কুঞ্জে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৭ ॥

মধুমুদিত-মধুপকুল-কলিতরাবে।
বিলস মদনরস-সরসভাবে ॥ ১৯ ॥
মধুরতরপিকনিকর-নিনদ-মুখরে।
বিলস দশনরুচি-রুচির-শিখরে ॥ ২০ ॥
বিহিত-পদ্মাবতী-সুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি
ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে ॥ ২১ ॥

পীনঞ্চ জঘনং যস্যাঃ হে তাদৃশি! চিরমিতি বিলাসক্রিয়া-বিশেষণং, ঈদৃগ্ জঘনং সফলং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মধুনা মুদিতেন মধুপকুলেন বিহিতঃ শব্দো যত্র তস্মিন্। মদনরসেন শৃঙ্গাররসেন সরসভাবঃ সারস্যং যস্যাঃ হে তাদৃশি! ঈদৃক্প্রভাবায়াস্তব তন্নিকটপ্রবেশ এব যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মধুরতরৈঃ পিকনিকরনিনদৈর্মুখরে। দশনা এব রুচ্যা রুচিরমাণিক্যবিশেষা যস্যাঃ হে তাদৃশি! ঈদৃগ্দশনায়াস্তৎক্রিয়াবিশেষ-কৃত্যমেব যোগ্যমিতি ভাবঃ। 'পক্কদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুঃ' ইতি হারাবলী ॥ ২০ ॥

হে মুরারে! জয়দেবকবিরাজরাজে ভণতি সতি ত্বদর্থসখী-প্রার্থনমিতি

হে চির-অলস পীন-জঘনবতি! নবপল্লব-ঘন লতায় আচ্ছন্ন কেলিগৃহে (মাধবের সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৮ ॥

মধুমত্ত-ভ্রমরকুল-গুঞ্জিত কুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমন করিয়া) মদনরসে মাতিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৯ ॥

অয়ি রুচির দশনপঙ্ক্তিশালিনি! সুমধুর পিকনিনাদ-মুখরিত-কুঞ্জে (মাধব-সমীপে গমন করিয়া) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ২০ ॥

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশন্তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধা-সম্বাধ-বিম্বাধরম্।
অস্যাঙ্কং তদলঙ্কুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপ-লক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিত-পদাম্ভোজে কুতঃ সংভ্রমঃ ॥২২॥

শেষঃ মঙ্গলশতানি কুরু। কথং বিহিতঃ পদ্মাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সুখসমূহো যেন তস্মিন্। নিজেষ্টদেবোপাসনায়ামিত্যর্থঃ। নিত্যত্বসর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়া-বেশেনাত্মানং বহুমন্যমানস্য কবিরাজরাজ ইতি প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

অথ সখী প্রসাদমালক্ষ্য কৌতুকেন সনর্ম্মাহ—ত্বামিতি। অয়ং ত্বাং চিত্তেন বহন্নতিশ্রান্তঃ পীনস্তনশ্রোণীগুরুত্বয়েত্যর্থঃ। কন্দর্পেণ চ ভৃশং তাপিতঃ, অতঃ শ্রমেণ তাপেন চ পিপাসিতঃ। সুধয়া সংবাধং সঙ্কটং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ বিম্বাধরং পাতুমিচ্ছতি তস্মাদস্যাঙ্কং ক্ষণং শোভয়। অন্তঃস্থিতায়া বহিঃস্থিতস্য পানানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। অবিদিতাভিপ্রায়-স্যাঙ্কপ্রবেশে মন্মনঃ সংকুচত্যত আহ।—ভ্রুবোঃ ক্ষেপশ্চালনং স এব লক্ষ্মীঋদ্ধিস্তস্যা লেশেন ক্রীতে কুতঃ সংকোচঃ। কস্মিন্নিব ? অল্পমূল্যক্রীতে দাস ইব ক্রয়ক্রীতে শঙ্কা ন যুক্তা ইতি ভাবঃ। ক্রীতত্বে হেতুঃ—সেবিতে পদাম্ভোজে যেন তস্মিন্। ক্রীতস্যৈব সেবোপযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

হে মুরারে! জয়দেব কবিরাজ-রাজরচিত পদ্মাবতীর আনন্দবর্দ্ধনকারী এই সঙ্গীতে জগতের মঙ্গল বিধান কর ॥ ২১ ॥

হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে অন্তরের মধ্যেই বহুকাল ধরিয়া বহন করিয়া পরিশ্রান্ত এবং মদনতাপে সন্তপ্ত হইয়াছেন, তাই তোমার অধর-সুধা পানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অতএব তুমি তাঁহার অঙ্ককে অলঙ্কৃত কর। যিনি তোমার কটাক্ষ-লক্ষ্মীর কণামাত্রে ক্রীত হইয়াছেন, সেই দাস পাদপদ্মের সেবা করিবে তাহাতে আবার লজ্জা কি ? ॥ ২২ ॥

সা সসাধ্বস-সানন্দং গোবিন্দে লোল-লোচনা।
শিঞ্জান-মঞ্জু-মঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ২৩ ॥

গীতম্ ॥ ২২ ॥

বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।—

রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম্
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্ ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত-বিলাসম্।
সা দদর্শ গুরুহর্ষ-বশংবদ-বদনমনঙ্গ-বিকাশম্ ॥২৪॥ ধ্রুবম্।

ইতি সখীবচনোচ্ছলিতচিত্তা কুঞ্জং প্রবিবেশেত্যাহ—সেতি। সা শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং সসাধ্বসং সানন্দং চ যথা স্যাত্তথা কুঞ্জগৃহং প্রবিবেশ। প্রথমসমাগমবৎ সসাধ্বসং বিচ্ছেদান্তরপ্রাপ্ত্যা সানন্দমিতি জ্ঞেয়ম্; অতএব গোবিন্দে লোলে সতৃষ্ণে লোচনে যস্যাঃ সা ॥ ২৩ ॥

এবং কুঞ্জপ্রবেশমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্দর্শনানন্দবিকারান্ বর্ণয়ন্ তস্যাস্তদ্দর্শনমাহ রাধেত্যাদিনা। অস্যাপি বড়ারীরাগ-রূপকতালৌ। সা শ্রীরাধা হরিং দদর্শ। কীদৃশং? একস্মিন্নালম্বনে শ্রীরাধারূপে রসো যস্য তম্। তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়েন তদেকপরত্বমিত্যর্থঃ। নন্বন্যাঙ্গনাভিঃ রমমাণস্য কুতস্তৎপরত্বং চিরং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাভিলষিতস্তয়া সহ বিলাসো যেন তং, অতএব তৎপ্রসাদাবলোকনাৎ গুরুহর্ষস্যায়ত্তং বদনং যস্য তং, অতএবানঙ্গস্য বিকাশো যত্র তম্। তদেকনিষ্ঠত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি।

শ্রীরাধা সখীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া আশঙ্কায় এবং আনন্দে গোবিন্দের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক মনোহর নূপুরধ্বনি করিতে করিতে কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩ ॥

হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনাজল-পূরম্ ॥ ২৫ ॥
শ্যামলমৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্ ॥
নীলনলিনমিব পীতপরাগ-পটলভর-বলয়িতমূলম্ ॥ ২৬ ॥

পুনঃ কীদৃশং? রাধাবদনবিলোকনেনৈব রসসমুদ্রস্য তস্য বিকাসিতা হর্ষস্তম্ভাদয় এব উর্ম্ময়ো যত্র তং। কমিব? জলনিধিমিব। কীদৃশং জলনিধিং বিধুমণ্ডলদর্শনেন চঞ্চলীকৃতাঃ তুঙ্গাস্তরঙ্গা যত্র তম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণসমুদ্রয়োর্ব্বিকারোর্ম্ম্যোঃ সাম্যম্ ॥ ২৪ ॥

পুনঃ কীদৃশং? উরসি বিদূরং পরিলম্ব্য হারং দধানম্। কীদৃশং হারং নির্ম্মলমুক্তাগ্রথিতম্। কমিব—যমুনাজলপূরমিব। কীদৃশং? স্ফুটতরফেনকদম্বৈঃ খচিতম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য যমুনাজলপূরেণ হারস্য ফেনসমূহেন চ সাম্যম্। 'মুক্তা শুদ্ধৌ চ তারঃ স্যাৎ' ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৫ ॥

পুনঃ কীদৃশং? শ্যামলং মৃদুলঞ্চ কলেবরমণ্ডলং যস্য তং। যথোচিতাবয়বসন্নিবেশপ্রতিপাদনার্থং মণ্ডলত্বেনোক্তিঃ। তথা প্রাপ্তং পীতদুকূলং যেন তম্। কমিব—নীলনলিনমিব। কীদৃশং? পাতপরাগাণাং সমূহাতিশয়েন বেষ্টিতং মূলং যস্য তৎ। অত্র নীলকমলেন শ্রীকৃষ্ণস্য পরাগেণ পীতবস্ত্রস্য সাম্যম্; পরাগাবৃতমূলবর্ণনেনাদ্ভুতোপমেয়ম্ ॥ ॥২৬॥

শ্রীরাধিকা দেখিলেন—তাহার মুখাবলোকনে চির-অভিলষিত বিলাস-সাধ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনায় তদেক-প্রেমনিষ্ঠ শ্রীহরির বদন,—চন্দ্রমণ্ডল-দর্শনে উদ্বেলিত উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল জলনিধির মত—হর্ষাতিশয়ে অনঙ্গাবেশে বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

যমুনা-জল-প্রবাহে সমুত্থিত ফেনপুঞ্জের ন্যায় লম্বমান বিমল-মুক্তাহারে শ্রীহরির বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে ॥ ২৫ ॥

তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-বদনজনিত-রতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগম্॥২৭॥
বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুণ্ডলশোভম্।
স্মিতরুচিরুচির-সমুল্লসিতাধরপল্লব-কৃতরতিলোভম্॥ ২৮॥
শশিকিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সকুসুমকেশম্।
তিমিরোদিত-বিধুমণ্ডল-নির্ম্মল-মলয়জ-তিলকনিবেশম্॥ ২৯॥

পুনঃ কীদৃশং? চঞ্চলস্য দৃগঞ্চলস্য বলনেন মনোহরং যদ্বদনং তেন জনিতঃ তস্যা রতিরাগো যেন তম্। পুনঃ কমিব—শরদি তড়াগমিব। কীদৃশং? বিকসিতং যৎ পদ্মং তস্যোদরে ক্রীড়াপরং খঞ্জনযুগং যত্র তৎ। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তড়াগেন বদনস্য কমলেন নয়নয়োঃ খঞ্জনযুগলেন চ সাম্যম্॥ ২৭॥

পুনঃ কীদৃশং? বদনমেব কমলং তস্য প্রকাশনায় মিলিতাভ্যাং সূর্য্য-সদৃশাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং শোভা যত্র তম্। তথা স্মিত এব রুচিস্তয়া রুচিরঃ সমুল্লসিতশ্চ যোঽধরপল্লবস্তেন জনিতস্তস্য রতিলোভো যেন তম্॥২৮॥

পুনঃ কীদৃশং? শশিকিরণৈর্ব্যাপ্তম্ উদরং যস্য জলধরস্য, স ইব সুন্দরাঃ সকুসুমাঃ কেশা যস্য তম্। অত্র কেশানাং মেঘেন পুষ্পাণাম্ ইন্দুকিরণেন

তাঁহার পীতাম্বর-পরিহিত শ্যামল-কোমল-কলেবর পীত-পরাগ-পটলে বেষ্টিত-মূল নীলোৎপল সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে॥ ২৬॥

তাঁহার রতিরাগ-বর্দ্ধনকারী চঞ্চল-কটাক্ষশোভিত-বদন প্রস্ফুটিত-কমলমধ্যে ক্রীড়ারত খঞ্জন-যুগল-শোভিত শরতের তড়াগের ন্যায় বোধ হইতেছে॥ ২৭॥

তাঁহার বদন-কমলে মিলিত হইয়া কুণ্ডল-যুগল সূর্য্যমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছে; তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত উল্লসিত-অধর-পল্লব রতিলালসা বর্দ্ধিত করিতেছে॥ ২৮॥

বিপুল-পুলক-ভর-দন্তুরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম্।
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরম্॥ ৩০ ॥
শ্রীজয়দেবভণিত-বিভবদ্বিগুণীকৃত-ভূষণভারম্।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্॥ ৩১ ॥

চ সাম্যম্। তথা তিমিরে উদিতং যদ্বিধুমণ্ডলং তদ্বন্নির্ম্মলশ্চন্দনতিলক-নিবেশো যস্য তম্। অত্র ললাটস্য তিমিরেণ তিলকস্য ইন্দুমণ্ডলেন চ সাম্যং। ইয়মপ্যদ্ভুতোপমা॥ ২৯ ॥

পুনঃ কীদৃশং? বিপুলানাং পুলকানামতিশয়েন বিষমীকৃতং ক্বচিদুন্নতং ক্বচিদবনতম্ ইতি যাবৎ, অতএব তদ্দর্শনাৎ হৃদ্যুদ্গতরতিকেলিকলাভিরধীরং তথা মণিগণকিরাণানাং সমূহেন সমুজ্জ্বলৈর্ভূষণৈঃ সুন্দরং শরীরং যস্য তম্॥ ৩০ ॥

ভোঃ সাধবঃ! হৃদি হরিং বিনিধায় সুচিরং যথা স্যাত্তথা প্রণমত। কীদৃশং পুণ্যবিশেষস্য য উদয়ঃ ফলং তস্য সারভূতম্। তথা শ্রীজয়দেব-ভণিতমেব বিভবস্তেন দ্বিগুণীকৃতঃ ভূষণভারো যত্র তম্। যৈঃ স্বয়মলঙ্কৃতং তে অলঙ্কারাঃ জয়দেবস্যোপমাদিবাগ্বিলাসৈর্দ্বিগুণীকৃতা ইত্যর্থঃ॥ ৩১ ॥

তাঁহার কুসুমাঞ্চিত কেশদাম শশি-কিরণগর্ভ-জলধরের ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে এবং ললাটস্থিত নির্ম্মল চন্দন-তিলক অন্ধকার মধ্যস্থ চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ২৯ ॥

রতি-কেলি-কলার চিন্তায় অধীর—মণিময় ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল তাঁহার সুন্দর দেহ—বিপুল-পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে॥ ৩০ ॥

শ্রীজয়দেবের এই গান যাঁহার সৌন্দর্য্য-বিভব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে, পুণ্যফলের সারভূত সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রণাম করুন॥ ৩১ ॥

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতর-তারং পতিতয়োঃ ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোকসময়ে
পপাত স্বেদাম্বুঃপ্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ।। ৩২ ।।
ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতি-পিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে ।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাহূতসুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ।। ৩৩ ।।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধিকাদর্শনানন্দবিকারমুক্ত্বা শ্রীরাধায়াস্তদ্দর্শনানন্দ-বিকারমাহ অতিক্রম্যেতি। তদানীং শ্রীকৃষ্ণাবলোকনসময়ে শ্রীরাধায়া অক্ষ্ণোর্হর্ষাশ্রুনিকরঃ পপাত। তত্রোৎপ্রেক্ষতে,—স্বেদাম্বুঃপ্রসর ইব। যতোঽতিচঞ্চলা তারা নেত্রকনীনিকা যত্র তৎ যথা স্যাত্তথা পতিতয়োঃ যঃ কশ্চিৎ পততি সোঽপি ঝটিত্যুত্থায় কেনাপি কিমহং দৃষ্ট ইতি তরলতরতারং কৃত্বা লজ্জয়া দিশোঽবলোকয়তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্রাপ্যুৎপ্রেক্ষতে,—নেত্রান্তমতিক্রম্য শ্রবণপথপর্য্যন্তগমনপ্রয়াসেনৈব। যোঽত্যন্তং গচ্ছতি সোঽপি পতত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ শয্যান্তিকং গতায়াস্তস্যাং প্রিয়দর্শনাবেশেন লজ্জা বিজিতা ইত্যাহ ভজন্ত্যা ইতি। তৎসুখানুকূল্যে সাবধানো য আলীপরিজনস্তস্মিন্ কৃত-কপটকর্ণাদিকণ্ডুত্যাচ্ছাদিতস্মিতং যথা স্যাত্তথা গেহাদ্বহির্যাতে সতি মৃগী-দৃশঃ শ্রীরাধায়া লজ্জাপি সলজ্জা সতী অতিদূরং বিশেষেণাগমৎ। কীদৃশ্যাঃ ?

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার চঞ্চল-তারকাশোভিত নয়নদ্বয় যেন শ্রবণপ্রান্ত পর্য্যন্ত গমন প্রয়াসে পরিশ্রান্ত হইয়াই স্বেদাম্বুচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। (বিস্ফারিত নেত্র আনন্দাশ্রু পূর্ণ হইল) ॥ ৩২ ॥

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপ-রণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অভিসারিকাবর্ণনে সানন্দগোবিন্দো নাম একাদশ সর্গঃ।

শয্যায়া নিকটং গতায়াঃ ততশ্চ স্মরশরেণ সমাহূতং যদ্ধাস্যকটাক্ষাদিকং তেন সুন্দরং যথা স্যাত্তথা প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়াস্যবিশেষণং বা ॥ ৩৩ ॥

অথ তথাভিলাষবিশেষেণালোচ্যমানং শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজদণ্ডং স্মরন্ তৎ সৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি কবিঃ জয়েতি। মুরজিতো ভুজদণ্ডো জয়তি। কীদৃশঃ ভুজাপীড়ক্রীড়য়া হতস্য কুবলয়াপীড়করিণঃ প্রকীর্ণা বিক্ষিপ্তা লগ্না ইতি যাবৎ অসৃগ্বিন্দবো যত্র সঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষতে,—জয়শ্রিয়াৰ্পিতৈর্মন্দারকুসুমৈ-রচ্চিত ইব। জয়শ্রীপূজিতত্বেন হেতুনোৎপ্রেক্ষান্তরমাহ—দ্বিপেন সহ সংগ্রামহর্ষেণ স্বয়ং সিন্দূরেণ মুদ্রিত ইব রণাভিমুখশ্চেৎ মল্লোঽভিযাতি তদা-রুণরাগেণাঙ্গং মর্দ্দয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ। অতএব বিপ্রলম্ভানন্তরপ্রাপ্ত্যানন্দেন সহিতো গোবিন্দো যত্র সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি বালবোধিন্যামেকাদশঃ সর্গঃ।

সখীগণ কর্ণকণ্ডুয়নচ্ছলে হাস্য সংবরণ করিয়া কার্য্যান্তরব্যপদেশে কুঞ্জগৃহের বাহিরে প্রস্থান করিলে মৃগাক্ষী রাধা সানুরাগ-কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জাও সলজ্জ-ভাবে দূরে পলায়ন করিল ॥ ৩৩ ॥

বাহুযুদ্ধে কুবলয়পীড় নামক হস্তীকে নিহত করায় তাহার কুম্ভস্থিত সিন্দূরে এবং প্রকীর্ণ রক্ত-বিন্দুতে শোভিত যাঁহার ভুজদণ্ড জয়লক্ষ্মীর অর্পিত মন্দার-কুসুমে অর্চ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল, মুরারির সেই বাহু-যুগল জয়যুক্ত হউক ॥ ৩৪ ॥ সানন্দ-গোবিন্দ নামক একাদশ সর্গ

দ্বাদশঃ সর্গঃ

সুপ্রীত-পীতাম্বরঃ

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-
স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্॥ ১॥

গীতম্॥ ২৩॥

বিভাষরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।—

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে॥ ২॥ ধ্রুবম্॥

অথ তাং প্রেমোল্লাসাবিষ্টামালক্ষ্য আত্মানং কৃতার্থং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণোঽতিদৈন্যমাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রিয়ামুবাচেত্যাহ গতবতীতি। সখীবৃন্দে গতবতি সতি হরিঃ প্রিয়ামুবাচ। কিং কৃত্বা? সরসমনসং তাং দৃষ্ট্বা যতো মন্দো যস্ত্রপাভরস্তেন নির্ভরো যঃ স্মরশরস্তদ্বশো য আকূতোঽভিপ্রায়স্তেন স্ফীতং যৎ স্মিতং তেন স্নপিতোঽধরো যস্যাস্তাম্ অতএব নবপল্লববিরচিত-বিস্তীর্ণশয্যায়াং বারং বারং নিক্ষিপ্তা দৃষ্টির্যয়া তাম্। বিভাসরাগৈকতালী-তালৌ। রাগলক্ষণম্ যথা—স্বচ্ছন্দসম্মানিত-পুষ্পচাপঃ প্রিয়াধরাস্বাদ-সুধাভিতৃপ্তঃ। পর্য্যঙ্কমধ্যাস্য কৃতোপবেশো বিভাষরাগঃ কিল হেমগৌরঃ॥ কিমুবাচ ইত্যাহ কিশলয়েত্যাদিনা, তাম্॥ ১॥

সখীগণ কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলে সরসচিত্তা, মদনাবেশে উৎফুল্লা হাস্য-স্নাতাধরা শ্রীরাধা নবপল্লব-রচিত শয্যার প্রতি বারংবার সলজ্জদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১॥

করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ ॥ ৩ ॥
বদনসুধানিধি-গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ ॥ ৪ ॥

হে রাধিকে! নারায়ণং নারীণাং সমূহো নারম্ নারাণাময়নমাশ্রয়ো যস্তম্ স্ত্রীসমূহাশ্রয়ং ত্বামনুগতং ত্বদেকপরং মামধুনা ক্ষণমনুভজ বহুবল্লভোঽপ্যহং ত্বদেকনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অনুভজনমেবাহ,—কিশলয়শয়নস্যোপরি চরণকমলয়োর্ব্বিন্যাসং কুরু। পূজায়াঃ প্রথমাঙ্গমাসনম্ অঙ্গীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। মৎপূজাকামঃ ত্বয্যস্তীতি কামিনীশব্দঃ প্রযুক্তঃ। তেন কিং স্যাত্তত্রাহ,—ইদং কিশলয়শয়নং পরাজয়মনুভবতু। কুতোঽস্য পরাভবঃ সাধ্যস্তত্রাহ।—তব পদপল্লববৈরি অরুণতাদিভিগু´ণৈঃ সাম্যাকাঙ্ক্ষয়া বৈরিত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশমিদং সুবেশং তত্তদ্গুণৈঃ শোভমানমপি হংসকাদ্যলঙ্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তদারোহণেন কথং ত্বদনুভজনং স্যাদত আহ। অহমাত্মনঃ করকমলেন তব চরণয়োঃ পূজাং করোমি, যতস্ত্বং বিদূরমাগমিতাসি আনীতাসি অর্থান্ময়েতি জ্ঞেয়ম্। দূরাগতস্য পূজা যুক্তৈবেত্যর্থঃ। তদর্থং ক্ষণং শয়নোপরি নূপুরমিব মামঙ্গীকুরু। উভয়ং বিশিনষ্টি। অনুগতৌ নিপুণং অনুগতস্য পদলগ্নস্য উপকারাচরণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

পূজানুজ্ঞাং বিনা পূজা ন শুভাবহেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থয়তে বদনেতি।

হে রাধিকে! এই কিশলয়-শয্যায় তোমার চরণকমল স্থাপন কর। তোমার পদপল্লবের সৌন্দর্য্যে তাহার গর্ব্ব চূর্ণ হউক। নারায়ণ তোমার আনুগত্য স্বীকার করিতেছে, এইবার তাঁহাকে ভজনা কর ॥ ২ ॥

অনেক দূর হইতে আসিয়াছ। আমার করকমলে তোমার চরণ অর্চ্চনা করি। ক্ষণকালের জন্য পাদলগ্ননূপুরের মত শয্যাপ্রান্তে আমাকে গ্রহণ কর ॥ ৩ ॥

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্ ।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্ ॥ ৫ ॥
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্ ।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ ॥ ৬ ॥

অমৃতমিব বচনং রচয় সরসং বদেত্যর্থঃ। কুতোঽমৃতত্বং বচনস্য? যতো বদনেন্দোর্গলিতম্। কীদৃশং? তদনুকূলমেব অমৃতবদ্ভবতীত্যর্থঃ। নন্ব কিমেতাবতা তবেপ্সিতং সেৎস্যতীত্যাহ,—উরসি দুকূলং অপসারয়ামি। উরসীতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী। কুতঃ পয়োধররোধকম্। কমিব বিরহমিব। যথা বিরহেণ পয়োধরদর্শনং বিচ্ছিদ্যতে তথানেনাপীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ বক্রমবলোকয়ন্তীং প্রতি ব্যাকুলঃ সন্নাহ—প্রিয়েতি। হে প্রিয়ে মদুরসি কুচকলসং স্থাপয়। উরস্যেবার্পণে হেতুমাহ।—অতিদুর্লভং দুরবাপস্য হৃদ্যেব ধারণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি কথং তৎপ্রাপ্তিরত আহ। —প্রিয়স্য মম পরিরম্ভণায় যো রভসস্তেন উচ্ছলিতমিবোৎপ্রেক্ষে। তদপি কুতোঽবগতং পুলকিতং যথার্ত্ত্যাবলোকাৎ করুণস্তদার্ত্তিশমনায় পুলকিতো ভবতি তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ। কিমর্থং তন্নিবেশং প্রার্থ্যতে তত্রাহ।— কামতাপং খণ্ডয়, রসায়নার্পণাত্তাপোপশান্তির্ভবতি এবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অন্যথা মম দশমী দশৈব স্যাদিত্যাহ। হে ভামিনি! বক্রদৃষ্ট্যবলোকনাৎ ভামিনীত্যুক্তম্। অধরসুধারসং দেহি। কিমর্থং মৃতমিব

তোমার বদনসুধা-নিধির গলিত অমৃতময় অনুকূল বচনে আমায় অভিষিক্ত কর। বিরহ-বাধার মত তোমার পয়োধর-রোধক বক্ষের দুকূল আমি অপসারিত করি ॥ ৪ ॥

প্রিয়পরিরম্ভাবেগে অতিশয় পুলকিত অতি দুর্লভ তোমার ঐ কুচকলস আমার বক্ষে স্থাপন করিয়া মদনসন্তাপ দূরীভূত কর ॥ ৫ ॥

শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্।
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্॥ ৭ ॥
মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্।
মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিসৃজ রতিখেদম্॥ ৮ ॥

দাসং জীবয় মামিত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম্। অমৃতং দত্ত্বা মৃতমিব মাং জীবয়েত্যর্থঃ। অত্রাত্মনোঽনন্যগতিকত্বমাহ।—ত্বয্যেবার্পিতং মনো যেন তম্। নন্বু তে কাপি পীড়া নোপলভ্যতে তৎ কথং তথাভূতমাত্মানং কথয়সি ইত্যাহ।—বিরহানলেন দগ্ধং বপুর্যস্য তম্। তজ্জ্ঞানং কুতস্তত্রাহ।—অবিলাসং বিলাসাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ৬॥

মৌনেন তৎসম্মতিমালক্ষ্য লোভাদন্যদপি প্রার্থয়তে। হে শশিমুখি! মণিরসনা-গুণং মুখরীকুরু। কীদৃশম্? অনুগুণঃ সদৃশঃ কণ্ঠনিনাদঃ যস্য তৎ। প্রার্থনাবিশেষোঽয়ং তেন কিং স্যাত্তত্রাহ।—মম শ্রুতিপুটযুগলে চিরকালীনমবসাদং শময়। শ্রুতেঃ পুটত্বোক্ত্যা তস্যাপনয়নে নামৃতত্বং বোধিতম্। তদবসাদ এব কুতস্তত্রাহ।—পিকরুতৈর্ব্যাকুলে॥ ৭॥

মধ্যকারণকোপে তব নয়নং প্রমাণমিতি নিগদ্য প্রার্থয়তে। ইদং তব নয়নম্ অধুনা মামবলোকিতুং লজ্জিতমিব মীলতি মুদ্রিতমিব ভবতি কিমিতি লজ্জিতমত আহ,—মধ্যকারণকোপেন বিকলীকৃতম্ অন্যোঽপি যঃ কশ্চিন্নিরপরাধং কুপিত্বা ব্যাকুলীকরোতি সোঽপি তন্মুখাবলোকনেন

হে ভামিনি! তোমাতে অর্পিতচিত্ত বিলাসাভাবে বিরহানলদগ্ধদেহ মৃতপ্রায় এই দাসকে তোমার অধরসুধাদানে সঞ্জীবিত কর॥ ৬॥

হে শশিমুখি! আমার শ্রুতিযুগল পিকরবে বিকল হইয়াছে। তোমার কণ্ঠরবের অনুকারিণী মণিময় কাঞ্চীর ধ্বনিতে আমার চিরাবসাদ প্রশমিত কর॥ ৭॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদিতমধুরিপুমোদম্।
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্॥ ৯ ॥
প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ
ক্রীড়াকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ।
আনন্দাধিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্ব্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ॥ ১০ ॥

লজ্জিতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। তর্হি অধুনা কিং করণীয়ং তদুপদিশেত্যাহ। বিরম রোষাদিতি জ্ঞেয়ম্। ততো রতৌ খেদং বাম্যং ত্যজ॥ ৮॥

ইদং প্রার্থনারূপং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্ত্তৃ রসিকজনেষু শ্রীকৃষ্ণভক্তজন-বিশেষেষু শ্রীকৃষ্ণস্য রতিরসে যো ভাবস্তদাস্বাদরূপস্তেন যো বিনোদঃ সুখং তং জনয়তু। যতঃ প্রতিপদং নিগদিতো মধুরিপোর্মোদো যত্র তৎ॥ ৯॥

এবং কেল্যুপকরণসামগ্রীং নিরূপ্যোপক্রমসূচিতরহঃকেলিপর্য্যবসানমাহ প্রত্যূহেত্যাদিনা। যস্মিন্ সুরতারম্ভে প্রত্যূহো বিঘ্নোঽপি তয়োঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ প্রীতিজনকোঽভূৎ, স সুরতারম্ভ উদ্ভূতো বভূব। অন্যত্রারম্ভে মধ্যে বা প্রত্যূহো দোষজনকো দৃষ্টঃ ইহ ত্বাদৌ মধ্যেঽপি প্রত্যূহঃ উত্তরোত্তর-ক্রীড়ারম্ভক এবেত্যারম্ভস্যাদ্ভুতত্বং সূচিতম্। কুত্র কেন প্রত্যূহ ইত্যাহ। নিবিড়াশ্লেষে কর্ত্তব্যে পুলকাঙ্কুরেণ ক্রীড়াকূতবিলোকনে নিমেষেণ অধর-

---

তোমার অকারণ ক্রোধে আমি বিহ্বল হইয়াছি। তাই যেন আমাকে দেখিয়া তোমার নয়ন লজ্জায় নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। অতএব প্রসন্ন হইয়া রতিপ্রতিকূলতা পরিত্যাগ কর॥ ৮॥

প্রতিপদে মধুরিপুর আহ্লাদ-প্রকাশক জয়দেব কবি রচিত এই গানে রসিকজনের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রতিরসাস্বাদজনিত আনন্দে বিনোদিত হউক॥ ৯॥

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পানিজৈ-
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামা গতিঃ ॥ ১১ ॥
মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।

সুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ। মন্মথকলাযুদ্ধে আনন্দাবেশবিশেষেণ। এতেন কেলীনাং পরমপ্রেমবিলাসত্বং দর্শিতম্ ॥ ১০ ॥

ন কেবলং প্রত্যূহ এব বন্ধনাদিকমপি প্রীতিজনকং বভূবেত্যাহ দোর্ভ্যামিতি। কামস্য প্রেম্নো বামাদ্ভুতা গতিরহো আশ্চর্য্যং। তদ্গতের্ব্বামত্বং কুতঃ তৎ আহ।—দোর্ভ্যাং সংযমিত ইত্যাদিনা। কান্তায়াঃ সংযমনাদিভিঃ পরিভূতোঽপি যৎ কান্তঃ কামপি অনির্ব্বচনীয়াং তৃপ্তিং প্রাপ্তস্তদদ্ভুতমেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অথ তৎক্রীড়াবিশেষমেবাহ—মারাঙ্কে ইতি। রতিকেলিরেব সঙ্কুলরণঃ পরস্পরাহতসংগ্রামস্তস্যারম্ভে তয়া শ্রীরাধয়া কান্তজয়ায় তস্য কান্তস্য উপরি

যে মন্মথ-কলাযুদ্ধে পুলক জন্য রোমোদ্গম নিবিড় আলিঙ্গনের, নিমেষ—সাভিপ্রায় অবলোকনের এবং মর্ম্মকথা অধরসুধাপানের বিঘ্নস্বরূপ হইয়াও আনন্দ-বিশেষের হেতু হইয়াছিল, রাধাকৃষ্ণের সেই সুরতক্রীড়া আরম্ভ হইল ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার বাহুযুগলে সংযমিত, পয়োধরভারে পীড়িত, নখে ক্ষতযুক্ত, দশনে দংশিত, শ্রোণীতটে আহত, হস্তদ্বারা কেশে আকর্ষিত, এবং অধরসুধাপানে সম্মোহিত হইয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন। অহো কামের কি বিচিত্র গতি ॥ ১১ ॥

নিস্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দোর্ব্বল্লিরুৎকম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥১২॥
মীলদ্দৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং শীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্ ।
শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরি পরিষঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননম্ ॥ ১৩ ॥

সাহসপ্রায়ং যৎ কিঞ্চিৎ অনির্ব্বচনীয়ং প্রারম্ভি তৎসংভ্রমাৎ সম্ভ্রমজনিতাৎ আয়াসাৎ ইতি যাবৎ, শ্রীরাধায়া জঘনস্থলী নিস্পন্দা জাতা। দোর্ব্বল্লী শিথিলিতা, বক্ষঃ উচ্চৈঃ কম্পিতম্, অক্ষি মীলিতম্। জাতৌ একত্বম্। তত্রার্থান্তরন্যাসমাহ,—পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি। কীদৃশে? রণারম্ভে মারাঙ্কে, কেলিপক্ষে—মারঃ কামঃ, রণপক্ষে—মারণং উভয়ত্র অঙ্কঃ চিহ্নম্ ॥ ১২ ॥

ততঃ তস্যা রসাবেশাবসরে প্রিয়ঃ অধরং পীতবানিত্যাহ—মীলদিতি। ধন্যম্ আত্মানং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধায়া আননং পিবতি। কীদৃশ্যাঃ? হর্ষোৎকর্ষস্য বিমুক্ত্যা প্রসূত্যা নিঃসহা ধর্ত্তুমশক্যা তনুর্যস্যাঃ তস্যাঃ। কীদৃশঃ? শ্বাসেন উন্নদ্ধয়োঃ স্ফীতয়োরুচ্চয়োঃ পয়োধরয়োঃ উপরি পরিষঙ্গো বিদ্যতে যস্য সঃ। অনেন পানে হেতুগর্ভবিশেষণানি আহ।—মীলদ্দৃষ্টি তথা মীলৎকপোলপুলকং তথা চ শীৎকারস্য যা ধারা অনবচ্ছিন্নতা তস্যা

রতিকেলিরূপ সংকুল যুদ্ধে কান্তকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা তাঁহার বক্ষে আরোহণপূর্ব্বক সাহসভরে যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জঘনস্থলী নিস্পন্দ, বাহুলতা শিথিল, বক্ষ কম্পিত এবং নেত্র নিমীলিত হইয়াছিল, রমণী কি কখনো পুরুষোচিত কার্য্য সাধন করিতে পারেন? ॥ ১২ ॥

তস্যাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রাকষায়ে দৃশৌ
নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।
কাঞ্চীদাম দরশ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর্নিখাতৈর্দৃশো-
রেভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্ ।। ১৪ ।।

বশাৎ অব্যক্তা আকুলা যা কেলিষু কাকুঃ তয়া বিকসদ্ভির্দন্তাংশুভির্ধৌতঃ অধরঃ যত্র তৎ। অনেন রসাবেশঃ সূচিতঃ ॥ ১৩ ॥

অথ সুরতান্তে চিহ্নশোভিতবপুর্দর্শনেন প্রিয়স্য প্রেমোৎসবমাহ—তস্যা ইতি। তস্যা উরঃ পাটলপুষ্পবৎ পাণিজেন নখেন অঙ্কিতং দৃশৌ নিদ্রয়া লোহিতে অধরশোণিমা নির্ধৌতশ্চুম্বনাদিনা ক্ষালিতঃ কেশা বিলুলিতাঃ স্রস্তস্রজঃ বন্ধনশৈথিল্যাদিতস্ততো গতা ইত্যর্থঃ। কাঞ্চীদাম ঈষৎ-শ্লথপ্রান্তভাগম্। প্রাতঃসময়ে এভিঃ কামশরৈঃ পত্যুঃ দৃশোঃ লগ্নৈর্মনো বিদ্ধং ইত্যেতৎ অদ্ভুতমভূৎ। অন্যত্রার্পিতশরৈঃ অন্যৎ বিদ্ধমিতি আশ্চর্য্যম্ ॥১৪॥

হর্ষোৎকর্ষে অবসন্না শ্রীরাধার শ্বাসস্ফীত পয়োধরযুগল আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃতার্থমন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধরসুধা পান করিতে লাগিলেন। তখন রাধার নয়নযুগল নিমীলিত, কপোল পুলকাঞ্চিত এবং অধর অবিচ্ছিন্ন শীৎকারে অব্যক্ত ব্যাকুল কেলিকূজনে বিকশিত-দন্তপঙ্ক্তির কিরণে বিধৌত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

নখে ক্ষত বক্ষ, নিদ্রাবেশে লোহিত নয়ন, রাগহীন অধর, বিস্রস্ত মাল্য, আলুলায়িত কেশদাম, এবং শিথিল মেখলা, এইরূপ মদনশরভূষিত (সুরতান্ত চিহ্নযুক্ত) শ্রীরাধা প্রভাতে পতির (শ্রীকৃষ্ণের) মনকে বিদ্ধ করিলেন। ইহা আশ্চর্য্য! (অর্থাৎ মদনের বাণ শ্রীরাধার দেহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনকে বিদ্ধ করিল, ইহাকে অদ্ভুত বই আর কি বলিব!) ॥ ১৪ ॥

ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোলৌ কপোলৌ
ক্লিষ্টা দষ্টাধরশ্রীঃ কুচকলসরুচা হারিতা হারযষ্টিঃ।
কাঞ্চী কাঞ্চিদ্‌গতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্য সদ্যঃ
পশ্যন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতস্রগ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫ ॥
ইতি মনসা নিগদন্তং সুরতান্তে সা নিতান্তখিন্নাঙ্গী।
রাধা জগাদ সাদরমিদমানন্দেন গোবিন্দম্ ॥ ১৬ ॥

তন্মনঃ কীলিতং তস্যৈব ভাবনয়া দ্যোতয়তি ব্যালোল ইতি। ইয়ং শ্রীরাধা বিমর্দ্দিতমালাধারিণ্যপি মাং প্রীণয়তি পুনরপি অত্যুৎসুকং করোতি। ন কেবলমীদৃশী অপি চ স্তনজঘনপদং সদ্যঃ পাণিনা আচ্ছাদ্য সত্রপং যথা স্যাৎ তথা মাং পশ্যন্তী বসনাদিব্যতিরেকেণ কেবলাঙ্গশোভা-দর্শনাৎ প্রীণনমিতি জ্ঞেয়ম্। কুতঃ সলজ্জং পশ্যন্তী ইত্যাহ।—কেশপাশো ব্যালোলো বিকীর্ণ ইত্যর্থঃ। অলকৈস্তরলিতম্। কপোলৌ স্বেদেন লোলৌ ব্যাপ্তৌ ইত্যর্থঃ। দষ্টাধরশ্রীঃ ক্লিষ্টা, কুচকলসয়োঃ রুচা স্পর্দ্ধয়েব হারযষ্টির্হারিতা, কাঞ্চী কাঞ্চিৎ আশাং দিশং গতা, রসাবেশশৈথিল্যে৷ নিজাঙ্গাবলোকনাৎ আত্মনঃ ক্রীড়াবিশেষাবেশকলনাৎ সত্রপমিত্যভি-প্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

এবং প্রিয়দর্শনানন্দোন্মত্তা প্রিয়ং জগাদেতি তস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃ—কাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্নাহ ইতীতি। তল্লক্ষণং যথা—'স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা' ইতি। সা শ্রীরাধা গোবিন্দম্ আনন্দেন আনন্দাবেশেন

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—শ্রীরাধার কেশপাশ আলুলায়িত, অলক বিপর্য্যস্ত, গণ্ডস্থল ঘর্ম্মাক্ত, অধর দশনচিহ্নযুক্ত, মাল্য বিমর্দ্দিত, মেখলা স্থানচ্যুত এবং মর্দ্দিত-কুচকলসের শোভায় হার তিরস্কৃত হইয়াছে। তিনি এই বেশে হস্তদ্বারা স্তন ও জঘনদেশ সদ্য আচ্ছাদন-পূর্ব্বক সলজ্জ দৃষ্টিপাতে আমায় আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

গীতম্ ॥ ২৪ ॥

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে ।—

কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে ।
মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে ।
নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥১৭॥ ধ্রুবম্ ॥

ইদং বক্ষ্যমাণং জগাদ। কীদৃশং? ইত্যুক্তপ্রকারেণ মনসা নিগদন্তম্ অতএব আদরেণ সহ বর্ত্তমানম্ অসমানোর্দ্ধপ্রত্যঙ্গদর্শনাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশী? সুরতান্তে নিতান্তখিন্নাঙ্গী ॥ ১৬ ॥

যৎ জগাদ তদেবাহ কুরু যদুনন্দনেত্যাদিনা। অস্যাপি রামকিরী-রাগযতিতালৌ। যদুনন্দনে ক্রীড়তি সতি সা শ্রীরাধা নিজগাদ, তং প্রতি ইতি প্রকরণাৎ জ্ঞেয়ম্। ক্রীড়তি ইতি সুরতান্তেঽপি চিক্রীড়িষোদয়াৎ অখণ্ডলীলত্বমুক্তম্। ইচ্ছামাত্রেণ কথং ক্রীড়নং সেৎস্যতীতি তত্রাহ।— তস্যা হৃদয়মানন্দয়তি স্বচাপল্যেন ক্রীড়নায় উন্মুখং করোতি যস্তস্মিন্ ক্রীড়তি জগাদেতি ক্রীড়নসময়েঽপি প্রিয়প্রেরণাৎ তস্যা নিত্যস্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বে প্রাধান্যং দ্যোতিতম্। হে যদুনন্দন! ইত্যুক্তরীত্যা মহাকুলোদ্ভবত্বেন সর্ব্বাতিশায়িনায়কগুণখ্যাপনায় সম্বোধনম্। যদি পুনর্ম্মনোভবমথারম্ভঃ সম্ভবতি, তদা মম পয়োধরে কস্তূরীপত্রভঙ্গং করেণ কুরু। কথং তত্র তৎ করণীয়ং অত আহ।—কামস্য যো মঙ্গলকলসস্তৎ-সদৃশে মঙ্গলকলসোঽপি তথা বিধানেন স্থাপ্যতে অতস্তমপি কুরু ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন? চন্দনাদপি অতিশীতলেন, শীতলত্বেনাব্যগ্রতয়া করণযোগ্যতা সূচিতা ॥ ১৭ ॥

সুরতাবসানে নিতান্ত অবসন্নদেহা শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ গোবিন্দকে আনন্দে আদরসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে।
তদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে॥ ১৮॥
নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে।
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে॥ ১৯॥

ততশ্চ তদুপকরণানি আপাদয় ইত্যাহ অলীতি। হে প্রিয়! লোচনে ত্বদধরচুম্বনেন লম্বিতং গলিতং কজ্জলম্ উজ্জ্বলয় অর্পয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশম্? অলিকুলগঞ্জনং সঞ্জনয়তি ইতি তাদৃশম্। কীদৃশে? কামবাণান্ কটাক্ষরূপান্ মোচয়তীতি মোচনং তস্মিন্। কজ্জলাদিকমপি তত্রাপেক্ষিতমস্তীতি ভাবঃ॥ ১৮॥

হে শুভবেশ! মম নয়নমেব কুরঙ্গস্তস্য তরঙ্গকূর্দ্দনং তস্য যঃ বিকাশ-তস্য নিরাসকরং যৎ শ্রুতিমণ্ডলং তস্মিন্ কুণ্ডলে অর্পয়। কুতস্তন্নিরাকরণং শ্রুতেরত আহ।—মনসিজস্য পাশস্য বিলাসধরে পাশো মৃগবন্ধনরজ্জুস্তদ্ভয়াৎ অগ্রে ন যাতীত্যর্থঃ। ধরতীত্যর্থঃ। শুভকর্ম্মণি কৃতবেশস্য তব প্রিয়ত্বাৎ মমাপি তথা বেশকরণং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৯॥

শ্রীরাধা রতিক্রীড়ায় হৃদয়ানন্দদায়ক যদুনন্দনকে বলিলেন—

হে যদুনন্দন! চন্দনাপেক্ষাও সুশীতল তোমার করদ্বারা মদনের মঙ্গল-কলসতুল্য আমার এই পয়োধরে মৃগমদের পত্রলেখা অঙ্কিত কর॥ ১৭॥

হে প্রিয়, মদনের বাণরূপ কটাক্ষ ক্ষেপণকারী আমার এই লোচনের ভ্রমরকৃষ্ণ কজ্জল তোমার অধর চুম্বনে মুছিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা সমুজ্জ্বল করিয়া দাও॥ ১৮॥

হে মঙ্গলবেশধারি, নয়ন কুরঙ্গের তরঙ্গ (উল্লম্ফন) বিকাশের প্রতিবন্ধক আমার এই শ্রবণযুগলে মদনের পাশস্বরূপ মনোরম কুণ্ডল সন্নিবেশিত কর॥ ১৯॥

ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং মম সম্মুখে।
জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে ॥২০॥
মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১ ॥
মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে।
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে ॥২২॥

তথা মম মুখে অলকং সংস্কুরু। তত্র হেতুঃ—সখীপরিহাসজনকং যতঃ সম্মুখে সুচিরং কালং ব্যাপ্য মুখকমলস্যোপরি ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তম্ অতএব রুচিরম্। কীদৃশে? জিতকমলে অতো বিমলে। মুখস্য কমলত্বেন অলকস্য ভ্রমরত্বেন নিরূপিতম্ ॥ ২০ ॥

হে কমলানন! মম ললাটচন্দ্রে মৃগমদরসেন বলিতং তিলকং ললিতং যথা স্যাৎ তথা কুরু। কীদৃশং? কৃতা কলঙ্কস্য কলা অংশো যেন তৎ। ললাটস্য বালচন্দ্রত্বেন মৃগমদতিলকস্য কলঙ্ককলাত্বেন নিরূপিতম্। কীদৃশে? বিশ্রমিতা অপগতা অম্বুকণা যতঃ তস্মিন্। তান্ অপনীয় তিলকং কুরু ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

হে মানদ! মম কেশে কুসুমানি কুরু। কীদৃশে? রতিগলিতে সম্ভোগাবেগেন বিকীর্ণে তথা ললিতে যতঃ স্বরূপতঃ সুন্দরে তথা মনসিজস্য যো

আমার এই কমলবিজয়ী বিমল মুখমণ্ডলে বিস্রস্ত অলকাবলী দেখিয়া সখীগণ পরিহাস করিতেছে। তুমি তাহার সংস্কার সাধনপূর্ব্বক ভ্রমরক রচনা করিয়া দাও ॥ ২০ ॥

হে কমলানন! বালচন্দ্র সদৃশ আমার ললাটদেশ হইতে ঘর্ম্মবারি অপনয়ন করিয়া তাহাতে মৃগাঙ্ক চিহ্নের ন্যায় মনোহর মৃগমদ তিলক অঙ্কিত কর ॥ ২১ ॥

সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে।
মণিরসনাবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥ ২৩ ॥
শ্রীজয়দেববচসি রুচিরে হৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে।
হরিচরণস্মরণামৃতনির্ম্মিতকলিকলুষজ্বরখণ্ডনে ॥ ২৪ ॥

ধ্বজস্তস্য চামরে কিঞ্চ ময়ূরপুচ্ছস্যেব ডামর আটোপো যস্য তস্মিন্ মানসজ-ধ্বজাদাটোপনাদিকমপি তদুপযোগ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তথা হে শুভাশয়! শুদ্ধান্তঃকরণস্যৈব ক্রিয়াসিদ্ধেস্তথাশব্দঃ প্রযুক্তঃ। মম জঘনে মণিরসনাবসনাভরণানি পরিধাপয়। যতঃ সুন্দরে অধুনা এতৎ করণং যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা সরসঘনে সরসঞ্চ তৎ ঘনঞ্চেতি তস্মিন্। অপি চ কাম এব হস্তী তস্য কন্দররূপে ॥ ২৩ ॥

শ্রীজয়দেববচসি সদয়ং যথা স্যাৎ তথা হৃদয়ং কুরু। স্নিগ্ধান্তঃকরণস্যৈব এতচ্ছ্রবণযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। যতো জয়ং শ্রীকৃষ্ণং দদাতীতি জয়দস্তস্মিন্। তত্র হেতুঃ,—হরিচরণস্মরণমেব অমৃতং তেন কৃতং কলিকলুষজ্বরেণ যঃ সন্তাপস্তস্য খণ্ডনং যেন তস্মিন্ অতএব মণ্ডনে ভূষণরূপে ॥ ২৪ ॥

হে মানদ! কামদেবের ধ্বজ-চামর-স্বরূপ ময়ূরপিচ্ছের গৌরবস্পর্দ্ধী আমার কেশকলাপ হইতে রতিকালে কুসুমচয় খসিয়া পড়িয়াছে, তুমি তাহা সুন্দর ফুলদামে সাজাইয়া দাও ॥ ২২ ॥

হে শুভাশয়! মদন মাতঙ্গের কন্দরস্বরূপ, আমার এই নিবিড় সরস সুন্দর জঘনদেশ মণিময় রসনায় এবং বসনে ভূষিত কর ॥ ২৩ ॥

কলি-কলুষ-জ্বর বিনাশকারী, হরিচরণস্মরণামৃতে অভিষেচিত জয়দায়ক শ্রীজয়দেব-ভণিত এই গান ভক্ত-হৃদয়কে অলঙ্কৃত করুক ॥ ২৪ ॥

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥
পর্য্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণাশ্রেণীমণীনাং গণে
সংক্রান্তপ্রতিবিম্বসংবলনয়া বিভ্রদ্বিভুপ্রক্রিয়াম্।
পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতামক্ষ্ণাং দিদৃক্ষুঃ শতৈঃ
কায়ব্যূহমিবাচরন্নুপচিতীভূতো হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৬ ॥

অত্যাবেশেন তয়া পুনরুক্তঃ সন্ তথা অকরোৎ ইত্যাহ রচয়েতি। রচয় কুচয়োঃ পত্রমিত্যাদিকং, ইত্যনেন প্রকারেণ তয়া আজ্ঞপ্তঃ পীতাম্বরোঽপি প্রীতস্তথৈব অকরোৎ। অপি শব্দেন রতান্তর্ব্বসনব্যত্যয়াভাবেঽপি তদাজ্ঞা-করণাৎ তস্যাখণ্ডিততদধীনত্বং দৃঢ়ীকৃতম্ ॥ ২৫ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বোক্তদর্শনাৎ তৃপ্ত্যুৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিতঃ শ্রীকৃষ্ণো নেত্রবাহুল্যমন্বিচ্ছন্ শ্রীনারায়ণস্য লক্ষ্মীদর্শনং শ্লাঘিতবান্ ইতি স্মরন্ কবিঃ আশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে পর্য্যঙ্কীকৃতেতি। হরির্নারায়ণো বো যুষ্মান্ পাতু। কীদৃশঃ কায়ব্যূহমাচরন্নিব উপচিতীভূতো বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি উৎপ্রেক্ষে। তত্র হেতুঃ,—পাদাম্ভোরুহধারিবারিধিসুতাং লক্ষ্মীং অক্ষ্ণাং শতৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ। তৎপ্রকারমাহ,—তল্পীকৃতস্য শেষস্য ফণাশ্রেণ্যাং যে মণয়স্তেষাং গণে মিলিতানাং প্রতিবিম্বানাং প্রসরণেন বিভুপ্রক্রিয়াং সর্ব্বব্যাপিভাবং বিভ্রৎ ॥ ২৬ ॥

আমার পয়োধরে পত্রলেখা, কপোলে চন্দনচিত্র, জঘনে কাঞ্চী, কবরীতে মালা, করে বলয়, এবং পদে নূপুর যথাযথ সন্নিবেশিত কর। শ্রীরাধা এইরূপ আদেশ করিলে পীতাম্বর প্রীত হইয়া তাহাই করিলেন ॥ ২৫ ॥

যদ্গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥

অথোপসংহারেঽপি স্বাভীষ্টোপাসনায়াং সর্ব্বোত্তমতানিশ্চয়াবেশেন কারুণ্যোদয়াৎ তত্র সন্দিহানান্ ভক্তরসিকজনান্ প্রত্যাহ যদ্গান্ধর্ব্বেতি। ভোঃ সুধিয়ঃ! শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসোল্লাষিতচিত্তাঃ পণ্ডা সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধিস্তয়া অন্বিতঃ কবিঃ সৎকাব্যকর্ত্তা তথা ভূতস্য শ্রীজয়দেবপণ্ডিতকবেঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ তৎসর্ব্বমানন্দেন সহিতাঃ পরি সর্ব্বতোভাবেন শোধয়ন্তু, আশঙ্কাপঙ্কমুদ্ধারয়ন্তু নিশ্চিন্বন্তু ইত্যর্থঃ। তৎ কিমিত্যাহ।—যৎ গান্ধর্ব্বকলাসু সংগীতশাস্ত্রোক্তগীতরাগতালাদিষু যন্নৈপুণ্যং তদেব নির্ব্বন্ধনানুসারেণ জানন্তু ইত্যর্থঃ। ন কেবলমেতৎ অপি তু যদ্বৈষ্ণবং সর্ব্বব্যাপনশীলস্য বিষ্ণোঃ সর্ব্বাবতারিণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তেঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনবিষয়ং যদনুধ্যানং স্বাভীষ্টতল্লীলাবিচারসমাধানাদনুক্ষণচিন্তনং তদপ্যেতদ্দৃষ্ট্যৈব নিশ্চিন্বন্তু নিত্যত্বসর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়াৎ দৃঢ়ীকুর্ব্বন্তু ইত্যর্থঃ। তত্রাপি দুরূহগতেঃ শৃঙ্গারস্য মহাপ্রেমরসস্য বিচারে যৎ তত্ত্বং দুরূহব্রজলীলাগতং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। কাব্যেষু যল্লীলায়িতং রসলীলাদিব্যঞ্জকবিশেষগ্রথনং তদপ্যেতদনুসারেণ নিশ্চিন্বন্তু। সর্ব্বত্র হেতুঃ,—শ্রীকৃষ্ণে

চরণাব্জ-সেবিকা বারিধিসুতাকে শত নয়নে দেখিবার জন্য শেষ পর্য্যঙ্কশায়ী যে বিভু, নাগ-নায়কের ফণাশ্রেণীর মণিগণে আপনার বহুল প্রতিবিম্ব-সম্বলিত কায়ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই হরি আপনাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি
দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে ।
মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাব-
ত্তাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্বচাংসি ॥ ২৮ ॥

একতানঃ একাগ্রোঽনন্যবৃত্তিরাত্মা মনো যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণৈকান্তভক্তস্যৈব সর্ব্বগুণাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেত্যুক্তেঃ ॥ ২৭ ॥

অথ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ইতি শুকোক্তপ্রায়ত্বাৎ এতৎ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানুমোদনপ্রভাবমাহ—সাধ্বীতি। হে মাধ্বীক! ইহ লোকে যাবৎ জয়দেবস্য বচাংসি বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ শৃঙ্গারসারস্বতং ভাবং দদতি, তাবদ্ভবতঃ চিন্তা সাধ্বী ন ভবতি মধুরত্বেঽপি মাদকত্বাদিত্যর্থঃ। হে শর্করে! ত্বং কর্করাসি মাদকত্বাভাবেঽপি কঠিনত্বাদিত্যর্থঃ। হে দ্রাক্ষে! কে ত্বাং দ্রক্ষ্যন্তি কোমলত্বেঽপি নিন্দ্যদেশোদ্ভবত্বাদিত্যর্থঃ। হে অমৃত! ত্বং মৃতমসি মরণান্তরপ্রাপ্যত্বাদিত্যর্থঃ। হে ক্ষীর! তে রসো নীরং নীরবৎ আবর্ত্তনাদ্যপেক্ষত্বাৎ। হে মাকন্দ! আম্র! ত্বং ক্রন্দ স্বগষ্ট্যাদিহেয়াংশসাহিত্যাৎ। হে কান্তাধর! ত্বং পাতালং অসুরালয়ং যাহি, অধোদাতৃনামত্বাৎ তবাত্র স্থিতিরপি ন যুক্তেত্যর্থঃ। শ্রীজয়দেব-বর্ণিতমধুরাখ্যভক্তিরসাস্বাদনির্ব্বৃতজনাস্তে ঘৃণামেব করিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥২৮॥

হে সুধীগণ! যদি সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগাদিতে, সর্ব্বব্যাপি-বিষ্ণুর ভজন-বিষয়ক অনুধ্যানে, বিবেকতত্ত্বে এবং শৃঙ্গাররসকাব্যে (একাধারে এই সমস্ত বিষয়ে) নিপুণতালাভের বাঞ্ছা থাকে তবে আনন্দের সহিত কৃষ্ণগতপ্রাণ পণ্ডিত জয়দেব কবির এই শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য চিন্তা করুন ॥ ২৭ ॥

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে

সুপ্রীতপীতাম্বরো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

সমাপ্তমিদং কাব্যম্।

অথ স্বমাতাপিতৃস্মরণপূর্ব্বকং পরাশরাদিমতজ্ঞাতার এব অধিকারিণ ইতি তান্ প্রতি আশিষয়তি শ্রীভোজেতি। ভোজদেবনামা অস্য পিতা বামাদেবীনাম্নী জননী তস্যাঃ সুতস্য শ্রীজয়দেবকস্য পরাশরাদীনাং যে প্রিয়াস্তন্মতজ্ঞাতারস্তেষ্বপি যে বান্ধবাস্তন্মতানুসারেণ শ্রীরাধামাধবরহঃ-কেলিজ্ঞানেন বন্ধুত্বং প্রাপ্তাস্তেষামেব কণ্ঠে ভূষণবৎ সদা শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং কবিত্বমস্তু। অনেনাস্য প্রবন্ধস্য সর্ব্ববেদেতিহাসপুরাণাদিবক্তৄণাং সম্মত্যা সর্ব্বসারত্বং দুরূহত্বঞ্চ বোধিতম্ অত্রায়ং ক্রমঃ। আদৌ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনং প্রলয়পয়োধিজলে ইত্যাদি বসন্তে বাসন্তীত্যন্তেন। ততঃ শ্রীরাধায়াঃ সমধিকলালসাবর্ণনং কংসারিরপীত্যন্তেন তত্রৈব সাধারণলীলা তস্যা উৎকণ্ঠাবর্ণনঞ্চ ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি উৎকণ্ঠা যমুনাতীরেত্যন্তেন। ততঃ শ্রীকৃষ্ণে রাধিকোৎকণ্ঠা অহমিহেত্যন্তেন। ততঃ তস্যাং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠা-বর্ণনং পূর্ব্বং যত্রেত্যন্তেন ততোঽভিসারিকাবস্থাবর্ণনং অথ তামিত্যন্তেন।

শ্রীজয়দেবের এই শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে—হে মধু, তোমার চিন্তা আর কেহ করিবে না। অতঃপর শর্করে, তুমি কর্করত্ব প্রাপ্ত হইলে। হে দ্রাক্ষে, তোমাকে আর কেহ দেখিবে না। অমৃত, তুমি মৃত হইলে। ক্ষীর, তোমার আস্বাদ নীরের মত হইয়া গেল। আম্র, তুমি ক্রন্দন কর। কান্তাধর তুমি রসাতলে যাও ॥ ২৮

ততো বাসকসজ্জা অত্রান্তরেত্যন্তেন। ততঃ চন্দ্রোদয়াৎ পুনরুৎকণ্ঠিতা অথাগতামিত্যন্তেন। ততো বিপ্রলব্ধা অথ কথমপীত্যন্তেন। ততঃ খণ্ডিতা তামথেত্যন্তেন। ততঃ কলহান্তরিতা অত্রান্তরে মসৃণরোষেত্যন্তেন। ততো মানিনীবর্ণণং সুচিরমিত্যন্তেন। ততো মেঘাবৃতে চন্দ্রে সখীপ্রার্থনা সা সসাধ্বসেত্যন্তেন। ততো অন্যোঽন্যাবলোকনং গতবতীত্যন্তেন ততঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রার্থনা প্রত্যূহেত্যন্তেন। ততঃ রহঃকেলয়ঃ ইতি মনসেত্যন্তেন। ততঃ স্বাধীন-ভর্তৃকাপর্য্যঙ্কীকৃতে ত্যন্তেন। অতঃ সর্গোঽয়ং সমৃদ্ধিমদাখ্যসম্ভোগরসানন্দিতঃ পীতাম্বরঃ যত্র সঃ প্রিয়াধীনত্বেন তদ্বর্ণবসনপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যত্র সঃ ॥ ২৯ ॥

যদ্বৎ স্ববালমুগ্ধোক্তৌ পিত্রা প্রীতিরবাপ্যতে।
তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রীয়তামত্র জল্পিতে ॥
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিন্যাং
দ্বাদশঃ সর্গঃ।

শ্রীভোজদেব এবং বামাদেবীর পুত্র জয়দেব কবি শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করিয়া পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু কণ্ঠে উপহার অর্পণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

ইতি সুপ্রীতপীতাম্বরনামক দ্বাদশ সর্গ

সমাপ্ত